সদর দেওয়ানী আদালতের ও গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা।

ইংরাজী ১৮৪৩ সালের ১২ আইন অনুসারে।

লিখিত

সদর দেওয়ানী আদালতের

নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্টের

চুম্বক

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার।
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীকালীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কর্ত্তৃক

বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত।

১ সংখ্যা।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল মাহ জুন।

কলিকাতা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

যোড়াসাঁকো বলরাম দে ইষ্ট্রিট্ নং ১১২ বাটী।

এই পুস্তক উল্লিখিত ঠিকানার যন্ত্রালয়ে অথবা একাউন্টেন্ট জেনেরেলের আফিসে উপরোক্ত অনুবাদ কর্ত্তাগণের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবেক।

১২৬৫

বিজ্ঞাপন।

প্রায় এক বৎসর হইল সদর আদালতের মুলতবী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে কএক জন অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত হইবায় পূর্ব্বাপেক্ষা ১৮৫৬ সাল অবধি সদর আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট পুস্তক কখন দ্বিগুণ কখন বা ততোধিক বৃহদাকার হইতেছে ইহা প্রায় সকল গ্রাহক মহাশয় অবগত আছেন। এক্ষণে ন্যায্য বোধে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ইদানী-ন্তন ঐ সকল রিপোর্ট পুস্তক অনুবাদ করিতে আমাদিগের কেবল শ্রম বাহুল্য হইলেও এই বিজ্ঞাপনে প্রয়োজন হইত না কেননা প্রথমে আপনারা শ্রম স্বীকার করিয়াই সাধারণের সুলভ হইবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের রিপোর্ট পুস্তকের এত অল্প মূল্য স্থির করি কিন্তু এক্ষণকার অনুবাদিত পুস্তকাদি মুদ্রা-ঙ্কিত করিতে আমাদিগের ব্যয় বাহুল্য হইতেছে অতএব ১৮৫৭ সাল অবধি উক্ত নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট পুস্তকের বার্ষিক অগ্রিম ১২ টাকা ও মাসিক ১।০ টাকা হিসাবে মূল্য স্থির করা গেল তথাপি মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে ইংরাজী ও উর্দ্দু নকলের অপেক্ষা আমাদিগের পুস্তকের মূল্য সুলভ থাকিল। আর ভদ্র গ্রাহকগণের সমীপে নিবেদন এই যে তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের রিপোর্ট পুস্তক হিসাবে যাহা পাওনা আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন তজ্জন্য আর দিবস অপেক্ষা রাখিবেন না এবং দূরস্থ গ্রাহক মহাশয়গণ ১৮৫৭ সালের অগ্রিম মূল্য প্রদানে বঞ্চিত করিবেন নতুবা আমাদিগের পূর্ব্বের এক নিয়মানুরোধে তাহাদিগের পুস্তক স্থগিত করিতে বাধ্য হইব।

[illegible] নবেম্বর সাহার নিষ্পন্নের এক খাস আপীলের ও এক মাবেতা আপীলের উপ-ক্রমণিকা এ আদালতের পারসি দফ্তরে ভুল লেখা থাকায় নীচের লিখিত শোধন পত্র দেওয়া যাইতেছে।

নবেম্বর মাহার ফয়সলা বহির ৮৮২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত উপক্রমণিকার পরিবর্ত্তে নীচের লিখন পাঠ কর।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৪ নবেম্বর।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।

১৮৫৫ সালের ৯৫৩ নম্বরী দরখাস্ত।

দেবনাথ রায় বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে কালীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী বাদীগণের মধ্যে এক জনের মোকদ্দমায় চৌকি কাগজপুকুরিয়ায় মুনসেফ শ্রীযুক্ত অবদুর রবের ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা নদিয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ২৯ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৫ সালের ২৮ মার্চ তারিখে বাদির মধ্যে এক জন কালীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী এ আদালতে দরখাস্ত করে।

মেং ই, কোলব্রুক সাহেব—দরখাস্ত কারির পক্ষ উকীল।
মেং আর, নরিস সাহেব—প্রতি পক্ষের মধ্যে এক জন দেবনাথ রায়ের পক্ষ উকীল।

আর ৮৫৩ পৃষ্ঠার লিখিত ১৮৫২ সালের ৫৩৮ নম্বরী মোকদ্দমার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত জি, আই, মণি সাহেবের পরিবর্ত্তে, ডবলিউ, জে, এইচ, মণি পাঠ কর।

নির্ঘণ্ট।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি, সাহেব

১৮৫৬ সালের ৫৮১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ ফরজন্দ আলির ১৮৫২ সাল ৩১ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকডোনল্ড সাহেব ১৮৫৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

কারুলাল (বাদী)———————————আপেলান্ট।
দাতারাম (প্রতিবাদী)———————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মৌলবী আফাজুদ্দীন মহম্মদ———————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মৌলবী মরহুমৎ হোসেন———————————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৫ সালের ৮ নবেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদী (খাস আপেলান্ট) জওয়াহির তেওয়ারী নামে এক ব্যক্তির নিকট জামিন স্বরূপ এক কিতা ভূমি বন্ধক লইয়া মং ৪২৫ টাকা কর্জ্জ দেয় অনন্তর ঐ সম্পত্তিতে বাদির দায় থাকা সম্পূর্ণ জানিয়াও জওয়াহিরের নামে এক ডিক্রী জারীতে তাহা নিলাম হইলে দাতারাম তাহা খরিদ করে। বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী আপনার পাওনা টাকা নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত করিলে প্রথম আদালত তাহার দাবি ডিসমিস করেন। আপীল হইলে প্রধান সদর আমীন বাদির দাবি ডিক্রী করিয়া আদেশ দেন যে আদালতে আমানতী পণ জামিনের টাকা হইতে ঐ কর্জ্জার টাকা পরিশোধ হইবে ও খরিদারকে অব্যাহতি দেন।

দরখাস্তকারী এক্ষণে খাস আপীল করিয়া দর্শায় যে খরিদার তাহার দায় থাকা সম্পত্তির দখলীকার হওয়ায় ঐ খরিদারের বিরুদ্ধে সে ব্যক্তি এক ডিক্রী পাইতে পারে কিন্তু প্রধান সদর আমীন এই রূপ ডিক্রী না দিয়া তাহার ক্ষতি করিয়াছেন কেননা দেওয়ানী আদালতে আমানতী টাকাতে দাবির সমুদয় টাকা পরিশোধ হয় না। এ নিমিত্তে উপরোক্ত ওজর অনুসারে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা হওন ও দরখাস্তকারির দায় থাকা সম্পত্তির বর্ত্তমান দখলীকারের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী দেওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

যে দলীল অনুসারে দেনদার বাদির নিকট তাহার সম্পত্তি বন্ধক রাখে তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে কর্জ্জার টাকা পরিশোধ নিমিত্ত ইহা জামিনীপত্র স্বরূপ। তৎকালে দেনদার ১১ বৎসর মেয়াদে বাদীকে ৬০ বিঘা ভূমি পাট্টা দেয় তাহাতে স্পষ্ট এই মর্ম্মে সর্ত্ত থাকে যে যে কাল পর্য্যন্ত কর্জ্জার টাকা পরিশোধ না হয় সে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি অর্থাৎ দেনদার উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রি করিতে পারিবে না অতএব আমাদিগের রায়ে ঐ বন্ধক অনুসারে উক্ত সম্পত্তিতে বাদির দায় আছে ও তাহা যে স্থলে যাউক ঐ দায় সে স্থানে যাইবে এ নিমিত্ত প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির যে অংশে আদেশ

আছে যে আমানতী পণকাফিলের টাকা হইতে ঐ কর্জ্জার টাকা পরিশোধ হইবে তাহা আমরা অন্যথা করিয়া রায় দিতেছি যে দেনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করিতে যে সম্পত্তির উপর বাদির স্বত্ব আছে তাহা দায়ী হইবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৫৭১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ত্রিপুরার সদর আমীন শ্রীযুক্ত মজদ আলী কাইমরের ১৮৫৪ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার একটিং প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বসু বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোসম্মাৎ জরতারা ও তিউনী (প্রতিবাদিনীগণ)—আপেলান্টগণ।

মোসম্মাৎ লালবেহারী প্রভৃতি (বাদীগণ) ও রায় কানাই বসু সরবরাহকার (প্রতিবাদী) } রেস্পাণ্ডেন্টগণ।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়—আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।

মৌলবী আক্বারুদ্দীন মহম্মদ ও বাবু শ্রীনাথ সিংহ-রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীলগণ

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২৫ নবেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদিনী মোসম্মাৎ লাল বিবী প্রতিবাদী এই খাস আপেলান্টের বিরুদ্ধে এক জাল কওয়ালা অন্যথা করিবার প্রার্থনায় নালিশ করে। প্রতিবাদী মং ৫০০ টাকা পণ দিয়া যে এক সম্পত্তি ক্রয় করে তাহার এক খানা কওয়ালা থাকা স্বীকার করিয়া ঐ দলীলের এক নকল দাখিল করে।

অধীন আদালত দ্বয় ঐ কওয়ালা প্রমাণ না হওয়া দৃষ্টি করিয়া তাহা না মঞ্জুর হইবার ডিক্রী দেন।

প্রতিবাদী এক্ষণে খাস আপীল করিয়া এ আদালতের ১৮৫৩ সালের ফয়সলা বহির ৯৪৩ পৃষ্ঠার লিখিত কৃষ্ণনাথ আচার্য্যের বিরুদ্ধে ভৈরবচন্দ্র মজুমদারের মোকদ্দমায় যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় তাহা দর্শায় অর্থাৎ যে দলীল প্রচার হয় নাই কিম্বা জারী করিবার যত্ন করা হয় নাই তাহা জাল হওনের রায় পাইবার আশয়ে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবায় দেওয়ানী আদালতে সে নালিশ লইতে পারেন না।

এ মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় উল্লেখিত নজীর অনুসারে অধীন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

আমরা ১৮৫৭ সালের ১২ ফিব্রুয়ারি তারিখে নিজাম সাহের মহম্মদের মোকদ্দমায় নির্দ্ধারিত মূল নিয়মের সহিত ঐক্য হইয়া রায় দিতেছি যে দলীল রেজেষ্টরী করা হই

লেই ফলতঃ তাহা প্রচার করা হইল ও তাহাতে যাহার স্বত্ব হানি করে সে ব্যক্তি তাহ অন্যথা করিবার প্রার্থনায় এক নালিশ করিতে পারে। আপেলান্ট যদ্রূপ কহে যে ঐ দলীল প্রচার হইলেও বাদির প্রকৃত কি ভবিষ্যতে কোন হানি হয় না ইহা অতি অসম্ভব কথা। কারণ ইহাতে স্পষ্ট তাহার সম্পত্তির বাজার দর কম করে ও বন্ধক জামিন অথবা অন্য রকমে সেই সম্পত্তি লইয়া ব্যাপার করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। ঐ দলীল হইতে এই স্পষ্ট হানি হইতেছে ও ইহার নিমিত্ত বাদী অব্যাহতি চাইতে পারে অতএব আমরা অধীন আদালতের হুকুম সকল অন্যথা করিয়া খরচা সহিত এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৫৯২ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি দলসিংহ সরাইএর মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল ওয়াহেবের ১৮৫৩ সাল ৫ সেপ্তেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া জেলা ত্রিহুতের একটিং আডিসনেল জজ্ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইলকিনস্ সাহেব ১৮৫৫ সাল ৪ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

বাবু গুরুদয়াল সিংহ (প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন)-আপেলান্ট।
রাম সহায় সিংহ (বাদী) ও কালীপ্রসাদ (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মুনসী আমীর আলী———————————.——আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র———————————— } রেস্পাণ্ডেন্ট রাম সহায় সিং- হের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

রাম সহায় সিংহ বাদী এক রেহনী ও কটকওয়ালা অনুসারে মৌজা জগদীশপুরে স্থিত ৩।।৹ বিঘার মধ্যে ১/ বিঘা ভুমির দখল প্রার্থনায় নালিশ করিয়াছে। ঐ বয়বলফার তারিখ ১৮৪৫ সাল ২৯ জুলাই ও ১৮৪৯ সালের ২৭ জুন তারিখে ঐ বয়বাৎ সিদ্ধ হয়।

প্রতিবাদী বাবু গুরুদয়াল সিংহ ওজর দেয় যে নারায়ণ দত্তের স্বত্ব সকল ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চ তারিখে বাদির নিকট বন্ধক থাকে তাহার স্বত্ব ও সম্বন্ধ গুরুদয়াল বাবু খরিদ করে অতএব বয়বাতের এস্তাতার ডিক্রী জারীতে বন্ধকদাতার হক বিক্রয় করণের পূর্ব্বে আইন সম্মত প্রতিনিধির উপর জারী করা উচিত ছিল কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

অধীন আদালত বাদির পক্ষে নিষ্পত্তি করিয়া তাহাকে এক দখলের ডিক্রী দেন।

প্রতিবাদী একণে খাস আপীল করিয়া অধীন আদালতে যে ওজর উত্থাপন করে তাহাই এস্থলে দর্শায়।

দৃষ্ট হইতেছে যে বাদীকর্ত্তৃক বয়বাতের নোটিস জারী করিবার কালে বন্ধকদাতার স্বত্ব ও সম্বন্ধ খাস আপেলান্টকে অর্শিয়াছিল অতএব এই সকল অবস্থায় তাহার অর্থাৎ

বন্ধকদাতার আইন সম্মত প্রতিনিধির উপর বয়বাতের নোটিস জারী হওয়া ও ইহা না হওয়ার অধীন আদালতের নিষ্পত্তির অন্যথা হওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

নথী দৃষ্টে প্রকাশ পাইতেছে যে ১৮৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে বয়বাতের নোটিস আদি বন্ধকদাতার উপর জারী হয় আর এই খাস আপেলাণ্ট ১৮৪৮ সালের ৬ মার্চ অর্থাৎ তাহার পর ৬ মাস পূর্ব্বে বন্ধকদাতার স্বত্ব ও সমৃদ্ধ খরিদ করে নাই। এই সকল অবস্থায় যে হেতুতে এই খাস আপীল গ্রাহ্য হয় তাহা উঠিতেছে না আর যখন আইনে নোটিস জারী করণ কালে বন্ধকদাতার অথবা তাহার আইন সম্মত প্রতিনিধির উপর এক খানা নোটিস করিবার কথা স্বীকার করে তখন আমাদিগের রায় হইতেছে যে সকল ন্যায্য কর্ম্ম হইয়াছে ও অধীন আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তি সকল সম্পূর্ণ যথার্থ এ বিধায়ে আমরা খরচা সহিত এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৬৩৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা চট্টগ্রামের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী জিনথ উল্লার ১৮৫৪ সাল ৫ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার একটিং আডিসনেল প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত আমীরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সাল ২৩ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

আবদুল মজিদ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——————আপেলাণ্টগণ।
জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টর সাহেব (বাদী) ও }
মহসন আলী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী আফ্তাবুদ্দীন মহম্মদ——————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়—————————— { রেস্পাণ্ডেণ্ট কালেক্টর সাহেবের পক্ষ উকীল।
মৌলবী আহম্মদ আলী——————————রেস্পাণ্ডেণ্ট প্রতিবাদিরপক্ষ উকীল

শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএল্‌স ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীগণ যাহারা এক কওয়ালা সূত্রে বাদীগণের বিরুদ্ধে বন্দোবস্তের হক থাকা দাবি করে তাহাদিগের সহিত মৌজা বাকলিয়া স্থিত কএক কিত্তা ভূমি বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিয়া জেলা চট্টগ্রামের ডিপুটী কালেক্টর সাহেব ১৮৪৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে যে এক ফয়সলা অন্যথা করিবার প্রার্থনায় ১৮৫২ সালের

১৯ আগষ্ট তারিখে এই নালিশ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদী অর্থাৎ খাস আপেলাণ্ট ওজর দেয় যে বাদীগণের মোকদ্দমার মেয়াদ গত হইয়াছে। প্রধান সদর আমীন ৯৮০ নম্বরী কনেষ্ট্রকশন প্রতিবাদির ওজরের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া তাহা উল্লেখ করেন কেননা বাদী-গণের সঙ্গি হিস্যাদারান ১৮৫২ সাল ১৮ মে তারিখে এই ভূমির কতটার নিমিত্ত আডি-সনেল প্রধান সদর আমীনের নিকট এক ডিক্রী পায় অতএব ঐ তারিখ হইতে তাহাদিগের নালিশের স্বত্ত্ব চলিয়া আসিয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

৯০৮ নম্বরী কনেষ্ট্রকসন যাহাতে পাট্টাদারান ও ১৭৯৫ সালের ২২ আইনের ৩৫ ধারার ২।৩ প্রকরণের কএক বিশেষ বিধি উল্লেখ হয় আমাদিগের রায়ে তাহা এ মোকদ্দ-মার সহিত কোন সংশ্রব রাখে না আর প্রকাশ পাইতেছে যে উপরোক্ত তারিখে আডিসনেল প্রধান সদর আমীনের নিকট বাদীগণের শরীকান এক ডিক্রী পায় বিবে-চনা করাতে প্রধান সদর আমীনের ভুল হইয়াছে কেননা ঐ তারিখের ডিক্রী খাস আপেলান্টের পক্ষে হইয়াছিল। রাজস্ব সম্পর্কীয় হাকীমের ফয়সলা অন্যথা করণ প্রার্থনায় বাদির মোকদ্দমা সর্ব্ব শেষ ১৮৫১ সালের ১০ জুন তারিখে গ্রাহ্য হয় এ বিধা-য়ে উল্লেখিত কএক হেতুতে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা হওয়া ও বাদীগণের দাবির পক্ষে ১৮৪৮ সালের ১৩ আইন কএক বিধি অনুসারে বাধা হওয়ায় রায় দেওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

প্রকাশ পাইতেছে যে ১৮৪৬ সালে প্রতিবাদীগণের সহিত এই সম্পত্তির বন্দোবস্ত হয় ও ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কমিসনর সাহেবের নিকট বাদী আপীল করে কিন্তু তাহা নিষ্ফল হয় আর ৯৮০ নম্বরী কনেষ্ট্রকসন এ মোকদ্দমার সহিত কোন সংশ্রব রাখে না ও এখন ঐ ফয়সলার প্রতি ১৮৪৮ সালের ১৩ আইন খাটে বলিয় কোন আপত্তি করা হয় নাই তখন সপষ্ট বাদির নালিশের মেয়াদ গত হইয়াছে বলিতে হইবেক অতএব অধীন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়া খরচা সহিত এই আপীল ডিক্রী হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৪ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব

১৮৫৬ সালের ৫৮৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা কটকের সদর আমীন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাসের ১৮৫৫ সাল ২৮ জুন তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত এম, এস, গিলমোর সাহেব ১৮৫৫ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

যুগলকিশোর কর (প্রতিবাদী)————————আপেলাণ্ট।
মধুসূদন দে (বাদী)————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু মিহীরচাঁদ চৌধুরি————————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২৬ নবেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

জজ্ সাহেব নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের ২৪ ধারা দ্বারা কোন রূপে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা অতিক্রম অথবা সংশোধিত হয় নাই কেননা প্রথমোক্ত আইনে বলপূর্ব্বক সাক্ষী হাজিরের কএক বিধি নির্দ্ধারণ করে কিন্তু যে পক্ষে সাক্ষির প্রতি শমন দেয় সে পক্ষে শপথ পূর্ব্বক আদালতের হৃৎপ্রত্যয় রূপে ঐ প্রমাণ মোকদ্দমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হওয়া প্রমাণ না করিলে ঐ ধারা অনুসারে জরুরী এস্তাহার বাহির হয় না।

দরখাস্তকারী এই খাস আপীলে দর্শায় যে প্রথম আদালত প্রার্থনা মত সাক্ষীগণের হাজিরির নিমিত্ত জরুর না করিবায় তাহার মোকদ্দমার যথার্থ বিচার হয় নাই আর এই বিষয়ে জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে অতএব এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

দৃষ্ট হইতেছে যে অনুপস্থিত সাক্ষির সাক্ষ্য যে নিতান্ত আবশ্যক তদ্বিষয়ে দরখাস্তকারীকে শপথ করাইতে সদর আমীন চাহেন কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা করে নাই। ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের ২৪ ধারায় এই অভিপ্রায়ে শপথ করাইবার বিধি দেয় নাই কিন্তু যখন সাক্ষীগণের হাজিরির আবশ্যকতা খাতিরজমা করণ বিষয়ে সদর আমীনের ক্ষমতা আছে ও তদ্বিষয়ে তিনি খাতিরজমা হয়েন নাই তখন অনুপস্থিত সাক্ষীগণকে ধরাইবার নিমিত্ত হাকীম মৌসুফের পক্ষে কোন উপায় না করণ পক্ষে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে বলিতে হইবেক। উক্ত ২৪ ধারায় লেখে যে শমন জারী হইলে পর আদালতের সাক্ষীদিগকে ধরিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে কিন্তু সেই সাক্ষ্যের প্রয়োজন ও ন্যায্যতা বিবেচনা না করিয়া তদ্দ্বারা আদালত, সকল মোকদ্দমায় ঐ উপায় অবলম্বন করিতে আবদ্ধ নহেন আর যে ব্যক্তি সাক্ষী মানে সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষির হাজিরী যে আবশ্যক তদ্বিষয়ে তাহার শপথ ব্যতিরেকে এক আদালত ঐ অনুপস্থিত সাক্ষী ধরিতে হুকুম দিলে তাহা বেআইন কর্ম্ম নহে অতএব আমরা খরচা সহিত এই আপীল ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৪ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব } জজ্
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব

১৮৫৬ সালের ৬২৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

ঢাকার একটিং মুনসেফ শ্রীযুক্ত আলী নেওয়াজের ১৮৫৪ সালের ১১ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজিম খাঁ বাহাদুর ১৮৫৬ সালের ৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মেং হিকি সাহেব (বাদী)——————আপেলাণ্ট।
ঈশ্বরচন্দ্র দাস (প্রতিবাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

এক রসিদে কুসুমফুল বিক্রয় হয় তাহার মূল্যের নিমিত্ত এই নালিশ আসল ও সুদ বাবদী সং ১৪৯৸৵২ টাকার দাবিতে উপস্থিত।

মুনসেফ মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন উক্ত রসিদ খান তমসুক স্বরূপ গণ্য করিয়া অসম্পূর্ণ ইষ্টাম্প হেতুতে আরজী ডিস্‌মিস্‌ করেন।

দরখাস্তকারী ওজর দেন যে তাঁহার অর্থাৎ প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি ১৮২৪ সালের ৯ আইনের কএক বিধির বিপরীত হইয়াছে।

যখন প্রথম আদালত মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন তখন ১৮২৪ সালের ৯ আইন ও ১৮৫৫ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখে নিষ্পন্ন জনার্দ্দন সেনাপতি আপেলাণ্টের মোকদ্দমায় নির্দ্ধারিত বিধি অনুসারে ইষ্টাম্পের অভাব ধরিয়া এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করাতে প্রধান সদর আমীনের ভুল হইয়াছে কি না এই বিষয় বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

প্রধান সদর আমীন উক্ত রসিদ অসম্পূর্ণ ইষ্টাম্পে লিখিত হওয়া বিবেচনা ও তাহার দোষকত্তার অধীন আদালতের দাখিল হওয়া অসম্পূর্ণ প্রমাণ উল্লেখ করেন কিন্তু পরিশেষে ইষ্টাম্প আইন উল্লঙ্ঘন করা বলবৎ হেতু বলিয়া ঐ দাবি ডিস্‌মিস্‌ করেন।

যে স্থলে সর্টিফিকেটের উল্লেখিত আইন অনুসারে অধীন আপীল আদালতে ঐ বিষয়ের প্রতি আপত্তি হইতে পারে না সে স্থলে ঐ নিষ্পত্তি ভুল হইয়াছে আমরা অবধারণ করিয়া কেবল মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত প্রধান সদর আমীনের নিকট ইহা ফেরৎ পাঠাইব।

এতদনুসারে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৪ জুন।

একসাথে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৬৩৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৫ সাল ১৪ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত মেং এফ, বি, কেম্প সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৭ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

সনাতন দাস ও গুরুপ্রসাদ গুহ (প্রতিবাদীগণ) — আপেলাণ্টগণ।
কালাচাঁদ দত্ত প্রভৃতি (বাদীগণ) ———— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত —— আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	রেস্পাণ্ডেণ্ট বাবু নবকৃষ্ণ দত্তের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ	রেস্পাণ্ডেণ্ট বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু কাশীচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

আমাদিগের সমক্ষে এক্ষণে যে আপীল উপস্থিত তাহা মীমাংসা করণে জেলার জজ্ সাহেব এক সরাসরী ডিক্রী জারির নিলাম এই হেতুতে রদ করিয়াছেন যে সেই ডিক্রী দেওয়া বেআইন হইয়াছে। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের বিধি সকল দৃষ্টে জজ্ সাহেব বিবেচনা করেন যে কোন মোকদ্দমা এক তরফা শুননী হওনের পূর্ব্বে প্রথমে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ও তৎপরে প্রতিবাদির হাজিরী জন্য এস্তাহার জারী করা কর্ত্তব্য ও এই রূপ দৃঢ় আদেশ আছে যে ঐ রূপ পরওয়ানা এস্তাহার এক কালীন জারী না করিয়া ক্রমেং জারী করিতে হইবেক কিন্তু অত্র মোকদ্দমায় সেতাবৎ এক কালীন জারী হইয়াছে এহেতু ডিক্রী দেওয়া হাকীম মৌসুফ আইন বহির্ভূত বিবেচনা করেন।

অতএব জজ্ সাহেবের ফয়সলা বাহাল রাখা কর্ত্তব্য কি তদ্বিপরীতে বাদী অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্ট দায়ী না থাকার যে আপত্তি করে সেই আপত্তির গুণাগুণ বিবেচনায় উক্ত সরাসরী ডিক্রির সিদ্ধতা মীমাংসা করিতে হইবেক ইহার বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

জজ্ সাহেব এই স্থির করিয়াছেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণ অনুযায়ী কোন মোকদ্দমা এক তরফা শুনিবার পূর্ব্বে প্রথমে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করা কর্ত্তব্য তাহা নিষ্ফল হইলে এস্তাহার তৎপরে জারী করিতে হইবেক কিন্তু এই দুই কার্য্য বাদী এক কালীন করিতে পারে না তাহাতে এরূপ কার্য্য এক কালীন করাতে প্রতিবাদির ক্ষতি হইয়াছে বলিতে হইবেক কেননা দাবির টাকা পরিশোধ জন্য সে সময় পায় নাই সুতরাং এরূপ কার্য্য আইনানুযায়ী কি না তাহা মীমাংসা করণে ১৮৫৪ সালের ৯ আক্টের বিধান মতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না।

যেহেতুক জজ্ সাহেব তাহার সমক্ষে উপস্থিত ২৯ নম্বরী মোকদ্দমায় ১৮৫৫ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে যে ফয়সলা করেন তদনুযায়ী উপরের লিখন মত এই মোকদ্দমায় বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন ও সেই ২৯ নম্বরী মোকদ্দমার ফয়সলার নকলে জজ্ সাহেবের এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হেতুবাদ লিখিত থাকাতে তাহা এই মোকদ্দমার মিছিলে দাখিল হইয়াছে এবং ১৮৫৫ সালের ১৬৪১ নম্বরী দরখাস্ত মতে ১৮৫৬ সালের ...মে তারিখের নিষ্পত্তি অনুযায়ী উক্ত ২৯ নম্বরী মোকদ্দমা এ আদালত হইতে এই হেতুতে ফেরৎ গিয়াছে যে একতরফা নিষ্পত্তিতে যে পারিভাষিক অনিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন ১৮৫৪ সালের ৯ আক্ট মতে তিনি তাহার বিবেচনা করিতে পারেন না অতএব সেই পুনঃপ্রেরণের হুকুমে যে সকল হেতু লিখিত হইয়াছে সেই সকল হেতু জন্য আমরা এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও রদ করিয়া গুণাগুণের বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৪ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি. রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব

জেলা যশোহরের সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ১৮৫৫ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী রদ করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত সেৎ ও, ডবলিউ, মেসেন্ট সাহেব ১৮৫৬ সালের ২ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে কএকটা খাস আপীল।

১৮৫৬ সালের ৬৫৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর (বাদী)——————আপেলান্ট।
বংশীবদন দাস প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল নাই।

১৮৫৬ সালের ৬৫৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর (বাদী)——————আপেলান্ট।
রামধন মজুমদার প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, বাবু শ্রীনাথ দাস ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্র————— { রেস্পাণ্ডেন্ট রামধন মজুমদারের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে এই সকল মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

কোন জমীদার খাজানা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করিলে জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচারে স্থির করেন যে সরকার বাহাদুর যাহার সহিত প্রথমে বন্দোবস্ত করেন বাদী তাহার ওয়ারিস মাত্র; ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারায় যে রূপ দর্শিত হইয়াছে সে রূপ একজন নিলাম খরিদার নহে। অথবা উক্ত আইনের ১১ ধারায় যে রূপ লেখে সেরূপ একজন সরবরাহকার কি ইজারদারও নহে কিন্তু তাহার অভিপ্রায়ে আইনের অর্থ এই যে নিলাম খরিদার অথবা কোন সরবরাহকার কি ইজারদার সুদ্ধ এ সকল ব্যক্তিরাই খাজানা বৃদ্ধি করণের ক্ষমতা রাখে ইতি বিবেচনায় মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচারে প্রবর্ত্ত না হইয়া তিনি নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন। জজ সাহেব আইনের এই রূপ অভিপ্রায় যে গ্রাহ্য করিয়াছেন সুদ্ধ তাহারই প্রতি আপত্তি হইয়া এই খাস আপীল উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে জজ সাহেবের যে ভুল হইয়াছে ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। উক্ত ধারা সকলের মর্ম্ম এরূপ নহে যে সরকার বাহাদুরের সহিত বন্দোবস্ত হওয়াতে প্রজাদিগের উপর জমীদারগণের যে ক্ষমতা বর্ত্তিয়াছে তাহা রহিত হইবেক; নিলাম খরিদার সরবরাহকারাদি যাহারা জমীদারদিগের কাএম মোকাম্ স্বরূপ তাহাদিগকেও ঐ রূপ ক্ষমতা দেওয়া উক্ত ধারা সকলের অভিপ্রায় বটে অতএব গুণাগুণের বিচার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহার বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১১ ধারার লিখিত মুদ্দা নিলাম খরিদার প্রভৃতি খাজানা বৃদ্ধি করণের ক্ষমতা থাকা জজ সাহেব এরূপ বিবেচনা যে করেন আমাদিগে রায়ে তাহা ভুল বলিতে হইবেক কেননা যে রীতিতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইবেক যাহাদিগের ঐ ক্ষমতা আছে তাহারা সেওয়ায় অন্যান্য ব্যক্তিকে সেই ক্ষমতা দেও জন্যই ঐ সকল ধারায় বিধি অবধারিত হইয়াছে। এই স্বত্ব তাবৎ ভূম্যধিকারির আছে কিন্তু তাহা প্রতিপালন জন্য আইনানুযায়ী তাহাদিগের উপায় অবলম্বন করিতে হইবেক। এহেতু আমরা নীচের আপীল আদালতের ফয়সলা রদ করিয়া গুণাগুণে বিচার জন্য এই দুই মোকদ্দমাই ফেরত পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ. টি. রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি. জে. কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত জে. এইচ. প্যাটন সাহেব

১৮৫৬ সালের ৯৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা শ্রীহট্টের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এইচ. এস. তামসন সাহেবের ১৮৫ সালের ৩০ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাবেতা আপীল।

রাজমণি সিংহ ও তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী অতুল সিংহ রাজকুমার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ (প্রতিবাদীগণ)———— } আপেলাণ্টগণ।

যশোদা দাসী প্রভৃতি————————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মৌলবী মহম্মদ ইসমেল—আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগ

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর. টি. এলান সাহেব———————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ১৩৮৯৭৸১১ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদীগণ মহম্মদ জলাল নামক যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী তালুকের ।৷৴১৫ রকম অংশে মালিক, দাবিকৃত ভূমি সকল সেই তালুকের অন্তঃপাতি কি না অত্র আপীলে আম দিগকে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবেক ও পরে উত্থাপিত দাবি রীতি বিরুদ্ধ মত উপস্থিত হইয়াছে কি না অথবা এক্ষণে কি সেই দাবির পক্ষে তামাদী আইন বা হইয়াছে আমাদিগকে তাহাই নিরাকরণ করিতে হইবেক।

১২৩৫ সাল হইতক দখলীকার প্রতিবাদীগণকর্ত্তৃক যে ঐ সকল ভূমি আবাদ হ রাছিল তাহা নিঃসন্দেহ দৃষ্ট হইবেক। বাদীগণ কহে যে প্রতিবাদীগণ ও সাবে মালিকদিগের মধ্যে পরস্পর পাট্টা ও কবুলিয়তির লেনদেন অনুসারে প্রতিবাদীগণে দখল আরম্ভ হয় ও মিছিলের কাগজাতেও নিঃসন্দেহ প্রকাশ যে কতক গুলিন ভূমি রূপে হাঁসিল হইয়া থাকিবেক কিন্তু ঐ সকল কাগজাতের দ্বারা ঐ সকল নালিশী ভূমি মধ্যে কোন এক জমী নিরূপণ করা সুকঠিন ও প্রতিবাদীগণ এক্ষণে যে সকল ভূ দখল ও আবাদ করে তাহা যে তালুকের মালিক তাহাদিগকে প্রথমে দিয়াছি হেতু নির্ণয় করণের পক্ষে ঐ সকল কাগজাৎ যথেষ্ট নহে। বাঙ্গালা ১২৪৮ স

প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের স্বত্ত্ব সকল রীতি মত প্রামাণ্য করাইবার জন্য ও ঐ সকল ভূমি টাটরবন্দ ও পাটরবন্দ নামক সরকারের ইলাম গ্রামের অন্তঃপাতি সরকারী ইলাম জমী বলিয়া আপনাদিগের সহিত ঐ সকল ভূমির বন্দোবস্ত হওনের প্রার্থনায় কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে এবং এই দরখাস্ত সূত্রে যে সকল কার্য্য হইয়াছিল বাদীগণ সেই সকল কার্য্য হেতু গবর্ণমেণ্টের ঐ সকল জমী দখল করার স্বত্ত্বের প্রতি আপত্তি করিবার জন্য সেই জমী আপনাদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী তালুকের অংশ বলিয়া তাহাতে দাবি করত ও যে উপস্থিত দখলীকারদিগকে ঐ স্থানে বসাইবার নিমিত্ত ও তাহাদিগকে ঐ ভূমি পরিষ্কার ও আবাদ করিতে লওয়াইতে তাহাদিগের অর্থাৎ বাদীগণের যে নিজ অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছে।

ঐ বিষয় তদারক করিবার জন্য যে দুই জন ডিপ্টী কালেক্টর প্রেরিত হয়েন তাহারা ঐ সকল জমী বাদীগণের তালুকের শামিল না থাকার প্রসঙ্গে রিপোর্ট করিয়া ইলাম ভূমির জোতদার স্বরূপ প্রতিবাদীগণের সহিত বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব করেন কিন্তু তাহাতে বাদীগণ কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল করায় সাহেব মৌসুফ আপন অধীন কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য সকল পুনর্দৃষ্টি করিয়া ১৮৪৯ সালের ১১ জোলাই তারিখে ঐ সকল জমী বাদীগণের ৮৫ নম্বরী মহম্মদ জলাল নামক তালুকের অন্তঃপাতি বলিয়া তাহা খালাস দিবার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক ঐ ভূমির মালিকী স্বত্ত্বের বিষয় তদারক দায়ের থাকিবার কাল মধ্যে প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে যে সকল খাজানা আদায় হইয়াছিল তাহা সমস্ত বাদীগণকে ফেরৎ দেন।

যদিও কালেক্টর সাহেবের এই হুকুমের পর ঐ বিষয় সম্বন্ধে রেবিনিউ কমিসনর সাহেব ও সদর বোর্ড কর্ত্তৃক অন্যান্য রোবকারী হইয়াছিল তথাপি উক্ত কমিসনর সাহেব ও রেবিনিউ বোর্ড কালেক্টর সাহেবের ১৮৪৯ সালের ১১ জুলাই তারিখের ফয়সলায় ১৮২৫ সালের ৯ আইনানুযায়ী এক বিচারের সমস্ত ফল দর্শিয়াছে বলিয়া সেই ফয়সলার উপর তাঁহাদিগের হস্তার্পণ করণের ক্ষমতা না থাকাই বিবেচনা করায় অবশেষে ঐ ফয়সলাই নিঃসন্দেহ বজায় থাকে। ঐ বিচার যে সকল ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখে আমরা নিঃসন্দেহ সেই সকল ভূমি ঐ বিচারানুসারে গবর্ণমেণ্টের ইলাম জমী না থাকাই নির্ণয় হওয়া বিবেচনা করিতে পারি ; অতএব ঐ সকল ভূমি সরকার বাহাদুরের জায়দাদের স্বরূপ প্রতিবাদীগণ তাহা দখল করিবার স্বত্ত্বাধিকারী বলিয়া যে প্রসঙ্গ করে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর কালেক্টর সাহেব যে সকল ভূমি বাদীগণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী তালুকের অন্তঃপাতি বিবেচনায় খালাস দিয়াছেন উপস্থিত দাবিকৃত ভূমি সেই খালাস প্রাপ্ত জমীর সহিত একই না থাকার বিষয়ে ও প্রতিবাদীগণ কোন প্রমাণ দাখিল করিতে পারক হয় নাই।

অতএব বাদীগণ আদালতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই পর্য্যন্ত সাব্যস্ত হইয়াছিল যে বাদীগণ ব্যতীত আর অন্য কেহই এই সকল ভূমির মালিকী স্বত্ত্বের অধিকারী থাকার প্রসঙ্গ করে নাই ও প্রতিবাদীগণ সরকার বাহাদুরকে ঐ জায়দাদের মালিক কবুল করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাদিগের দেয় যে সকল খাজানা গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছিল তাহা গবর্ণমেণ্টের অধীন কার্য্যকারকেরাই বাদীগণের প্রাপ্য বিবেচনায় সেই খাজানা বাদীগণকেই ফেরৎ দিয়াছেন। আমাদিগের সমক্ষে এই সকল বৃত্তান্ত উপস্থিত থাকায় ঐ সকল ভূমিতে বাদীগণের মালিকী স্বত্ত্ব থাকার বিষয়ে সন্দেহ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা হইতেছে অতএব ঐ স্বত্ত্ব তাহাদিগের থাকাই অবশ্য ব্যক্ত করিতে হইবেক।

অপর পশ্চাৎ বিবেচ্য দুই বিষয় এই যে নিয়মিত কাল বহিভূর্ত হওয়ায় বাদীগণের

জোতদারি প্রভৃতি এক্ষণে বাধা হইয়াছে কি না ও যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে অধীন আদালত তাঁহাদিগকে যে ওয়াসিলাতের ডিক্রী দেন তাহারা সেই ওয়াসিলাৎ পাইবার অধিকারী ছিল কি না।

যদিও আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত কেওরা হইতে বাদীগণের মালিকী স্বত্ব থাকা সম্যক রূপে প্রকাশ হইতেছে তথাপি হালে তাহাদিগের ঐ মালিকী স্বত্ব জারী করার সপষ্টই কোন প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রতিবাদীগণ যাহারা বাদী-গণের সহিত সমতুল্য স্বত্ব সূত্রে দখলীকার ছিল না তাহাদিগের তুল্য ব্যক্তি সুদ্ধ এই উপলক্ষে তামাদির ওজর উত্থাপন করিবার যোগ্য স্থির হইতে পারে না। অপর প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে যে তাহারা নিজ কবুল অনুসারে ও সরকারী কার্য্যকারকদিগের নিকট তাহারা জোতদার অথবা আবাদকার স্বরূপ গণ্য হইবার জন্য দাবি করায় তাহারা নিজে কোন মালিকী স্বত্ব প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যে অবস্থায় অবস্থিত ছিল তাহা ঐ ভূমির আবাদী দখলীকার ব্যতীত আর অধিক কিছুই নহে এবং কিছু কাল গত হইলেও কোন প্রকারেই ঐ দখলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন কি সেই দখল দ্বারা মালিকী স্বত্ব হইতে পারে না। অতএব বহুকাল গত হইয়াছে বলিয়া যে ওজর করে তাহাতে আমরা বাদী গণের দাবির বিরুদ্ধে তামাদির প্রতিপোষক কিছুই দৃষ্টি করি না।

কিন্তু যে ওয়াসিলাতের ডিক্রী হইয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় ডিক্রী হইবার যোগ্য নহে। বাদী ওয়াসিলাতের জন্য সকল প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে একত্রে নালিশ করিয়াছে ও ঐ অধীন আদালত তাহাদিগকে একত্রেও পৃথক২ রূপে ঐ সমুদয় টাকার দায়ী ব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলে প্রায় ১০০ জন অপেক্ষা অধিক প্রতিবাদী আছে ও তন্মধ্যে ৫০ অপেক্ষা অধিক জনা প্রথম ইস্তক শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমায় জওয়াব দিয়া আসিয়াছে। এই সকল ব্যক্তিরা পরস্পর পৃথক ও স্বাধীন রূপে ঐ সকল জমী দখল রাখার যে প্রসঙ্গ করে সেই বিবরণ যে মিথ্যা তাহা দর্শায় নাই; ইহাতে যে খাজানার উপর তাহাদিগের এজমালী প্রভুত্ব ছিল না সেই খাজানার জন্য তাহাদিগকে একত্রে দায়ী করা সপষ্টই অন্যায্য এবং এস্থলে বাদী ওয়াসিলাতের জন্য যে প্রকারে দাবি করিয়াছে আদালত তাহাতে সম্মত হইতে না পারায় তাহার দাবির ঐ অংশ অবশ্যই সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য হইবেক।

অতএব নালিশী ভূমিতে বাদীগণের যে পর্য্যন্ত অংশ আছে আমরা সেই অংশে বাদীগণ মালিকী স্বত্বের অধিকারী ব্যক্ত করিয়া ঐ পরিমাণে অধীন আদালতের বিচার বাহাল করিলাম কিন্তু খরচার ন্যায় মত বণ্টন করণের জন্য প্রতিবাদীগণের স্বত্ব সকল উপযুক্ত মতে নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে আমরা ইহাই ডিক্রী করিলাম যে প্রত্যেকে উভয় আদা-লতের নিজ খরচার দায়ী হইবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

* চৌকি চাটনার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৫৪ সালের ২ সেপ্তেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহালে জেলা মানভূমের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সেন ১৮৫৫ সালের ২০ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অন্যথাভিতে খাস আপীল।

১৮৫৬ সালের ৫৯৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

মহারাজা নীলমণি সিংহ বাহাদুর ও রামতনু আচার্য্য (বাদীগণ)	আপেলাণ্টগণ।
নাবালগ তারাধন বক্সি। মাতা সুন্দরী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)	রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ও মেং আর, টি, এলান সাহেব	আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রেস্পাণ্ডেণ্টদিগের বক্সির পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত মেং জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

খাজানা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় তাহাতে প্রতিবাদীগণ কোন এক তলবী ব্রহ্মত্র সনন্দ বনিয়াদে চিরকাল এক হারে খাজানা আদায় দেওয়া ও তাহাদিগের হকুকের জমা বৃদ্ধি হওনের যোগ্য না থাকার আপত্তি করে।

নীচের আদালতহাকিম উক্ত আপত্তি গ্রাহ্য বলিয়া নালিশ ডিসমিস করেন।

উক্ত সনন্দের তারিখ বাঙ্গালা ১১১৭ সাল ও উক্ত হকুক একটা তলবী ব্রহ্মত্র হকুক বটে ও তাহার প্রতি সিক্কা ৩ টাকা খাজানা অবধারিত আছে।

দরখাস্তকারীগণ আপত্তি করে যে বাঙ্গালা ১২৪১ সালে সিক্কা টাকা অচল হইয়া কোম্পানি কালের টাকা চলন হয় অতএব কথিত সনন্দ প্রসিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদীগণ সেই তারিখ হইতে যে বাড়তী কএক আনা দিয়া আসিতেছে এরূপ দর্শান নাই, দ্বিতীয়তঃ জয়নারায়ণ বসু বনাম মাধবচন্দ্র সরকার ও আহম্মদ আলী খাঁ বনাম রাজা মোদ নারায়ণ সিংহ এই দুই মোকদ্দমায় ১৮৫৫ সালের ১১ জুলাই তারিখে এ আদালতের যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে সেতাবৎ অনুযায়ী প্রতিবাদীগণ যদিস্যাৎ এরূপ দর্শাইতে পারে যে তাহাদিগের হকুক ১০ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে তাহা হইলে তাহাদিগের স্থানে খাজানা বৃদ্ধির দাবি থাকিতে পারে না।

অতএব দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আমরা এই কথার বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি যে উল্লেখিত নজীরহায় অনুযায়ী খাজানা বৃদ্ধির দাবির প্রতি বাধা ঘটে কি না বিশেষতঃ রামধন মিশ্রের বিরুদ্ধে শ্রীঈশ্বরী নীলমণি সিংহের মোকদ্দমায় এ আদালত ১৮৫৩ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদৃষ্টে আমাদিগের সমক্ষে এমত কোন প্রমাণ দর্শিত হয় নাই যে যে তলব ব্রহ্মত্র হকুকের প্রতি ৩ টাকা খাজানা অবধারিত আছে ও তদনুযায়ী প্রতিবাদীগণ বিরোধীয় বিষয় দখল করে তাহা ১০ সালা বন্দোবস্তের শামিল ছিল।

বিচার।

দৃষ্ট হইতেছে যে এ মোকদ্দমায় উল্লেখিত সনন্দ ১০ সালা বন্দোবস্তের পরে বাঙ্গালা ১২১৭ সালে দান করা হয় কিন্তু আপেলাণ্ট শ্রীঈশ্বরী নীলমণি সিংহের মোকদ্দমায় যে সনন্দ লইয়া বিরোধ হয় তাহার তারিখ ১০ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে বটে অতএব যদিও উল্লেখিত নজীর এ মোকদ্দমায় খাটে না তথাপি আমাদিগের রায় এই যে সাবেক দাতারা যে সকল সর্ত্তে উক্ত হকুক দাবি করে সেই সকল সর্ত্তানুযায়ী তাহারা ও তাহাদিগের ওয়ারিসগণ আবদ্ধ হইতেছে ও সেই হকুক মৌরসী মোকররী বটে এ হেতু দাতার সন্তান সন্ততিগণ তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে না কারণ আপেলাণ্ট আহাম্মদ আলী খাঁর মোকদ্দমায় এ আদালতকর্ত্তৃক ১৮৫৫ সালের ১৮ জুলাই তারিখে এই বিধি অবধারিত হয় যে অধীন তালুক স্থাপন অথবা যে কোন খাজানার নিরূপণে হউক

পাট্টা দান করণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আইনানুযায়ী বটে এহেতু এই খাস আপীল ব্যয় সহ ডিস্‌মিস্ হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ স্যাম্‌এলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

চৌকি মোয়ার মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ আমজাদ আলী খাঁর ১৮৫৪ সাল ৩ মার্চ তারিখের একডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ত্রিহুতের একটিং অতিরিক্ত জজ্ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইলকিন্‌স সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে দুইটা খাস আপীল।

১৮৫৬ সালের ৬১০ নম্বরী মোকদ্দমা।

সৈএদ তসদ্দিক হোসেন ও সৈএদ জান (বাদীগণ)—আপেলাণ্টগণ।
তমল সিংহ ও গঙ্গর সিংহ (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী মহম্মদ এসমেল ———— ————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

১৮৫৬ সালের ৬১১ নম্বরী মোকদ্দমা।

সৈএদ তসদ্দিক হোসেন ও সৈএদ জান (বাদীগণ)—আপেলাণ্টগণ।
গুদরি সিংহ ও জনমনধারী সিংহ (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী মহম্মদ এসমৈল ———————————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যাম্‌এলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এই মোকদ্দমার বিবরণ জজ্ সাহেবের ফয়সলায় লিখিত আছে।

"দরখাস্তকারীগণের ওজর এই যে মুনসেফ তাহাদিগের পক্ষে এক তরফা ডিক্রী দেন এবং জজ্ সাহেবের কর্ত্তব্য ছিল যে তিনি গুণাগুণের প্রতি বিচার মতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ না করিয়া প্রতিবাদীগণ মুনসেফের আদালতে যে কেন হাজির হন নাই তাহার কৈফিয়ৎ তাহাদিগের নিকট হইতে লয়েন এবং এতদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের কথা শুনিবার উপযুক্ত যদি তিনি বিবেচনা করেন তাহা হইলে ১৮৪৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে নিষ্পন্ন রাধা বিবীর মোকদ্দমায় এ আদালত যে বিধি করেন তদনুযায়ী তদন্ত জন্য মোকদ্দমা মুনসেফের নিকট ফেরৎ পাঠান তাঁহার উচিত ছিল।

"উপরোক্ত মোকদ্দমায় এ আদালত যে বিধি করেন তদনুযায়ী কার্য্য করা জজ্ সাহেবের উচিত ছিল কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

আমরা বিবেচনা করি যে যখন কোন বাদির পক্ষে এক তরফা ডিক্রী হয় তখন প্রতিবাদী এই দুই প্রকার আপীল করিতে পারে, যথা পুনর্ব্বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাইবার অভিপ্রায়ে অধীন আদালতে আপন হাজির না হইবার কারণ দর্শাইয়া আপীল করিতে পারে অথবা আপন হাজির না হইবার কারণ না দর্শাইয়া মোকদ্দমার নথি

প্রমাণ আপীল করিতে ও নথির প্রমাণ অনুযায়ী মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি বিচার পাইতে পারে।

প্রতিবাদীগণ এ মোকদ্দমায় শেষোক্ত রীতি অবলম্বন করিবায় এবং বাদীগণের দাবি বজায় থাকিতে পারে না জজ সাহেব নথি প্রমাণ অবধারণ করিবায় অধীন আদালতের বাদীগণ অর্থাৎ এই খাস আপেলাণ্টগণের দরখাস্তমতে জজ সাহেবের ফয়সলার প্রতি তন্দার্পণ করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না। এ বিধায়ে আমরা এই খাস আপীল ডিসমিস করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি. বি. টেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ. স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি. আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৬১১ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি পুরির মুনসেফ শ্রীযুক্ত গৌরবল্লভ ঘোষের ১৮৫৪ সাল ৮ মে তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া জেলা কটকের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

নর সিংহ খুঁটিয়া (প্রতিবাদী)—————আপেলাণ্ট।

মোহন্ত খাকী বলরাম দাস (বাদী) ও শ্রীরাম দাস (প্রতিবাদী) ————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মেং আর. টি, এলান-আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু অভয়চরণ বসু ও মৌলবী আফ্রাবুদ্দীন মহম্মদ-রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত সি. বি. টেবর ও শ্রীযুক্ত ই. এ. স্যামুএল্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

“বাদী মৌজা কলহার বয়বাৎ জারী হওয়া এক বন্ধকী কওয়ালা অন্যথা করিবার জন্য ও চৈতন্য দাস নামে এক ব্যক্তির দত্ত ১৮১২ সালের এক দানপত্র অনুযায়ী তাহার দখল পাইবার জন্য নালিশ করে। ঐ বন্ধকী কওয়ালা উক্ত চৈতন্য দাস ১৮৩৩ সালে লিখিয়া দেয়। এমত স্বীকার করা হইয়াছে যে যদিও বাদী এই কথা বলিয়া আপত্তি করে যে চৈতন্য দাস বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি ছিল ও উক্ত ভূমি অমৃত মক্তি ছিল অর্থাৎ তাহার খাজানা জগন্নাথ দেবের সেবার্থে নিযুক্ত ছিল এহেতু চৈতন্য দাস তাহা বন্ধক দিতে পারে না তথাপি প্রথম বন্ধক গ্রহীতা প্রতিবাদির পিতা তৎকালে তাহার দখল পায়।

“১৮৪১ সালে ঐ মৌজা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেআপ্ত হইবায় তাহা যে অমৃত মক্তি ছিল এমত অনুভব করা যায় না, পরে এই বাদির দাবির অন্যথায় তাহা প্রতিবাদির সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৪৪ সালে প্রতিবাদী বয়বাৎ জারী করে এবং ১৮৫৩ সালে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে।

“প্রথমি সদর আমীন এই বিশেষ হেতু অবলম্বন করিয়া বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন যে উক্ত দানপত্র রেজেষ্টরী করা ছিল কিন্তু কওয়ালা রেজেষ্টরী করা ছিল না আর ঐ ভূমি অমৃত মক্তি ছিল এহেতু প্রতিবাদির কওয়ালা ও পরে তাহার দখল অসিদ্ধ ছিল। যাহাহউক আমরা দেখিতেছি যে উক্ত দানপত্রে মৌজা কলহার কোন কথা লেখে না

তবে ঐ দলীল অনুযায়ী বাদী এই বলিয়া দাবি করে যে (ওগায়রহ) এ কথা থাকাতে এক্ষণকার বিরোধীয় ভূমি বুঝাইতেছে। এতদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি যে উক্ত হেবানামা অর্থাৎ দানপত্রের তারিখ হইতে কস্মিন কালে বাদী মৌজা কলহার যে দখলীকার ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং বাদী আপন নালিশ মেয়াদমধ্যে হওয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা এই ওজরে করিতেছে যে প্রতিবাদির দখলকে এক বন্ধক গ্রহীতার দখল বলিতে হইবে এহেতু তাহা তাহার বিরুদ্ধ দখল নহে কিন্তু সে ব্যক্তি যখন উক্ত বন্ধকের সিদ্ধতা অস্বীকার করিয়াছে তখন তাহার এই ওজর ঐ কথার সহিত ঐক্য হইতেছে না, সুতরাং আমরা বিবেচনা করি যে প্রতিবাদির দখল একাল পর্য্যন্ত বাদির বিরুদ্ধ ছিল কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে।

"অতএব নীচের লিখিত কএক বিষয় বিচার করিবার জন্য এই খাস আপীল আমরা গ্রাহ্য করি। প্রথমতঃ 'ওগায়রহ' এই অস্পষ্ট শব্দের দ্বারা বিরোধীয় ভূমি যে বুঝাইতেছে এই কথা আইন অনুযায়ী গ্রহণীয় কি না। দ্বিতীয়তঃ বাদী প্রথমে বলে যে উক্ত বন্ধক অসিদ্ধ এবং পরে বলে যে বন্ধক গ্রহীতা স্বরূপে প্রতিবাদী দখলীকার ছিল এই কথা পরস্পর এরূপ অনৈক্য হইতেছে কি না যে তদ্দ্বারা তাহার নালিশ অন্যথা হইতে পারে। তৃতীয়তঃ বন্ধকগ্রহীতা স্বরূপে প্রতিবাদির দখল যদিও বন্ধক দাতার বিরুদ্ধ নহে বটে কিন্তু তাহাকে বাদী যে ব্যক্তি বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা উভয়েরই স্বত্ব অস্বীকার করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হইবে কি না এবং উক্ত বন্ধকী কওবালা প্রমাণ প্রতিবাদী যে তারিখে দখল পায় সেই তারিখ হইতে ২০ বৎসরের পরে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিবার তামাদী আইনের বিধি অনুযায়ী তাহার বাধা হইতেছে কি না"।

বিচার।

আমরা বিবেচনা করি যে বাদির মোকদ্দমা উক্ত কোন বিষয়েতেও বজায় থাকিতেছে না; কারণ সে ব্যক্তি এমত স্বীকার করে যে উক্ত দানপত্র অনুযায়ী সে কস্মিনকালে দখল পায় নাই এবং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে দাতা চৈতন্য দাস উক্ত দানপত্রের তারিখের ২০ বৎসর পরে স্বয়ং দখলীকার থাকা কালীন ঐ বন্ধকী কওবালা লিখিয়া দেয়; অতএব নিষ্কল্পে হউক বা না হউক দাতা ও দান গ্রহীতা উভয়ের সম্মতিতে উক্ত দানপত্র যে অন্যথা হইয়াছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আমরা বিবেচনা করি যে বাদির নালিশ মেয়াদ বহির্ভূত হওয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাদির কথা প্রমাণ চৈতন্য দাস ঐ বন্ধকী কওবালা লিখিয়া দিতে পারে না এবং এই সকল অবস্থা অনুযায়ী বাদির সম্বন্ধে প্রতিবাদির দখল এক জন বন্ধক গ্রহীতার দখল ছিল না, তাহা এক বিরুদ্ধ দাবিদারের প্রতিনিধির দখল ছিল, অতএব উক্ত কওবালার তারিখ অর্থাৎ ১৮৩৩ সাল হইতে প্রতিবাদির বিরুদ্ধে বাদির নালিশের কারণ উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবে; এবিধায়ে আমরা অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সুদ্ধা এই আপীলের ডিক্রী দিলামইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৬৪৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি মজফ্ফরপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ অনওর আলির ১৮৫৩ সাল ৩০ আগস্ট তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ত্রিহুতের একটিং জজ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইল-

ফিনস সাহেব ১৮৫৫ সালের ৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

শ্রীমাইহিরিলাল পাটওয়ারী (বাদী)————আপেলান্ট।
ন্যায়রঞ্জন রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মৌলবী আফ্তাবুদ্দীন মহম্মদ————রেস্পাণ্ডেন্ট ন্যায়রঞ্জন রায়ের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এক ঝাড় বাঁশের রকম ।০ আনা অংশের নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত হয়। বাদী কহে যে সে ব্যক্তি উহার চারি জন অংশীদারের মধ্যে দুই জনের নিকট হইতে ঐ অংশ খরিদ করে কিন্তু চতুর্থ অংশীদার তাহা তাহাকে দিতে অস্বীকার করে।

"যে তিন ব্যক্তি আপনাদিগের অংশ বাদীকে বিক্রয় করে ও যাহাদিগকে বাদী রীতিমত প্রতিবাদীশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে তাহারা দাবির প্রতি কবুল দেয় কিন্তু প্রধান প্রতিবাদী চতুর্থ ব্যক্তি ন্যায়রঞ্জন রায় কহে যে যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে বাদী খরিদ করিয়াছিল উক্ত বাঁশ ঝাড়ে তাহাদিগের কিছু মাত্র স্বত্ব ছিল না, সেই ব্যক্তিই কেবল তাহার একা এক মালিক ছিল।

"ন্যায়রঞ্জন ও তাহার সঙ্গি প্রতিবাদীগণ যে অংশীদারান ছিল তাহা বাচনিক প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ হওয়া বিবেচনা করিয়া মুনসেফ চারি জন অংশীদারাণের বিরুদ্ধেই একত্রে ডিক্রী দেন।

"জজ্ সাহেব বিবেচনা করেন যে তিন জন নাম মাত্র প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে তাহা ন্যায্য বটে, কারণ তাহারা উক্ত ব্যাপার স্বীকার করিয়াছে কিন্তু প্রধান প্রতিবাদী ন্যায়রঞ্জন রায়কে তিনি এই হেতুতে নিষ্কৃতি দেন যে অপর তিন জন প্রতিবাদী ঐ ব্যক্তির যে অংশীদার ছিল তাহা বিচার সঙ্গত রূপে সাব্যস্ত হয় নাই এবং বাদির দখল সপ্রমাণ হয় নাই। ঐ ফয়সলার বিরুদ্ধে বাদী খাস আপীল করিতেছে। বাদী উল্লেখিত তিন জন অংশীদারাণের নিকট হইতে আপন খরিদ সূত্রে উক্ত বাঁশ ঝাড়ের চতুর্থাংশের প্রতি স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না তাহা নিষ্পত্তি করিতে অস্বীকার করায় এবং বাদী যখন কহে যে প্রধান প্রতিবাদীকর্তৃকই কেবল সে ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়াছে তখন নাম মাত্র প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিবায় জজ্ সাহেব ভুল করিয়াছেন কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

খাস আপেলান্ট তিন ব্যক্তির নিকট হইতে খরিদ প্রমাণ একটা বাঁশ ঝাড়ে ঐ ব্যক্তিদিগের অংশ পরিমাণে তাহাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে চতুর্থ ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি কহে যে উক্ত বাঁশ ঝাড়ে বাদির বিক্রেতাগণের কিছুমাত্র অংশ ছিল না সেই ব্যক্তিই তাহার একাএক মালিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত করে।

এই সকল বাদানুবাদ অনুযায়ী আমরা বিবেচনা করি যে স্বতন্ত্র নালিশের অপেক্ষা না রাখিয়া এই নালিশে অপর প্রতিবাদী ন্যায়রঞ্জন রায়ের বিরুদ্ধে বাদির বিক্রেতাগণের স্বত্বের প্রতি তদন্ত করা জজ্ সাহেবের কর্তব্য ছিল। অতএব আমরা এতদ্বিষয়ে পুনর্বিচার জন্য ও আপন নিকট উপস্থিত প্রমাণ অনুযায়ী যে রূপ ডিক্রী দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা হয় তাহা দিবার জন্য মোকদ্দমা জজ্ সাহেবের নিকট ফেরত পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব } জজ।

১৮৫৬ সালের ৮০৮ নম্বরী দরখাস্ত।

দেবনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও অপর এক ব্যক্তি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্নের ১৮৫৫ সাল ১৪ ডিসেম্বর তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ শ্রীযুক্ত ই, জেনকিনস্ সাহেব ১৮৫৬ সালের ১১ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও অপর এক ব্যক্তি ১৮৫৬ সালের ১০ জুলাই তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়——— } দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীলগণ।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

আমাদিগের নিকট উপস্থিত দরখাস্তকারীগণ পাঁচ জন ভিন্ন ২ ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে এক জমীদারির ডাক খরচা পাইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করে, তাহারা ঐ ব্যক্তিদিগকে মৌজা রাই গ্রামের ভিন্ন ২ অংশের পাঁচ খানা ভিন্ন ২ পত্তনী পাট্টা দেয়। উভয় অধীন আদালতই বাদীগণের দাবি নামঞ্জুর করেন কারণ ভিন্ন ২ কবুলিয়ত সূত্রে এক দাবি উপস্থিত করা হইবায় তাহা হইতে পারে না কিন্তু দরখাস্তকারীগণ খাস আপীলের যে হেতু দর্শায় যে এই দাবি ও যে সকল দলীল প্রতিবাদীগণকে দেওয়া ও তাহাদিগের নিকট হইতে লওয়া যায় সে সকলের লিখিত কথার রকম দৃষ্টে এক নালিশে তাবৎ প্রতিবাদীগণকে আদালতে উপস্থিত করা উপযুক্ত রীতি হইতেছে কারণ থানা ডাকের হিসাবে বাদীগণ যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রতিবাদীগণকে যদি দায়ী স্থির করা হয় তাহা হইলে সকলের উপস্থিতে ঐ টাকা তাহাদিগের অংশ মতে ন্যায্য রূপে বিভাগ করা হইতে পারিবে তাহাতে আমরা ঐক্য হইতেছি। প্রতিবাদীগণের লিখিয়া দেওয়া কবুলিয়তে প্রত্যেকের দেয় খরচা বিশেষ করিয়া লেখা নাই, প্রত্যেক পত্তনীদার এমত স্বীকার করিতেছে যে তৎকালে নিযুক্ত কি তাহার পরে নিযুক্ত হরকরা সকলের হিসাবে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা সে দিবে, অতএব যখন তাবৎ পত্তনীদারান এক মৌজার অংশ ভোগ দখল করে তখন আমাদিগের নিকট উপস্থিত অবস্থা সকল অনুযায়ী আমরা বিবেচনা করি যে উক্ত ব্যয়ের অংশ প্রত্যেক পত্তনীদারের কি রূপ দেওয়া উচিত তাহা প্রথমে বাদীগণ ও প্রতিবাদীগণের মধ্যে পরে প্রতিবাদীগণের আপনাদিগের মধ্যে ধার্য্য করিবার প্রার্থনা আদালতে করা বাদীগণের পক্ষে সহজ ও উত্তম উপায় হইতেছে। এবিধায়ে আমরা উপস্থিত ফয়সলা অন্যথা করিয়া অবশিষ্ট বিষয় সকলের প্রতি বিচার হইবার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৮ জুন

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব।
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব।

১৮৫৭ সালের ৭৫ নম্বরী দরখাস্ত।

উপস্থিত অধিকাংশ হাকীমান শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস ও শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেবান ১৮৫৭ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে ১৮৫৪ সালের ২৩০ নম্বরী মোকদ্দমায় যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দ্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

মেং জি, ল্যায় (রেস্পাণ্ডেণ্ট)————————দরখাস্তকারী।
বিজয়কৃষ্ণ দাস পাপর (আপেলাণ্ট) ————প্রতিপক্ষ।
মেং মেকফরসন সাহেব————————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

মেসর্স ল্যায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাদী বিজয়কৃষ্ণ দাস আপেলাণ্টের মোকদ্দমায় গত জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে আমরা যে ফয়সলা করি তাহার পুনর্দ্দৃষ্টির প্রার্থনায় এই দরখাস্ত করা হইতেছে। তৎকালের লিখিত ফয়সলায় আমরা অবধারণ করিয়াছি যে আদালতের এক ডিক্রী জারির নিলামের যে নোটিস দেওয়া হয় তাহা রীতি পূর্ব্বক হয় নাই কারণ যে ভূমি বিক্রয় হয় তাহার কোন স্থানে তাহা দেওয়া হয় নাই সুতরাং নিলাম প্রচারের এই অনিয়মতা জন্য সেই নিলাম অসিদ্ধ হইবার ঐ ফয়সলায় উল্লেখিত নজীর সকল অনুযায়ী আমরা সেই নিলাম অন্যথা করিয়াছি।

এই দরখাস্ত এই হেতুতে করা হইতেছে যে এ আদালত যে অনিয়মতার প্রতি নির্ভর করিয়াছেন তাহা প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই এবং এরূপ সাব্যস্ত হইলেও সেই অনিয়মতা জন্য নিলাম অন্যথা হইতে পারে না।

ঘটনার বিষয়ে বলা হয় যে মৌজা আরিহাজারা যে স্থানে বাদির বাটী ও যে স্থানে অভিপ্রেত নিলামের নোটিস দেওয়া হয় নিলাম জন্য বিজ্ঞাপিত বিষয়ের ভূমি সকল তাহার অন্তঃপাতি এহেতু ঐ মৌজার মধ্যে যে কোন স্থানে হউক নিলামের নোটিস প্রচার করিলে তাহা মাতুবর ও যথেষ্ট হইতেছে এবং আইনেও এই রূপ বলে কিন্তু উক্ত বিষয়ের কোন ভূমি আরিহাজারার মধ্যে যে ছিল তাহা দর্শান পক্ষে নথীতে কিছুই পাওয়া যায় না, কেবল এক নক্সা এক্ষণে দাখিল করা হইয়াছে মাত্র কিন্তু তাহার মাতবরী ও যথার্থতার কোন বিশ্বাস জনক প্রমাণ দেওয়া হয় নাই আর আমাদিগের ফয়সলায় যখন আমরা অবধারণ করিয়াছি যে আরিহাজারা বিক্রীত বিষয়ের কোন অংশ ছিল না তখন আমরা এখনও বলিতেছি যে সেই অবধারণ অন্যথা পক্ষে প্রমাণের রকমে কিছুই দাখিল করা হয় নাই।

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ নিলাম অন্যথা করণ পক্ষে যথেষ্ট এমত কোন আইন অনুযায়ী অনিয়ম হয় নাই তদ্বিষয়ে বলা হইয়াছে যে দেনদারদিগের বসতবাটীতে নোটিস দেওয়া হয় এতদ্ভিন্ন যে স্থানে খাজানা দেওয়া হয় সেই কাছারীতে তাহা দেওয়া হইবায় নিলাম হওয়ার কথা দেনদারগণ ও অপর ব্যক্তিগণের গোচরার্থে তাহা যথেষ্ট ছিল। যে আইনে নোটিস প্রচারের বিধি করে তাহাতে এমত কিছু নিষেধ আদেশ করে নাই যে নোটিস অন্য রকমে প্রচার করিলে তদ্দ্বারা কার্য্য সফল হইবে না এবং যদি এমত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে এস্থলে যে রূপ নোটিস প্রচার করা হইয়াছে যদিও উক্ত আইনের লিখিত কথার ঠিক অনুযায়ী নহে কিন্তু তাহার আবশ্যকীয় মর্ম্ম পক্ষে তাহা যথেষ্ট ছিল তাহা হইলে উক্ত আইনের বিধির এরূপ বিশেষ বহির্ভূত হওয়া হয় নাই যে তদ্দ্বারা এতকালের পরে ঐ নিলাম অন্যথা হইতে পারে।

যে সকল বিধিতে নিলাম কার্য্যের বিশেষ প্রকরণ সকল লেখে সেতাবতের লিখিত কথার বহির্ভূত কার্য্য করিলে তদ্দ্বারা যে সকল কার্য্য ঐ সকল বিধির প্রকাশ্য মর্ম্মানুযায়ী করা হইয়াছে যাহা বহুকাল গত হওয়া প্রযুক্ত সংশোধন করা দুঃসাধ্য সে সকল অন্যথা হইতে পারে অবধারণ না হওয়া দর্শান পক্ষে বিচক্ষণ কৌন্সেল মৌসুফ বিলাতীয় আইন আদালতের অনেক মোকদ্দমা ও শাসন উল্লেখ করিলেন।

যাহাহউক আমরা অবধারণ করিতেছি যে নিলামের নোটিস প্রচার করার অনিয়মতাকে এক সামান্য অনিয়মতা বলিয়া উক্ত আইনে গণ্য করে না। নিলাম সংক্রান্ত আইন সকলের মধ্যে একটা যাহাতে এই বিধি লেখে বলিয়া বিচক্ষণ কৌন্সেল মৌসুফ যাহা আপন বাদানুবাদে বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন যে লিখিত প্রকরণের বিশেষ বহির্ভূতে কার্য্য করিলেই কেবল সেই আইন অনুযায়ী নিলাম অন্যথা হইতে পারে তাহার লিখিত কথা সকল আমাদিগের এই অভিপ্রায়ের পোষক হইতেছে।

উল্লেখিত আইন অর্থাৎ ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় লেখে যে " ডিক্রীজারী কি বিচার আদালতের অন্য কোন পরওয়ানা মতে সরকারী মাল সংক্রান্ত কার্য্যকারক গণ কর্ত্তৃক যে সকল প্রকাশ্য নিলাম হয় জাবেতা দেওয়ানী নালিশ ব্যতীত কি নোটিস প্রচারের এবং নিলামের কার্য্য চালাওনের বা অন্য বিষয়ের অনিয়মতার প্রমাণ ব্যতীত সেই সকল নিলাম সরাসরী মতে অন্যথা হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় "। এক্ষণে এস্থলে ইহাই স্পষ্ট বলা হইতেছে যে জাবেতা নালিশ ব্যতীত কি নোটিস প্রচারের ও নিলামের কার্য্য চালাওনের অনিয়মতার প্রমাণ ব্যতীত সরাসরী মতে নিলাম অন্যথা হওয়ার স্থলেই কেবল ঐ রূপ সন্দেহ হয় সুতরাং যে স্থলে এরূপ অনিয়মতার প্রমাণ পাওয়া যায় সে স্থলে নিলাম অন্যথা করণে আদালতের ক্ষমতা বিষয়ে এরূপ কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব উক্ত আইনে বলে যে জাবেতা নালিশে নিলাম অন্যথা করণ বিষয়ে আদালতের যে ক্ষমতা আছে তদ্ভিন্ন আদালতকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে যে নোটিস প্রচারের ও নিলামের কার্য্য চালাওনের অনিয়মতার প্রমাণ পাইলেও আদালত নিলাম অন্যথা করিতে পারেন, যদিস্যাৎ উক্ত আইনের লিখিত রীতির বিশেষ বহির্ভূতে কার্য্য করা সরাসরী তদন্তের দ্বারা প্রত্যয় জনক রূপে সাব্যস্ত হয়। উক্ত আইনের লিখিত এই সকল কথা অনুযায়ী আমাদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত করা দূরে থাকুক যে নোটিস প্রচারের অনিয়মতা অতি সামান্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে বরং আমরা দেখিতেছি যে এরূপ অনিয়মতার প্রমাণকে নিলাম অন্যথা করণের এক নিঃসন্দেহ হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ঐ আইনে পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে তদনুযায়ী অবাধে কার্য্য করা হইবে। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আমাদিগের নিকট এক জাবেতা দেওয়ানী নালিশ উপস্থিত ও নিলামের নোটিস প্রচারের অনিয়মতার প্রমাণও উপস্থিত সুতরাং উক্ত আইনের লিখিত কথা সকল প্রমাণ যে রূপ কার্য্য করা আমাদিগের উচিত তদনুযায়ী আমাদিগের এমত বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই যে আমাদিগের ফয়সলায় উক্ত আইনের ভুল অভিপ্রায় আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং যদ্রূপ আমরা কহিয়াছি পূর্ব্ব কএক ফয়সলার শাসন যখন আমাদিগের পক্ষ হইতেছে তখন পূর্ব্বে যে অভিপ্রায় আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা যথার্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। এবিধায়ে আমরা খরচা সুদ্ধা এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি. ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি. আই. মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৫৪৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মানভূমের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সেন বাহাদুরে ১৮৫৩ সাল ১৮ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার ডিপুটী কমিসনর শ্রীযুক্ত মেজর, জে. হ্যানিংটন সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাণী স্বর্ণময়ী (প্রতিবাদীগণের মধ্যে একজন)—আপেলান্ট।
ব্রহ্মময়ী দাসী (প্রতিবাদিনী) ও বেঙ্গাল কোল কোম্পানির সুপরিন্টেণ্ডেন্ট মেং এইচ, বিডেল (বাদী) ——— } রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়———আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ———রেস্পাণ্ডেন্ট মেং এইচ, বিডেলের পক্ষ উকীল।
বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়———রেস্পাণ্ডেন্ট ব্রহ্মময়ীর পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত সি. বি. ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ. স্যামুএল্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"আসল ৪৮৭।।০ টাকা ও সুদ ইস্তক ১১৫২ সালের ভাদ্র নাগাএদ ১২৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠ একুনে ৮৮৭।০ টাকার নিমিত্ত বাদী মেং বিডেল রাণী স্বর্ণময়ীর নামে নালিশ করে। প্রকাশ পাইতেছে যে রাজাকৃষ্ণনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে পর তাহার বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আইসে, পরে বেঙ্গাল কোল কোম্পানির এজেন্ট ওয়াটকিনস নামে এক ব্যক্তি বাঙ্গলা ১২৫২ সাল অবধি ১০ সন মেয়াদে ছত্র বেলিয়াপুর ইজারা লইয়া তাহার কতক খাজানা আদায় করিয়া ১১০০ টাকা ঐ জেলার কালেকটর সাহেবকে দেয়, তৎকালে কেশবচন্দ্র সরকার উক্ত রাজার উইল অনুযায়ী দখীলের স্বত্ব প্রাপ্ত হইবায় ঐ ইজারা অন্যথা করা হয় এবং ওয়াটকিনস সাহেব সর্বসুদ্ধা ৪৮৭৫ ৷৵৬ টাকা আদায় করিয়াছিল জানিয়া কালেকটর সাহেব ঐ ওয়াটকিনস সাহেবের উত্তরাধিকারী বিডেল সাহেবকে বাকী টাকা দিতে কহিবায় সে ব্যক্তি তাহা দেয়, অনন্তর বিডেল সাহেবের দরখাস্ত মতে কমিসনর সাহেব হুকুম দেন যে ঐ মোট আদায়ের উপর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে কেশবচন্দ্র বিডেল সাহেবকে দিবে কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত রাজার উইল অন্যথা হইবায় তাহার স্ত্রী এই খাস আপেলান্ট রাণী স্বর্ণময়ী তাহার বিষয়ের দখলী-কারিণী হইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে ঐ সমুদয় টাকা অর্থাৎ ৪৮৭৫ ৷৵৬ টাকা লইয়া তাহার উপর বাদী বিডেল সাহেবের প্রাপ্য শতকরা ১০ টাকার হিসাবে কমিসন তাহাকে দিতে অস্বীকার করিবায় এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।

"প্রধান সদর আমীন বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন এবং আপীলে ডিপুটী কমিসনর সাহেব সেই ডিক্রী বাহাল রাখেন। প্রতিবাদিনী একণে খাস আপীল করিয়া ওজর দিতেছে। প্রথমতঃ বিডেল সাহেব ও তাহার মধ্যে এমন কোন গুপ্ত কথা ছিল না যে তদ্দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান নালিশ বজায় থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আদায়ের খরচার হিসাবে মোট আদায় হইতে শতকরা ১০ দশ টাকা বাদ দিবার কোন সর্ত্ত ইজারার পাট্টায় ছিল না। তৃতীয়তঃ সুদের যে ডিক্রী দেওয়া হয় তাহা ঠিক হয় নাই কারণ; বিডেল সাহেব তাহা না চাওয়াতে সুদ্ধ নালিশের তারিখ হইতে কি নিতান্ত পক্ষে

যে তারিখে দাবি করা আসল টাকা প্রতিবাদিনীর হস্তে আইসে সেই তারিখ হইতে সুদ পাইবার হুকুম দেওয়া উচিত ছিল, যে তারিখে ঐ টাকা কালেক্টরীতে আমানৎ করা হয় সে তারিখ হইতে নহে।

"আমরা দেখিতেছি যে তৃতীয় বিষয় অধীন আদালতের গোচর করা হয় নাই এহেতু তাহার বিরুদ্ধে খাস আপীল গ্রাহ্য করিবার কোন কারণ আমরা পাই না কিন্তু খাস আপেলাণ্টকর্ত্তৃক ওজরী প্রথম বিষয় যখন অতিশয় প্রসিদ্ধ বোধ হইতেছে ও যদিও উক্ত পাট্টার সর্ত্ত বিশেষ রূপে অধীন আদালতে ওজর দেওয়া হয় বটে কিন্তু অধীন আদালত তাহার প্রতি প্রণিধান করেন নাই যখন প্রকাশ পাইতেছে তখন খাস আপেলাণ্টের ওজরী প্রথম দুই বিষয়ের বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

আমাদিগের স্পষ্ট অভিপ্রায় হইতেছে যে বাদী ও খাস আপেলাণ্টের মধ্যে এরূপ কোন গুপ্ত কথা ছিল না যে তদ্দ্বারা বাদী বর্ত্তমান নালিশ বজায় রাখিতে পারে। খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার সর্টিফিকেটের লিখিত অবস্থা সকল বাহুল্য মতে বর্ণন না করিয়া আমরা বলি যে আদায়ের খরচার হিসাবে প্রাপ্য টাকা যাহা বাদী আপনাকে পাইবার উপযুক্ত বিবেচনা করে তাহার নিমিত্ত কালেকটর সাহেবের নামে নালিশ করিতে সে পারে, কারণ কালেকটর সাহেবই প্রথমে ওয়াট্‌কিনস সাহেবকে ইজারা দেন, সেই ওয়াট্‌কিনস সাহেবের উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি এই বাদী হইতেছে ও তাহার কার্য্যের দ্বারা পরে বাদির সম্মতিক্রমে ঐ বন্দোবস্ত অন্যথা হয় কিন্তু আপেলাণ্ট যে ব্যক্তি কোর্ট আব ওয়ার্ডস যাহার এজেণ্ট কালেকটর সাহেব ছিলেন তাহার বিরুদ্ধে সম্পত্তির দখল পাইয়াছে, সুতরাং যে ব্যক্তি সরাসর বা প্রকারান্তরে কালেকটর সাহেব ও বাদির মধ্যে হওয়া ব্যাপারের কোন সংস্রবে ছিল না তাহার বিরুদ্ধে বাদী নালিশ করিতে পারে না। খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল যে কথা বলেন যে তাঁহার মওক্কেলের প্রাপ্য ক্রোক মতে তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা টাকা যাহার হস্তে যাউক না কেন তাহা পাইবার চেষ্টা সে করিতে পারে তাহাতে সম্মত হইতে আমরা অশক্ত হইতেছি, কারণ কোন ব্যাপারে লিপ্ত ব্যক্তি ও গুপ্ত জ্ঞাতসার ব্যক্তিরা পরস্পরের নিকট দায়ী হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু যে সকল ব্যক্তি আদি ব্যাপারের গুপ্ত জ্ঞাতসার নহে তাহারা কোন আইন অনুযায়ী কোন বিধায়ে পরস্পরের নিকট দায়ী হইতে পারে না।

এই মোকদ্দমার এই অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সুদ্ধা বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৬০১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ঢাকার সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী আজীমুদ্দীন মহম্মদের ১৮৫৩ সাল ১৬ নবেম্বর তারিখের এক ডিক্রী পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন

শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজিম খাঁ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে যে ফয়সলা করেন তাঁহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

লালা মৃত্যুঞ্জিত সিংহ (প্রতিবাদী)——————আপেলাণ্ট।
রূপচন্দ্র সিংহ (বাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়——————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"বাদী এক খণ্ড ভূমি দখলের নিমিত্ত ও সেই ভূমির উপরে থাকা একটা নরদমা যাহা সে কহে যে প্রতিবাদী বুজাইয়াছিল তাহা খোলাইবার নিমিত্ত এবং মেথরের যাতায়াত জন্য তথা দিয়া এক পথ পাইবার নিমিত্ত নালিশ করে। মুনসেফ অবধারণ করেন যে ঐ ভূমি পূর্ব্বে পতিত থাকে, তাহা প্রতিবাদির সম্পত্তি, প্রতিবাদী মজকুর সম্প্রতি তাহাতে এমারৎ প্রস্তুত করিয়াছে, সেখানে কোন নরদমা ছিল না ও তথা দিয়া পথ পাইবার স্বত্ত্ব বাদির ছিল না। এতেক তিনি ঐ নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করেন। প্রধান সদর আমীন মুনসেফের সহিত ঐক্যতায় যদিও অবধারণ করেন যে উক্ত ভূমির প্রতি বাদির কোন স্বত্ত্ব ছিল না কিন্তু তিনি এই বিবেচনায় যে প্রতিবাদির এমারৎ প্রস্তুত করায় বাদির গরসুবিধা হইয়াছিল ঐ ফয়সলা অন্যথা করেন এবং আদেশ দেন যে প্রতিবাদী ঐ ভূমি দিয়া মেথরের যাতায়াতের উপায় করিয়া ও জল নিকাশের পথ করিয়া দিবে।

"আমরা প্রতিবাদিকর্ত্তৃক আইন অনুযায়ী যে সাহায্যের কথা কহিয়াছি তাহার ডিক্রী প্রধান সদর আমীন যে সকল হেতুতে বাদির পক্ষে দিয়াছেন যে সকল আইন প্রমাণ যথেষ্ট কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

এই মোকদ্দমার বাদী কতকগুলিন ভূমি দখলের প্রার্থনা করে, তাহা সে আপন বলিয়া দাবি করে, কহে যে সে ব্যক্তির সেই ভূমি দিয়া পথ ছিল ও তাহার বাটীর জল তাহার উপর দিয়া নিকাশ হইত।

প্রধান সদর আমীন মুনসেফের সহিত ঐক্য মতে অবধারণ করেন যে উক্ত ভূমির প্রতিবাদির স্বত্ত্ব সপ্রমাণ হয় নাই এবং তাহা একাল পর্য্যন্ত প্রতিবাদির সম্পত্তি পতিত ভূমি ছিল। অতএব যদিও প্রধান সদর আমীন অবধারণ করেন যে উক্ত ভূমির দখলীকার ও স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিবাদী ছিল তথাপি তিনি সুদ্ধ সুবিধা বলিয়া সেই ভূমি দিয়া রাস্তা ও জল নিকাশের পথ বাদি পাইতে পারে ইত্যিমর্ম্মে যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ভুল হইয়াছে।

বাদির আরজির ভাবার্থের দ্বারা যদি এমত দেখা যায় যে প্রতিবাদীকর্ত্তৃক আইন অনুযায়ী সাহায্যের প্রতি কোন দাবি তাহাতে আছে তাহা হইলে সেই দাবি দখল ও স্বত্ত্ব হেতুতে সেই ভূমির প্রতি যে দাবি করা হয় তাহার সহিত কোন মতে ঐক্য হইতেছে না, যেহেতু পথ পাওয়াও জল নিকাশের প্রতি যে স্বত্ত্ব তাহা অন্য ব্যক্তির ভূমির প্রতি হইতেছে এবং তাহা সুদ্ধ ব্যবহার বা দান অনুযায়ী উপার্জ্জিত হইতে পারে মাত্র। এবিধায়ে আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সমেত এই আপীলের ডিক্রী দিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৭০১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বেহারের সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ আসাদ আলী খাঁর ১৮৫১ সাল ১৮ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী সংশোধন করিয়া ঐ জেলার অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত ই, লাট্টোর সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৩ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

বগুরী সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————আপেলাণ্টগণ।
বিশ্বনাথ সিংহ প্রভৃতি (বাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়-আপেলাণ্টগণেরপক্ষ উকীলগণ
বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শম্ভু পণ্ডিত————} রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"পরগণা শিরিসের অন্তঃপাতি মৌজা ইন্দ্র সমুদয়ের রকম ।|০ আনার একত্রে দখল পাইবার জন্য ও ইস্তক ফসলি ১২৪৮ নাগাএদ ১২৫৬ সালের ওয়াসিলাৎ কোং ৪১৭/১০।। টাকা পাইবার জন্য জীতলাল প্রভৃতি এই খাস আপেলাণ্টগণের নামে নালিশ করে।

"বেহারের সদর আমীন বাদীগণের পক্ষে ওয়াসিলাতের ডিক্রী দেন কিন্তু উভয় পক্ষ ঐ তালুকের রকম ।।০ আনা ভিন্ন২ রূপে দখল করিত বলিয়া দখলের বিষয়ে কোন হুকুম দেওয়া হয় না। অধীন আদালতের প্রতি বাদীগণ ও এ আদালতের খাস আপেলাণ্টগণ ওয়াসীলাতের বিষয়ে অধীন আদালতের হুকুমের বিরুদ্ধে জজ্ সাহেবের নিকট আপীল করিবায় জজ সাহেব তাহা অন্যথা করিয়া বলেন যে দখল সম্বন্ধে ঐ হুকুম অসম্পূর্ণ হইতেছে এহেতু তিনি পরগণা শিরিসের অন্তঃপাতি মৌজা ইন্দ্রের সমুদয়ের বিভাগ না হওয়া এজমালি দখলের প্রতি বাদীগণের স্বত্ব থাকা ব্যক্ত করিয়া ঐ ফয়সলা সংশোধন করেন এবং উভয় পক্ষ আপনাপন খরচা নিজে দিবে স্থির করেন।

"খাস আপেলাণ্টগণ এক্ষণে ওজর দিতেছি যে অধীন আদালতের বাদীগণ যখন আপীল করে নাই তখন তাহাদিগের পক্ষে ফয়সলা সংশোধন করা জজ সাহেবের উচিত ছিল না। এবং খাস আপেলাণ্টগণ আপনাদিগের আপীলে যখন সফল হইয়াছিল তখন তাহাদিগকে খরচার ডিক্রী দেওয়া জজ সাহেবের কর্ত্তব্য ছিল। অতএব উল্লেখিত দুই বিষয়ে জজ সাহেবের ফয়সলা ভুল হইতেছে কি না ও তদর্থে তাঁহা সংশোধিত হইতে পারে কি না ইহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

আমাদিগের স্পষ্ট রায় ইহাই হইতেছে যে অধীন আদালতের ফয়সলার বিরুদ্ধে বাদীগণ যখন আপীল করে নাই তখন আপন নিকট প্রকাশ সেই ফয়সলার কোন

অসম্পূর্ণতা হেতুকে বাদীগণের দখল সম্বন্ধে তাহা সংশোধন করা জজ্ সাহেবের উচিত ছিল না। বাদীগণ যদি অসম্পূর্ণ ডিক্রির প্রতি অসন্তুষ্ট হইত তাহারা তাহা সংশোধন প্রার্থনায় আপীল করিতে পারিত কিন্তু তাহা তাহারা না করিবায় অধীন আদালত যেরূপ ডিক্রী দিয়াছেন তাহা অবশ্যই বজায় থাকিবে। এতদ্ভিন্ন খাস আপেলাণ্টগণ আপনাদিগের আপীলে যখন সফল হইয়াছে তখন যদ্রূপ জজ্ সাহেব বলেন তাহাদিগের মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন বিশেষ অবস্থা না থাকিবায় আমরা বিবেচনা করি যে স্বাভাবিক বিধি সকল অনুযায়ী তাহারা খরচা পাইতে পারে।

এই অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা বাদীগণের স্বত্ত্ব সম্বন্ধে অধীন আদালতের ফয়সলা সংশোধন করিয়া জজ্ সাহেব যে ফয়সলা করেন তাহা অন্যথা করি এবং অধীন আদালতদ্বয়ের খরচা সমেত আপেলাণ্টগণের পক্ষে ডিক্রী দেই। এতদ্ভিন্ন খাস রেস্পাণ্ডেণ্টগণ এই খাস আপীলেরও খরচা দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১০ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব
শ্রীযুক্ত জে. এস্ টরেন্‌স সাহেব } জজ্।

১৮৫৭ সালের ২১১ নম্বরী দরখাস্ত।

সুখসুন্দরী দেবী প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী উমেশচন্দ্র রায়ের মোকদ্দমায় জেলা নদীয়ার সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১৮৫৬ সাল ২৮ জুলাই তারিখের ফয়সলা বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু রায় রামলোচন ঘোষ ১৮৫৬ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় উমেশচন্দ্র রায় ১৮৫৭ সালের ২৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়—————প্রতিপক্ষের উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেবের রায়। দরখাস্তকারী পত্তনীদার স্বরূপে আপন পত্তনী তালুকের মধ্যে প্রতিবাদীগণকর্ত্তৃক লাখেরাজ স্বরূপে ভোগদখলী কতকগুলিন ভূমি বাজেআপ্ত করিবার জন্য নালিশ করে। অধীন আদালত তামাদী আইন অনুযায়ী এই দাবি ডিসমিস্ করেন। প্রধান সদর আমীন সাধারণ রূপে এই কথা বলেন যে প্রতিবাদীগণের দখল ১২ বৎসরের অধিক হইবায় বাদির নালিশের বাধা হইতেছে কিন্তু দরখাস্তকারী ওজর দেয় যে তামাদী আইন খাটাইবার পূর্ব্বে এই কথা ধার্য্য করা আবশ্যক যে ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে উক্ত ভূমি লাখেরাজ ছিল কি না। আমরা দেখিতেছি যে দিগম্বর মিত্রের আপীলী মোকদ্দমায় গত ২৪ জুলাই তারিখে অত্র আদালতে এরূপ অবধারিত হইয়াছে। অতএব প্রতিবাদীগণের হকুক ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে কি পরে হয় তাহা ধার্য্য করিবার জন্য এই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠান হইবে।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেবের দ্বারা, উল্লেখিত অবধারণ এ আদালতের অধিকাংশ হাকীমানকর্তৃক হইয়াছিল বলিয়া কেবল এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাওনের আবশ্যকতা বিষয়ে আমি ঐক্য হইতেছি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৯৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর, শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবান ১৮৫৭ সালের ১০ ফিব্রুয়ারি তারিখে ৫৬ নম্বরী মোকদ্দমায় যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

এটওয়ারী চৌধুরী প্রভৃতি (আপেলাণ্টগণ)——দরখাস্তকারীগণ।
সেখ ফরজন্দ আলী (রেস্পাণ্ডেণ্ট)——————প্রতিপক্ষ।
মৌলবী আহম্মদ আলী ও পূর্ণচন্দ্র রায়———দরখাস্তকারীগণেরপক্ষউকীলগণ।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

পার্শ্বের লিখিত মোকদ্দমায় এ আদালত যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় এই২ হেতুতে অন্য দরখাস্ত করিলেন। প্রথমতঃ খাস আপেলাণ্ট আপন খাস আপীলের দরখাস্তে একরারনামার প্রতি যে সকল আপত্তি করে এ আদালত আপন ফয়সলায় সে সকলের কথা ধরেন নাই। দ্বিতীয়তঃ আদালত যে নজীরের উপর নির্ভর মতে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা ১৭৯৩ সালের ১৫ আইন ৯ ধারার বিরুদ্ধ হইতেছে, সুতরাং তাহার অনুগামী হওয়া উচিত নহে।

১৮৫১ সালের রিপোর্ট বহির ১৮৩ পৃষ্ঠার লিখিত সেখ ফরজন্দ আলী (বাদী) রেস্পাণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে এটওয়ারী চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) আপেলাণ্টগণের মোকদ্দমা।

আমরা বিবেচনা করি যে খাস আপেলাণ্টের প্রথম ওজর এক্ষণে উত্থাপন করা অসময়ে হইতেছে। খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ায় সর্টিফিকেটে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ হয় এ আদালত সেতাবতের বিচার করিয়াছেন এবং এই বিষয় যখন এ আদালতের নিকট প্রথমে উপস্থিত হয় তখন খাস আপেলাণ্ট আপন খাস আপীলের দরখাস্তে লিখিত অপর বিষয় সকল আদালত কর্তৃক প্রণিধান করা না হইলেও ওজর দিতে পারিত বটে কিন্তু বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্তে সে সেই সকল কথা যে এক্ষণে উপস্থিত করিতে পারে আমরা এমত বিবেচনা করি না।

দ্বিতীয় বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য যে এ আদালতের যে নজীরের উপর নির্ভর মতে আমরা ফয়সলা করিয়াছি তাহা যে মাতবর নজীর আমাদিগের এমত দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে এবং আমাদিগের মনে সেরূপ না হইলেও যখন এ আদালতের পাঁচজন জজের এক রায়ে তাহা হইয়াছে তখন তাহার শাসনে আমাদিগকে আবদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে।

এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৭ সালের ১১৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর, শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবান্ ১৮৫৭ সালের ২৮ ফিব্রুয়ারি তারিখে ১৮৫৬ সালের ২২৫,২২৬ ও ২২৭ নম্বরী মোকদ্দমা সকলের যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

দরিয়াও রায় প্রভৃতি (আপেলান্টগণ)————দরখাস্তকারীগণ।
মহারাজা উদয়নারায়ণ মল্ল (রেস্পাণ্ডেন্ট)————প্রতিপক্ষ।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়————দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত————প্রতিপক্ষের উকীল।

পার্শ্বের লিখিত মোকদ্দমা সকলে খাস আপীল মতে ১৮৫৭ সালের ২৮ ফিব্রুয়ারি তারিখে এ আদালত যে ফয়সলা করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় খাস আপেলান্টগণের পক্ষে কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় এই হেতুতে অদ্য দরখাস্ত করিলেন যে যে সকল প্রসিদ্ধ বিষয়ে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিত সে সকল বিষয় এ আদালত প্রথম সর্টিফিকেটে ধরেন নাই সুতরাং সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর মতে যখন এই সকল খাস আপীল ডিস্মিস্ হইয়াছে তখন যদিও এ আদালতকর্তৃক প্রণিধান করা হয় নাই তথাপি খাস আপেলান্টগণকর্তৃক প্রথমে উত্থাপিত বিষয়ের বিচার করিবার জন্য এই পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত এক্ষণে আদালতে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

১৮৫৬ সালের ২২৫, ২২৬ ও ২২৭ নম্বরী মোকদ্দমা সকল।
১৮৫৭ সালের রিপোর্ট বহির ৩০৫ পৃষ্ঠার লিখিত মহারাজা উদয়নারায়ণ মল্ল (বাদী) রেস্পাণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে দরিয়াও রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) আপেলান্টগণের মোকদ্দমা।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে। এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হওয়া খাস আপীল স্বরূপে প্রথমে এ আদালতে যখন উপস্থিত হয় তৎকালীন খাস আপেলান্টগণ যদি এক্ষণকার উপস্থিত বিষয় উত্থাপন করিত তাহা হইলে উপস্থিত বিষয় এমত প্রসিদ্ধ কি না যে তাহার প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক তাহা বিচার্য্য বিষয় হইত কিন্তু সেরূপ না করায় এই মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইতে দেওয়া হয় এবং এক্ষণে ফয়সলা পুনর্দৃষ্টির দরখাস্তে আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে যে বিষয় এপর্য্যন্ত বাচনিকে আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই তাহার প্রতি আমরা প্রণিধান করি।

আমরা বিবেচনা করি যে এ রকমের দরখাস্ত গ্রহণীয় নহে। এ বিধায়ে আমরা খরচা সুদ্ধা এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৬ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৬০ নম্বরী মোকদ্দমা।

টেনেসেরিম ও মার্টেবেন প্রদেশের জুনিয়ার আসিষ্টান্ট কমিসনর শ্রীযুক্ত এম, কার্থিউ সাহেবের ১৮৫৪ সালের ২২ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ প্রদেশের কমিসনর শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট কর্ণেল এ বোগল সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৩ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মহম্মদ গৌস (প্রতিবাদী)————————আপেলান্ট।
নাকু (বাদী)————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
জি.এম, ফেগেন সাহেব ও এ,এ, সিবেষ্টর সাহেব-আপেলান্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১০ জুলাই তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদী কোন নৌকা নারায়ণ স্বামীকে ভাড়া দিলে সে ব্যক্তি তৎপরে আর এক জনকে ভাড়া দেয় ও এই ব্যক্তি তাহা খাস আপেলান্টকে ভাড়া দিয়াছিল। তাহাতে বাদী ঐ নৌকার ভাড়া ও মুল্য জন্য নালিশ করাতে আপেলান্টের বিরুদ্ধে নীচের আদালত হায়ে এক ডিক্রী পায়। আসিষ্টান্ট কমিসনর সাহেব আপন ফয়সলায় লেখেন যে বাদী প্রথমে নারায়ণ স্বামির নামে নালিশ করিয়াছিল কিন্তু তৎকালীন এই বিধি অবধারিত হয় যে খাস আপেলান্টের বিরুদ্ধে তাহার নালিশ করা উচিত। কমিসনর সাহেব এ কথার আসলেই বিবেচনা করেন নাই অতএব খাস আপীল এই হেতুতে উপস্থিত হইয়াছে যে বাদী নারায়ণ স্বামির সহিত চুক্তি করাতে ও আপেলান্টের সহিত তাহার কোন চুক্তি না থাকা প্রযুক্ত আপেলান্টের বিরুদ্ধে সে নালিশ করিতে পারে না।

এই বিষয়ের বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

বাদী নারায়ণ স্বামীকে নৌকা ভাড়া দেয় অতএব তাহারই সহিত বাদির পরিচয় আছে এস্থলে ঐ নৌকার ভাড়া অথবা খেসারৎ জন্য উক্ত নারায়ণ স্বামির বিরুদ্ধে নালিশ করা কর্ত্তব্য ছিল খাস আপেলান্টের বিরুদ্ধে নহে। আর নারায়ণ স্বামী যাহাদিগকে ভাড়া দিয়াছিল তাহারা ঐ নৌকার যে কোন লোকসান করিয়াছে ও যে লোকসান জন্য মালিককে তাহার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবেক তজ্জন্য সে অর্থাৎ নারায়ণ স্বামী ঐ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে। ইতি বিবেচনায় আমরা নীচের আদালতদ্বয়ের ফয়সলা রদ করিয়া এই খাস আপীল ব্যয় সহ ডিক্রী করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব

জেলা ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ বসু ১৮৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে যে সকল নিষ্পত্তি করেন সেতাবতের অসম্মতিতে কএকটা জাবেতা আপীল।

১৮৫৫ সালের ৯৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী (প্রতিবাদী)——————আপেলান্ট।
তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরী (বাদী)——————রেস্পাণ্ডেন্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু বংশীবদন মিত্র, মেং আর, টি, এলান ও মেং ডবলিউ, রিচি সাহেব— } আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেং এ, টি, টি, পিটার্সন সাহেব—— } রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীলগণ।

১৮৫৫ সালের ৯৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরী (বাদী)——————আপেলান্ট।
দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী (প্রতিবাদী)——————রেস্পাণ্ডেন্ট।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেং এ, টি, টি, পিটার্সন সাহেব—— } আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু বংশীবদন মিত্র ও মেং আর, টি, এলান সাহেব——————— } রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ২০৭৮৯৩।/৮= টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের রায়। ১৮২৯ সালের ৪ আপ্রিল হইতে ওয়াসিলাৎ পাইবার জন্য ২০৭৮০৯ টাকার দাবিতে ৯৬ নম্বরী মোকদ্দমার আপেলান্ট এই নালিশ উপস্থিত করে। তাহাতে প্রধান সদর আমীন ১১৭৯১ টাকা নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসর কালের ন্যায্য পাওনা বিবেচনায় ঐ টাকার ডিক্রী দিয়া তামাদী আইনানুযায়ী বক্রী টাকার ডিক্রী দেন নাই এহেতু দুইটা আপীল উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ফয়সলার যে অংশে বাদির দাবির প্রতি তামাদী আইন খাটান হইয়াছে তাহা রদ জন্য বাদী ৯৬ নম্বরী আপীল করিয়াছে ও প্রতিবাদির বিরুদ্ধে উক্ত টাকা পরিমাণে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা রদ জন্য প্রতিবাদী ৯৫ নম্বরী আপীল উপস্থিত করে।

"এ আদালতের ১৮৫৩ সালের ২১ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তিতে এ মোকদ্দমার বিবরণ যে রূপ লিখিত আছে তাহা দৃষ্টি করিবার জন্য এস্থলে লেখা যাইতেছে যথা।

"জেলা যশোহরের মধ্যে পরগণা ছগলার রকম ।১০ আনা অংশ পাইবার প্রার্থনায় দুর্গাপ্রসাদ কলিকাতা আপীল আদালতে আপন ভ্রাতা তারাপ্রসাদের নামে নালিশ করে কিন্তু মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন উভয় পক্ষ তাহাদিগের দরখাস্তের লিখিত মত পৈতৃক সম্পত্তির অংশ সম্বন্ধীয় নানা বিবাদে হয়রাণ হওয়া ও মোকদ্দমা দায়ের ভারি খরচা যোগাইতে অশক্ত বলিয়া মফঃসলের অনেক জেলার অন্তঃপাতি ও সুপ্রিমকোর্টের এলাকার অধীন তাহাদিগের পিতার যে সকল সম্পত্তি ছিল

তাহা আপসে বিভাগ করিতে সম্মত হইয়া এক রাজিনামায় প্রবর্ত্ত হয় যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ রকম ॥৵০ আনা ও কনিষ্ঠ তারাপ্রসাদ রকম ।৵০ আনা অংশ পাইবে।

"এই রূপে ঐ রাজিনামার বুনিয়াদে এক রোবকারির দ্বারা কলিকাতা কোর্টে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া তাহা ১৮২৯ সালের * ২ সেপ্তেম্বর তারিখে নথী হইতে খারিজ হইলে ইষ্টাম্পের মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

পরে তারাপ্রসাদ ইহাতে নারাজ হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিলে, ১৮৩২ সালের ২১ জুন তারিখে মোকদ্দমা প্রথমে শ্রীযুক্ত ওয়াল পোল সাহেবের নিকট ও পরে ঐ সালের ৫ জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত রস সাহেবের নিকট উপস্থিত হওয়ায় শেষোক্ত সাহেব প্রথমোক্ত সাহেবের রায়ে একরায় হইয়া কলিকাতা আপীল আদালতের ফয়সলা বাহাল রাখিয়া তারাপ্রসাদের আপীল ডিস্‌মিস্ করেন ও দুই সহোদরে যে রাজিনামায় প্রবর্ত্ত হয় তাহা বাহাল রাখিয়া উভয় পক্ষকে তদনুযায়ী বিষয়ের দখল দেলাইবার হুকুম দেন।

পরে তারাপ্রসাদ ওয়াসিলাৎ পাইবার প্রার্থনায় সদর আদালতে এক মুৎফরক্কা দরখাস্ত দাখিল করায় সেরেস্তার কর্ম্মচারী আমলাদিগের দ্বারা এই রিপোর্ট দেওয়া হয় যে ওয়াসিলাতের প্রার্থনায় দরখাস্ত করা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে কোন হুকুম হয় নাই।

ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে ১৮৩২ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত রস সাহেব এই হুকুম দেন যে সদরের ফয়সলার তারিখ ইস্তক তারাপ্রসাদ আপন হিস্যার ওয়াসিলাৎ পাইবে।

"তদবধি ২৪ পরগণার জেলা আদালতে অনেকবার অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে শ্রীযুক্ত মর সাহেবের ও ১৮৪৯ সালে শ্রীযুক্ত মিটন সাহেবের ও ১৮৫০ সালে শ্রীযুক্ত রেকস্ সাহেবের ও ১৮৫১ সালে শ্রীযুক্ত মদি সাহেবের নিকট ওয়াসিলাতের নালিশ হয় তাহাতে শেষোক্ত সাহেব ১৮৫৩ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে যে হুকুম দেন তাহার অসম্মতিতে দুর্গাপ্রসাদের তরফে এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে। আর পূর্ব্বে মধ্যে ২ কখন বাদী ও কখন প্রতিবাদী এ আদালতে আপীল করিয়াছিল কিন্তু যেং বিশেষ বিষয় সকল এক্ষণে উত্থাপিত হইয়াছে তাহা যে কখন রীতি পূর্ব্বক তর্ক করা হইয়াছিল কিম্বা ১৮৩১ সালে ওয়াসিলাৎ বিষয়ে ও ১৮৫০ সালে সুদের বিষয়ে যে ডিক্রী দেওয়া হয় তাহা আইন মোতাবেক হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে মোকদ্দমার দোষগুণ শুননি হইয়া যে কোন হুকুম দেওয়া হইয়াছিল নথী দৃষ্টে এমত প্রকাশ হয় না।

ডিক্রী জারী বিষয়ক মোকদ্দমা কখন বা নম্বর খারিজ ও কখন বা পুনরুত্থাপন করা হইয়াছে ফলতঃ মোকদ্দমা যদিও মনোযোগ পূর্ব্বক চালান না হইয়া থাকে তথাচ তাহা কমবেশ ২৪ বৎসর প্রায় অবাধে আদালতদ্বয়ে দায়ের রহিয়াছে।

১৮৫৩ সালের ২১ জুলাই তারিখে এ আদালত স্থির করেন যে শ্রীযুক্ত রস সাহেব ১৮৩২ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে তারাপ্রসাদের পক্ষে যে হুকুম দেন তাহাতে শ্রীযুক্ত ওয়ালপোল সাহেবের সম্মতি না থাকাতে সেই হুকুম অসম্পূর্ণ ও আইনানুসারে আবদ্ধকর নহে এবং তাহা জারী করণে আদালত আবদ্ধ নহেন সুতরাং ডিক্রী জারী স্থগিত হওয়াতে তারাপ্রসাদ এই জাবেতা নালিশ উপস্থিত করে তাহা এক্ষণে আমাদিগের সমক্ষে আপীলে দায়ের আছে তাহাতে তারাপ্রসাদের বিরুদ্ধে তামাদী আইন সংলগ্ন করাতে তাহার প্রার্থনা এই যে ঐ তামাদী আইন বুনিয়াদে তাহার দাবির প্রতি যে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য হয়।

---

* এই ন্যায্য তারিখ আর ঐ দলীলের তারিখ ৫ আপ্রিল।

এ মোকদ্দমায় পূর্ব্বে আদালত ঘটিত যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহার ফল কি ইহাই বিবেচনা করিতে হইবেক।

দৃষ্ট হইতেছে যে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি পরগণা ছগলার ।১০ আনা হিস্যা জন্য দুর্গাপ্রসাদ কলিকাতাস্থ আপীল আদালতে নালিশ করে কিন্তু মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন তাহাদিগের পৈতৃক তাবৎ সম্পত্তি বিষয়ক কএক খণ্ড রফানামা দাখিল হওয়াতে সেই বুনিয়াদে এক রোবকারী লিখিত পঠিত হইয়া মোকদ্দমা নথী হইতে খারিজ হয় ও ইষ্টাম্প রসুম ফেরৎ দেওয়া যায়। তৎপরে তারাপ্রসাদ সদর আদালতে আপীল করিলে দুই জন হাকীমের ঐক্যতায় তাহা ডিসমিস্ হয় কিন্তু উক্ত হাকীমান তাঁহাদিগের হুকুমে এরূপ আদেশও লেখেন যে যে সম্পত্তি বিষয়ে উক্ত দলীলহায় লিখিত পঠিত হয় তাহার অংশে দখল পাইবার জন্য তারাপ্রসাদ আবশ্যক বিবেচনা করিলে ডিক্রীজারী করিতে পারিবে। তদনন্তর শ্রীযুক্ত রস্ সাহেব ওয়াসিলাতের হুকুম দেন কিন্তু সেই হুকুম জারী করিতে এ আদালত ১৮৫৩ সালের ২১ জুলাই তারিখে অস্বীকার করেন একারণ সেই হুকুমের প্রতি এক্ষণে বিবেচনা করা অনাবশ্যক কিন্তু ১৮৩২ সালের ২১ জুন ও ৫ জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত ওয়াল পোল সাহেব ও শ্রীযুক্ত রস্ সাহেব এক ঐক্যতায় যে সকল হুকুম দেন ও তৎপরে ডিক্রী জারীতে যে সকল বিচার সম্পর্কীয় কার্য্য হয় আপেলাণ্ট তাবতের দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে চাহে কেননা তাহা হইলে সে ব্যক্তি তামাদী আইনের দণ্ডপ্রাপ্ত হয় না।

তদ্বিপরীতে এই রূপ তর্ক হয় যে ঐ সকল তারিখে যে সকল হুকুম হয় সে তাবৎ বুনিয়াদে এই নালিশ দায়ের হয় নাই ১৮২৯ সালের ৪ আপ্রিল তারিখের লিখিত রফানামা সূত্রে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে অতএব সেই তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে নালিশ রুজু করা উচিত ছিল। অধিকন্তু সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তির প্রতি উক্ত হাকীমানের এরূপ হুকুম দেওনের ক্ষমতা ছিল না কারণ সদ্ধ জেলা যশোহরের অন্তর্গত পরগণা ছগলার ।১০ আনা রকম অংশ জন্য কলিকাতাস্থ আপীল আদালতে নালিশ হয় তাহাতে খোদ তারাপ্রসাদের প্রার্থনা মতে আদালত যে ভুল করিয়াছেন তাহা লইয়া তাহার পক্ষে কোন তর্ক হইতে পারে না।

এরূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাবেক নালিশ যে রীতিতে দায়ের হয় তাহাতে কেবল পরগণা ছগলার অন্তর্গত ।১০ আনা রকম লইয়াই বিরোধ ছিল এবং ১৮২৯ সালের ২ সেপ্তেম্বর তারিখের পূর্ব্বে ঐ সালের যে ১০ আইন জারী হয় তাহার (B) বি চিহ্নিত তফসিলের ১০ বিধানের ৪ প্রকরণ মতে ইষ্টাম্প রসুম ফেরৎ দেওন পক্ষে ডিক্রীজারির হুকুম দেওয়া আবশ্যক বটে কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ে কএক খণ্ড রফানামা দাখিল করাতে বিরোধীয় অংশ সেওয়ায় ঐ সম্পত্তির সমুদয় অংশ সম্বন্ধে হুকুম প্রকাশ হইবার জন্য উভয় পক্ষ আপনাদিগের সম্মতিক্রমে দরখাস্ত করে তাহাতে উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক অর্পিত উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত হাকীমদ্বয়ের হুকুম দেওনের ক্ষমতা থাকাতে তাঁহারা এক ঐক্যতায় রীতিমত এই হুকুম দেন যে আবশ্যক হইলে দখল পাইবার জন্য ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক অতএব সেই হুকুমের অন্যায্যতা বিষয়ে আমাদিগের যে রূপ ভিন্ন রায় হউক আইনানুসারে সেই সকল হুকুম যে সম্পূর্ণরূপ বলবৎ আমাদিগের এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। তৎপরে ১৮৩২ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত রস সাহেব একক যে হুকুম দেন তাহা বিভিন্ন বলিতে হইবেক কারণ দুই জন হাকীম যে ডিক্রী দেন তদতিরিক্ত তিনি ঐ হুকুম দিয়াছিলেন কিন্তু ১৮৩২ সালের ২১ জুন ও ৫ জুলাই তারিখের হুকুম সকল আইনের বিধি অনুযায়ী হওয়াতে সেতাবৎ বাতিল জ্ঞান করা যাইতে পারে না অতএব আমাদিগের বিবেচনায় যে স্থলে ৯৬ নম্বরী মোকদ্দমার

আপেলাণ্ট দখলের ডিক্রী জারী করিতে ও তাহার দাবিকৃত ওয়াসিলাতের টাকা আদায় করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল তৎপক্ষে তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই সে স্থলে এরূপে তাহার বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে কএক রফানামা বুনিয়াদে তাহার নালিশ উপস্থিত হওয়াতে তামাদী আইনানুসারে প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে কেননা উক্ত দলীলহায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে ডিক্রীভুক্ত হয় ও সেই ডিক্রী ১৮৩২ সালের ৫ জুলাই তারিখে চূড়ান্ত হইয়াছে এবং তৎকালীন ডিক্রী জারী করণ বিষয়ে রীতিমত বিধি অবধারিত হয়। ঐ সময়ে কেবল দখলের হুকুম প্রকাশ হয় বটে কিন্তু ডিক্রির তারিখ হইতে দখল পাওয়া পর্য্যন্ত ওয়াসিলাতের স্বত্ব ঐ ডিক্রির আনুষঙ্গিক বলিতে হইবেক আর ডিক্রী জারীতে ওয়াসিলাৎ পাইবার জন্য বাদী প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই।

যেহেতুক এই নিষ্পত্তিতে রফানামার তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের তকরার পুনরুত্থাপিত হইতেছে তদ্বিষয়ে যে গওবাহি দর্শিত হইয়াছে তাহা সমুদয় পুনর্ব্বিবেচনা করা আবশ্যক অতএব ওয়াসিলাতের তাবৎ তকরার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমাবধি বিবেচনা করিবার জন্য আমরা এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতেছি।

সুতরাং দুর্গাপ্রসাদ যে আপীল করিয়াছে তাহাতেও পুনঃপ্রেরণের হুকুম সমভাবে খাটে।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেবের রায়। বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সহোদর ভ্রাতা তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে অনেক বিবাদ হইলে পর সেই সকল বিবাদ হইতে এই নালিশ উত্থাপিত হয় অতএব সেতাবৎ এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

ঐ দুই সহোদরের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ তাহাতে উভয়ে আপনাদিগের পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইলে জ্যেষ্ঠ সহোদর এক উইল অনুযায়ী পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ব্যতীত তাহার পিতৃব্যের সমুদয় অংশ দাবি করে সেই পিতৃব্য তাহাদিগের পিতার জীবদ্দশায় তাহার সহিত আপন অংশে এজমালীতে দখলীকার ছিলেন। স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ২ জেলায় স্থিত ও বহুতর ছিল তাহাতে অনেক আদালতে নালিশ উপস্থিত হয় তন্মধ্যে জেলা যশোহরের শামিল পরগণা হুগলার ১০ আনা রকম অংশের দখল পাইবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ কনিষ্ঠ তারাপ্রসাদের বিরুদ্ধে প্রোবিন্সিয়াল কোর্টে যে নালিশ উপস্থিত করে তাহাই উল্লেখ করা আবশ্যক। এই সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তির এক অংশ ছিল তাহাতে যে অংশ জন্য উক্ত নালিশ হয় তাহা দুর্গাপ্রসাদ আপন অংশভুক্ত বলিয়া দাবি করে। এই মোকদ্দমা ও অন্যান্য মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন উভয়ে আপনাদিগের দাবি আপসে মীমাংসা করিতে সম্মত হওয়াতে ভ্রাতা দ্বয়ের মধ্যে কএক খণ্ড দলীল লিখিত পঠিত হইয়া এই রফা হয় যে তাহাদিগের পিতা ও পিতৃব্য যে স্থাবর সম্পত্তিতে এজমালী সূরৎ দখলীকার ছিলেন তাহা সমুদয় একত্রিত হইয়া ।।৶০ আনা রকম দুর্গাপ্রসাদ ও ।৶০ আনা রকম কনিষ্ঠ তারাপ্রসাদ পাইবেক। এই বন্দোবস্ত রীতিমত আমলে আনিবার জন্য পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া যে সকল আদালতে নালিশ দায়ের ছিল সেআদালতে ঐ আগামী বন্দোবস্তের কথা জানাম হইলে উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে প্রোবিন্সিয়াল কোর্টে পরগণা হুগলার যে ।১০ আনা রকম অংশ জন্য নালিশ উপস্থিত ছিল তাহা ঐ সাধারণ বন্দোবস্তের সর্ত্তানুযায়ী আপসে নিষ্পত্তি হওয়া বিবেচনায় ঐ মোকদ্দমা নথির খারিজ হইয়া বাদীকে রসুমের টাকা ফেরৎ দেওয়া যায়। এই হুকুম ১৮২৯ সালের সেপ্তেম্বর মাসে প্রকাশ হয় তাহাতে এই আদেশ ছিল যে উভয় পক্ষে ঐ রফানামার তাবৎ সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য করিবেক যদিস্যাৎ সে রূপ কার্য্য না করে তবে সেই সকল সর্ত্ত আমলে আনিবার জন্য আদালত হইতে পুনঃ হুকুম প্রকাশ হইবেক। পরগণা হুগলার মোকদ্দমার প্রতিবাদী তারাপ্রসাদ এই হুকুমের অসম্মতিতে এই এজহারে আপীল করে যে প্রবঞ্চনা

ক্রমে তাহার স্থানে ঐ সকল দলীল দেখাইয়া লইয়াছে অতএব তাহার প্রার্থনা এই যে সেই সকল দলীল বুনিয়াদে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা রদ হয় কিন্তু সদরের হাকীমান শ্রীযুক্ত রস সাহেব ও শ্রীযুক্ত ওয়াল পোল সাহেব এই আপীল শুনিয়া ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ১৮৩২ সালের ৫ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ আপীল আদালতের হুকুম বাহালে উভয় ভ্রাতাকর্ত্তৃকযে রফানামা লিখিত পঠিত হয় তাহা মঞ্জুর করিয়া তারাপ্রসাদকে তদনুযায়ী দখল দেওনের হুকুম দেন।

তৎপরে সেপ্তেম্বর মাহার তারাপ্রসাদ আপনার প্রাপ্ত প্রথম ডিক্রির তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের হুকুম পাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিলে ঐ মাহার ১০ তারিখে শ্রীযুক্ত রস সাহেব হুকুম দেন যে বিরোধীয় সম্পত্তির আপন অংশে আপন সহোদরের স্থানে সে যদবধি দখল পায় তদবধি সদর আদালতের ফয়সলার তারিখ হইতে সেই অংশের ওয়াসিলাৎ তাহাকে দেওয়া যাইবেক।

বোধ হইতেছে ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত উক্ত রফানামার লিখিত তাবৎ ভূমি ও সম্পত্তির মায় ওয়াসিলাৎ দখল পাইবার জন্য এই ডিক্রীজারী করণের প্রার্থনায় তারাপ্রসাদ নিয়ত চেষ্টিত ছিল কিন্তু শ্রীযুক্ত রস সাহেব ১৮৩২ সালের সেপ্তেম্বর মাহায় তারাপ্রসাদকে ওয়াসিলাৎ দেওন পক্ষে যে হুকুম দেন তাহা আইনানুযায়ী কি না এ বিষয়ে ১৮৫৩ সালে নূতন এক তকরার উপস্থিত হইলে ২১ জুলাই তারিখে এ আদালতের কামাল এজলাসে চূড়ান্ত রূপে এই অবধারিত হয় যে শ্রীযুক্ত রস সাহেবের এরূপ হুকুম দেওনের ক্ষমতা ছিল না সুতরাং তদনুযায়ী আদালত ঘটিত যে সকল কার্য্য হইতেছিল তাহা স্থগিত হয়। এই রূপ নিষ্পত্তি হওয়াতে তারাপ্রসাদ আপনার কথিত ওয়াসিলাতের টাকা আদায় করিতে না পারিবায় তাহা আদালতকর্ত্তৃক আদায় হইবার জন্য তাহার মূল্য দুইলক্ষ টাকা ধরিয়া এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

যে সকল ভূমি রফানামা ভুক্ত ও বাদী তারাপ্রসাদ তৎকালীন যে সকল ভূমিতে দখলীকার ছিল না সেতাবতের ওয়াসিলাৎ আদায় জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় এবং ঐ দলীল যৎকালীন লিখিত পঠিত হয় অর্থাৎ ১৮২৯ সাল হইতে ঐ সকল সম্পত্তিতে বাদির যে অংশ ছিল তাহাতে দখল পাওয়া পর্য্যন্ত ওয়াসিলাতের সুদের প্রতিও দাবি করা হইয়াছে। আর এই নালিশ ১৮৫৪ সালে রুজু হওয়াতে প্রথমে এই কথা মীমাংসা করিতে হইবেক যে তামাদী আইনানুযায়ী এই দাবির প্রতি কি পর্য্যন্ত বাধা ঘটিয়াছে।

এ বিষয়ে নীচের আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বাদী মুক্ত নালিশের তারিখের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের ওয়াসিলাৎ পাইতে পারে এবং যে কএক বৎসর প্রতিবাদীকর্ত্তৃক আপন অংশ হইতে বাদী বেদখল থাকে মুক্ত সেই সকল বৎসরের ওয়াসিলাৎ জন্য তাহার পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন।

উক্ত নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদী আপীল করিয়া আপত্তি করে যে আইনে যে সকল বর্জ্জনীয় স্থল লিখিত আছে তাহার দাবি তদন্তর্গত হইতেছে কারণ ডিক্রির হুকুমে ওয়াসিলাতের হুকুম লিপিবদ্ধ হইবার জন্য বাদী ১৮৩২ সালে সদর আদালতে যে দরখাস্ত করে তাহা মঞ্জুর হওয়াতে একাল পর্য্যন্ত আইনানুযায়ী আদালত ঘটিত কার্য্য ওয়াসিলাৎ জন্য ডিক্রীজারী হইতেছিল সুতরাং সে ব্যক্তি নূতন এক নালিশ উপস্থিত করিতে পারে নাই। আর যে আদালতে বাদী ঐ দরখাস্ত দাখিল করে সেই আদালত যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা দেওনের তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকা বিবেচনায় ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করেন তাহাতে পরে যদিস্যাৎ এমত বিবেচনা হইয়া থাকে যে উক্ত আদালত ঐ প্রকার হুকুম দেওয়াতে আপনাদিগের ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন তাহা হইলে এ ভুল আদালতেরই বলিতে হইবেক এবং হাকীমের ভ্রম জন্য বাদীকে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অধিকন্তু বাদী নিরূপিত সময় মধ্যে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপন দাবি যে উত্থাপন করিয়াছিল ও মুক্ত আদালতের নিজের ভুল জন্য প্রতীকার প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক। বাদির উকীল আরো তর্ক করিলেন যে রফানামা

লিখিত পঠিত হওনের পর ও বাদী প্রতিবাদির মধ্যে তৎকালীন যে সকল মোকদ্দমা জারের ছিল সেতাবৎ আপসে মীমাংসা করিতে বাদীকে পরামর্শ দেওনের পর প্রতিবাদী অন্যায় ক্রমে বাদির হিস্যা আপনার দখলে রাখিবার এরূপ জবরদস্তী ও প্রবঞ্চনা জন্য তামাদী আইন কখনই খাটিতে পারে না।

এই সকল বিবরণ হইতে স্পষ্ট এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে বাদির দাবি ১৮২৯ সালে অর্থাৎ এই নালিশ দায়ের হওয়ার ২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে উত্থাপিত হইয়াছে ও যে রফানামার সর্ত্ত সকল কলিকাতাস্থ আপীল আদালতে আপনাদিগের ১৮২৯ সালের ডিক্রির হুকুমে এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে সেতাবৎ উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক জারী হইতে পারে ও যে হুকুম এ আদালত ১৮৩২ সালে আপীলে বাহাল রাখিয়াছেন সেই রফানামা বুনিয়াদে এই নালিশ উপস্থিত হয়। আর সুদ্ধ পরগণা হুগলার ।১০ আনা রকম অংশ জন্য নালিশ হইয়াছিল কিন্তু উপরোক্ত আদালতদ্বয় যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহাতে ভ্রাতাদ্বয়ের সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তির প্রতি ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে ও সে সম্পত্তি জন্য প্রকৃত রূপ নালিশ হয় তাহা সেই রায় রফানামার যে কোন ভূমি বা তালুকাৎ অথবা ভূমি বা তালুকাতের অংশ লিখিত ছিল সে সমুদয়ের প্রতি উক্ত ডিক্রির আদেশ সকল আমলে আনিবার জন্য ভ্রাতৃগণকে অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু ঐ সকল সম্পত্তি বিষয়ে তৎকালীন আদালতে কোন নালিশ হয় নাই।

এরূপ কার্য্য ভুল বটে সন্দেহ নাই কিন্তু অদ্যাবধি তৎপ্রতি কোন আপত্তি না হওয়াতে তাহা আইনানুযায়ী যে বলবৎ এরূপ এক্ষণে গ্রাহ্য করিতে হইবেক ইহাতে বাদী যেন কোন স্থাবর সম্পত্তির দখলের ডিক্রী পাইয়া আদালতের ডিক্রী ক্রমে যে তারিখে তাহার স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তির ওয়াসিলাৎ জন্য নালিশ করিয়াছে তাহার অবস্থা এরূপ বিবেচনা করিতে হইবেক এবং আমাদিগের আদালতদ্বয়ের রীত্যনুসারে নালিশ দায়ের হওনের ১২ বৎসর কাল মধ্যে যে ওয়াসিলাৎ তাহার প্রাপ্য হইয়াছে বাদী সুদ্ধ তাহাই পাওনের যোগ্য। এক্ষণে এ বিষয়ের তদন্ত করা আবশ্যক যে অত্র মোকদ্দমায় এরূপ বিশেষ কোন ব্যাপার আছে কি না যে তজ্জন্য বাদীকে উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহার দাবি তামাদী আইয়াম বিষয়ক সাধারণ আইনের লিখিত বর্জ্জনীয় কোন স্থলের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

আর প্রতিবাদী বাদির প্রতি তঞ্চক ও বল প্রকাশ করিয়াছে বাদী এ আপত্তি সাধারণ রূপে করিয়াছে মাত্র এবং যে কোন স্থলে অন্যায় ক্রমে দখল করিয়াছে বলিয়া এই সকল আদালতে নালিশ উপস্থিত হয় সেতাবৎ স্থলেই এ প্রকার আপত্তি হইতে পারে কিন্তু বিশেষ কি কার্য্য করিয়াছে অত্র মোকদ্দমায় তাহার কোন এজহার অথবা প্রমাণ দর্শিত হয় নাই অথচ আইনের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে জবরদস্তী অথবা তঞ্চক সম্বন্ধে বিশেষ কোন কার্য্য করিলেই নিরূপিত কাল বৃদ্ধি করণের হেতু হইবেক অতএব যে রীতিতে নালিশ হইয়াছে তাহাতে আমার বিবেচনায় এ আপত্তি গ্রাহ্য নহে।

তৎপরে আমার এই বিবেচনা করা আবশ্যক যে শ্রীযুক্ত রস্ সাহেব ১৮৩২ সালের সেপ্তেম্বর মাহায় যে হুকুম দেন সেই হুকুম বুনিয়াদে আদালতদ্বয়ে যে সকল বিচার কার্য্য হইয়াছে তদ্দ্বারা বাদির দাবি কি পর্য্যন্ত সতর্ক রাখা হইয়াছে এবং নিরূপিতকাল গত হইতে দেওয়াতে বাদির দোষ হইয়াছে কি অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সে ব্যক্তি প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারে নাই ও তজ্জন্য অমনোযোগের দণ্ড হইতে আইনানুযায়ী তাহাকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে যে এক্ষণকার প্রতিবাদী উপস্থিত বাদির বিরুদ্ধে কলিকাতাস্থ আপীল আদালতে যে নালিশ করিয়াছিল তাহাতে উক্ত আদালত রফা নামার সর্ত্ত সকল মঞ্জুর করিয়া আপনাদিগের ডিক্রির হুকুমে লিপিবদ্ধ করেন এবং সদর আদালতের দুই জন হাকীম ঐক্য হইয়া ১৮৩২ সালের জুলাই মাহায় সেই ডিক্রী স্থির রাখেন

বাহাল রাখেন কিন্তু ঐ রুফানামায় কি ডিক্রীতে ওয়াসিলাৎ বিষয়ে কোন নিয়ম অবধারিত ছিল না তাহাতে এক্ষণকার বাদী রুফানামার তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ পাইবার প্রার্থনায় সদর আদালতে দরখাস্ত করিলে শ্রীযুক্ত রস্ সাহেব ১৮৩২ সালের সেপ্তেম্বর মাহায় সদর আদালতের বাহালী হুকুমের তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের হুকুম দেন। হাকীম মৌসুফের হুকুম দেওন কালীন এ আদালতের ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখের ১০ নম্বরী সরক্যুলর চিঠী জারী ছিল সেই সরক্যুলর চিঠীতে এই আদেশ আছে যে চূড়ান্ত রূপ ডিক্রী জারী হওনের তারিখ পর্য্যন্ত ডিক্রির টাকার সুদ দেওয়া যাইবেক ও সেই সুদের টাকা আদায় জন্য ডিক্রীদারকে নূতন কোন নালিশ করিতে হইবেক না আর ভূমি সম্পত্তির ডিক্রী বিষয়ে ওয়াসিলাতের প্রতিও এই বিধি খাটিবেক। অতএব ওয়াসিলাতের হুকুম জন্য বাদী সদর আদালতে ন্যায় মত যে দরখাস্ত করিয়াছিল ও ঐ আদালতের তদ্বিষয়ে হুকুম দেওনের যে ক্ষমতা ছিল এরূপ স্বীকার করিতে হইবেক।

যে বাহাহউক এরূপ বিষয়ে তৎকালীন আইনানুযায়ী সদর আদালতের প্রতি বিচার কার্য্যের কি প্রণালী অবধারিত ছিল ও উক্ত ওয়াসিলাতের হুকুম কি প্রকারে পাওয়া হয় এতাবৎ বিবেচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে কলিকাতাস্থ আপীল আদালতের ডিক্রী দুই জন হাকীম অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ওয়ালপোল ও শ্রীযুক্ত রস্ সাহেব বাহাল রাখেন এবং সুদ্ধ শ্রীযুক্ত রস্ সাহেব একক, ওয়াসিলাতের হুকুম দেন। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারায় লেখে যে সদর দেওয়ানী আদালত যে সকল বিষয়ের বিচার করিতে পারেন ঐ আদালতের এক জন হাকীমের এজ্‌লাসে সেতাবৎ বিষয়ের বিচার হইতে পারিবে এবং হাকীম মৌসুফ আইনানুযায়ী বিচার করিয়া তৎপ্রতি হুকুম দিতে বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন কিন্তু এই সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যথা। প্রথমতঃ। নীচের আদালতের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে কোন আপীল হইলে সেই নিষ্পত্তির দোষ বিশিষ্ট রূপে দর্শিত না হইলে সদর আদালতের এক জন হাকীম আপীলে সেই ফয়সলা বাহাল রাখিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ। নীচের আদালতের প্রতি আপন ফয়সলা পুনর্দৃষ্টি করিবার জন্য আদালতের একজন হাকীম আদেশ দিতে পারেন। তৃতীয়তঃ। উক্ত আদালতের একজন হাকীম কোন বিষয় উত্তম রূপ বুঝিবার জন্য নীচের আদালত হইতে মিছিল অথবা রিপোর্ট তলব করিতে পারেন। আর উক্ত ধারার ৪ প্রকরণে লেখে যে মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচার ও তদন্ত করিয়া নীচের আদালত যে ডিক্রী অথবা হুকুম দেন তাহা সদর আদালতের একজন হাকীম পরিবর্ত্তন বা রদ করিতে পারেন না এবং যদিও একজন হাকীম কোন খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু নীচের আদালতের হুকুম পরিবর্ত্তন অথবা রদ করা আবশ্যক বিবেচনা হইলে অদ্যাবধি যে সকল বিধি ও প্রথা প্রচলিত আছে তাঁহাকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবেক। এই যে প্রথার উল্লেখ হয় তাহা ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারার দ্বারা সংশোধিত হইয়া ১৮১০ সালের ১৩ আইনে লিখিত আছে।

১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৬ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণে এরূপ অনুমতি আছে যে কোন২ বিষয়ে সদর আদালতের একজন হাকীম বৈঠক করিতে পারিবেন এবং তাহাতে এই নিয়ম অবধারিত হইয়াছে যে যে পর্য্যন্ত অপর একজন বা তদধিক হাকীমান তাঁহার সহিত একত্রে বৈঠক না করেন তদবধি তিনি যে নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীল হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন বা রদ করিবেন না তৎপরে ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ২৬ ধারার দ্বারা এই রীতি সংশোধিত হইয়া এই মাত্র অনুমতি দেওয়া হয় যে এজ্‌লাসে উপস্থিত হাকীম এরূপ মোকদ্দমাহায়ে পরিবর্ত্তন বা রদ করণ পক্ষে আপনার রায় লিখিতে পারিবেন তৎপরে উক্ত ধারায় লেখে যে সেই আপীলে আর একজন হাকীম বৈঠক করিয়া ঐ রায়ে যদিস্যাৎ ঐক্য হয়েন তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় হাকীম তদনুযায়ী ডিক্রী বা চূড়ান্ত হুকুম দিয়া আইনের অবধারিত রীত্যনুযায়ী তাহা জারী করা-

দিতে পারিবেন ও যে স্থলে উভয়ে একত্রে বৈঠক করণের সুবিধা না হয় সেস্থলে এরূপ এজলাস জন্য অপেক্ষা করিতে হইবেক না। এরূপ মোকদ্দমাহারে শেষ এজলাসে উপস্থিত হাকীম ডিক্রীতে বা হুকুমে আপনার সহী দিবেন এবং যে হাকীম প্রথমে বৈঠক করিয়াছিলেন তাহার সহী আবশ্যক হইবেক না তিনি যে রায় দিয়াছেন তাহাই কেবল ডিক্রীতে বা চূড়ান্ত হুকুমে ও মোকদ্দমায় লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে তাহার যে সকল নকল দেওয়া হয় সেস্তাবতে লিখিত হইবে।

এই অবধারিত প্রথা উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটাইতে হইলে এই জিজ্ঞাসা হইতেছে যে বাদির প্রার্থনানুযায়ী ওয়াসিলাতের হুকুম পাইবার জন্য বাদী ও আদালতের পক্ষে কি নিয়মে কার্য্য করা উচিত ছিল।

যেহেতুক স্পষ্ট প্রকাশ যে আপীল আদালত যে হুকুম দিয়াছিলেন ওয়াসিলাতের বিষয় তদতিরিক্ত হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ে ঐ আদালতের একজন হাকীমের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বলিতে হইবেক এবং বিচার কার্য্যের যে প্রণালী দর্শিত হইয়াছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারায় অবধারিত আছে এবং উপরোক্ত মতে ঐ আইনের ৮ ধারায় বিস্তারিত পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধারার লিখিত বিধি সকল অনুযায়ী বাদির দরখাস্ত যে পর্য্যন্ত অপর একজন হাকীমের নিকট অর্পিত হয় নাই সে পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করা উচিত ছিল এবং ঐ দ্বিতীয় হাকীম যদিস্যাৎ প্রথম হাকীমের সহিত ঐক্য হইতেন তাহা হইলে উক্ত হুকুম সর্ব্ব বিধায়ে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত হইত কিন্তু বাদী আইনানুযায়ী আবশ্যক কার্য্যাদি না করিয়া শ্রীযুক্ত রস সাহেবের প্রদত্ত এক মাত্র হুকুম বুনিয়াদে দখল ও ওয়াসিলাতের জন্য এককালীন ডিক্রীজারির দরখাস্ত করিয়া জেলা আদালতে জেদ পূর্ব্বক ক্রমাগত নালিশ ফরিয়াদ চালাইতে থাকে পরিশেষে শ্রীযুক্ত রস সাহেবের হুকুম রীতি বিরুদ্ধে ও অসিদ্ধ বিবেচনায় এ আদালত ১৮৫৩ সালে তাহা রদ করেন।

এ বিষয়ে বাদির আইন বহির্ভূত কার্য্য করণের অভিপ্রায় যে ছিল না এরূপ হইতে পারে কিন্তু আদালতের হুকুম বুনিয়াদে কার্য্য করণের পূর্ব্বে সেই হুকুম দৃষ্টতঃ ও বস্তুতঃ যে আইনানুযায়ী ছিল এরূপ তাহার দৃষ্টি করা ও তাহা না হইলে সেই রূপ আইনুযায়ী করণ জন্য আদালতে প্রার্থনা করা তাহার উচিত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে সে ব্যক্তি অমনোযোগ করিয়া অপর এক হাকীমের চূড়ান্ত হুকুম হাসিল করে নাই এবং আদালত যে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তাহার পক্ষে আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিতে যে বাধ্য হবেন আমার এরূপ দৃষ্ট হয় না। যখন এক হাকীমের প্রদত্ত হুকুম দুই হাকীমের ফয়সলার বিরুদ্ধে থাকাতে ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণেরও বিরুদ্ধ ছিল তখন সেই হুকুম বুনিয়াদে ওয়াসিলাতের হুকুম কি প্রকারে প্রচার হইতে দেওয়া হয় তাহা কোন স্থলেই প্রকাশ করা হয় নাই এবং এক্ষণেও তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন বোধ হইতেছে। কিন্তু তৎপরে আদালত ঘটিত যে সকল কার্য্য হয় তাহা কেবল বাদির দর্খাস্ত মতেই হইয়াছে অতএব সেই সকল কার্য্যের মূল আদৌ যে আইনানুযায়ী বটে এরূপ দর্শাইবার ভার বাদী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে বলিতে হইবেক। উক্ত হুকুমানুসারে ওয়াসিলাৎ আদায় হইলে তাহা আইনানুযায়ী লওয়া হইত কি না এ কথা আমাদিগের মীমাংসা করিতে হইবেক না কারণ বাদী ওয়াসিলাৎ আসলে পায় নাই কিন্তু যখন সেই হুকুম আদালতের রায়ে বাতিল হইয়াছে তখন বাদী তদনুযায়ী সুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া সেই হুকুম যে কোন সময়ে বলবৎ থাকুক বাদির পক্ষে তাহা আইন মতে বিশিষ্ট ওজর হইতে পারে না এবং সেই হুকুম থাকাতে আপনার ন্যায্য স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য বাদী যে যথার্থ উপায় অবলম্বন ও প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারে নাই এরূপ আপত্তিও গ্রাহযোগ্য নহে। বাদী যে রীতি অবলম্বন করিয়া ছিল তাহাতে দ্বিতীয় এক হাকীমের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত হুকুম জন্য সে যদ্যপি অপেক্ষা করিত তাহা হইলে সে রূপ হুকুম পাওনের কোন প্রতিবন্ধক ছিল না এবং

তাহার এক অসম্পূর্ণ ও রীতি বিরুদ্ধ হুকুমজারী করণের চেষ্টা করা কেবল অকারণ অরা প্রযুক্ত বা আইনের প্রতি অমনোযোগ বশতঃ অথবা প্রতিপক্ষের উপর অন্যায় লভ্য পাওনাশয়েই হইয়াছিল এ সকল কারণ তাহার ক্ষমতাতীত বলা যায় না অতএব যে সকল বর্জনীয় স্থলের ওজর করা হইয়াছে সুদ্ধ উপরোক্ত হেতুতে সেভাবৎ বাদির পক্ষে যে নিযোগ করা যায় এমত কোনকারণ নাই।

এমতাবস্থায় বাদী ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখের সরকুলর চিঠী অনুযায়ী যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতে ১৮৩২ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে তাহার পক্ষে যে প্রথম হুকুম হয় তাহা সর্ব্ব প্রকারে আইনানুযায়ী করিয়া লওয়া আমার বিবেচনায় বাদির উচিত ছিল এবিষয়ে অমনোযোগ করা কেবল বাদির দোষ কিন্তু আদালতের দোষ নহে। বাদী যদিস্যাৎ আদালতে এরূপ জানাইত যে অপর এক হাকীমের সম্মতি প্রযুক্ত রায় লওয়া অত্যাবশ্যক এবং আদালত তাহার পক্ষে এরূপ কার্য্য করা যদিস্যাৎ অনাবশ্যক বলিতেন তাহা হইলে এরূপ হুকুমের ন্যায্যতা বিষয়ে যে কোন আপত্তি হউক আদালতের অভিপ্রায় থাকা পক্ষে আবার দরখাস্তকারির দাবী না হওন পক্ষে কোন সন্দেহ থাকিত না কিন্তু অত্র মোকদ্দমায় এরূপ কোন চেষ্টা করা হয় নাই তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে মোকদ্দমার তৎকালীন যে প্রকৃত অবস্থা ছিল তাহা রীতিমত না জানাইয়া বাদী আদালতে দরখাস্ত করিয়াছিল। বিচার কার্য্যে যে কোন ভ্রম হইয়াছে তাহা বাদির জানান প্রযুক্ত হয় আর ঐ জানান জন্য ফল হইতে যে লোকসান বা ক্ষতি হয় তাহা ন্যায্য মতে বাদির উপর পড়িবে। উপস্থিত মোকদ্দমায় এই ভ্রম জন্য বাদির প্রতি তামাদী সম্বন্ধীয় দণ্ড হইতে পারে সুতরাং নির্দ্ধারিত মেয়াদ মধ্যে ন্যায্য আইন সম্মত প্রতীকার পাইতে দরখাস্ত করিতে অমনোযোগ করিলে যে সকল ফল ভোগ করিতে হয় ন্যায়মত সেতাবৎ তাহার ঘটিয়াছে অতএব আমার অভিপ্রায় উপস্থিত আপীলে অধীন আদালতের বিধি বাহাল থাকে ইতি।

ইরাজী ১৮৫৭ সাল ১৭ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব

জেলা কটকের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের ৯ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে কএকটা জাবেতা আপীল।

১৮৫৫ সালের ২১৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

চিন্তামণি মিশ্র (প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন) —— আপেলাণ্ট।

মোসম্মাৎ রামা বাই প্রভৃতি (বাদীগণ) ও অন্য এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) —————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথপণ্ডিত —— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ

বাবু বংশীবদন মিত্র, বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ও মৌলবী মরহামৎ হোসেন —————— } বাদীগণ রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

১৮৫৫ সালের ২১৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

মোসম্মাৎ অপত্তি বেওয়া (প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন) —————— } আপেলাণ্ট।

মোসম্মাৎ রামা বাই ও ভাগীরথী (বাদিনীগণ) — রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

মেং আর, টি, এলান সাহেব ও মুনসী আমীর আলী —————— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু বংশীবদন মিত্র, বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ও মৌলবী মহম্মদ হোসেন — রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

১৮৫৫ সালের ২১৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

নরসিংহ খুন্তিয়া (প্রতিবাদীগণের মধ্যে একজন-আপেলাণ্ট।

মোসম্মাৎ রামা বাই ও ভাগীরথী দাসী (বাদিনীগণ) ও অন্যান্য ব্যক্তি (প্রতিবাদীগণ) — রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত — আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু বংশীবদন মিত্র, বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ও মৌলবী মহম্মদ হোসেন — বাদীগণ রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ১৭৮০৯।।৶১০। টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত।

এই মোকদ্দমা এ আদালতের সমক্ষে দুই বার আসিয়াছে। তদর্থে ১৮৪৮ সালের ও ১৮৫২ সালের ফয়সলা বহির ৩১ ও ৪৩০ পৃষ্ঠা ক্রমান্বিতে দৃষ্টি কর। সেই দুই বারেই বাদির মোকদ্দমা ননসুট হয়।

অমলি ১২১৪ সালে তালুক সদানন্দ পুর আদৌ (রামকৃষ্ণ দাসের সম্পত্তি) বাকী খাজানার দায়ে বিক্রীত হইলে পর খরিদার শ্রীধর আচার্য্যের নিকট রামকৃষ্ণের পুত্র গঙ্গাধরের নামে তাহা পুনঃ খরিদ করা হয়। উক্ত রামকৃষ্ণের অন্য তিন পুত্র থাকে তাহাদিগের নাম ফকীর দাস, ভগবান দাস ও মণি দাস। ঐ তালুকের মায অমলি ১২২০ নাং ১২৬১ সালের ওয়াসিলাৎ রকম ৸০ আনার নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত হয়। ইহাতে ইস্তু এই যে উক্ত সম্পত্তি কেবল গঙ্গাধরের নিমিত্ত খরিদ হয় কিম্বা তাহার ভ্রাতৃগণ আপনাদিগের পিতার উত্তরাধিকারীগণ স্বরূপ গঙ্গাধরের সহিত একত্রে আপন ২ হিস্যা পাইবে কি না। বাদিনী রেস্পাণ্ডেণ্ট মোসম্মাৎ রামা বাই কহে যে সে ব্যক্তি ফকীর দাস, মণি দাস ও মৃত ভগবান দাসের স্ত্রী অপর্ত্তির নিকট উক্ত তিন ভ্রাতার হিস্যা খরিদ করিয়া ও ভাগীরথী দাসকে শামিল বাদী করিয়া লইয়া দুই জনায় দখলের নিমিত্ত নালিশ করণ পূর্ব্বক মায় ১৮৪৪ সালের ৮ মে তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ প্রধান সদর আমীনের নিকট এক ডিক্রী পায়।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে তিনটা আপীল হয় অর্থাৎ ২১৭ নম্বরী আপীল মৃত গঙ্গাধর দাসের স্ত্রী মোসম্মাৎ রেবতীর উল্লেখিত পোষ্যপুত্র করপাসও দাসের মাতুল ও অছি চিন্তামণি মিশ্র ও ২১৮ নম্বরী আপীল পূর্ব্বোক্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে এক জন মৃত ভগবান দাসের স্ত্রী মোসম্মাৎ অপর্ত্তি এবং ২১৯ নম্বরী আপীল নরসিংহ খুন্তিয়া মোসম্মাৎ রেবতীর নিকট ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ও তৎপরে খরিদ করিয়া উপস্থিত করে।

২১৭ ও ২১৯ নম্বরী দুই আপীলের জওয়াব ও অজুহাৎ একই সমান অর্থাৎ তামাদী আইন বাদীগণের মোকদ্দমার প্রতিবন্ধক হইয়াছে ও উক্ত সম্পত্তিতে কেবল গঙ্গাধরের অধিকার আছে অতএব বাদীগণ খরিদ উল্লেখ করিয়া সেই সূত্রে যে রকম ৸০ আনা দাবি করে তাহাতে তাহাদিগের কোন হক নাই কিন্তু ২১৮ নম্বরী আপীলের আপেলাণ্ট রামাবাইকে উক্ত তিন হিস্যা বিক্রয়ে যোগ দেওয়া অস্বীকার করে।

প্রথম তামাদী ওজর উত্থাপিত হয় কিন্তু ইহার পোষকতায় কতক বাদানুবাদ শুনিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচার করা উৎকৃষ্ট বিবেচনা হইল কেননা গঙ্গাধরকর্ত্তৃক ঐ তালুকের দখলের রকম অর্থাৎ সুদ্ধ আপনার নিমিত্ত কি এজমালীতে তাহার ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত ও সে ব্যক্তি দখল করে কি না তদ্বিষয়ে প্রত্যেক পক্ষ যতদূর নিজ প্রার্থনা সাব্যস্ত করিতে পারিবে তাহার উপর ঐ ওজর নির্ভর করে।

এই বিষয়ে কেবল গঙ্গাধরের একাকির ঐ সম্পত্তি হওয়া বিষয়ে মাতবর প্রমাণ আছে বলিয়া তর্ক হইয়াছে ইহা তাহার নামে খরিদ হয়। অমলি ১২১৭ নাং ১২১৯ সাল তাহার

দায় আবদ্ধ থাকে। আর তাহার নাবালগী অবস্থায় তাহার মাতার গোমাস্তাগণ ঐ সম্পত্তি বন্ধক দিবায় সে বন্ধক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত গঙ্গাধর নালিশ করিয়া ১৮৩০ সালের ৬ আগষ্ট তারিখে এক কট দখলের ডিক্রী পায় অনন্তর তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী ১৮৪৪ সালের ৮ মে তারিখে উক্ত ভ্রাতৃগণ আপনাদিগের পিতার উত্তরাধিকারী স্বরূপ নহে তাহাদিগের ভ্রাতা গঙ্গাধরের উত্তরাধিকারী স্বরূপ বিরোধীয় সম্পত্তির হিস্যা-দার বলিয়া ডিক্রী জারীতে শামিল দিতে যে সকল দাবি করে সেতাবৎ নৈরাশ করিয়া পরিশেষে চূড়ান্ত দখল পায়। উক্ত ১৮২৫ সালে মুলধনির মৃত্যুর দুই মাস পরে সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিষয় বাটওয়ারা হইয়া অন্য সকল ভ্রাতা হইতে গঙ্গাধর পৃথক হয় তদ্বিষয়ক প্রমাণও পাঠ হইল অনন্তর ১৮৩৫ সালে অর্থাৎ ১০ বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয় এবম্প্রকারে ১৮৪৪ সালের ১৭ জুন তারিখে প্রথম নালিশ রুজু হইবার ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাহার দখল থাকার কথা উত্থাপিত হয়।

রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষে তর্ক করা হয় যে আসলে উল্লেখিত বিষয় বিভাগ হয় নাই ও গঙ্গাধরের নামে লিখিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার কারণ এই যে সে ব্যক্তি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সরবরাহকার বটে কিন্তু সেই সম্পত্তি তাহার ভ্রাতৃগণেরও এজমালীতে থাকে এপ্রযুক্ত সে ব্যক্তি এক নালিশ করিয়া ১৮৩০ সালের ৬ আগষ্ট তারিখে এক ডিক্রী পায় তাহার পর ১৮৩৫ সালে তাহার মৃত্যু হইলে গঙ্গাধরের পুত্র না থাকা প্রযুক্ত তাহারা তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ডিক্রী জারী করিতে উদ্যত হয় অতএব তাহারা তাহার উত্তরাধিকারী বটে কিন্তু তৎকালে গঙ্গাধরের স্ত্রী বর্ত্তমানা থাকায় ও এক পোষ্যপুত্র লওয়া কহায় তাহাদিগের সকল দাবি অগ্রাহ্য হয় সুতরাং ঐ ডিক্রীতে সেই স্ত্রীকে তাহার স্বামির প্রতিনিধি গণ্য করা হয় কিন্তু এই নালিশ করিবার পূর্ব্বে ১২ বৎসর মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে আর রেবতীর পক্ষে প্রতিপক্ষ দখল ১৮৪৪ সালের ৮ মে ইস্তক আরম্ভ হয় কেননা তৎকালে গদী উদ্ধার করিয়া সে ব্যক্তি দখল পায় মাত্র।

দৃষ্ট হইতেছে যে গঙ্গাধরের নামে সম্পত্তি পুনঃ খরিদ হওন বিষয়ক কওয়ালা দাখিল করা হয় নাই কিম্বা গঙ্গাধর ও তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে বিষয় বাটওয়ারা হয় তাহার অংশপত্র নাই আর গঙ্গাধরের নামে তালুক রেজেষ্টরী হওয়াই তাহাতে তাহার স্বত্ত্ব স্থাপন করণ পক্ষে যথেষ্ট নহে কেননা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে পরিবারের এজমালির সম্পত্তি রেজেষ্টরী থাকার প্রথা অসাধারণ নহে। উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ তালুক গঙ্গাধরের একাকির নামে বন্দোবস্ত হওয়ার ওজরের পোষকতায় কিছু পাওয়া যায় না কেননা ইহার পুনঃ খরিদের পর ১৮৪৪ সাল যখন রেবতী তাহা প্রাপ্ত হয় তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতাগণের হস্তে থাকে ও তাহাতে রামকৃষ্ণের পরি-বারের কোন উপকার হয় নাই কিম্বা গঙ্গাধর একাকী নালিশ করাতেও কোন ফল দর্শায় না কেননা এমত হইতে পারে যে সে ব্যক্তি নিজের ও তাহার ভ্রাতৃগণের হইয়া নালিশ করিয়াছিল আর মুর সাহেবের ইণ্ডিয়ান আপীল সংগ্রহ পুস্তকের ৬ বালমের ১ অধ্যায়ের ৫৩ পৃষ্ঠার লিখিত গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বামির বিরুদ্ধে গোপীকৃষ্ণ গোস্বামির মোকদ্দমায় প্রীবিকৌন্সেলে ১৮৫৪ সালের ১৭ ও ১৮ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে রায় দেওয়া হয়যে "এক হিন্দু পরিবারের মধ্যে এক পুত্রের নামে স্থাবর বিষয় খরিদ করা হইলে হিন্দু শাস্ত্র অভিপ্রায় মতে তাহা বেনামী খরিদ গণ্য হইবে ও যাহার নামে খরিদ হয় ইহা প্রমাণের ভার তাহারি উপর থাকিবে যে ঐ খরিদা সম্পত্তিতে কেবল তাহার একাকির আইন সঙ্গত স্বত্ত্ব আছে মাত্র"। উপস্থিত মোকদ্দমায় সে রূপ কোন প্রমাণ নাই কারণ গঙ্গাধর বর্ত্তমানে তাহার নিজের ও তাহার ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত করিয়াছিল ও ১৮৪৪ সালে রেবতীর দখল পাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধক গ্রহীতাগণের যে দখল থাকে তাহার পরিবারের এজমালির দখল গণ্য হইবে। এক প্রকারে তামাদী সুত্রের ওজর বৃথা হইল যেহেতু ১৮৪৪ সালে রেবতীর দখলই প্রতিপক্ষ দখলের প্রথম চিহ্ন ও গঙ্গাধর একাকী

ঐ তালুকের মালিক থাকার ওজর ও হিন্দু শাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে কোন কার্য্যের হইল না ঐ বিধায়ে খরচা সহ ২১৭ ও ২১৯ নম্বরী দুই আপীল ডিস্‌মিস্ হইল।

মোসম্মাৎ অপর্তি কর্ত্তৃক ২১৮ নম্বরী আপীলের হেতু যদ্রূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা এই যে রামা বাইকে রকম ৫০ আনা যে বিক্রয় করা হয় উল্লেখ হয় তাহাতে ফকীর ও মণি দাসের সহিত সে ব্যক্তি যোগ দেয় নাই কিন্তু তাহারা যোগ সাজস করিয়া ঐ ব্যাপারে তাহার নাম লইয়াছে মাত্র।

রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ ব্যাপারের মুল এই রূপে ব্যাখ্যা করে যথা ১৮৩০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে গঙ্গাধর, ফকীর ও অপর্তির স্বামী ভগবান দাস তাহার নিকট মং ৩৫০৬ টাকা কর্জ লয়। এই দেনার নিমিত্ত নালিশ হইলে মোসম্মাৎ অপর্তি, ফকীর ও মণি দাস সেই দেনা স্বীকার করিয়া ঐ তালুকের রকম ৫০ আনা হিস্যা মোসম্মাৎ রামা বাইকে বিক্রয় করে এক্ষণে মোসম্মাৎ অপর্তি ঐ বিক্রয় তাহার জ্ঞাতসারে কি তাহার নিকট ক্ষমতা পাইয়া হওয়া অস্বীকার করিয়া তর্ক করিতেছে যে ঐ বিক্রয় সম্পন্ন করিতে ফকীর ও মণি দাসকে দত্ত কোন মোক্তারনামা দাখিল করা হয় নাই। উক্ত কওয়ালার তারিখ ১২৪৯ সালের ২ ভাদ্র মোং ১৮৪২ সালের ১৬ আগষ্ট ও মর্ম্ম বিবেচনায় তাহা জেলা কটকে লিখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পুরীতে ১৭ আগষ্ট তারিখে ঐ দেনা স্বীকার করণ বিষয়ক মোক্তারনামা লিখিত হয় এবম্প্রকারে ঐ ব্যাপার যে কৃত্রিম তাহা দর্শিত হয়। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে প্রধান সদর আমীন ১৮৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্বের প্রধান সদর আমীন তমসুক বাবদী মোকদ্দমার যে ডিক্রী দেন ও যাহা ১৮৪৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে সদর আদালতে বাহাল থাকে তদুপরি নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করেন তদর্থে ঐ সালের ফয়সলা বহির ৬৩৮ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর কিন্তু আপেলাণ্টের পক্ষে বলা হইয়াছে যে উল্লেখিত বিক্রয় ব্যাপারে তাহার সকল কর্ম্ম নির্দ্ধার্য্য না হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে ঐ নিষ্পত্তি ফলবতী হইতে পারে না কারণ ফকীর ও মণি দাসের মিথ্যা কহন মতে তাহার সম্মতি গ্রাহ্য করিয়া লওয়া হয় আর আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে তর্ক করা হয় যে সে ব্যক্তি ঐ বিক্রয়ে সম্মত ছিল ও তাহা অস্বীকার করিবার অনেক সাবকাশ ছিল কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা করে নাই যথা যৎকালে এই রেস্পাণ্ডেণ্টের দাবি প্রথমে সদর আদালতকর্ত্তৃক ১৮৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে নন্‌সুট হয় কেননা ১৮৪৯ সালের ৭ ফিব্রুয়ারি তারিখে যে মোকদ্দমা দায়ের হইয়া ১৮৫০ সালের ৩১ জুলাই তারিখে প্রধান সদর আমীনকর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হয় তাহাতে তাহার বিক্রেতাগণকে প্রতিবাদীগণ করা হয় নাই। সেই মোকদ্দমায় ফকীর ও মণি দাসের সহিত একত্রে মোসম্মাৎ অপর্তি জওয়াব দিয়া ঐ বিক্রয় স্বীকার করে ও যে মোকদ্দমায় তাহারা ঐ তালুকের রকম ।০ আনা অংশ গঙ্গাধরের অধিকার বলিয়া উপস্থিত করিলে ১৮৪৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে প্রধান সদর আমীনকর্ত্তৃক ডিস্‌মিস্ হয় তাহাতেও ঐ কথা স্বীকার করা হয় এবম্প্রকার বারম্বার স্বীকার জন্য উপস্থিত অস্বীকার সূচক ওজর অন্যথা হইতেছে।

আমাদিগের রায় হইতেছে যে মোসম্মাৎ অপর্তির ওজর সত্য সাব্যস্ত হয় নাই আর কওয়ালা সহী করিবার মোক্তারনামা না থাকাতে কোন ফল দর্শে না কেননা সে ব্যক্তি নিজে ঐ কওয়ালায় সহী করে আর যে আদালত ঐ দেনা স্বীকারের বিষয় লিখিয়াছেন সে আদালত তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে অবশ্য ন্যায্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন অনুভব করিতে হইবে আরও রেস্পাণ্ডেণ্টের উল্লেখিত পরের দুই সময়ে ঐ বিক্রয় অস্বীকার করা হয় নাই ও যদ্রূপ এক্ষণে সে ব্যক্তি জানিয়াছে কহে তদ্রূপ তৎকালে তাহার নালীশ যাহা হইতেছিল তাহাও মোসম্মাৎ জানিতে পারিত বলিতে হইবেক।

উপস্থিত মোকদ্দমার স্বীকৃত জাল থাকা ও পূর্ব্বের কএক মোকদ্দমা কালে মোকদ্দমার বিষয় অজ্ঞাত থাকা ও সম্মতি না দেওয়ার কথা যে সঙ্গত ইহা দর্শান পক্ষে নথীতে কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বের মোকদ্দমা সকল বারম্বার নন্‌সুট হওয়াতে ইহা উপস্থিত হইয়াছে মাত্র। এবিধায়ে আমরা খরচাসহ ২১৮ নম্বরী আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

এই সকল হেতুতে রদ করেন যথা। প্রথমতঃ। বাদির খাতা বহি ইষ্টাম্প করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ। সেই খাতা বহিতে উভয় পক্ষেরই দস্তখত করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ। সাক্ষীগণ যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার পোষকতায় দলীলী প্রমাণ না থাকাতে এরূপ সাক্ষ্য কোন কার্য্যের নহে।

অতএব ১৮৫৪ সালের ৯ আক্টের বিধান সকল দৃষ্টে ও ১৮৫৪ সালের ১৭ মে তারিখের নিষ্পন্ন রায়চাঁদ সাহার মোকদ্দমার নজীর অনুযায়ী প্রধান সদর আমীন প্রথম যে দুই হেতুতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন তাহা ভুল কি না ও এরূপ ভুল হইলে তাহার দর্শিত তৃতীয় হেতুও ভুল ও তজ্জন্য রদের যোগ্য কি না এই সকল বিষয়ের বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি।

বিচার।

বাদীগণের খাতাবহির প্রতি প্রধান সদর আমীন যে আপত্তি করিয়াছেন আপীলে তাহার এরূপ আপত্তি করণের যে ক্ষমতাভাব এ বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই আর যে হিসাব নিকাশ হয় নাই তাহার বাকী জন্য নালিশ হইলে সেই নালিশে হিসাবে উভয় পক্ষের দস্তখত থাকা যে আবশ্যক আমাদিগের এরূপ বিবেচনা হয় না যদিস্যাৎ নিকাশী হিসাবের বাকী জন্য নালিশ হইত তাহা হইলে ঐ রূপ দস্তখত আবশ্যক হইত বটে ইতি বিবেচনায় আমরা প্রধান সদর আমীন সমীপে এই আদেশে মোকদ্দমার নথী ফেরৎ পাঠাইতেছি যে তিনি মোকদ্দমার গুণাগুণের তদন্ত করিয়া পরিশেষে যে হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় সেই রূপ হুকুম দিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২২ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামএল্‌স সাহেব　} একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৮৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি বকসারের মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী ফেদা হোসেনের ১৮৫৫ সাল ৮ জানুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া জেলা সাহাবাদের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ রুকনুদ্দীন খাঁ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ২৯ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

সুজিউন লাল প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——আপেলাণ্টগণ।
লালজী (বাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মুনসী আমীর আলী——————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
মৌলবী আফ্তাবুদ্দীন মহম্মদ——————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের ২৭ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

“দরখাস্তকারীগণ বিচার সাব্যস্ত দেনদার, ডিক্রী জারীতে তাহাদিগের সম্পত্তির

যে নিলাম হয় তাহা রীতি পূর্ব্বক হয় নাই বলিয়া তাহারা সেই নিলাম অন্যথা প্রার্থনায় নালিশ করে, কহে যে ক্রোকের নোটিস ও নিলামের নোটিস দেওয়া হয় নাই।

"প্রথম আদালত ঐ নিলাম অন্যথা করেন। তদ্বিষয়ে প্রথম আদালত নিলাম কার্য্য সমাধা করণের শাসন স্বরূপে বৃজলাল উপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখে এ আদালত যে সরাসরী ফয়সলা করেন তাহা দৃষ্টান্ত দেন এবং প্রধান সদর আমীন ১৮২৫ সালের ৭ আইনের বিধি সকল উল্লেখ করিয়া মুনসেফের ঐ হুকুম বাহাল রাখেন।

"উল্লেখিত নজীর ও আইন উভয়ই এস্থলে খাটিতেছে না। অধীন আদালত যে অবধারণ করিয়াছেন তাহা ১৮৫৬ সাল ২১ জানুয়ারি তারিখের এ আদালতের নজীরের বিরুদ্ধ হইতেছে এবং সাবেক আইন অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ৫ ধারা এই নিলাম ১৮৪১ সালের ২০ নবেম্বর তারিখে হওয়া প্রযুক্ত যদনুযায়ী এই মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে কহে যে ক্রোকের পরওয়ানা ইচ্ছামত দেওয়া হইবে। অতএব প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা হওয়া উচিত কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি, কারণ প্রধান সদর আমীন আপন হুকুমের পোষকতায় যে আইন উল্লেখ করেন মালগুজারী বিষয়ের নিলামের সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই"।

বিচার।

আমরা বিবেচনা করি যে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ৫ ধারায় ক্রোকের পরওয়ানা দিবার প্রতি আদেশ করে না। যে স্থলে নিলামের জন্য হুকুম হওয়া ভূমি সকল ক্রোকের প্রয়োজন হয় সে স্থলে বোর্ড আব রেবেনিউ ইচ্ছামত ক্রোকের আদেশ দিবেন। এ বিধায়ে আমরা অধীন আদালতদ্বয়ের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সমেত এই খাস আপীলের ডিক্রী দিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২২ জুন।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে. এস্ টরেন্স সাহেব } জজ।

১৮৫৭ সালের ১০৩ ও ১০৪ নম্বরী দরখাস্ত।

কালিদাস নেউগী প্রভৃতিবাদির বিরুদ্ধে স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি বাদীগণের ও কালিদাস নেউগী প্রভৃতিবাদির বিরুদ্ধে চন্দ্রনারায়ণ দাস বাদির মোকদ্দমা দ্বয়ে জেলা ময়মনসিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী আহম্মদ বক্স খাঁর ১৮৫৬ সাল ২২ ফিব্রুয়ারি তারিখের ফয়সলা বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, টুটর সাহেব ১৮৫৬ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে যে দুই ফয়সলা করেন সেতাবতের অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি ও চন্দ্রনারায়ণ দাস ১৮৫৭ সালের ১৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে অত্র আদালতে দুই দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু রমা প্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—দরখাস্তকারীগণেরপক্ষ উকীলগণ।

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

দরখাস্তকারীগণ এই মোকদ্দমার বাদী, উভয় অধীন আদালতই তামাদী আইন অনুযায়ী তাহাদিগের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন। বাদীগণ কহে যে প্রতিবাদী তাহাদিগের ভূমি খুড়িয়া তাহার উপর দিয়া এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করে কিন্তু অবধারিত হইয়াছে যে ঐ রাস্তা বহুকাল প্রস্তুত হইয়াছে এহেতু বাদীগণের নালিশের বাধা হয়।

এই হেতুতে খাস আপীল করা হইতেছে যে প্রধান সদর আমীন যিনি প্রথমে এই মোকদ্দমা সকলের বিচার করেন তিনি মোকদ্দমা প্রথম শুনানী কালীন তামাদী আঁইন ঘটিত ইস্তু বিচারে গ্রহণ করিয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে বাদীগণকে প্রমাণ দাখিল করিবার সময় না দিয়া সেই ইস্তুর উপর নির্ভর মতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

জজ্ সাহেব বিবেচনা করেন যে আপনাদিগের প্রমাণ সহ প্রস্তুত হইবার জন্য বাদীগণ যথেষ্ট সমাচার পাইয়াছিল যেহেতু মোকদ্দমা প্রথম শুনানী অর্থে প্রস্তুত হইবার জন্য ১৮১৪ সালের ২৬ আইন ১০ ধারা অনুযায়ী উভয় পক্ষকে এক সাধারণ সমাচার দেওয়া হয়। উক্ত আইনের ১০ ও ১১ ধারা অনুযায়ী আদালতের যে ক্ষমতা আছে তাহা আমরা সংক্ষেপ করিতেছি না কিন্তু আমাদিগের কর্ত্তব্য যে নোটিস দেওয়ার পরে মোকদ্দমা প্রথম শুনানী কালীন কোন পক্ষ যদি আপন প্রমাণ দাখিল করিতে ও সাক্ষির নাম করণ করিতে প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে যে রূপ কার্য্য করা আবশ্যক তাহা উক্ত আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণে স্পষ্ট দেখাইয়া দেয় কিন্তু এরূপ লিখিত কার্য্য প্রকরণ এ মোকদ্দমা সকলে করা হয় নাই বরং সে রূপ কার্য্য না করিয়া সরাসরী মতে সেতাহৎ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। এ বিধায়ে আমরা উভয় আদালতদ্বয়ের ফয়সলা সকল অন্যথা করিয়া পুনর্ব্বিচার জন্য এই দুই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠাই ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব }

জেলা দিনাজপুরের জজ্ শ্রীযুক্ত জে, গ্রান্ট সাহেবের ১৮৫৩ সাল ১৯ জুলাই তারিখের দুই ফয়সলার অসম্মতিতে দুইটা জাবেতা আপীল।

১৮৫৩ সালের ৩৭৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

রামসুন্দরী দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——আপেলান্টগণ।
মহেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি (বাদীগণ) ও প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———— } রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত————————আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু শ্রীনাথ সেন, বাবু বংশীবদন মিত্র, বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মুনসী আমীর আলী——— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

১৮৫৩ সালের ৪১৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

মহেশচন্দ্র রায় (বাদীগণের মধ্যে এক জন)——আপেলাণ্ট।

প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ও জগতচন্দ্র বক্সী প্রভৃতি (বাদীগণ)——— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শ্রীনাথ সেন——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

মেং আর, টি, এলান, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু বংশীবদন মিত্র, বাবু রামপ্রাণ রায় ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়——— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণেরপক্ষউকীলগণ।

আসল মায় সুদ ১৩১৪০ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

দুর্গাকান্ত রায়ের মাতা রত্নেশ্বরী চৌধুরিণীর বিরুদ্ধে প্রতাপ সিংহ এক ডিক্রী পায় সেই ডিক্রীজারীতে পরগণা বরকথারের রকম ।/৪ অংশের মধ্যে ৵৮ অংশ বিক্রয় হইবায় বাদিনী করুণাময়ী দেবী ও বাদী মহেশচন্দ্র রায়ের পিতা আনন্দচন্দ্র রায় ৭৩২০ টাকা পণে তাহা ক্রয় করে, পরে প্রতাপ সিংহ ও এই বাদীগণের বিরুদ্ধে দুর্গাকান্ত রায়ের অছি ঈশানচন্দ্র খাঁর নালিশ মতে ঐ বিক্রয় অন্যথা হয়। বর্ত্তমান নালিশ মায় সুদ ঐ পণের টাকা পাইবার জন্য বাদীগণ উপস্থিত করিতেছে।

জজ্ সাহেব অবধারণ করেন যে খরিদারের অংশে যদি কোন দগাবাজী বা তঞ্চকতা না থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তি ১৮১৫ সালের ৭ আইন অনুযায়ী পণের টাকা ফেরৎ পাইতে পারে এবং পোষ্যপুত্র দুর্গাকান্ত রায় রত্নেশ্বরীর ও সেজনার স্বামির সম্পত্তি যে উত্তরাধিকার করিয়াছিল তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে, ঐ পণফাজিলের টাকায় তাহাদিগের দেনা পরিশোধ যে হইয়াছে ও ঐ পোষ্যপুত্রের পক্ষে হওয়া এক ডিক্রী যাহাতে উক্ত বিক্রয় অন্যথা করিয়া পণের টাকা ফেরৎ দিবার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা না করিয়া ওয়াসিলাৎ পাইবার হুকুম দেয় তদনুযায়ী উত্তরাধিকারিণী মজকুরা উক্ত বিষয়ের যে দখলীকারিণী ছিল এরূপ বিবেচনা করিয়া এই দাবি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অপর প্রতিবাদীগণের খরচা সহ তাবৎ খরচা সুদ্ধা স্বামী দুর্গাকান্ত রায় ও দুর্গাকান্ত রায়ের দত্তক গ্রহীতৃ মাতা রত্নেশ্বরীর উত্তরাধিকারিণী ভগবতী দেবীর অছিগণ রামসুন্দরী দেবী ও গুরুচরণ রায়ের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন।

ঐ কএক ব্যক্তি জজ সাহেবের ঐ ফয়সলার বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে ও তাহাদিগের উকীল তাহাদিগের পক্ষে ওজর দিয়াছে যে তাহাদিগের বিরুদ্ধে এ রকমের কোন নালিশ হইতে পারে না। এই ওজরের পোষকতায় এ আদালতের কএক নজীর অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নিষ্পন্ন আপেলাণ্ট দোস্ত মহম্মদ খাঁ চৌধুরির মোকদ্দমা, ১৮৫[illegible] সালের ২৫ নবেম্বর তারিখে নিষ্পন্ন খাস আপেলাণ্ট গোপাল মণ্ডলের মোকদ্দমা ও ১৮৫৬ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখে নিষ্পন্ন দোস্ত মহম্মদ খাঁ চৌধুরির পুনর্দৃষ্টির মোকদ্দমা উল্লেখ করা হয়। বাবু রমাপ্রসাদ রায় আরও কহিলেন যে উক্ত পোষ্যপুত্র ও এই বাদীগণের মধ্যে কোন গুপ্ত কথা ছিল না, জজ্ সাহেব অবধারণ করিয়াছেন যে পণফাজিলের টাকা পোষ্যপুত্রের মাতাকে দেওয়া

হইবায় সেজন তাহা আপন স্বামির বিষয়ের হিসাবে ব্যয় করে এবং অছিদিগের স্বত্ব ও অধিকারই কেবল বিক্রয় হয়, পোষ্যপুত্রের নহে; সুতরাং অছিগণ দায়ী হওয়ার স্থলে উক্ত পোষ্যপুত্র ও এই বাদীগণের মধ্যে বিরোধ না হইয়া মাতা ও পোষ্যপুত্রের মধ্যেবিরোধ হইবে।

রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষে তর্ক করা হইয়াছে যে ১৮২৫ সালের ৭ আইন ৩ ধারা ৪ প্রকরণ অনুযায়ী এবং জজ সাহেব যে অবধারণ করেন যে রাজেশ্বরীর স্বামির দেনা ও বাকী সদর খাজানা পরিশোধার্থে পত্তনিজিলের টাকা দেওয়া হয় তৎপ্রমাণ রেস্পাণ্ডেন্টগণ পণের টাকা পাইতে পারে।

রেস্পাণ্ডেন্টগণের উকীল যে আইনের বিধি উল্লেখ করিলেন তাহা এ মোকদ্দমায় খাটে না, তাহা কেবল কোন বিশেষ রকমের স্থাবর সম্পত্তির নিলামের প্রতি সম্বন্ধ রাখে মাত্র।

আমাদিগের স্পষ্ট এই অভিপ্রায় হইতেছে যে এ আদালতের যে সকল নজীর আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল উল্লেখ করিলেন সেতাবতের বিধি অনুযায়ী বাদীগণ খরিদার স্বরূপে পণের টাকার নিমিত্ত যে রূপ নালিশ আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছে তাহা হইতে পারে না তবে রাজেশ্বরীর স্বামির বিষয়ের লভ্যার্থে দেওয়া পণের টাকা পাইবার জন্য তাহার উত্তরাধিকারীগণের বিরুদ্ধে অন্য রকমে নালিশ হইতে পারে কি না তাহা আমাদিগের নিকট উপস্থিত এই আপীলে ধার্য্য করিবার কোন প্রয়োজন আমরা বিবেচনা করি না। এবিধায়ে আমরা জজ সাহেবের ফয়সলা অন্যথা করিয়া তাবৎ বাক্তির খরচা সুদ্ধা এই আপীলের ডিক্রী দিলাম। ইহাতে ৪১৩ নম্বরী আপীলও নিষ্পত্তি হইল, তাহা খরচা সুদ্ধা ডিস্মিস্ হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সাহাবাদের জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টেলর সাহেবের ১৮৫৪ সাল ৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

বাবু রামেশ্বর বক্স সিংহ বাহাদুর (প্রতিবাদী)—আপেলান্ট।
রামপ্রতাপ সিংহ (বাদী) ——————————রেস্পাণ্ডেন্ট।
মুনসী আমীর আলী ও মেং আর, টি, এলান——আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবুরমাপ্রসাদরায়ওবাবুগোবিন্দচন্দ্রমুখোপাধ্যায়—রেস্পাণ্ডেন্টরপক্ষ উকীলগণ।

কোং ১৭৭৫।১১ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদী রামপ্রতাপ সিংহ এক খত্ত প্রমাণ পাওনা আসল ১০০০ টাকা ও সুদ ৭৭৫।১১ টাকা পাইবার জন্য বাবু রামেশ্বর বক্স সিংহের নামে নালিশ করে।

বাদী কহে যে প্রতিবাদী রাজেশ্বর বক্স সিংহ তাহার নিকট হইতে ১০০০ টাকা কর্জ্জ করে, তাহা মায় সুদ শতকরা ১২ টাকার হিসাবে পরিশোধ করিবার মেয়াদ ফসলী ১২৫৮ সালের ৩ ভাদ্রে থাকে, তদর্থে সে আপন সহি মোহরি ও সাক্ষীগণের দ্বারা তজ্জদিক করা এক খত লিখিয়া দেয়, সেই টাকা রীতিমত বাদী দেয় ও প্রতিবাদী তাহা লয়। এক্ষণে ঐ খতের মেয়াদ গত হইবায় ও প্রতিবাদী মঞ্জুকুর আসল কি সুদ কিছুই না দিবায় বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদী টাকা কর্জ্জ করা ও বাদির প্রস্তাবিত খত লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে, সে কহে যে এই বাদীকে কি তাহার দাবির কিছুই সে জানেনা ডুমরায়ের রাজা যাহার সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার বিবাদ ছিল সেই ব্যক্তি তাহাকে ক্লেশ দিবার জন্য আপন লোক দ্বারা এই নালিশ করাইয়াছে।

জজ্ সাহেব ফয়সলা লিখিবার সময়ে কহেন যে আরজী দাখিল হওয়ার পাঁচ দিবস পরে ইস্টাম্প খরিদের তারিখ দর্শান পক্ষে ইওার্স সুদ্ধা ঐ খতের নকল পাইবার প্রার্থনায় প্রতিবাদির মুহরী গোলাপচাঁদ নামে এক ব্যক্তি এক দরখাস্ত করে, তাহার পরে ৯ মার্চ তারিখে জওয়াব দাখিল করা হয়, তাহাতে প্রতিবাদী উক্ত খতের তারিখ, ইস্টাম্প খরিদের তারিখ ও যে তারিখে তাহা লেখা হয় তাহা স্পষ্ট লিখিয়াছে এবং দর্শাইয়াছে যে যে তারিখে ঐ খত লিখিত হওয়া বলা হইয়াছে সেই তারিখে ঐ ইষ্টাম্প কাগজ ইষ্টাম্প বিক্রেতার হাস্তে থাকে। জওয়াব দাখিল হওয়ার পরে বাদী আপন আরজী সংশোধন করিবার অনুমতি প্রার্থনায় ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উল্লেখিত তারিখ সকলের অনৈক্যতার কৈফিয়তে খতে যে তারিখ লেখা আছে সেই তারিখে তাহার মুসাবিদা খসড়া লেখা হয় কিন্তু তাহার কিছু দিন পরে ঐ খত লেখা হয় এই কথা কহিয়া এক দরখাস্ত করে কিন্তু প্রধান সদর আমীন সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন কারণ তিনি বলেন যে যে সকল কথা তাহাতে লেখা হইয়াছে সে সকল জওয়াবল জওয়াবে লেখা হইতে পারিত। তদনুযায়ী জওয়াবল জওয়াবে সে সকল কথা লেখা হয়। জজ্ সাহেব মোকদ্দমার গুণাগুণ বিষয়ে রায় দেন যে প্রস্তাবিত খত টাকা দেওয়ার তারিখে লিখিত এক মুসাবিদার অনুযায়ী হইয়াছে এবং লেনদেনের যে তারিখ তাহাতে লেখে তদ্ভিন্ন তাবৎ বিষয়েই তাহা সত্য হইতেছে এবং সাক্ষীগণ যাহাদিগকে জজ্ সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা করেন ও উলটা পালটা প্রশ্নের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করান তাহাদিগের পরিষ্কার ও ঐক্য জবানবন্দির দ্বারা উক্ত ব্যাপার সম্পূর্ণ ও হৃৎপ্রত্যয়জনক রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

জজ্ সাহেব আরও অবধারণ করেন যে ঐ দলীলের তারিখের অনৈক্যতা এরূপ ছিল না যে তদ্দ্বারা তাহা অকর্ম্মণ্য হইতে পারে ও এই মোকদ্দমার অবস্থা সকল অনুযায়ী বাদী আপন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। এহেতু নালিশ উপস্থিত হওয়ার তারিখ পর্য্যন্তের সুদ সমেত দাবি করা টাকার ডিক্রী বাদীকে দেওয়া হয় এবং ঐ সমুদয় টাকার উপর নিষ্পত্তির তারিখ অবধি টাকা পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্তের ডিক্রী দেওয়া হয়।

বিচার।

এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিরুদ্ধে জজ্ সাহেব যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহার অসম্মতিতে প্রতিবাদী অত্র আদালতে আপীল করিয়াছে। অধীন আদালতের ফয়সলার প্রতি সে এই কএক আপত্তি করে। প্রথমতঃ জজ্ সাহেব আইনের বিরুদ্ধে বাদির নিকট হইতে এক জওয়াবল জওয়াব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আরজির পোষকতায় বা সংশোধন পক্ষে কোন কথা না লিখিয়া আরজির বিরুদ্ধ কথা সকল লেখা হইয়াছে

এবং এরূপ আইন অসঙ্গত জওয়াবল জওয়াবের লিখিত ঘটনা সকলের উপর নির্ভর মতে জজ্ সাহেব বাদির পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি জজ্ সাহেব যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা অত্র মোকদ্দমার দাখিলী প্রমাণের মাতবরির বিরুদ্ধ হইতেছে।

এই মোকদ্দমার বাদী ১২৫৪ সালের ১১ ভাদ্র মোতাবেক ইং ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্তেম্বর তারিখের এক খত প্রমাণ পাওনা টাকা পাইবার জন্য ১৮৫৪ সালের ১৭ ফিব্রুয়ারি তারিখে নালিশ করে। ২৮ ফিব্রুয়ারি তারিখে অর্থাৎ আরজী দাখিল হওয়ার পাঁচ দিন পরে প্রতিবাদী ইস্টাম্প খরিদের তারিখ দর্শান পক্ষে ইশ্তাম্ সুদ্ধা ঐ খতের নকল পাইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিবায় তাহা সে প্রাপ্ত হয় এবং ৯ মার্চ তারিখে সে আপন জওয়াব দাখিল করে, তাহাতে সে স্পষ্ট দর্শাইয়াছে যে ঐ দলীলের লিখিত তারিখে সেই ইস্টাম্প কাগজ ইস্টাম্প ডিক্রেতার হস্তে ছিল। এই জওয়াব দাখিল হইবার পরে বাদী আপন আরজী সংশোধন করিবার অনুমতি প্রার্থনায় প্রধান সদর আমীন যাঁহার নিকট মোকদ্দমা দায়ের ছিল তাঁহার নিকট এক দরখাস্ত করে, তাহাতে সে কহে যে ঐ খতে যে তারিখ লেখে সেই তারিখে তাহার খসড়া মুসাবিদা লেখা হয় কিন্তু সেই তারিখে আসল খত লেখা ও প্রতিবাদীকর্তৃক তাহা সহী করিয়া দেওয়া হয় নাই। সেই দরখাস্তে প্রধান সদর আমীন রায় লেখেন যে এরূপ অবস্থা সকল আপন জওয়াবল জওয়াবে লেখা বাদির উচিত। তদনুযায়ী জওয়াবল জওয়াবে সে সকল কথা লেখা হয়।

আমাদিগের বিচার্য্য বিষয় ইহাই হইতেছে যে এই জওয়াবল জওয়াব আইন অনুযায়ী গ্রহণীয় কি না।

১৭৯৩ সালের ৪ আইন ৫ ধারার লিখিত কথা সকল যাহার উপর এই বিষয় নির্ভর করে তাহা এই যথা, "প্রতিবাদী আরজীর জওয়াব দাখিল করিলে তাহার পরে মোকদ্দমার দিনে বাদীকে জওয়াবল জওয়াব দাখিল করিতে হইবে কিন্তু যে কোন বিষয় তাহার আরজীতে নাই তাহা আপন জওয়াবল জওয়াবে তাহাকে লিখিতে দেওয়া যাইতে পারে না, সে ব্যক্তি হয় প্রতিবাদির জওয়াবের সত্যতা স্বীকার করিবে নয় তাহার লিখিত ঘটনা সকলের সত্যতা কি সেই জওয়াবের ন্যায্যতা কেবল সংক্ষেপ কথায় অস্বীকার করিবে"।

বর্ত্তমান মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে জওয়াবল জওয়াবে প্রতিবাদির জওয়াবের সত্যতার স্বীকার অস্বীকার কিছুই দেখা যায় না, তবে প্রতিবাদী আপন জওয়াবে যে কথা স্বীকার করিতে বাদীকে বাধ্য করে যে যে দলীল সূত্রে নালিশ উপস্থিত তাহা লিখিত হওয়ার তারিখ সম্বন্ধে বাদী আসল আরজীতে যাহা লেখে তাহা ঠিক হইতেছে না সেই কথার স্বীকার মাত্র পাওয়া যাইতেছে। অতএব আমরা স্পষ্ট বিবেচনা করি যে জওয়াবল জওয়াব স্বরূপে তাহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। যাহা হউক বাদী এই মর্ম্মে দরখাস্ত করে যে তৎকর্তৃক যে সকল ভুল শুদ্ধ করা আবশ্যক তাহা তাহার আরজী সংশোধনের রকমে হইতে পারে কিন্তু তদ্বিষয়ে আমরা ইহাই বিবেচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে উক্ত রূপ ভুল শুধরাণ আরজী সংশোধন স্বরূপে গ্রহণীয় কি না। ১২৫৪ সালের ১১ ভাদ্র মোতাবেক ইং ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্তেম্বর তারিখের এক খত সূত্রে প্রথম আরজী হয়, ঐ তারিখে খসড়া মুসাবিদা যে হইয়াছিল এবং যদিও পূর্ব্বের তারিখ দেওয়া হয় বটে তথাপি ১২৫৫ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মোতাবেক ইং ১৮৫৭ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে আসল খত যে লেখা হইয়াছিল তাহার কোন কথা ঐ আরজীতে লেখে না কিন্তু ভুল সংশোধনের দরখাস্তে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে এই সকল নূতন অবস্থা এক্ষণে গ্রহণ করা হইতে পারে এবং সেভাবৎ সহকারে এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে।

১৭৯৩ সালের ৪ আইন ৫ ধারার লিখিত কথা সকল যাহা আমাদিগের নিকট উপস্থিত বিষয়ে খাটে তাহা এই, যথা, "অসাবধানতা কি অন্য কোন কারণে ভুলপ্রযুক্ত বাদী নালিশের কোন প্রসিদ্ধ বিষয় আপন আরজীতে লিখিতে যদি ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে বাদী কি তাহার উকীল সেই ভুলের কথা আদালতের গোচর করিলে যে বিষয় ছাড়া

হইয়াছে তাহা লিখিয়া এক তিতিম্মা দাখিল করিবার আদেশ আদালত বাদীকে দিবেন।"

আমাদিগের নিকট উপস্থিত মোকদ্দমায় অসাবধানতা বা অন্য কোন কারণে ভুলপ্রযুক্ত কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা লিখিতে ছাড়িয়া যাওয়া দৃষ্ট হইতেছে না, এস্থলে শুদ্ধ না লেখা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, বাস্তবিক ইহা ঘটনা উল্লেখের এরূপ এক ত্রুটি হইতেছে যে তদ্দ্বারা বাদির মোকদ্দমার ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং যদ্রূপ ভুল সংশোধনের দরখাস্ত লেখা হইয়াছে ঐ সকল ঘটনা নির্যাস ও বাদী প্রথমে আপন আরজীতে যে কথা লেখে তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বের ওজরে সে ব্যক্তি কহে যে যে দলীল সূত্রে আরজী হয় তাহা টাকা গ্রহণ কালীন প্রতিবাদী লিখিয়া দেয়। ঐ দলীল বিচারার্থে প্রদান করা হইয়াছে এবং সেই খতের কোন তারিখ আরজীতে লেখা না হইবায় তাহাতেই ১৭৯৫ সালের ৪ আইন ৩ ধারা অনুযায়ী বাদির নালিশ নামঞ্জুরের যোগ্য হইতেছে। উক্ত দলীলে যে তারিখ লেখে তাহা ১২৫৪ সালের ১১ ভাদ্র মোতাবেক ইং ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্তেম্বর কিন্তু বাদী আপন জওয়াবল জওয়াবে লেখে যে ১১ ভাদ্র তারিখে ঐ দলীলের খসড়া মুসাবিদা লেখা হয় এবং তাহার প্রথমোল্লেখিত অবস্থা সকল প্রযুক্ত ১১ অগ্রহায়ণ মোতাবেক ইং ১৮৪৭ সালের ২ ডিসেম্বর ভিন্ন ঐ দলীল প্রস্তুত হইতে পারে নাই, যে দলীল সূত্রে নালিশ হইয়াছে তাহা যে তারিখে লেখা ও যাহার তারিখ উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে দেওয়া হয় তাহার তিন মাস পরে উক্ত ১১ অগ্রহায়ণ মোতাবেক ইং ১৮৪৭ সালের ২ ডিসেম্বর হইতেছে। আমরা সম্প্রতিকার এক মোকদ্দমায় যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি যে আরজীর বিরুদ্ধ নহে মোকদ্দমার এরূপ প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল আদালতের গোচর করণার্থে এক তিতিম্মা যদিও গ্রাহ্য যোগ্য বটে কিন্তু যে তিতিম্মায় আরজির বিরুদ্ধ অথবা অনৈক্য কোন নির্যাস কথা লেখে তাহা আমাদিগের আদালতের বাদানুবাদের প্রথা অনুযায়ী কোন মতেই গ্রাহ্য যোগ্য নহে তাহা আমরা বজায় রাখিতেছি। অতএব এই মোকদ্দমার জওয়াবল জওয়াবকে যদি তিতিম্মা স্বরূপে গ্রহণ করা যায় তবে তাহা আরজির বিরুদ্ধ ও তাহার সহিত অনৈক্য হইতেছে বলিতে হইবে, সুতরাং আমরা বিবেচনা করি যে এ রকমে তাহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে এবং আরজির লিখিত প্রণালীণ মতে এই মোকদ্দমার বিচার হইবে।

বাদির সাক্ষীরা কেবল এই কথা বলে যে ১২৫৪ সালের ১১ ভাদ্র সন্ধ্যার সময়ে বাদী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ১০০০ টাকা সহিতে প্রতিবাদির বাটীতে যায়, প্রতিবাদী মঞ্জুর ঐ টাকা পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করে, তৎকালীন সাদা কাগজে খতের খসড়া মুসাবিদা হয় কিন্তু সন্ধ্যা হওয়া প্রযুক্ত প্রতিবাদী শকটারোহণে বহির্গমন করিবায় আসল খত লেখা স্থগিত থাকে, পর দিনে বিশেষ কার্য্যানুরোধে বাদীকে মফঃসলে গমন করিতে হয়, অনন্তর অগ্রহায়ণ মাসে সে প্রত্যাগমন করিলে পর এই ব্যক্তিদিগের ও স্বাক্ষরিত সাক্ষীগণের সমক্ষে ঐ খত লেখা হয় ও প্রতিবাদী তাহাতে সহীমোহর করে।

ঘটনা সকল ব্যক্ত করাতে যে সকল অসম্ভব অনুভব ঘটে সে তাবৎ ছাড়িয়া দিলেও এবং এই চূড়ান্ত প্রমাণ দ্বারা দলীলের মর্ম্ম পরিবর্ত্তিত ও অন্যথা হয় ইহা যথার্থ মান্য করিয়া তদ্বিষয়ে বিবেচনা ত্যাগ করিলেও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে আরজী ও বাদির সাক্ষীগণের গওয়াহির মধ্যে অনেক অনৈক্যতা আছে কেননা ঐ দলীলের মর্ম্ম দৃষ্টি মাত্রে প্রকাশ পাইবে যে বাঙ্গালা ১২৫৪ সালের ১১ ভাদ্র মোং ইং ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্তেম্বর তারিখে তাহা লিখিয়া দেওয়া হয় কিন্তু সাক্ষী সকল কহে যে তাহা ১২৫৫ সালের ৪ অগ্রহায়ণ মোং ইং ১৮৪৪ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে অর্থাৎ তিন মাস পরে লিখিত [illegible] হয়। এক্ষণে প্রমাণ দাখিল করণ বিষয়ে সকল সাধারণ নিয়ম মধ্যে যে বিধিতে লেখে যে এজহারের সহিত প্রমাণ মিলিবে ও ইশুর আসল বিষয় প্রমাণ হওয়াই যথেষ্ট, তদপেক্ষা অন্য কোন বিধি অধিক মাতবর নহে আর টেলর সাহেব প্রমাণ বিষয়ক নিজ পুস্তকের ১ বালমের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লেখেন যে "উভয় পক্ষকে বিচার্য্য বিষয়ের বিশেষ রকম জানানই সওয়াল জওয়াবের প্রধান অভিপ্রায় অতএব যদিস্যাৎ

এক পক্ষের দাবি ও অন্য পক্ষের জওয়াব সম্বন্ধীয় লিখিত কথা হইতে দাখিলি প্রমাণ ভিন্ন হয় তাহা হইলে ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইয়া নৈরাশ হয় এজন্য সওয়াল জওয়াবের এজহারের সহিত প্রমাণের মিলন বিষয়ক সাধারণ নিয়ম মান্য করা যে আবশ্যক তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে ও সেই মিলন কত দূর হয় ও কত দূর হয় না এই বিষয়ের মীমাংসা কঠিন হইয়া উঠে"।

আমরা উল্লেখিত নিয়ম খাটাইতে তাহার অভিমত ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত আছি ও অবধারণ করি যে উভয় পক্ষের মধ্যে ইশু যথার্থ তকরার বিষয়ে সওয়াল জওয়াব সহিত অনৈক্যতা না হইলে অন্য বিষয়ে অনৈক্য হওয়া কোন ব্যক্তির তহমৎ কিম্বা জওয়াবের প্রতি হানি করিতে পারে না। এস্থলে প্রতিবাদী ১২৫৪ সালের ১১ ভাদ্র তারিখে যে দলীল লিখিয়া দেয় উল্লেখ হইয়াছে তাহা অকৃত্রিম কি না এই বিষয় উপস্থিত মোকদ্দমায় ইশু হইয়াছে এবং আরজীতে ফলতঃ এই এজহার করে যে ১২৫৪ সালের ১১ ভাদ্র তারিখে ইহা লিখিত পঠিত হয় কিন্তু বাদির সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে ঐ তারিখে ঐ দলীল লিখিত হয় নাই ঐ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে অর্থাৎ ৩ মাস পরে লিখিত পঠিত হয় ও যে তারিখে লিখিত পঠিত হয় সেই তারিখে পূর্ব্বের তারিখ দেওয়া হয়।

আরজির ও বাদির সাক্ষীগণের প্রমাণের মধ্যে অনৈক্যতা আমাদিগের বিবেচনায় স্পষ্ট উল্লেখিত নিয়মের অন্তর্গত হইতেছে অর্থাৎ এই অনৈক্যতা মোকদ্দমার উভয় পক্ষের মধ্যে যথার্থ ইশু বিষয়ক সুতরাং বাদির মোকদ্দমার প্রতি মারাত্মক হইতেছে তাহাতে বাদী যে রূপে আদৌ মোকদ্দমা দায়ের করে তাহার পোষকতা পক্ষে কোন প্রমাণ দাখিল হয় নাই বলিলেও বলা যায়।

মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা অধীন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া খরচা সহিত এই আপীল ডিক্রী করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৯ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৩৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি ভুবন্নি বাগড়ার মুনসেফ শ্রীযুক্ত আবদুল খলিকের ১৮৫৪ সাল ৯ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ত্রিপুরার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় ১৮৫৫ সালের ১০ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মহম্মদ গাজি চৌধুরী (বাদী)———————আপেলাণ্ট।
আমরুদ্দীন প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুন্সী আব্বাস আলী খাঁ———————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়———————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত

সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

প্রতিবাদীগণ মং ৩০।৶০ টাকা মালগুজারী আদায় দিতে সম্মত হইয়া যে কবুলিয়ত দেয় তাহা বাদী (এই খাস আপেলান্ট) আপন দাবির প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করিয়া খাজানার বাকির নিমিত্ত প্রতিবাদীগণের নামে নালিশ করে। প্রতিবাদীগণ ঐ কবুলিয়ৎ অস্বীকার করিয়া কহে যে যে ভূমির মালগুজারির দাবি করা হইয়াছে সেই ভূমি বাদির রাইয়ত স্বরূপ তাহারা জোত করে বটে ও খাজানার পরিমাণ মং ১৭।৵৭ টাকা মাত্র ইহার সমুদয় তাহারা আদায় দিয়াছে। ইহাতে মুনসেফ মৌলুফ উক্ত কবুলিয়ত প্রমাণ হওয়া অবধারণ করিয়া বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন বাদির দাখিলী কবুলিয়ত জুৎ প্রত্যয় রূপে প্রমাণ না হওয়া হেতুতে ঐ দাবি ডিসমিস করেন।

খাস আপীলে ওজর দেওয়া হয় যে মোকদ্দমার বিলক্ষণ মাতবর ইশু অর্থাৎ বাদির অধীনে ভূমি জোত করিয়া যে মালগুজারী আদায় দেওয়া প্রতিবাদীগণ স্বীকার করে সেই স্বীকার অনুসারে ঐ পরিমাণে তাহারা মালগুজারী দেওয়া প্রমাণ করিয়াছে কি না প্রধান সদর আমীন এই বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই ওজর মাতবর বটে কেননা প্রতিবাদীগণ বাদির নিকট মালগুজারির দায় থাকা অস্বীকার না করিয়া কহে প্রথমতঃ বাদী যে রূপ এজুহার করে তাহা অপেক্ষা তাহাদিগের মালগুজারী কম ও দ্বিতীয়তঃ তাহারা তাহা আদায় দিয়াছে প্রধান সদর আমীন এই প্রথম বিষয় তাহাদিগের পক্ষে নিষ্পত্তি করিয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ের তিনি কোন সমাচার লয়েন নাই অতএব এই বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি দোষাশ্রিত হইয়াছে কি না ইহার বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

রেস্পাণ্ডেন্টগণ আমাদিগের নিকট অনেকানেক নজীর উল্লেখ করিয়া বলে এ আদালত কর্তৃক সেতাবতে অবধারিত হইয়াছে যে যেস্থলে কবুলিয়ত জাল প্রমাণ হয় সেস্থলে অন্যান্য একরার সূত্রে মালগুজারী দেয় হওয়া প্রতিবাদী যে রূপ স্বীকার করুক সেই কবুলিয়ত সূত্রে মোকদ্দমা অবশ্যই ডিসমিস্ হইবেক। আর যে সকল মোকদ্দমায় কবুলিয়ত তঞ্চক বিশিষ্ট কিম্বা জাল হওয়া প্রকাশ পায় ও যে সকল মোকদ্দমায় বাদী কেবল ঐ কবুলিয়ত প্রমাণ করিতে পারে নাই এই দুই রকম মোকদ্দমা পরস্পর বিভিন্ন স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক এস্থলে এক কবুলিয়ত সূত্রে খাজানা বাবদী মোকদ্দমায় বাদী সেই কবুলিয়ত প্রমাণ করিতে না পারিবায় প্রতিবাদীগণ ঐ দাবির যে অংশ আদায় দিতে স্বীকার আছে কিন্তু যাহা আদায় দেওয়া প্রমাণ করিতে পারে নাই সেই অংশের ডিক্রী বাদী পাইতে পারে কি না এই বিষয়ে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক নহে আর দৃষ্ট হইতেছে যে সেই এক কবুলিয়ত সূত্রে বাদী এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে ও সে ব্যক্তি যে এক মাত্র ইশু দাখিল করে তাহার মর্ম্ম পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে যথা।

"ঐ কবুলিয়ত আমার মোকদ্দমার সূত্র ইহা প্রমাণ হইয়াছে কি না"? সে ব্যক্তি এই দলীল প্রমাণ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া স্বেচ্ছায় তাহার মামলাকে সঙ্কটে ফেলিয়া তাহা হারাইয়াছে অতএব আমরা তাহার মামলা শুধরাইতে দিতে পারি না এ বিধায়ে আমরা অধীন আদালতের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া খরচা সহিত এই আপীল ডিসমিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৯ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৭ সালের ৬১ নম্বরী মোকদ্দমা।

বক্সরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত ফিদা হোসেনের ১৮৫৪ সাল ৩০ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া জেলা সাহাবাদের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী রুকনুদ্দীন খাঁ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ২৩ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

ভজন রায় (বাদী)——————— আপেলাণ্ট।
দেবনাথের স্ত্রী ও উত্তরাধিকারিণী মোসম্মাৎ }
দরমনি (প্রতিবাদিনী)——————— } রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়——— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

বাদী (খাস আপেলাণ্ট) ২২।।০ বিঘা ভূমির দখল প্রার্থনায় নালিশ করিয়া গুণাগুণ বিবেচনায় অধীন আদালত হইতে এক ডিক্রী পায় অনন্তর আপীল হইলে প্রধান সদর আমীন, আপেলাণ্টকর্তৃক ঐ বিষয় উত্থাপিত হইলেও, দাবির কমমূল্য হেতুতে বাদীকে ননসুট করেন।

অধীন আদালতের বাদী খাস আপীল করিয়া দর্শায় যে ১৮৫৪ সালের ৯ আইন অনুসারে প্রধান সদর আমীন তাহার মোকদ্দমা ননসুট করিতে পারেন না কেননা মুনসেফ গুণাগুণ বিবেচনায় তাহার পক্ষে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

আমাদিগের রায়ে মোকদ্দমার গুণাগুণের তদন্ত করা প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল অতএব প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি ভুল হইয়াছে কি না ও পুনস্তদন্ত নিমিত্ত তাঁহার নিকট মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হওয়া উচিত কি না এই বিষয় বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

বাঁশ ও অন্যান্য বৃক্ষ সহিত ২২ বিঘা আবাদী খেরাজী ভূমির নিমিত্ত এই নালিশ হয়।

প্রধান সদর আমীন উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়ের মূল্য মং ৯০০ টাকার অধিক অনুভব করেন ও সেই মূল্য ধরা বাদির পক্ষে উচিত ছিল বিবেচনা করেন কিন্তু বাদি এক সনের উপস্বত্ব মাত্র মং ১৫৫ টাকা মূল্য ধরে। প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমার যে ভাব গ্রহণ করেন তাহার পোষকতায় ৭০২ নম্বরী কনেষ্ট্রকসন উল্লেখ করেন। কিন্তু

৭০২ নম্বরী কনেষ্ট্রুকসনে স্পষ্ট লেখে যে এরূপ মোকদ্দমায় বাদির দাবি করা সম্পত্তিতে যে সম্বন্ধ থাকে তাহার মূল্য বিবেচনা দ্বারা ধরিয়া নালিশ দায়ের করিতে পারিবে ও যদিস্যাৎ প্রতিবাদী কোন আপত্তি উত্থাপন করে তাহা হইলে ঐ মূল্য ধরা ঠিক হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে কেবল সরাসরী তদন্ত করিতে হইবে। যখন কম বা বেশী মূল্য ধরা জন্য এলাকা পরিবর্ত্তিত হয় তৎকালে সওয়াল জওয়াবে প্রকাশ অন্য প্রমাণ যদ্রূপ তদ্রূপ অধীন আদালত এলাকা না থাকিতেও কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া যে আপত্তি হয় আপীল আদালত তাহা উঠাইয়া লইতে সক্ষম কিন্তু এ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন যে আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা প্রসিদ্ধ প্রকাশ পাইতেছে না। যে স্থলে বাদির মূল্য ধরার প্রতি প্রতিবাদী আপত্তি করে নাই সে স্থলে ৭০২ নম্বরী কনেষ্ট্রুকসনের নির্দ্ধারিত মূল্য বিষয়ক বিধি অনুসারে তাহাই বাহাল থাকিবে এ বিধায়ে আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া গুণাগুণের প্রতি বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৯জুন।

একসঙ্গে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৬৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি চিন্তামনের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মোলবী মাস্তাবুদ্দীনে ১৮৫৪ সাল ২৪ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত জে. রেলি সাহেব ১৮৫৫ সাল ২৩ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

কৃপানন্দ সাহা ও ব্রজনাথ সাহা (বাদীগণ)———আপেলান্টগণ।
গোরর গণেশ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়———আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়———রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

তমসুক বাবদী মং ৬০ টাকার নিমিত্ত এই নালিশ হয়। প্রতিবাদীগণ তমসুক লিখন পঠন অস্বীকার করিয়া কহে যে তাহারা সমুদয় টাকা পায় নাই ও যে টাকা কর্জ লওয়া হয় তাহা অন্য কোন রকমে তাহারা পরিশোধ করে। মুনসেফ মৌসুফ বাদীগণের দাবি প্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে এক ডিক্রী দেন প্রধান সদর আমীন অবধারণ করেন যে বাদীগণ তমসুকের সমুদয় টাকা যে দিয়াছিল তাহা প্রমাণ করিতে না পারিবায় তাহা পাইতে পারে না সুতরাং হাকীম মৌসুফ মোকদ্দমা ডিসমিস্ করেন।

এই খাস আপীলের দরখাস্তকারী দর্শায় যে প্রধান সদর আমীন অন্যায় পক্ষের উপর প্রমাণের ভার দিয়াছিলেন।

দৃষ্ট হইতেছে যে তমসুক লিখিয়া দেওন প্রতিবাদীগণ সম্পূর্ণ স্বীকার করে এস্থলে ঐ রূপ স্বীকার করিলে পর তাহারা সমুদয় তমসুকের টাকা পায় নাই বলিয়া প্রতিবাদীগণ যে ওজর দেয় তদনুসারে প্রতিবাদীগণের উপর প্রমাণের ভার আছে কি না এই বিষয় বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

আমাদিগের স্পষ্ট রায় হইতেছে যে যখন কোন পক্ষ তমসুক লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিয়া এই বলিয়া তাহার দায় এড়াইবার চেষ্টা করে যে ঐ চুক্তির সর্ত্তানুসারে সে ব্যক্তি সমুদয় টাকা পায় নাই তখন ঐ টাকা না পাওয়া প্রমাণের ভার তাহারি উপর থাকে। সেই রূপ প্রমাণ না থাকিলে যে দলীলে সে ব্যক্তি সহী করিয়াছে তাহার সর্ত্তে সে অবশ্য আবদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ এক পক্ষ দলীল লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিলে এই অনুভব হয় যে ঐ দলীলের সর্ত্ত সকল সম্পন্ন হইয়াছে। ইংরাজী আইনে যদ্রূপ সহী করা চুক্তি পত্র সকল তদ্রূপ এই অনুভব চূড়ান্ত স্বরূপ প্রমাণ হয় নাই বরং তাহা অন্যথা হইতে পারে যদি হয় তাহা হইলে সমুদয় চুক্তিই না মঞ্জুর ও বাতিল হইবে। আর ১৮৫৩ সালের ফয়সলা বহির ২৫ নাং ২৭ পৃষ্ঠার লিখিত সৈএদ প্রহ্লাদ সেনের বিরুদ্ধে খাজা তালিব আলী খাঁর যে মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমার অনুরূপ ও যাহাতে প্রতিবাদী এক খানা তমসুক লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিয়া দর্শায় যে তাহার দরুণ সমুদয় টাকা পায় নাই তাহাতে এ আদালত অবধারণ করেন "আমাদিগের আদালতের পদ্ধতি এই যে সকল চুক্তি স্থলে দলীলের সর্ত্ত প্রমাণ প্রকৃত রূপে টাকা পাওয়া হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে হৃৎপ্রত্যয়জনক প্রমাণ আবশ্যক হয়" এ স্থলে প্রচারিত দলীলের লিখন পঠন প্রতিবাদী অস্বীকার করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে মোকদ্দমা তৎকালে উপস্থিত থাকে তাহার অবস্থা সকল উল্লেখ না করিয়া আমাদিগের বিবেচনায় সাধারণ রূপে এ আদালত উল্লেখিত বিধি অবধারণ করেন। যদি ইহা হয় তাহা হইলে ঐবিধি ন্যায্য কিং অন্যায্য হউক এক্ষণকার উপস্থিত বিষয়ের প্রতি ক্ষতিবৃদ্ধি করে না। যদিস্যাৎ আদালতের এরূপ অভিপ্রায় হয় যে উপস্থিতের অনুরূপ যে সকল মোকদ্দমায় দলীল স্বীকার করা হয় অথচ কেবল সমুদয় টাকা পাওয়া হয় নাই বলিয়া ওজর দেওয়া যায় সেতাবৎ ঐ নির্দ্ধারিত বিধি ভুক্ত হইবে তাহা হইলে আমাদিগের বিবেচনায় ঐ বিধি অতি বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং মূল নিয়মানুসারে তাহা অগ্রাহ্য। এবিধায়ে উল্লেখিত ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা প্রধান সদর আমীনের নিকট এই আদেশে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করি যে টাকা পাই নাই বলিয়া প্রতিবাদী যে ওজর দেয় তাহা প্রমাণার্থ তাহাকে তলব দিয়া মোকদ্দমা তদন্ত করণ পূর্ব্বক পরিশেষে তাহাতে যে রূপ নিষ্পত্তি করা আবশ্যক তাহা তিনি করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৫ সালের ৮/৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্রের ১৮৫৪ সালের ১২ আগষ্ট তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে রাবেতা আপীল।

রামনিধি লাহিড়ী (প্রতিবাদী)——————আপেলাণ্ট।
গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী (বাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং ডবলিউ, রিচি সাহেব-আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মেং এ,টি,টি,পিটারসন—রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ৮০২৪০ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বোরোপরগণার শ্রীরামপুর গ্রাম নিবাসী বাদী গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী সুদ সমেত এক হুণ্ডির বাকী টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য ঐ পরগণার চোকা গ্রাম নিবাসী রামনিধি লাহিড়ির বিরুদ্ধে নালিশবন্দ হয়।

বাদী কহে যে চারলস ফেড্রিক হারকনাটস্ সাহেবের যোগে মহামান্য কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স ১৮৫১ সালের ১৮ জুন তারিখের ২০৯ নম্বরী কোং ৯৭১৪৸৶৩ টাকার যে এক হুণ্ডি প্রেরণ করেন উল্লেখিত সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৬ সেপ্তেম্বর তারিখে সেই হুণ্ডি তাহাকে দস্তখত করিয়াছে; পরে প্রতিবাদী যে তাহার অর্থাৎ বাদির তরফ কলিকাতা সহরে বাটীর ভাড়া আদায় ও কোম্পানির কাগজের সুদ বাহির ও কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য নানা দ্রব্যাদি খরিদ করিত বাদী সেই হুণ্ডি তাহার পক্ষে দস্তখত করিয়া তাহা গত সেপ্তেম্বর মাহার ২২ তারিখে আপন মোক্তার শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তির দ্বারা তাহার নিকট এই আদেশে প্রেরণ করে যে সে প্রতিবাদী জেনরল ট্রেজরী হইতে ঐ হুণ্ডির টাকা লইয়া তাহা হইতে ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ খরিদ করত অবশিষ্ট টাকা তাহাকে অর্থাৎ বাদীকে পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে প্রতিবাদী জেনরল ট্রেজরী হইতে ২৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ঐ টাকা লইয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তির মারফৎ বাদীকে ১৭০০ টাকার ব্যাঙ্ক নোট ও ১৪।।৶৩ টাকা নগদ একুনে ১৭১৪।।৶৩ টাকা পাঠাইয়া দেয়, পরে অবশিষ্ট টাকার জন্য বারম্বার তাগাদা করাতেও প্রতিবাদী ছল পূর্ব্বক কি নগদ টাকা কি কোম্পানির কাগজ দেয় নাই অতএব বাদী ঐ ৮০০০ টাকা ও গত ২৫ সেপ্তেম্বর হইতে ২৫ ডিসেম্বর নাগাএদ ঐ টাকার সুদ ২৪০ টাকা একুনে ৮২৪০ টাকা আদায়ের প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে বাদির পিতামহ ও পিতা মৃত হরিনারায়ণ ও রঘুরাম গোস্বামির সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল ও তাহাদিগের মৃত্যুর পর বাদী ও তাহার ভ্রাতার সহিত তাহার ঐ রূপ বন্ধুত্ব ভাব ছিল; আর যদিও প্রতিবাদির অবকাশ ছিল না তথাপি এই বন্ধুতার জন্য বাদী তাহার উপর কোন কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে সে বেতন বিহীনে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার কর্ম্ম সমাধা করিত; অপর ১৮৫২ সালের ২৫ সেপ্তেম্বর অর্থাৎ ১২৫৮ সালের ১০ আশ্বিনে বাদী নিজ হস্তাক্ষরে লিখিত এক লিপি সমভিব্যাহারে তাহার নিকট ট্রেজরির উপর বরাতী কোং ৯৭১৪।।৶৩ টাকার এক হুণ্ডি প্রেরণ করিয়া ঐ পত্রেতে এই আদেশ দেয় যে সে অর্থাৎ প্রতিবাদী ট্রেজরী হইতে ঐ হুণ্ডির

টাকা লইয়া তাহা হইতে সাবেক ৫ টাকা সুদী কোম্পানির কাগজের এক কেতা ৮০০০ টাকার কাগজ খরিদ করত তাহা বাদির নিকট ঐ পত্র বাহকের মারফৎ পাঠাইয়া দেয় ও সে ঐ রূপ করিতে অশক্ত হইলে যৎকালে নিজে সমর্থ হয় তৎকালে স্বয়ং ঐ কোম্পানির কাগজ বাদির নিকট লইয়া আইসে ; ইহাতে প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত পত্র পাইবা মাত্রে ঐ হুণ্ডির টাকা আদায় করে ও সে দালালদিগকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে সেই দিবসেই ৮০০০ টাকার পূর্ব্বোক্ত প্রকার এক কেতা কোম্পানির কাগজের অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেয় ; তাহাতে ঐ দিবসে কোন দালাল ঐ রূপ এক কেতা কোম্পানির কাগজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু পর দিবসে অর্থাৎ ২৬ সেপ্তেম্বর তারিখে রাজীবলোচন মণ্ডল নামক এক জন বিখ্যাত দালাল যে পূর্ব্বে অনেক বার বাদির নিমিত্ত কোম্পানির কাগজ খরিদ বিক্রয় করিয়াছিল সে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাদীকে কহিল যে হোম ডিপার্টমেণ্টের এক জনা সাহেব কতক গুলিন কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিবেক তন্মধ্যে এক কেতা ৮০০০ হাজার টাকার কাগজ বাজারে বন্ধক আছে কিন্তু টাকা দিলেই ঐ কাগজে পাওয়া যায় ইহাতে প্রতিবাদী প্রত্যুত্তর করে যে সে ঐ কাগজে না দেখিয়া টাকা দিতে পারে না তখন ঐ দালাল কহিল যে হোম ডিপার্টমণ্টের ঐ সাহেবের অন্য এককেতা ১০০০০ টাকার কাগজ আছে ও যদি ঐ কাগজ জামিন রাখিয়া ৮০০০ টাকা আগাম দেওয়া হয় তবে এক ঘণ্টা কাল মধ্যে ঐ ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ পাওয়া যাইতে পারিবেক ইহাতে প্রতিবাদী এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় ঐ দালাল একজন সরকারের সমভিব্যাহারে ঐ ১০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ আনিয়া তাহা দেখায় প্রতিবাদী ঐ কাগজ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া ও তাহা অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া তাহাতে কোন তঞ্চক দেখিতে পায় নাই কিন্তু কাগজের পৃষ্ঠে দস্তখত না থাকায় প্রতিবাদী তাহাতে দস্তখত করাইবার জন্য আপন সরকার রামধন চক্রবর্ত্তীকে পাঠাইয়া দেয় ও কিঞ্চিৎকাল পরেই গ্রিনন নামক এক ব্যক্তির দস্তখত হইয়া ঐ কাগজ তাহার নিকট পুনর্ব্বার আসিলে সে জেনরেল ট্রেজরী হইতে যে সকল ব্যাঙ্কনোট পাইয়াছিল তন্মধ্যে ৫২২২।৫৮১১।৫৮২১।৫৮২৬।৫৯০৯।৫৯৮১।৭৫৪৪ ও ৭০৮১ নম্বরী ৮ কেতা নোট ঐ দালাল ও উল্লেখিত গ্রিনন সাহেবের সরকারকে দিয়া ঐ ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ আনিবার জন্য তাহাদিগের সহিত রামধন চক্রবর্ত্তীকে প্রেরণ করে ; তাহাতে তাহারা ১০০০০ টাকার এককেতা কাগজ রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শুদ্ধ ৮০০০ টাকা লইয়াছে বলিয়া ঐ কারণে রামধন চক্রবর্ত্তি তাহাদিগের সমভিব্যাহারে যাওয়া অনাবশ্যক এই সকল ওজর করত ঐ রামধনকে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি লওয়ায় পশ্চাৎ দুইঘণ্টা গত হইলেও ঐ দালাল ফিরিয়া না আসায় প্রতিবাদির জিম্মায় যে কাগজ ছিল তাহার সেই কাগজের অকৃত্রিমতার বিষয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল তাহাতে সে অন্য দুই তিন ব্যক্তিদিগকে ঐ কাগজ দর্শাইবাতে তাহারা ঐ কাগজের অকৃত্রিমতার বিষয়ে কোন সন্দেহ করিলেক না ; পরে প্রতিবাদী বৈকালে বেলা ৪ চারিটা পর্য্যন্ত আফিসে থাকিয়া পশ্চাৎ বাজারে ঐ দালালের তল্লাস করে কিন্তু তাহাতে তাহার ঐ দালালের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, অপর পর দিবস অর্থাৎ ২৭ সেপ্তেম্বর তারিখে অনেক অনুসন্ধানের পর ঐ দালালের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে প্রতিবাদীকে কহিল যে যদি ঐ সাহেব এক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে ঐ কাগজ না পাঠাইয়া থাকে তবে তুমি তোমার একজন লোককে আমার সমভিব্যাহারে যাইতে অনুমতি কর ও আমি তাহাকে ঐ সাহেব ও তাহার সরকারকে দেখাইয়া দিব তখন প্রতিবাদী ঐ দালালের সহিত নিজ দরওয়ান আনাওয়ার সিংহ ও তাহার সরকারকে হোম ডিপার্টমেণ্টে পাঠাইয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনিও সেই স্থানে গমন করে ; তখন ঐ দালাল কহিল যে ঐ সাহেব ও তাহার সরকারকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই তাহাতে প্রতিবাদী ঐ আফিসের কেরাণী ও পেয়াদাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ সাহেবের অনুসন্ধান হইবার কোন উপায় প্রাপ্ত হইল না তখন প্রতিবাদির জিম্মায় যে ১০০০০ টাকার কাগজ ছিল তাহার সেই কাগজের বিষয়ে অত্যন্ত

সন্দেহ হওয়াতে সে আপন মনিব এবং কাকরেন সাহেবকে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাহাদিগকে ঐ কাগজ পরীক্ষা করিতে দিলে কাকরেন সাহেব কহিলেন যে ঐ কাগজের বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তখন প্রতিবাদী ট্রেজরীতে ঐ কাগজ পরীক্ষা করাইবার জন্য ঐ কাকরেন সাহেবের নিকট হইতে এক চিঠীর প্রার্থনা করিলে সাহেব ঐ চিঠী দেওয়ায় ঐ কাগজ পরীক্ষা হইয়া এই নির্ণয় হয় যে তাহা পূর্ব্বে ১০০ টাকার কাগজ ছিল ও তাহা কৃত্রিম করিয়া ১০০০০ টাকার কাগজ করিয়াছে; অপর প্রতিবাদী বাদীকে এই সকল বিষয় অবগত করে ও পশ্চাৎ বাদির অনুমতি ক্রমে তাহাকে ঐ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তির মারফৎ অবশিষ্ট ১৭১৪।।৶৬ টাকা দেয়; পরে ৩০ সেপ্তেম্বর তারিখে পুলিসে প্রতিবাদির এজহার লয় ও জালিয়াতের তহমতে ঐ দালালকে সুপ্রিমকোর্টের সেসনে সোপরর্দ্দ করে কিন্তু সে খালাস হয়; আর বাদী স্বয়ং যেরূপ এই বিষয়ে কার্য্য করিত প্রতিবাদী এই কার্য্যে আদ্যোপান্ত সেই রূপ ব্যবহার করিয়াছে ও সে বেতন বিহীনে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাদির এজেন্ট স্বরূপ ছিল ও সে ঐ রূপ থাকায় তাহার উপর কোন বিশেষ স্পষ্ট ও দোষ বিশিষ্ট গাফিলিয়তের তহমৎ না দেওয়া কি প্রমাণ না হওয়াতে বাদী এক্ষণে যেরূপ অধিক টাকার দাবি উত্থাপন করিয়াছে সে আইনানুযায়ী তজ্জন্য দায়ী নহে।

জেলা হুগলির অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন নির্ণয় করেন যে প্রথমত প্রতিবাদী বেতন বিহীনে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এজেন্ট ছিল ও দ্বিতীয়তঃ সে পশ্চাল্লিখিত কারণ বশতঃ বাদির দাবিকৃত আসল টাকার জন্য দায়ী ছিল কেননা যথা প্রথমতঃ প্রতিবাদির জওয়াব ও তাহার আদালতের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সকলের প্রত্যুত্তর ও আদালত ও পুলিসের সমক্ষে তাহার জবানবন্দী ও তাহার আনিত সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যে এই সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে পরস্পর অনৈক্য ও দ্বিতীয়তঃ যদিও ঐ দালালকে ৮০০০ টাকা দিবার পূর্ব্বে অন্য কোন লোককে ঐ উল্লেখিত ১০০০০ টাকার কাগজ দর্শাইয়া তাহার অকৃত্রিমতার বিষয়ে অনুসন্ধান ও ঐ কাগজের পৃষ্ঠের দস্তখত প্রকৃত কি নহে তাহা প্রতিবাদির নির্ণয় করণের উপায় ছিল তথাপি সে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে কাহাকেও ঐ কাগজ না দেখাইয়া ঐ দালালকে ৮০০০ টাকা দেওয়ায় স্পষ্ট গাফিলিয়তে দোষী হইয়াছে ও কাগজ দৃষ্টেই প্রত্যক্ষ হইতেছে যে সেই কাগজের ঐ রূপ পরীক্ষা হইলে উহার কৃত্রিমতা অবশ্যই নির্ণয় হইত ও প্রতিবাদির আফিস জেনরল ট্রেজরী ও হোম ডিপার্টমেন্টের সন্নিকট থাকায় তথায় ঐ রূপ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল; ও তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তির নিকট ঐ ৮০০০ টাকার কাগজ বন্ধক রাখার বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছিল প্রতিবাদী সেই কাগজ আসলেই ছিল কি না তাহা সেই বন্ধক গ্রহীতার নিকট হইতে নির্ণয় না করায় স্পষ্ট গাফিলিয়তের দোষী হইয়াছে; ও চতুর্থতঃ কোম্পানির কাগজ খরিদ বিক্রয়ের বিষয়ে প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে যে ৮০০০ হাজার টাকার কাগজ ক্রয়ের চুক্তি হইয়াছিল সে অন্য এক কাগজ জামিন রাখিয়া তাহার সমুদয় মূল্য দিবার পূর্ব্বে সেই ৮০০০ হাজার টাকার কাগজ তদারক করিয়া না দেখায় তাহার স্পষ্ট গাফিলিয়ত হইয়াছে; ও পঞ্চম দফায় সে যে দালালের বাসস্থান অজ্ঞাত ছিল ও তাহার বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে সে কিছু মাত্র জ্ঞাত না থাকাই কবুল করে সে সেই দালালকে বিশ্বাস করায় স্পষ্ট গাফিলিয়ত করিয়াছে এবং ষষ্ঠ দফায় সকল ব্যক্তিরা আপনাদিগের কি অন্যের নিমিত্ত কাগজ খরিদ বিক্রয়ের কারবারে কাগজ সকল অকৃত্রিম কি নহে তদ্বিষয়ে যে রূপ তদারক করিয়া থাকে সে সেই রূপ তদারক না করিয়া এক কেতা কোম্পানির কাগজ জামিন স্বরূপ গ্রহণ করায় স্পষ্ট গাফিলিয়ত করিয়াছে।

এই সকল মূল কারণ ও অন্যান্য দর্শানা হেতুবশতঃ অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন মৌমুক্ত বাদির পক্ষে তাহার দাবিকৃত আসল ৮০০০ হাজার টাকার ডিক্রী দেন; কিন্তু প্রতিবাদী ঐ টাকা নিজে ভোগ করিতে না পারিয়া আপন গাফিলিয়ত সূত্রে তাহা খোয়াইয়াছিল ইহাতে প্রধান সদর আমীন এই অভিপ্রায় করেন যে বাদী যদিও তাহার ডিক্রীর তারিখ হইতে টাকা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সুদ পাইবার অধিকারী তথাপি সে ঐ ডিক্রীর তারিখের পূর্ব্বের সুদ পাইবার অধিকারী নহে এবিধায় তিনি প্রতিবাদীকে খরচার দায়ী করিয়া ঐ রূপ ডিক্রী করেন।

বিচার।

মোকদ্দমায় প্রতিবাদির বিরুদ্ধে প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করেন প্রতিবাদী সেই নিষ্পত্তির অনুমতিতে এ আদালতে আপীল করিয়াছে ও আপেলাণ্টের ঐ বিচারে নারাজ হইবার কারণ এই যে তাহার তরফ কিঞ্চিৎ গাফিলিয়ত প্রত্যক্ষ থাকা কবুল করিলেও তথাপি মিছিলের কাগজাতে এমত কোন বিশেষ গাফিলিয়ত প্রকাশ নাই যে তাহাতে সে বেতন হীন এজেণ্ট থাকিয়া বাদির দাবির নিমিত্ত দায়ী হইতে পারে। অপর অধীন আদালতের বাদী প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার কোন অংশের বিরুদ্ধে আপীল করে নাই।

মোকদ্দমার মূল বিবরণ সকল (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট আপন জওয়াবে কিম্বা প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে তাহার যে এজহার লওয়া হইয়াছিল সেই এজহারে যে রূপ কবুল করিয়াছে তাহা এই যে ১৮৫১ সালের ২৫ সেপ্তেম্বর অর্থাৎ ১২৫৮ সালের ১৮ আশ্বিনে প্রতিবাদী বাদির হস্তের লিখিত এক পত্রের সমভিব্যাহারে ত্রেজরীর উপর বরাতী ৯৭১৪।।/৬ টাকার এক হুণ্ডি প্রাপ্ত হয় ঐ চিঠীতে আদেশ থাকে যে সে অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐ হুণ্ডির টাকা লইয়া তাহা হইতে সাবেক ৫ টাকা সুদী এক কেতা ৮০০০ টাকা কোম্পানির কাগজ খরিদ করতঃ তাহা বাদির নিকট প্রেরণ করে; অপর পর দিবস অর্থাৎ ২৬ সেপ্তেম্বর তারিখে রাজীব লোচন মণ্ডল নামক এক জন বিখ্যাত দালাল যাহার নিকট হইতে প্রতিবাদী পূর্ব্বে ২০ হাজার হইতে ২৫০০০ হাজার টাকা নাগাএদের কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়াছিল সে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাদীকে কহে যে হোম ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত কোন এক জন সাহেব যাহার নাম ঐ দালাল জ্ঞাত নহে তাহার অন্যান্য কাগজের মধ্যে ৮০০০ টাকার এক কেতা কাগজ ছিল; কিন্তু ঐ কাগজ বাজারে বন্ধক ছিল ও তাহা কাহার নিকট যে বন্ধক ছিল দালাল তাহা কিছু ব্যক্ত না করিয়া কহিল যে টাকা দিলেই ঐ কাগজ পাওয়া যায়; তাহাতে প্রতিবাদী প্রত্যুত্তর করিলেন যে সে ঐ কাগজ না দেখিয়া টাকা ছাড়িয়া দিতে পারে না তখন দালাল কহিল যে উল্লেখিত সাহেবের ১০০০০ টাকার এক কেতা কোম্পানির কাগজ আছে ও যদি ঐ কাগজ জামিন রাখিয়া ৮০০০ টাকা আসল দেওয়া হয় তবে এক ঘণ্টা কাল মধ্যে ঐ ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ আনা যাইতে পারে; ইহাতে প্রতিবাদী এই বন্দোবস্তে সম্মত হওয়ায় ঐ কাগজ আনিয়া উপস্থিত করে কিন্তু তাহার পৃষ্ঠে দস্তখত না থাকায় প্রতিবাদী সেই দস্তখত করাইবার জন্য দালালের সহিত আপন সরকার রামধন চক্রবর্ত্তীকে প্রেরণ করে অপর ঐ সরকার ফিরিয়া আসিলে তাহাকে এক প্রশ্ন করায় সে জওয়াব দেয় যে তাহারা হোম আফিসে পোঁছিলে এক জন সাহেব যাহার নাম সে জ্ঞাত নহে সে উপর হইতে নীচে আসিতেছিল ও ঐ দালাল তাহাকে ঐ কাগজ দেখাইবাতে সে তাহাতে দস্তখত করে; পরে বৈকালে প্রায় দুইটা বেলার সময় দালাল ঐ দস্তখতী কাগজ সমেত আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রতিবাদী সেই কাগজ একক পরীক্ষা করতঃ তাহা আপনার নিকট রাখিয়া ঐ দালাল ও গ্রিনন সাহেবের সরকারকে ৮০০০ টাকার ব্যাঙ্ক নোট দেয় ও সরকার রামধন চক্রবর্ত্তীকে ঐ দালালের সহিত ঐ ৮০০০ টাকার কাগজ আনিবার জন্য প্রেরণ করে; কিন্তু ঐ দালাল ১০০০০ টাকার কাগজ জমা রাখিয়া শুদ্ধ ৮০০০ টাকা লওয়ায় তাহাদিগের সহিত ঐ চক্রবর্ত্তী মজকুরের যাওয়া অনাবশ্যক ব্যক্ত করায় সে প্রায় বেলা তিনটার সময় ফিরিয়া আইসে; পরে ঐ দিবসে ঐ দালাল আর উপস্থিত না হওয়ায় তখন প্রতিবাদির প্রথমে সন্দেহ জন্মে, অপর অনেক অন্বেষণ করিয়া পর দিবস অর্থাৎ ২৭ সেপ্তেম্বর তারিখে ঐ দালালের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে ঐ সাহেব ও তাহার সরকারকে দেখাইয়া দিতে চাহে কিন্তু সে অবশেষে তাহা করিতে অপারক হয় ও ঐ সাহেবের অনুসন্ধান হইবার কোন উপায় হয় নাই ও পরে প্রতিবাদী নির্ণয় করে যে ঐ ১০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ কৃত্রিম ও তাহা কেবল ১০০ টাকার কাগজ মাত্র।

এডবোকেট জেনরেল (প্রতিবাদী) আপেলাণ্টের পক্ষ এই ব্যক্ত করিলেন যে তাহার মণ্ডক্কেলের মোকদ্দমা ইংরাজী আইন অনুযায়ী অবশ্যই বিচার হইবেক ও যে কার্য্য ঘটিত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত তাহা কলিকাতায় হইয়াছিল, ও প্রতিবাদী কলিকাতায় বাস করে ও সে ঐ মোকামেই একজন এজেণ্ট স্বরূপ নিযুক্ত ছিল; অপর প্রতিবাদির বাটী মফঃসলে থাকায় মফঃসলের আদালত সকলের তাহার উপর এলাকা আছে ও প্রতিবাদী এবিষয়ে নারাজ নহে কিন্তু যদিও প্রতিবাদির দুই আদালত অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্ট ও মফঃসল আদালতে জওয়াব দিহী আছে কিন্তু তাহার দুই প্রকার আইন অনুসারে বিচার হইতে পারে না ও কলিকাতায় ঐ কার্য্য হওয়াতে ঐ স্থানের আইন এই মোকদ্দমায় খাটিবেক আর প্রতিবাদী উপস্থিত বিষয়ে একজন বেতন হীন এজেণ্টের স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিল, সুতরাং যে কার্য্য বশতঃ বাদির ক্ষতি হইয়াছে সেই কার্য্য যে একজন বেতনভোগী এজেণ্টের সামান্য গাফিলিয়ত স্বরূপ না হইয়া তাহাহইতে স্বতন্ত্র এক গুরুতর গাফলিয়তের কার্য্য ছিল বাদির তাহাই দর্শান আবশ্যক; অপর কোন খরিদ বিক্রয়ের ব্যাপারে যে ব্যক্তি উচিতকাল মধ্যে সমস্ত টাকা আদায় করিবার ভার গ্রহণপূর্ব্বক বেতন ভোগী থাকে তাহাকে একজন নিপুণ এজেণ্টের স্বরূপ আপন কার্য্যে অবশ্যই উচিত নিপুণতা দেখাইতে হইবেক কিন্তু এই বিধান একজন বেতন হীন এজেণ্টের প্রতি খাটিবেক না এবং এতদ্রূপ বিষয়ে কোন এক পক্ষ সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকেরা যে প্রকার সাবধানতা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে যদি সেই রূপ সাবধানতা সহিত কার্য্য করে তাহাই যথেষ্ট; অপর যে স্থলে শুদ্ধ জিম্মা দায়ের উপকারের নিমিত্ত তাহার জিম্মায় কোন দ্রব্যাদি রাখা যায় সে স্থলে আইনানুযায়ী জিম্মা দায়ের পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন ও সে অতি সামান্য গাফিলিয়তের জন্য দায়ী হয়; ও যে স্থলে উভয় পক্ষের উপকারের নিমিত্ত কোন দ্রব্যাদি জিম্মায় রাখা যায় সে স্থলে জিম্মাদারের পক্ষেসচরাচার সাবধানতা আবশ্যক ও ঐ স্থলে সে সচরচার গাফিলিয়তের জন্য দায়ী হয় এবংযে স্থলে কেবল জিম্মা দাতার উপকারের নিমিত্ত কোন দ্রব্যাদি জিম্মা রাখা যায় সে স্থলে আইনানুযায়ী জিম্মা দায়ের পক্ষে অত্যল্প সতর্কতার প্রয়োজন ও সে স্থলে সে ব্যক্তি কেবল অত্যন্ত সপষ্ট গাফলিয়তের জন্য দায়ী হয়; উপস্থিত বিষয়ে জিম্মাদাতা উপকারের জন্য দ্রব্যাদি জিম্মা দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহাতে প্রতিবাদী সপষ্ট গাফলিয়তের দোষী কি নহে আমাদিগের এই প্রশ্নই বিবেচ্য হইতেছে; প্রতিবাদীর প্রতি যে সকল আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা সাধারণ আদেশ মাত্র ও তাহাতে প্রতিবাদীকে যে কি রূপে কার্য্য করিতে হইত তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল না ও ঐ আদেশের বহির্ভূত যাওয়া দূরে থাকুক বরং প্রতিবাদী সেই সকল আদেশ অনুসারে কার্য্য সমাধা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে; তাহার প্রতি ৮০০০ হাজার টাকার এক কেতা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবার উপদেশ থাকে; সে ঐ কাগজ প্রাপ্ত হয় নাই; পরে যৎকালে ঐ দালাল ঐ ৮০০০ টাকার কাগজ সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত ছিল সেই সময় প্রতিবাদী ১০০০০ টাকার এক কেতা কাগজ জামীন স্বরূপ লইয়াছিল; এক্ষণে এই রূপ কার্য্য করায় তাহাতে কি সপষ্ট গাফলিয়ৎ হইয়াছিল? নিঃসন্দেহই এমত নহে; কিন্তু তথাপি এমত ব্যক্ত করিতে পারে যে প্রতিবাদী যে রূপ অসপষ্ট ও ঘোর রূপে কার্য্য করিয়াছিল তাহাতে তাহার সপষ্ট গাফলিয়ত থাকাই সপ্রমাণ ও উপস্থিত বিষয়ে যদি এক জন দালাল এক কেতা ৮০০০ টাকার কাগজ আনিতে অক্ষম হইয়াছিল তবে প্রতিবাদী অন্যান্য দালালদিগকে আহ্বান করিতে পারিত; অন্যান্য দালালদিগকে যে আহ্বান করা যাইতে পারিত তাহা সত্য বটে কিন্তু সাক্ষীদিগের প্রমানানুযায়ী প্রতিবাদী এই বিষয়ে যেরূপে কার্য্য করিয়াছে সেই প্রথা কলিকাতায় প্রচলিত ও এরীতি যদিও সহজ নহে তথাপি তাহা প্রচলিত বটে আর ঐ ৮০০০ টাকার কাগজ কৃত্রিম হইলে প্রতিবাদী যেরূপ দায়ী হইত না সে উপস্থিত বিষয়েও তদ্রূপ আইন সঙ্গত দায়ী

নহে। পরে বিজ্ঞ কৌন্সলী আপন তকরারের পোষকতায় নিম্ন লিখিত কএক মোকদ্দমার উদাহরণ দিলেন; যথা; বেলাকষ্টনের রিপোর্ট বহির প্রথম বালমের ১৫৮ পৃষ্ঠার লিখিত বেলাকবরণের বিরুদ্ধে সিএলসর মোকদ্দমা ও কোপরের গ্রন্থের ৪৮০ পৃষ্ঠার লিখিত মগুমের বিরুদ্ধে ষ্টোকের মোকদ্দমা; ও এয়টারের রিপোর্ট বহির ২১৯ পৃষ্ঠার লিখিত বেনচিয়ায়ের এক তরফা মোকদ্দমা; ও বারণী ও এল. ও ক্রেসওয়েলের রিপোর্ট বহির চতুর্থ বালমের ৩৪৫ পৃষ্ঠার লিখিত হাওয়াডের বিরুদ্ধে ডার্টনেলের মোকদ্দমা ও বেকর ও ওয়াকরের গ্রন্থের ১ ও ২৪৭ পৃষ্ঠার লিখিত বেনারের বিরুদ্ধে মেসির মোকর্দ্দমা।

বোদী রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষে পিটারসন সাহেব বাদানুবাদ করিলেন যে যে আইন ন্যায় ও বিচার সঙ্গত তদনুযায়ী এই মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক ও ইংরাজী আইন শুদ্ধ ইংরাজদিগের আইন বলিয়া যে তদনুসারে মোকদ্দমার বিচার হইবেক এমত নহে কিন্তু ঐ আইন অন্য আইন অপেক্ষা অধিক বিচার সঙ্গত থাকায় সেই আইনানুসারে বিচার হইবেক আর প্রতিবাদী শুদ্ধ একজন বেতনহীন এজেন্ট থাকা স্বীকার করিলেও ও ঐ বিষয়ে বাদী কোন আপীল না করায় প্রধান সদর আমীনের ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে তাহার কোন আপত্তি উত্থাপন করণের পথ নাহি, তথাপি বরনার্ডের বিরুদ্ধে কগসের মোকর্দ্দমায় লার্ড হোল্ট সাহেব যে সকল বিষয় ক্রিয়া রাখা যায় তাহা যে কএক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন উপস্থিত বিষয় তন্মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইতেছে ও স্মিথ সাহেবের প্রধান২ মোকদ্দমার সংগৃহীত গ্রন্থে * ঐ মোকদ্দমার টীকায় সমস্ত শাসনের সংগ্রহ আছে ও ঐ কার্য্য এক ভারার্পণ কিম্বা বেতনবিহীনে কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য সেই দ্রব্য প্রদান স্বরূপ ছিল; সুতরাং আইনানুযায়ী প্রতিবাদী গুরুতর গাফিলিয়তের দোষী হইতেছে এবং উপস্থিত বিষয়ে এই পরিমাণ গাফিলিয়ত স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে আর প্রতিবাদী যদিও আমাদিগের আজ্ঞাধীন থাকিয়া কার্য্য করিয়াছে তথাপি সে সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই ও যে ব্যক্তি কোন আজ্ঞা করে সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য হইলে ঐ আজ্ঞা যে প্রতিপালন হইবেক তাহা সেই ব্যক্তির প্রত্যাশা করণের স্বত্ব আছে ও কেবল এককেতা কাগজ খরিদের আদেশ দেওয়া হয় নাই কিন্তু সর্ব্ব সমেত ৮০০০ টাকা পরিমাণ কাগজ সকল ক্রয় করণের আদেশ ছিল আর যদি কেবল এককেতা কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ থাকিত তথাপি প্রতিবাদির যাহা আবশ্যক ছিল সে তাহা যে প্রাপ্ত হইত না ইহাও অনুমান করা বুদ্ধি সিদ্ধ নহে; পুনশ্চ ঐ ১০০০০ টাকার কাগজের পৃষ্ঠের দস্তখত যে প্রকৃত ও ঐ কাগজে যে অকৃত্রিম ছিল তাহা প্রতিবাদির অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য ছিল ও সে অনায়াসে ত্রেজরী ও হোম আফিসে এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিত ও সে ঐ বিষয় নির্ণয় না করায় স্পষ্ট গাফিলিয়ত দর্শাইয়াছে আর প্রতিবাদী যেরূপ সম্ভ্রম ও বিষয়হীন এক দালালের উপর বিশ্বাস করিয়াছিল তদ্রূপ দালালের উপর প্রত্যয় করাই স্পষ্ট গাফিলিয়তের কার্য্য হইয়াছে; ফলে বিজ্ঞ কৌন্সলী কহিলেন যে প্রধান সদর আমীন প্রতিবাদীকে স্পষ্ট গাফিলিয়তের দোষাশ্রিত ব্যক্ত করিয়া তৎ পোষকতায় যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা বলবৎ কারণ বটে ও তাহা আদালতের গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য ও তিনি আপন তকরারের পোষকতায় বেলাকষ্টনের রিপোর্ট বহির প্রথম বালমের ১৫৮ পৃষ্ঠার লিখিত বেলাকবরণের বিরুদ্ধে সিএলসের মোকদ্দমা ও এডলফসের গ্রন্থের ২ পৃষ্ঠা ও এলিসের গ্রন্থের ২৫৬ পৃষ্ঠার লিখিত জেনকিন্সের বিরুদ্ধে ডোরমেনের মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত দিলেন।

আমাদিগের দ্বারা মীমাংসা হইবার জন্য প্রথম যে বিষয় উত্থাপন করিয়াছে অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমা যে আমাদিগকে কোন আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবেক তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কোনই সন্দেহ নাই; এই বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে কোন চুক্তির লেখা

* প্রথম বালমের ১৩২ হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠা।

শব্দার অর্থ করিতে হইলে যেস্থানে ঐ চুক্তি হইয়াছিল সেই স্থানের আইন ও প্রচলিত ব্যবহার ঐ যে সকল শব্দকে তাহাতে উভয় পক্ষদিগের প্রকৃততার স্পষ্ট প্রকাশ নাই সেই সকল শব্দকে খাটিবেক অর্থাৎ যে দেশে ঐ চুক্তি হইয়া থাকে সেই দেশের আইন ঐ চুক্তির প্রতি খাটিবেক; কিন্তু ঐ নিয়মে এই সর্ত্ত থাকাই অনুমান করিতে হইবেক যে যে স্থানে ঐ চুক্তি হইয়া থাকে সেই স্থানেই স্পষ্ট রূপে অথবা সম্মতিক্রমে প্রকারান্তরে ঐ চুক্তির কার্য্য সামাধা করিতে হইবেক ও যেস্থলে ঐ চুক্তির কার্য্য স্পষ্ট রূপে কিম্বা সম্মতি ক্রমে প্রকারান্তরে অন্য স্থানে করিতে হয় সে স্থলে উভয় পক্ষদিগের অনুমান সিদ্ধ অভিপ্রায় অনুসারে সাধারণ নিয়ম এই যে যে স্থানে ঐ চুক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক সেই স্থানের আইনানুসারে ঐ চুক্তির সিদ্ধতা ও প্রকৃত সর্ত্ত ও মর্ম্ম নির্ণয় হইবেক। এক্ষণে বাদী ও প্রতিবাদির মধ্যে চুক্তি যে স্থানে হইয়া থাকুক কিন্তু তাহা অবশ্যই কলিকাতা মোকামে নির্ব্বাহ হওয়া আবশ্যক ছিল; অতএব উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদী দায়ী কি নহে তাহা আমাদিগের স্পষ্ট অভিপ্রায়ে কলিকাতার প্রচলিত আইন অর্থাৎ ইংলণ্ডদেশীয় আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু আমাদিগের এই নিরাকরণ মফঃসলের আইন ও কলিকাতার প্রচলিত আইনের মধ্যে কোন আনুমানিক বিরোধের উপর নির্ভর করে না কারণ ঐ প্রশ্ন যদি মফঃসলের আইনানুযায়ী মীমাংসা করিতে হইত তথাপি আমরা ঐ বিষয়ে কোন শাসনের অভাবেও ইংলণ্ডীয় আইন সর্ব্বাপেক্ষা বিচার ও ন্যায সঙ্গত থাকায় সেই আইন হইতে আমাদিগের ফয়সলার মূল নিয়ম সকল গ্রহণ করিতাম।

বাদী প্রতিবাদীকে যে উপদেশপত্র লিখিয়াছিল তাহা আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করে নাই এবং বিরোধীয় পক্ষদিগের উক্তির মধ্যে অনৈক্যতা আছে; বাদী কহে যে সে প্রতিবাদীকে ৮০০০ টাকা মূল্যের কোম্পানির কাগজ সকল খরিদ করণের আদেশ দিয়াছিল ও প্রতিবাদী কহে যে সে ৮০০০ টাকা মূল্যের এক কেতা কাগজ খরিদ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; এই পরস্পর বিরোধীয় এজহারের স্থলে আমরা প্রতিবাদির উক্তিই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলাম; অপর আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত কার্য্যের যে কি প্রকার প্রকৃতি ছিল ও প্রতিবাদী যে কি প্রকার এজেণ্ট ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই তাহা পিটারসন সাহেব বিলক্ষণ সুস্পষ্ট রূপে এক আজ্ঞা স্বরূপ থাকাই ব্যক্ত করিয়াছেন অধীন আদালত তাহা বেতনহীন থাকাই স্থির করিয়াছেন এবং ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অধীন আদালতের বাদী কোন আপীল করে নাই। এক্ষণে ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত অন্যকে কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ভারার্পণ করে সে স্থলে ভারদর্ত্তা ভারগ্রহীতাকে ঐ জন্য কোন বেতন না দিলেও তথাপি ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের বিষয়ে ঐ ভারগ্রহীতার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য মতে ব্যবহার করিবার আইনানুযায়ী স্পষ্ট অথবা প্রকারান্তরে যে অঙ্গীকার থাকাই সাব্যস্ত তজ্জন্য তাহাকে ঐ ভারদর্ত্তা সুদ্ধ যে ভার দিয়া প্রত্যয় করিয়াছে তাহাই বেতন স্বরূপ বিবেচনা করিতে হয় এস্থলে আইন ঘটিত কেবল যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে তাহা একজন বেতনহীন এজেণ্টকে দায়ী করিতে হইলে তাহার কি পরিমাণ গাফিলিয়ত অবশ্যই সাব্যস্ত করা আবশ্যক বুদ্ধি ইহার সহিত সম্বন্ধ রাখে। অপর নানা প্রকার জিম্মার স্থলে ভিন্ন২ পরিমাণ সতর্কতা গাফিলিয়ত সংক্রান্ত যে সাধারণ আইন সংলগ্ন হইতে পারে তাহা কারনার্ডে বিরুদ্ধে কগসের মোকদ্দমায় যেরূপ অবধারিত আছে তাহা বিজ্ঞ এডভোকেট জেনরেল বিলক্ষণ সুদৃঢ় রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু বিজ্ঞ এডভোকেট জেনরেল যে সকল বিশেষ২ মোকদ্দমার উদাহরণ দিয়াছেন তন্মধ্যে দুই মোকদ্দমা হকীয়তের আদালত জিম্মা গ্রহীতাদিগের পক্ষে যে সাবধানতা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে সেই সাবধানতার সহিত সম্পর্ক রাখে ও ঐ অন্য তিন মোকদ্দমা অলিখিত অথচ ব্যবহার সিদ্ধ আইনানুযায়ী বেতনহীন এজেণ্টদিগের যে কিরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক তাহারই সহিত সংস্রব রাখে এক্ষণে জিম্মাদার ও বেতনহীন এজেণ্টগণ যে সকল নিয়মে আবদ্ধ তাহাতে অন্যান্য বিষয়

সম্বন্ধে যেরূপ প্রেসিডেন্ট থাকুক কিন্তু তাহা এই বিষয়ে ঐক্য হইতেছে যে উত্তরের উপর প্রত্যয় করিয়া যে ভার নির্ভর হইয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে কেহই তদ্‌পলকে লভ্য করিতে পারিবেন না ইহাতে ন্যায়সঙ্গত এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে তাহাদিগের প্রতি কিছু কালের নিমিত্ত যে কার্য্যের ভারার্পণ হইয়া থাকে তাহাদিগের সেই কার্য্য নির্বাহে যে পরিমাণ সাবধান হওয়া আবশ্যক তাহা নির্ণয়ার্থে উভয়কেই একই নিয়মের অধীন বিবেচনা করিতে হইবেক। অপর যেস্থলে উপস্থিত মোকদ্দমা হকীয়তের মূল নিয়মানুসারে মীমাংসা না করিয়া তাহা ইংলণ্ডীয় ব্যবহার সিদ্ধ অলিখিত আইনের নিয়মানুযায়ী মীমাংসা করিতে হইবেক এস্থলে ব্যবহার সিদ্ধ আইন আদালত ও হকীয়তের আদালতের নির্দ্ধারিত নিয়মের মধ্যে পরস্পর যেরূপ কোন বিরোধ নাই তদ্রূপ কোন বিরোধ থাকিলেও তথাপি ব্যবহার সিদ্ধ আইন আদালত সকল যে নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন আমরা সেই নিয়মানুসারে বিচার করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতাম।

অপর বেলচিয়ারের একতরফা মোকদ্দমায় লার্ড চেন্সলর শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডউইক সাহেব অবধারিত করেন যে কোন জিম্মাদার নিজ কার্য্য যেরূপ সাবধান পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিত সে যে কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হয় সেই কর্ম্ম যদি তদ্রূপ সতর্কতা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করে ও কারবারের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ঐ সময়ের কোন সম্ভ্রান্ত কুঠীয়ালের নিকট ভাড়ার টাকা জমা দিবার বন্দোবস্ত করে ও তাহাতে যদি সেই কুঠীয়াল ঐ বিশ্বাসের বিপরীতাচরণ করে তজ্জন্য ঐ জিম্মাদার দায়ী নহে; পুনশ্চ বেনারের বিরুদ্ধে মেসির মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত লার্ড এল্ডন সাহেব অবধারিত করেন যে এক জন জিম্মাদার নিজ কার্য্যে যে রূপ সাবধান ও তৎপর হইয়া থাকে তাহাকে যে কর্ম্ম দিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহার সেই কর্ম্মে ঠিক তদ্রূপ সাবধান ও তৎপর হওয়া আবশ্যক কিন্তু হকীয়তের আদালত তাহার নিকট হইতে এতদপেক্ষা আর অধিক কিছুই চাহিতে পারে না।

অপর হাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে ডার্টনেলের মোকদ্দমায় কিংস বেঞ্চের আদালত জুরীদিগের অভিপ্রায় নির্ণয়ের পর প্রতিবাদী বেতনহীন এজেন্ট থাকাই প্রকাশ হওয়ায় ও সে যে গাফিলিয়ত পূর্ব্বক কিম্বা অসদ অভিপ্রায়ে কার্য্য করিয়াছিল মোকদ্দমার বাদানুবাদে এমত ব্যক্ত না থাকায় রায় প্রদান করা স্থগিত রাখেন আর মুণ্ডরের বিরুদ্ধে ঘোরের মোকদ্দমা যাহা এক বেতনহীন কর্ম্মের ভার গ্রহণ ঘটিত উপস্থিত হওয়াই প্রকাশ তাহাতে এজেন্ট প্রকৃত ভাবে ও আপন বুদ্ধি সাধ্য মতে ও স্পষ্ট গাফিলিয়ত বিহীনে কার্য্য নির্ব্বাহ করায় সে দায়ী না থাকাই স্থির হয়।

পরন্তু উত্তর বিজ্ঞ কৌন্সলী বেলাকবরুণের বিরুদ্ধে সিএলসর মোকদ্দমায় যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে বেতনহীন এজেন্টের হওয়ার দেহির বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শাসন বিশিষ্ট বিধান আছে ও ঐ মোকদ্দমায় কমান প্লিস আদালতের হাকীমান ঐক্য হইয়া অবধারিত করেন যে সাধারণ মতে এক বেতনহীন এজেন্ট স্পষ্ট গাফিলিয়তের দোষী না হইলে দায়ী হইবেক না; কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি বেতনবিহীনে আপনার যে পর্য্যন্ত পারকতা ও নৈপুণ্যতা থাকে সেই পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার অঙ্গীকারে কোন কার্য্যের ভারগ্রহণ করে ও ঐ স্থলে সে ব্যক্তি যে পদাভিষিক্ত অথবা যে বৃত্তির অনুগামী তাহাতে তাহার নৈপুণ্যতা থাকাই অনুমান সিদ্ধ সেস্থলে সে ঐ কার্য্যে আপন পটুতা না দেখাইলে তাহাতে তাহার স্পষ্ট গাফিলিয়তের দোষ অর্শিতে পারে। বেলাকবরুণের বিরুদ্ধে সিএলসের মোকদ্দমায় যে বিধি অবধারিত হয় পিটারসন সাহেবের উল্লেখিত জেনকিনসের বিরুদ্ধে ডোরমেনের মোকদ্দমায় সেই বিধি সাব্যস্ত ও গ্রহণ হইয়াছে।

এক্ষণে [illegible]মার্ডের বিরুদ্ধে কগসের মোকদ্দমার ও উপরোল্লেখিত আইনানুযায়ী ও হকীয়তের [illegible] সকলে যে সকল নিশ্চিত বিধান অবধার্য্য হইয়াছে তাহার পরস্পরের মধ্যে কোন অনৈক্য নাই, ঐ সকল অবধারিত বিধানে স্পষ্টই ইহা সাব্যস্ত হয় যে কোন বেতনহীন জিম্মাদার কেবল স্পষ্ট গাফিলিয়তের দোষী হইলে তজ্জন্য দায়ী হইবেক ও সাধারণ সতর্ক স্বভাব বিশিষ্ট কোন জিম্মাদার যে নিজ কার্য্যে যেরূপ সাবধান ও তৎপর

সেই সে যে কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হয় তাহা নির্ব্বাহে তদ্রূপ সতর্ক ও তৎপর হইয়া থাকে ও কারবারের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করে সেই জিম্মাদার সপষ্ট গাফিলিয়তের দোষী নহে ও তজ্জন্য সে দায়ীও নহে। আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমায় যে আইন সংলগ্ন হইবার যোগ্য তাহা ঐরূপ থাকায় আমাদিগের সুদ্ধ ইহাই নির্ণয় অপেক্ষা করে যে উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদীকে দায়ী করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমার বিবরণে তাহার উপযুক্ত গাফিলিয়ত সাব্যস্ত হয় কি না অর্থাৎ সামান্য রূপে সতর্ক ব্যক্তিরা আপনাদিগের কার্য্যে সাধারণ মত যেরূপ সাবধান হইয়া থাকে মোকদ্দমার বিবরণে তদ্রূপ সতর্কতার অভাব সাব্যস্ত হইতেছে কি না; গাফিলিয়ত নিঃসন্দেহ এতাদৃশ অধিক হইবার সম্ভাবনা যে তাহাতে তঞ্চক অভিপ্রায় থাকাই অনুভব সিদ্ধ ও সেস্থলে ঐ গাফিলিয়ত ও তঞ্চকের মধ্যে প্রভেদ করা দুঃসাধ্য তথাপি কোন২ সময়ে যেরূপ বাদানুবাদ হইয়াছে আমরা তদনুযায়ী সপষ্ট গাফিলিয়ত ও তঞ্চক সমান ভাব বিশিষ্ট শব্দ বিবেচনা করি না; বরং এতবিপ রীতে আমাদিগের বিবেচনায় সপষ্ট গাফিলিয়ত প্রকৃত বিশ্বাস ও সরলাভিপ্রায়ের সহিত সম্যকরূপে একত্রেই থাকিতে পারে, সুতরাং ইহাতে কোন বেতনহীন জিম্মাদারের প্রতি আনিত তঞ্চকের তহমত না দেওয়াতেও সে সপষ্ট গাফিলিয়তের জন্য দায়ী হইতে পারে। প্রতিবাদী যে জওয়াব ও জবানবন্দী দিয়াছে তাহাতেই এই মোকদ্দমায় সপষ্ট ও সত্য বিবরণ থাকাই প্রমাণ বিবেচনা করাতেও আমাদিগের সপষ্ট অভিপ্রায় হইতেছে যে প্রতিবাদী সপষ্ট গাফিলিয়তের দোষী ও তাহার সপষ্ট গাফিলিয়ত সাব্যস্ত জন্য মোকদ্দমায় অবশিষ্ট বিবরণ সকল সম্যক রূপে যথেষ্ট থাকায় আমাদিগের সমক্ষে যে ঐ সকল কাগজ উপস্থিত করিয়াছে আমরা সেই সকল কাগজের বাহিক আকৃতি বিষয়ে কোন অভিপ্রায় দেওয়া কি তাহা হইতে প্রতিবাদির পক্ষে অথবা তাহার বিরুদ্ধে কোন তর্ক করা অনাবশ্যক বিবেচনা করি; প্রতিবাদী আপন এজহার প্রমাণ যে দালালের বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে সম্যক রূপে অনাবগত ছিল তাহার নিকট জামিনি স্বরূপ যে কোম্পানির কাগজ রাখিয়া ছিল সে সেই কাগজের অকৃত্রিমতার বিষয়ে কোন তদন্ত না করিয়া ও ঐ কাগজের পৃষ্ঠের দস্তখত সম্বন্ধে প্রতিবাদির জ্ঞাতসারে অনেক সন্দেহ জনক ব্যাপার ঘটাতে যে সেই দস্তখতের বিষয়ে কোন অনুসন্ধান না করিয়া যে ৮০০০ পরিমাণ এতাদৃশ অধিক টাকা ঐ দালালের হস্তে দিয়াছিল ইহাই আমাদিগের বিবেচনায় এক সপষ্ট গাফিলিয়তের কার্য্য; আর ঐ দালাল ঐ ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ বাজারে কোন এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক থাকার যে বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছিল প্রতিবাদী তাহাকে নগদ ৮০০০ টাকা দিবার পূর্ব্বে ঐ বিবরণের যে কোন তদন্ত করেনাই ইহাও আমাদিগের বিবেচনায় এক সপষ্ট গাফিলিয়তের কার্য্য; এবং কোম্পানির কাগজ খরিদ করা যে রূপ সহজ কর্ম তাহা প্রতিবাদী যে ঘোর রূপ নির্ব্বাহ করিয়াছে তাহা আমাদিগের অভিপ্রায়ে কারবারের সাধারণ প্রথার বিপরীত ও তাহা ঐ রূপ হওয়াতে তাহাতে সচরাচর অপেক্ষা অধিক সতর্কতা আবশ্যক; ও ঐ কার্য্য কারবারের সাধারণ রূপে প্রচলিত প্রথার বিপরিত থাকায় ও তাহাতে ঐ রূপ সতর্কতার অভাব হেতু ঐ সমুদয় কার্য্যে সপষ্ট গাফিলিয়ত দৃষ্ট হইতেছে; অপর প্রতিবাদী যে উপস্থিত বিষয়ে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিপরিতে আপন জিম্মাদাতার সম্পত্তি অসৎসাহশিক ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া তাহা খোয়াইবার উদযোগ করিয়াছিল ইহাও আমাদিগের বিবেচনায় এক সপষ্ট গাফিলিয়তের কার্য্য; ফলে সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি আপন বিষয়াদির বন্দোবস্তে যে রূপ সাবধান হইয়া থাকে আমাদিগের অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী এই কার্য্যের আদ্যপান্ত আপনেই তদ্রূপ সর্কতা ও ব্যবহার করে নাই।

উপরোক্ত সমস্ত কারণ বসত আমরা বিবেচনা করি যে প্রতিবাদী একজন বেতনহীন এজেন্ট থাকিয়া তাহার উপর যে কার্য্যের ভারার্পণ হয় ও সে যাহা গ্রহণ করে সে সেই কার্য্য নির্ব্বাহে সপষ্ট গাফিলিয়তের দোষী হওয়ায় সেই গাফিলিয়ত সুত্রে বাদির যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে সে ন্যায় মত তাহার নিকট সেই পরিমাণ ক্ষতির জন্য দায়ী। অতএব আমরা খরচা সহ অধীন আদালতের ফয়সলা বহাল করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩৭৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পাটনার সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় দাতারাম পণ্ডিতের ১৮৫৪ সালের ১৩ আপ্রেল তারিখের ডিক্রী বাহালে ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ. ট্যাভার্ম সাহেবের ১৮৫৪ সালের ৮ সেপ্তম্বর তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

নটেশ্বর নাথ ওরফে ভুলু বাবু (একজন প্রতিবাদী)——আপেলান্ট।
নিম কুনওয়ার (বাদিনী) ও দুর্গাপ্রসাদ ওরফে—— } রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
লালজী সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদী গণ)—————— }
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত ই, এ.স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২৩ জুলাই তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"সদর আমীন আপনা ফয়সলায় লিখেন যে এই খাস আপীলের দরখাস্তকারী বাদীকে বেদখল করে নাই এজন্য সে খরচার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে কিন্তু সে ইহার পরেও বাদির দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি করিলে তাহার নিকট হইতে খরচা আদায় হইবেক। আপীলে জজ সাহেব এই হুকুম বাহাল রাখিয়াছেন। ইহাতে এরূপ এক স্বত্ত্ব বিশিষ্ট হুকুম আইন বিরুদ্ধ কি নহে ও এ স্থলে যে বেদখলের বিষয়ে নালিশ হইয়াছে সদর আমীন সেই বেদখলের দায় হইতে দরখাস্তকারীকে খালাস দেওয়ায় যে প্রধান প্রতিবাদির উপর বেদখল করার তহমত প্রমাণ হইয়াছিল সদর আমীনের ঐ দরখাস্তকারির খরচা সেই প্রধান প্রতিবাদির জিম্মা করা কর্তব্য ছিল কি না তাহার মীমাংসা জন্য আমরা এই আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

আমারদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে সদর আমীনের প্রদত্ত হুকুম যাহা জজ্ সাহেব কর্তৃক বাহাল হইয়াছে তাহা দরখাস্তকারির খরচা সম্বন্ধে সর্টিফিকেটের লিখনানুযায়ী সত্ত বিশিষ্ট বটে। এই প্রকার হুকুম সকল স্পষ্টই অগ্রাহ্য এবং দরখাস্তকারী মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার সে কোন সর্ত্তাধীন না হইয়া আপন খরচা প্রাপ্ত হইবে। অতএব অধীন আদালতের ফয়সলার যে অংশে খাস আপেলাণ্টকে তাহার খরচা সকল সর্ত্তাধীন রাখিয়া দিয়াছে আমরা ঐ ফয়সালার সেই অংশ অন্যথা করিয়া কোন সর্ত্ত বিহীনে তাহাকে সেই খরচার ডিক্রী দিলাম। খাস আপীলের খরচা খাস রেস্পাণ্ডেন্টের জিম্মা।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি, সাহেব

১৮৫৬ সালের ৬৭৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় বেণীনাথ বসুর ১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখের ডিক্রির অন্যথায় ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী নাজির রুদ্দীন মহাম্মদ খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৫ সালের ২৮ মার্চ তারিখের ফয়সলার বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর (বাদী)————————আপেলাণ্ট।
সেখ পানাউল্লা (প্রতিবাদী)————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু মন্মথনাথ পণ্ডিত————————} আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"খাস আপেলাণ্ট এক জন জমীদার তিনি আপন প্রজার বিরুদ্ধে এক সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া তাহার জোত বিক্রয় করাইয়া তাহা স্বয়ং খরিদ করেন রেস্পাণ্ডেণ্ট ইহার কিছুদিন পরেই ঐ জোতের উপর নির্ম্মিত যে এক চালা ঘর ঐ ডিক্রী সূত্রেই বিক্রয় হইয়াছিল তাহা খরিদ করে। তাহাতে আপেলাণ্ট রেস্পাণ্ডেণ্টকে ঐ ঘর উঠাইয়া লইবার অথবা দৈনিক ৫ টাকার হারে খাজানা দিবার নোটিস দেয় ইহাতে রেস্পাণ্ডেণ্ট উহার মধ্যে কিছুই না করাতে আপেলাণ্ট আপন নোটিসের নির্দ্দিষ্টহার প্রমাণ খাজানার জন্য তাহার বিরুদ্ধে নালিশবন্দ হয়। জমীদারের নিজের কোন বাটী অথবা মন্দির নির্ম্মাণার্থে ঐ জমীর প্রয়োজন ইত্যাদি এতাদৃশবিশেষ গতিক দেওয়ায় অন্য গতিকে তাহার ঐ রূপ নোটিসদেওনের অথবা রেস্পাণ্ডেণ্টকে বলপূর্ব্বক স্থান পরিত্যাগ করাইবার কোন স্বত্ব না থাকা বিবেচনায় প্রধান সদর আমীন ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। খাস আপেলাণ্ট কহে যে উপরোল্লেখিত গতিকে তাহার স্বেচ্ছানুসারে জমা ধার্য্য করণের ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে ঐ জমা দিতে অথবা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করণের স্বত্ব আছে। ইহাতে আপেলাণ্ট যে স্বত্বের জন্য বাদানুবাদ করে জমীদারের সেই স্বত্ব আছে কি না তাহার মীমাংসা জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। দৃষ্ট হইতেছে যে অত্র মোকদ্দমার খাস আপেলাণ্ট যে নিজেই জমীদার সে আপন একজন প্রজার বিরুদ্ধে এক সরাসরী ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া ঐ ডিক্রী জারীতে তাহার যে হকুক অর্থাৎ জোত ঐ দেশের প্রচলিত

প্রথা অনুযায়ী বিক্রয় যোগ্য থাকায় বিক্রয় হয় তাহা সে অর্থাৎ খাস আপেলাণ্ট খরিদ করে। অপর খাস রেস্পাণ্ডেণ্টও ঐ জোতের উপর নির্ম্মিত এক চালা ঘর খরিদ করে; তাহাতে খাস আপেলাণ্ট অবিলম্বে ঐ চালা ঘর উঠাইয়া লইবার অথবা যে ভূমিতে ঐ চালা ছিল তাহাকে সেই ভূমির দৈনিক ৫ টাকার হারে খাজানা দিবার আদেশে রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর নোটিস দেয়। রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ চালা ঘর স্থানান্তর করে নাই ও ইহাতে খাস আপেলাণ্ট নোটিসের নির্দ্দিষ্ট মত তাহার বিরুদ্ধে দৈনিক ৫ টাকার হারে জমীর খাজানার জন্য নালিশবন্দ হয়। রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন জওয়াবে প্রত্যুত্তর করে যে ঐ জমীর যে খাজানা সমুদয় ছিল অর্থাৎ ঐ পরগণার হারে সে খাজানা দিতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু বাদী অতিরিক্ত দাওয়া করিয়াছিল।

অধীন আদালত যে বুনিয়াদে বাদির দাবি ডিসমিস্ করেন তদ্বিষয়ে এস্থলে কোন বিবেচনা করা অনাবশ্যক ও খাস আপেলাণ্ট এক্ষণে এই প্রসঙ্গে অত্র আদালতে আপীল করে যে মোকদ্দমার অবস্থানুসারে তাহার স্বীয় ইচ্ছামযায়ী জমা ধার্য্য করণের ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে সেই টাকা আদায় অথবা ঐ হকুক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করণের স্বত্ব আছে।

ইহা সপষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ ঘরের কেবল চাল ও বাঁশ খরিদ করে ও ঐ নোটিস দেওয়ায় জমীদার ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বে তাহার ও ঐ খাস আপেলাণ্টের মধ্যে ছিল না; রেস্পাণ্ডেণ্ট খরিদের পর উচিত কাল মধ্যে ঐ চাল উঠাইয়া লইতে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু আপেলাণ্ট যে নোটিস দিয়াছিল তাহাতে প্রতিবাদির ঐ ঘর স্থানান্তর করার অথবা কোন নিরূপিত সর্ত্তানুসারে বাদির সহিত প্রজার সম্বন্ধ সংস্থাপণ করণের উপায় হয়; তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ স্থান পরিত্যাগ না করাতে তাহার খাস আপেলাণ্টের যে এক জন প্রজা হইবার ইচ্ছা ছিল সে সেই ইচ্ছা দর্শাইয়াছিল এবং সে এক্ষণে কেবল ঐ সর্ত্ত সকল অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করে; অতএব আমাদিগের সমক্ষে এই প্রশ্ন বিবেচ্য রহিয়াছে যে রেস্পাণ্ডেণ্ট কি ঐ ঘর স্থানান্তর না করায় তাহার ঐ নোটিসের অন্য সর্ত্ত সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করাই অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবেক কিম্বা আদালতের সমক্ষে যে রূপ নোটিস উপস্থিত আছে আদালত তদ্রূপ এক নোটিস অনুযায়ী বাকী খাজানা বাবদী নালিশে যে খাজানার দাওয়া করে সেই দাওয়া সঙ্গত থাকার বিষয়ে তদারক করিতে পারেন।

আমার বিবেচনায় খাস আপেলাণ্ট যে নোটিস দেয় তাহা ১৮১২ সালের ৫ আইনানুসারে দেওয়া হইয়াছিল ও সুতরাং ঐ নোটিসের সর্ত্তানুযায়ী প্রাপ্য খাজানা বাবদী নালিশে অর্থাৎ এক দেনা সম্পর্কীয় নালিশে ক্ষতি শব্দ প্রয়োগ করিবার কোন
* চুম্বক রিপোর্ট বহির ৭ স্থল নাই ও তাহা উল্লেখ করিলে ঐ বিষয় পরিষ্কার না
বালমের ১০৬পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর। হইয়া বরং তাহাতে অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আদালত কুরজঁর বিরুদ্ধে রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিকের মোকদ্দমায় যে ফয়সলা করিয়াছিলেন যদিও আমি সেই ফয়সলায় ঐক্য হই তথাপি আমার বিবেচনায় ঐ নিষ্পত্তির প্রতিপোষক হেতুবাদ প্রসিদ্ধ নহে।

উপস্থিত মোকদ্দমায় আমার অভিপ্রায় হইতেছে যে খাস আপেলাণ্টের উত্থাপিত দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য আদালতের তাহা তদন্ত করণের স্পষ্টই ক্ষমতা আছে। আইনানুযায়ী কোন পক্ষ দুঃসাধ্য সাধন করিতে অথবা ভূমির যে জমা ধার্য্য হওয় কোন মতেই সম্ভব নহে সেই অসম্ভাবিত খাজানা দিতে আবদ্ধ নহে; যে স্থলে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করণের ক্ষমতা থাকে অথবা [illegible] র অন্যে স্বত্ব না থাকায় আপনাকে ঐ ক্ষমতা বিশিষ্ট বিবেচনা করুক কিম্বা [illegible] স্থল

গবর্ণমেণ্টের আইনে খাজানা সম্বন্ধে স্বেচ্ছা শব্দের প্রয়োগ থাকে সেই উভয় স্থলেই যে ন্যায় সঙ্গত স্বেচ্ছা করাই কর্ত্তব্য তাহা অবশ্যই অনুমান করিতে হইবেক এবং আদালতের সমীপে ঐ বিষয় উত্থাপিত হওয়ায় অর্থাৎ আদালতের সমক্ষে উপস্থিত বিষয়ে ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করা ন্যায্য কি অন্যায্য তাহা অবশ্যই আদালতকর্ত্তৃক নির্ণয় হইবেক; কিন্তু ইহার বিপরীত অভিপ্রায় স্থির করিলে ঐ পক্ষদিগকে ইহাই বলা হয় যে তাহারা বাক্যের ছলে ঐ ব্যক্তিকে আপনাদিগের প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে বটে কিন্তু তাহারা ঐ সম্বন্ধ এরূপ সর্ত্তের অধীন রাখিতে পারে যে তাহাতে কার্য্য করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; পূর্ব্বে যে রূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে তদনুযায়ী নিঃসন্দেহই ঐ নোটিস দেওয়ায় রেস্পাণ্ডেণ্টের অন্য কোন সূত্রে প্রজার স্বরূপ কোন স্বত্ব নাই; তাহার স্বত্ব খাস আপেলাণ্টের নোটিসের উপলক্ষেই উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু যে স্থলে খাস আপেলাণ্ট তাহার এক প্রজার স্বরূপ থাকার বিষয় তাহার অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টের স্বেচ্ছাধীন রাখিয়াছিল সে স্থলে আমার অভিপ্রায়ে রেস্পাণ্ডেণ্টকে আপন স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করণের ঐ রূপ যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল খাজানা সম্বন্ধীয় যে কোন সর্ত্ত দ্বারা ঐ ক্ষমতা অকার্য্যকারক হইয়া উঠে খাস আপেলাণ্টের সেই সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট করণের ক্ষমতা নাই।

মোকদ্দমা এই ভাবে দৃষ্টি করিয়া আমি এই আদেশে প্রধান সদর আমীনের নিকট মিছিল পুনঃপ্রেরণ করিতে চাহি যে বাদী যে হারে জমা ধার্য্য করে তাহা ঐ ভূমি ও উহার চতুষ্পার্শ্বীয় গ্রামের নিরীখ ও অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে ন্যায্য কি না ও যদি তাহা ন্যায্য না হয় তবে উক্ত সম্বন্ধে কি ন্যায্য হার স্থির হইতে পারে ইহা মুনসেফের দ্বারা তদন্ত হইয়া সেই তদন্ত অনুসারে যে হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য হয় অবশেষে সেই হুকুম দিবার জন্য তিনি অর্থাৎ প্রধান সদর আমীন মুনসেফের নিকট ঐ নথী প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবের রায়। অত্র মোকদ্দমায় ডিক্রী জারীতে দুই নিলাম হইয়াছিল তন্মধ্যে এক নিলামে দেনদারের জায়দাদ সম্পত্তি বাদীকে বিক্রয় ও অন্য নিলামে এক চালা ঘরের চাল ও বাঁশ ইত্যাদি সমেত তাহার অস্থাবর বস্তু প্রতিবাদীকে বিক্রয় করা হইয়াছিল; এই শেষোক্ত বিক্রয় সূত্রে প্রতিবাদির ঐ চালা ঘর দখলের কোন স্বত্ব অর্শে নাই; ঐ রূপ গতিকে যে প্রচলিত প্রথা ছিল তদনুযায়ী প্রতিবাদী এক উপযুক্ত কাল মধ্যে ঐ চাল স্থানান্তর করিতে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু সে ঐ রূপ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বাদী তাহার প্রতি নোটিস জারী করিয়া তাহাতে তাহাকে পূর্ব্বাহ্ণে এই সতর্ক করে যে সে ক্ষমতা বিহীনে তাহার অর্থাৎ বাদির জমী দখল রাখিয়া বাদির ক্ষতি করিতেছিল ও তাহাকে ইহাই অবগত করে যে এক নির্দ্ধারিত কাল মধ্যে স্থানান্তর না হইলে বাদী তাহাকে সর্টিফিকেটের উল্লেখিত হারে খাজানার দাবী করিবেক। জমীদার আপন প্রজাদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে ১৮১২ সালের ৫ আইনানুযায়ী তাহার সেই প্রজাদিগের উপর যে রূপ নোটিস জারী করা আবশ্যক হয় এই নোটিস তদ্রূপ নহে। ঐ পক্ষদিগের মধ্যে তদ্রূপ কোন সম্বন্ধ ছিল না এবং প্রতিবাদী বাদির জমী দখলে রাখিলে তাহাকে বাদী দৈনিক যে টাকা দিতে হইবে বলিয়া পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক করে বাদী সেই টাকা খাজানার স্বরূপ দাওয়া করে নাই কিন্তু সে তাহা খেসারৎ বলিয়া দাবি করিয়াছিল।

অতএব এই রূপ মোকদ্দমায় যে সকল প্রচলিত প্রথা আছে তৎসম্বন্ধে ও ১৮৪৪ সালের ২২ মে তারিখের নিষ্পন্ন রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিকের মোকদ্দমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আদালতের ইহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল যে বাদী যে টাকার জন্য নালিশবন্দ ও প্রতিবাদির কার্য্য সূত্রে তাহার যে খেসারৎ ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল সেই

দাবিকৃত টাকা ঐ খেসারৎ ও কষ্টের উপযুক্ত দণ্ড কি নহে এবং যদি তাহা ঐ রূপ না হয় তবে মুনসেফ যে খেসারতের ডিক্রী দিয়াছিলেন তাহা বাহাল রাখিতে হইবেক অথবা তৎপরিবর্ত্তেই বা কি টাকা নিদ্ধার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমি প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা করিয়া তাহার নিকট ঐ অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে চাহি।

শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবের রায়। ঐ চাল খরিদার প্রতিবাদির উপর বাদী যে নোটিস দিয়াছিল তাহা জমা ধার্য্য জন্য ১৮১২ সালের ৫ আইনানুযায়ী নোটিস নহে কিম্বা সুদ্ধ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার স্পষ্ট হুকুমে ঐ নোটিস দেওয়া হয় নাই কিন্তু তাহাতে দুই আদেশ ছিল ও উহার প্রত্যক্ষই এই অভিপ্রায় ছিল যে প্রতিবাদী যদি ঐ চাল স্থানান্তর না করে তবে তাহাকে ঐ দখলের জন্য খেসারৎ স্বরূপ বিলক্ষণ এক অতিরিক্তহারে খাজানা দিতে হইবেক। এই নোটিসেই স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে প্রতিবাদী ঐ চাল দখলে রাখাতে বাদির ঐ ভূমি হইতে কোন উপস্বত্ত্ব ভোগের প্রতি প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাহার ক্ষতি হইয়াছিল।

প্রতিবাদী ঐ নোটিসের প্রতি কোন মনোযোগ না করায় বাদী ঐ নিরূপিত খাজানার জন্য নালিশ উত্থাপন করে এবং সদর আমীন ১৮৪৪ সালের ২২ মে তারিখের এ আদালতের ডবলিউ, এম, কুরুঞ্জঁর বিরুদ্ধে আপেলাণ্ট রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিকের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার নজীর অনুসারে বাদির পক্ষে দখলের তারিখ হইতে চাল স্থানান্তর করিবার তারিখ নাগাএদের প্রাত্যহিক ।৵০ আনার হারে ডিক্রী দেন।

প্রধান সদর আমীন যে বুনিয়াদে এই ফয়সলা অন্যথা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই অশুদ্ধ।

প্রতিবাদী ক্ষমতা বিলীনে যেকাল পর্য্যন্ত ঐ চাল দখল করে সেইকাল পর্য্যন্ত তাহা ঐ জমির আইনানুযায়ী মালিকের পক্ষে এক বিরুদ্ধকর দখল, ঐ চালার জমী অবশ্যই ঐ মালিকের জায়দাদের অংশ ও তাহার উপর যে চালা নির্ম্মিত আছে তাহা খরিদ সূত্রে প্রতিবাদির সম্পত্তি ও সেই খরিদ তাহার পৃথক করিয়া লওনের স্বত্ত্ব উৎপত্তি হওয়ায় সে ঐ চালা উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি না থাকায় ও ঐ চালার নিমিত্ত জমীর খাজানা পূর্ব্বে যে কখন দেওয়া হইয়াছিল তাহা সাব্যস্ত করিবার জন্য অস্মৎ সমীপে কিছুই উপস্থিত না থাকায় আমার অভিপ্রায় হইতেছে যে বাদির দাবিকৃত খাজানা ঐ দখলের উপযুক্ত মূল্য পরিমাণ নহে, ও প্রতিবাদির নিকট হইতে বাদী ন্যায়গত যে খেসারৎ পাইতে পারে তাহাই টাকার তাইনে যথার্থ মূল্য; মোকদ্দমা এই ভাবে দৃষ্টি করিলে বাদী খেসারৎ স্বরূপ যে খাজানা দাবি করিলে প্রতিবাদীকে ঐ চাল স্থানান্তর করিতে লওয়ান সম্ভব বিবেচনা করে সে আমার বিবেচনায় সেই খাজানা দাবি করিতে পারে কিন্তু প্রতিবাদির ঐ খাজানার অসম্মত হওন জন্য কোন নালিশ উপস্থিত হইলে বাদী ন্যায়মত যে খাজানা পাইবার অধিকারী তাহা নির্দ্ধার্য্য করণের ভার আদালতের প্রতি থাকিবেক। অতএব আমি প্রধান সদর আমীনের রায় অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা পুনর্বিচার জন্য তাঁহার নিকট এই আদেশে মিছিল পুনঃপ্রেরণ করিতে চাহি যে তিনি সদর আমীনের উল্লেখিত মোকদ্দমায় অবধারিত নিয়মানুসারে সদর আমীন খেসারৎ স্বরূপ যে খাজানার ডিক্রী দিয়াছেন তাহা ন্যায্য কি অন্যায্য ইহা নির্ণয় করেন ও যদি তাহা ন্যায্য না হয় তবে তাঁহার অভিপ্রায়ে ঐ মোকদ্দমার ন্যায় সঙ্গত যে টাকার ডিক্রী দেওয়া আবশ্যক হয় তিনি সেই টাকার ডিক্রী দেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ জুন।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব, }

জেলা রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় বেণীনাথ বসুর ১৮৫৪ সালের ২৮ ফিব্রুয়ারি তারিখের ডিক্রী বাহালে ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী নাজরুদ্দীন মহম্মদ খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৫ সালের ২৮ মার্চ তারিখের ফয়সলার বিরুদ্ধে কএকটা খাস আপীল।

১৮৫৬ সালের ৬৭৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর (বাদী)——————আপেলাণ্ট।
জগদম্বা বিবী (প্রতিবাদিনী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কৃষ্ণকিশোর }
ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত—————— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ কোন উকীল নাই।

১৮৫৬ সালের ৬৭৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর (বাদী)——————আপেলাণ্ট।
জগদম্বা বিবী (প্রতিবাদিনী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কৃষ্ণকিশোর }
ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত—————— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ কোন উকীল নাই।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫১ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে এ মোকদ্দমা সকলের খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"খাস আপেলাণ্ট যে সকল বাটীর খাজানার দাবি করিয়াছিল এই দুই মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টগণ যে সেই দুই বাটী খরিদ করিয়াছিল তাহা তাহারা অস্বীকার করিয়া ব্যক্ত করে যে ৬৩০ নম্বরী খাস আপীলের দরখাস্তের রেস্পাণ্ডেণ্ট পানা উল্লা ঐ সকল বাটী খরিদ করিয়াছিল। তাহাতে খাস আপেলাণ্ট ঐ পানা উল্লাকে প্রতিবাদী করিবার জন্য এক ভিডিয়া আরজী দাখিল করণের অনুমতি প্রার্থনায় দরখাস্ত করে। মুন্সেফ এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন ও আপীলে রেস্পাণ্ডেণ্টগণের বিরুদ্ধে যে প্রকার মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে প্রধান সদর আমীন পানা উল্লার মোকদ্দমায় তদ্রূপ নালিশ সংস্থাপন হওয়া অযোগ্য বিবেচনায় যে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তিনি সেই বুনিয়াদে সদর আমীনের হুকুমের উপর হস্তক্ষেপ করণে অসম্মত হয়েন। এস্থলে মুন্সেফের প্রতি ঐ ভিডিয়া আরজী গ্রহণ পূর্ব্বক সেই আরজির লিখিত প্রতিবাদী ও সাবেক নালিশভুক্ত প্রতিবাদীগণের সম্বন্ধে এ সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার আদেশে তাঁহার নিকট প্রধান সদর আমীনের ঐ মিছিল ফের দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল কি না তাহার মীমাংসা জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত ই. এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের রায়। আমরা ৬৭৪ নম্বরী আপীলে যে ফয়সলা করিয়াছি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার করিবার আদেশে আমরা এই সকল মিছিল প্রধান সদর আমীনের নিকট পুনঃপ্রেরণ করিলাম।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। যেহেতু অদ্য ৬৭৪ নম্বরী খাস আপীলে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিবার হুকুম হইয়াছে এবিধায় আমি এই সকল মোকর্দ্দমাও এই অভিপ্রায়ে ফেরৎ পাঠাইতে চাহি যে বাদী যে তিতিম্মা অরজী দাখিল করিবার ইচ্ছা করে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক দাখিল করিয়া লওয়া হয় ও সেই আরজির লিখিত প্রতিবাদির নিকট হইতে এক জওয়াব লওয়া হয় ও পশ্চাৎ মিছিল সংক্রান্ত সমস্ত পক্ষদিগের উপস্থিতে রীতিমত তদন্তের পর মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হয় ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ জুন। ইং ১১৫৭ পৃষ্ঠা

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৪৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র রায় বাহাদুরের ১৮৫৪ সালের ১ আগষ্ট তারিখের ডিক্রী বাহালে ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত জি, জি মেকিন্টস সাহেবের ১৮৫৫ সালের ২৯ মে তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

হরনাথ চট্টোপাধ্যায় (একজন প্রতিবাদী)—আপেলাণ্ট।

হরচন্দ্র বসু প্রভৃতি (বাদীগণ) ও মোসম্মাৎ শ্রীমতী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়-আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

মৌলবী মহম্মদ হোসেন———— } রেস্পাণ্ডেণ্ট বাবু হরচন্দ্র বসু ও বাবু তিনকড়ি বসুর পক্ষ উকীল।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত———— } রেস্পাণ্ডেণ্ট দুর্গাপ্রসাদ বসুর পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৭ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে অত্র মোকদ্দমা খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবের রায়। "বাদী যে কএক বিঘা লাখেরাজ ভূমি হইতে ঐ তালুকের জমীদারকর্তৃক বলপূর্ব্বক বেদখল হওয়ার প্রসঙ্গ করে সেই ভূমি পুনর্দখলের প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত হয়। ঐ ভূমি যে লাখেরাজ ছিল কি

জমীদার যে বাদীকে বেদখল করিয়াছিল তাহা ঐ জমীদার অস্বীকার করিয়াছে। সে ॥৹ কাঠা বাদে অবশিষ্ট সমুদয় ভূমি আবহমান আপন মালের জমীর অংশ ছিল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল। রিপোর্টের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ হয় নাই ও তাহা আদ্যোপান্ত বাদির নিষ্কর দখলের দাবি সম্বন্ধে এক সামান্য বেদখলের মোকদ্দমার ন্যায় বিচার হইয়া আসিয়াছে।

অধীন আদালত দ্বয় বেদখলের বিষয় প্রমাণ হওয়াতে বাদীকে এক ডিক্রী দেন।

"খাস আপীলে এই ওজর করে যে প্রথমতঃ এই বিষয়ে রিপোর্ট হইবার জন্য ৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধানানুসারে এই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করা কর্ত্তব্য ছিল এবং দ্বিতীয়ত ১৮৫৫ সালের ৮ মার্চ তারিখে মঙ্গল দাস গোস্বামির নিষ্পন্ন মোকদ্দমার নজীর অনুসারে বাদির পক্ষ হইতে তাহার লাখেরাজ স্বত্বের কোন প্রমাণ না লইয়া এই মোকদ্দমা চালাইতে দেওয়া উচিত ছিলনা।

"আপেলান্টের প্রসঙ্গ অনুসারে কামাল এজলাসের সমস্ত হাকীমান উল্লেখিত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাতে এক লাখেরাজদার যে বলপূর্ব্বক আপন লাখেরাজ হইতে বেদখল হইয়াছে সে পুনর্দখলের প্রার্থনায় নালিশবন্দ হইলে তাহার লাখেরাজ স্বত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক কিনা তাহার মীমাংসা জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেবের রায়। "আমি এই খাস আপীল গ্রহণ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু অত্র মোকদ্দমায় বিরোধীয় বিষয় উল্লেখিত নজীর দ্বারা নিষ্পত্তি হওয়া বিবেচনায় জজ সাহেবের ফয়সলা অন্যথা করা কর্ত্তব্য কিনহে তাহার মীমাংসা জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে চাহি"।

বিচার।

বাদী বাঙ্গালা ১২৪৭ সালের বৈশাখ মাহায় ১৩/৪ বিঘা লাখেরাজ ভূমি হইতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়া তাহা পুনর্দখল পাইবার দাবি করে। তাহার পক্ষে এই বাদানুবাদ করে যে ঐ ভূমি ১০০/ বিঘার অতিরিক্ত এক জায়দাদের এক সনন্দের অংশ বলিয়া তাহা একবার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেআপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু খাস কমিসনর সাহেবের নিকট আপীল করায় ঐ মোকদ্দমা পুনর্বিচার জন্য ফেরৎ পাঠান হয় তাহাতে খাস ডিপুটী কালেক্টর ঐ ভূমি ৫০/ বিঘার ন্যূন পরিমাণ থাকায় ঐ জমী খালাস দেন; ইহাতে এমতাবস্থায় প্রতিবাদীগণের ইচ্ছা হইলে তাহারা ঐ জমী বাজেআপ্তের জন্য যে নালিশ করিতে পারে তাহা স্বীকার করিলেও তথাপি যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ভূমি ঐরূপ বাজেআপ্ত না হয় বাদী ঐ সকল জমী সেইকাল পর্য্যন্ত দখল করিবার অধিকারী ও বাস্তবিক তাহারা বাজেআপ্তের পরও ঐ দখল রাখিতে পারে আর বাদী কোম্পানী বাহাদুরের আমল হইবার পূর্ব্ব হইতে আবহমান যে ভূমি লাখেরাজ স্বরূপ দখল করিয়া আসিয়াছে উপস্থিত নালিশ সেই ভূমির দখল জন্য কেবল সরহদ্দ ঘটিত বিরোধ মাত্র। পক্ষান্তর প্রতিবাদির পক্ষ এই বাদানুবাদ করিয়াছে যে বাদী ঐ ভূমি লাখেরাজ বলিয়া দাবি করে ইহাতে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে এক তদারক করা প্রয়োজন ও বাদী ঐ ভূমির সালিয়ানা জমার অষ্টাদশ গুণ পরিমাণ দাবির মূল্য ধার্য্য করিয়াছে, অধিকন্তু সে ১৭৯০ সালের পূর্ব্বে যে দখল রাখিয়াছিল সে তাহা দর্শাইতে পারে নাই ইহাতে তাহার প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বেদখল হওয়া স্বীকার করিলেও তাহা ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারানুসারে সম্যক রূপে আইন সঙ্গত হইতেছে। আমাদিগের স্পষ্ট অভিপ্রায় হইতেছে

যে যখন কোন জমীদার ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারানুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে যে ব্যক্তি সিদ্ধ লাখেরাজ ভূমি দখলের দাবি করে তাহাকে বেদখল করিয়া থাকে সেস্থলে মোকদ্দমার সূক্ষ্ম ইশু উত্থাপন জন্য জমীদারের ঐ ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করাই স্পষ্ট ব্যক্ত করা আবশ্যক। ঐ আইনের এই ধারার পূর্ব্বে কোন উল্লেখ করে নাই। অতএব আমরা এক্ষণে প্রতিবাদীকে খাস আপীলে ঐ ধারার ওজর করিতে দিতে পারি না। এই মোকদ্দমার বাদানুবাদ অনুযায়ী উপস্থিত বিরোধীয় বিষয় আমাদিগের বিবেচনায় বিবাদীদিগের মধ্যে কেবল সরহদ্দ ঘটিত সামান্য বিরোধ মাত্র। বাদী খাস আপেলাণ্ট ঐ ভূমি আপন লাখেরাজ মহলের অংশ বলিয়া দাওয়া করে ও সে কহে সরকারী কার্য্যকারক ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হইতে খালাস দিয়াছিলেন ও সে স্মরণাতীত কাল হইতে ঐ ভূমির দখলীকার ছিল ও প্রতিবাদীগণ ঐ জমী তাহাদিগের খেরাজী জায়দাদের অংশ বলিয়া তাহাতে দাবি করে, ঐ লাখেরাজ হকের সিদ্ধতার বিষয়ে কোন বিরোধ নাই, ঐ লাখেরাজ সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ হইতে পারে। বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী কেবল আইন সঙ্গত দলীল ও বহুকালের দখলের প্রমাণ সত্ত্বে জমীদারের বাজেআপ্ত করণের স্বত্বের প্রতি কোন হানি না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে এই সকল ভূমি দোষ রহিত লাখেরাজ স্বরূপ দখল রাখিবার দাবি করে আর ঐ ভূমি ১৭৯০ সালের পূর্ব্বের প্রদত্ত অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজেআপ্ত হইলেও বাদী সেই দখল রাখিবার অধিকারী হইবেক। আমরা দৃষ্ট করিতেছি যে সর্টিফিকেটের লিখিত মোকদ্দমার অবস্থা সকল উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থার সহিত একই প্রকার নহে। উপরোক্ত ভাবানুসারে আমরা অধীন আদালতের ন্সার উপর হস্তার্পণ করিবার কোন কারণ না দেখিয়া খরচাসহ খাস আপীল ডিসমিস করিলাম ইতি।

প্রতিপক্ষের উকীল আদালতে জানাইলেন যে নীচের আদালতের ডিক্রী এই রূপ সংশোধিত হইলেক তিনি সন্তুষ্ট আছেন অতএব হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন যে টাকার ডিক্রী দিয়াছেন তাহা বাহাল করা যায় কিন্তু উপরোক্ত বন্দোবস্ত বিষয়ে ফেগুশু সাহেব আপন কন্যার অলী ও অছির স্বরূপ যে তমসুক লিখিয়া দেন তাহার শর্ত্তানুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তি যে পর্য্যন্ত দায়ী হয় সেই পর্য্যন্ত ডিক্রীদার প্রথমে তাহাই নিলাম করাইয়া ডিক্রির টাকা আদায় করণের চেষ্টা করিবে তৎপরে টাকা বাকী থাকিলে তাহা ফেগুশু সাহেবের নিকট আদায় করিয়া লইবেক এবং এই রূপে ডিক্রির তাবৎ টাকা আদায় হইবেক। খরচা আপেলাণ্টের জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ২৭৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সাহাবাদের জজ শ্রীযুক্ত এ, সিটেল জেল সাহেবের ১৮৫৬ সাল ১৪ জানুয়ারি তারিখের এক নিষ্পত্তির অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

সেখ আফীতুল্লা (বাদী) ———————————— আপেলাণ্ট।

শম্ভুনাথ, খাজা মহম্মদ মোহিনী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) - রেস্পণ্ডেণ্টগণ।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হোসেন ———————— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মুনসী আমীর আলী— রেস্পণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

কোং ৭৭৮৯ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

কোন মোকররী স্বত্ব হইতে প্রতিবাদীকে বেদখল করণ জন্য তালুক কএলার নিলাম খরিদারান এই হেতুকে এই নালিশ উপস্থিত করে যে প্রতিবাদী যে পাট্টা নুনারী দখলী কার তাহা নিলাম খরিদার অর্থাৎ তাহাদিগের বিরুদ্ধে বলবৎ হইতে পারে না আর প্রতিবাদির প্রতি ইস্তাহার জারী করিয়া খাজানা বৃদ্ধি করণের স্বত্বের প্রতি প্রতিবাদী আপত্তি করাতে তাহারা প্রতিবাদীকে একেবারে বেদখল করণের ও বাদীগণের বিনা সম্মতিক্রমে সে ব্যক্তি যে কাল দখলীকার ছিল তাহার ওয়াসিলাৎ পাওনের স্বত্বের প্রতি দাবি রাখে।

প্রতিবাদী অন্যান্য আপত্তির মধ্যে এই এক আপত্তি করে যে বাদীগণ ঐ পাট্টা রদ অথবা ভূমির প্রতি কর বৃদ্ধি করিতে পারে না তদ্বিষয়ে জজ সাহেব এই রায় দেন যে প্রতিবাদী যে মোকররী পাট্টা বুনিয়াদে দখলীকার তাহা শুদ্ধ হিজরি সনের ১ রমজান

কোন প্রতিবন্ধক ঘটিবেক না। কিন্তু বিরোধীয় হকুক যে ১০ সালা বন্দোবস্ত কালীন ছিল তাহা সপ্রমাণ হওয়াতে এবং ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারা মতে যে ব্যক্তি জমা বৃদ্ধি জন্য নালিশ করে তাহারই প্রতি সেইরূপ জমা বৃদ্ধি করণের অর্থ সাব্যস্ত করণের ভারপাকায় বেদখল করণ জন্য যে এই নালিশ উপস্থিত হয় তাহা ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার বিধানের বিপরীত হইবায় অগ্রাহ্য হইল।

১১৯২ সাল অর্থাৎ ১০ সালা বন্দোবস্তের ২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে একেতু ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার লিখিত বর্জ্জনীয় স্থল সকলের মধ্যে ইহা একটা স্থল নহে সুতরাং তাহা রদ হওনেরযোগ্য ও প্রতিবাদী আপন দখলী ভূমি হইতে বেদখল হইবেক হাকীম মৌসুফ তদনুযায়ী ডিক্রী দিয়াছেন।

আপেলান্টের উকীল আমাদিগের সমক্ষে দুইটা ইস্যু উত্থাপন করেন একটা ইস্যু ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ খাটার প্রতি এই বলিয়া দর্শান হয় যে উক্ত মোকররী পাট্টা রদের জন্য এই নালিশ উপস্থিত হওয়ার ৬০ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে তাহা দেওয়া হয় একেতু স্বত্বের আদি দোষ জন্য এত কাল পরে এরূপ নালিশের হেতু বিষয়ে আদালত হায় তদন্ত করিতে পারেন না দ্বিতীয় ইস্যু এই যে নীচের আদালতের নিষ্পত্তিতে এরূপ প্রকাশ হইতেছে যে ঐ মোকররী পাট্টার তারিখ দৃষ্টে তাহা ১০ সালা বন্দোবস্তের সময়ে ছিল অতএব প্রতিবাদী বেদখল হওনের যোগ্য বলিয়া আদালত রায় দিতে পারেন না কেননা ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারার ২ প্রকরণের বিধান সকলে এই আদেশ আছে যে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতু সকল জন্য এরূপ হকুক হায়ের কর বৃদ্ধি হওয়া কর্ত্তব্য এরূপ প্রমাণ না হইলে সে তাবৎ হকুক রেহাই দিতে হইবে কিন্তু এরূপ প্রমাণ বাদী আমলেই দর্শাইতে পারে নাই।

১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ খাটা বিষয়ে আমাদিগের রায় এই যে নিলাম খরিদার খরিদের তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে নালিশ উপস্থিত করিলে তাহার খরিদা সম্পত্তির কোন প্রজার উত্থাপিত স্বত্বের সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করণ বিষয় তামাদী আইনানুযায়ী তাহার প্রতি বাধা ঘটিবেক না সুতরাং এরূপ নালিশে এই কথার বিচার করিতে হইবেক যে ১৮৪৫ সালের ১ আক্টের ২৬ ধারানুযায়ী স্বেচ্ছানুযায়ী কর বৃদ্ধি ও বেদখল করণ পক্ষে নিলাম খরিদার যে ক্ষমতা রাখে ও যাহা সাধারণে স্বীকার করে তাহার বিপরীত কোন স্বত্ত্ব সিদ্ধ কি না অতএব এরূপ তাবৎ মোকদ্দমাহায়ে যে রূপ হইয়া থাকে এ মোকদ্দমার সূক্ষ্ম এই বিষয় বিচার্য্য হইতেছে যে প্রজার পক্ষে কোন আশ্রয় আছে কি না কেননা নিলাম খরিদারের হস্তক্ষেপণ করণের যে স্বত্ত্ব আছে তাহার সন্দেহ নাই আর উল্লেখিত আইনের বিধানের দ্বারা প্রতিবাদীগণ মোকররী পাট্টানুযায়ী বহুদিবস অবিবাদে দখলীকার থাকাতে তাহাদিগের প্রতি যে আবহমান প্রসিদ্ধ স্বত্ত্ব অর্পিত হয় সুদ্ধ তদ্দৃষ্টেই উক্ত আইন বিশেষ রূপে খাটে কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইবেক সুদ্ধ ধনাতীত জন্য আপন দাবি উত্থাপন করণে বাদির স্বত্ত্বের প্রতি যে বাধা ঘটে তদ্দৃষ্টে নহে।

আপেলান্টের উকীলগণ এই তর্ক করেন যে যে অভিপ্রায়ে কোন স্বত্ত্ব সৃজিত হয় সেই অভিপ্রায় জন্য তাহা দৃষ্টতঃ প্রচুর হইলেও তাহা আদৌ যদিস্যাৎ দূষ্য হয় ও অনিয়ম অথবা অসম্পূর্ণতা হেতুতে তৎপ্রতি যদিস্যাৎ আপত্তি হইতে পারে এমত হয় তাহা হইলেও ৬০ বৎসরগত হওয়াতে সেই স্বত্ত্ব এরূপ সম্পূর্ণ হয় যে তাহার মাতবরির প্রতি কোন আপত্তি হইতে পারে না সুতরাং এ মোকদ্দমায় এই মোকররী পাট্টার প্রতি যে কোন দোষ ন্যায়মত আরোপ করা যাইতে পারে তাহা কালাতীত জন্য সম্পূর্ণ রূপ শোধরান হইয়াছে এবং যদিও ঐ পাট্টা যৎকালীন দেওয়া হয় তৎকালীন তাহা এরূপ প্রচুর ছিলনা যে তদ্দ্বারা পাট্টাগ্রহীতাকে পাট্টাই স্বত্ত্বের চিরকাল ভোগদান রাখিতে

ারে তথাপি সেই পাট্টার সর্ত্তানুযায়ী ৬০ বৎসরের অধিককাল সেই সকল স্বত্ত্ব ভোগ ান থাকাতে ১৮০৫ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের বিশেষ আদেশ মতে তাবৎ চিরস্থায়ী হইয়াছে এবং লোপ হইতে পারে না।

৬০ বৎসরগত হইলে পর উক্ত আইনের প্রকৃত রূপে বিশেষ আবহমান প্রসিদ্ধ স্বত্ত্ব র্পণ করে কি না এই তকরারি বিষয়ের প্রতি এক্ষণে প্রবর্ত্ত না হইয়া আমরা এই রায় তেছি যে যে দাতা হইতে কোন দোষ বিশিষ্ট স্বত্ত্বের উৎপত্তি হয় তিনি যাহা দিতে ারিবেন এবং যাহা গ্রহীতা তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে পারে উক্ত াইনের বিশেষ আদেশ দ্বারা সুদ্ধ তাহাই অর্পিত হয় যে অনিয়ম অথবা দোষের ি আদৌ দৃষ্টি করা হয় নাই আইনের দ্বারা তাহা এই পর্য্যন্ত বোধগম্য হয় যে ান বিশেষ সময় গত হইলে পর তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইবেক যে এরূপ কোন দোষ ল না কিন্তু পাট্টাদির দ্বারা কোন সম্পত্তির প্রতি দায় সৃজন করণে আমরা এই রায় ই যে ১০ সালা বন্দোবস্তের পরে এই রূপ যে সকল দায় সৃজিত হয় সেতাবৎ ১৮৪৫ লের ১ আকটের ২৬ ধারা দ্বারা সম্পত্তি নিলাম হইলে বিশেষ আইনের দ্বারা রদের াগ্য বলা হয় সুতরাং যে কোন মূল হইতে সেতাবতের উৎপত্তি হউক অর্থাৎ সাবেক লীকের স্বীকৃত কার্য্য অথবা তামাদী আইনানুসারে কোন ব্যক্তির অমনোযোগ জন্য রস্থায়ী হইয়াছে এরূপ বলা হইলেও ঐ সকল স্বত্ত্ব উপরোক্ত আইনের তুল্যরূপে ধীন হইবে এবং উক্ত আইনে যে সকল বর্জ্জনীয় স্থলের পক্ষে আশ্রয় প্রদান করে াহার অন্তর্গত না হইলে সেই আইনের সাধারণ বিধি হইতে কখনই রেহাই ইতে পারে না যদিস্যাৎ এইমত ঠিক হয় অর্থাৎ যাহা আমরা ঠিক বিবেচনা করিতেছি াহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আদৌ যে হকুক চিরস্থায়ী বলিয়া পাওনা হয় াহ তাহা মালীকের কার্য্যের দ্বারা যে রূপ চিরস্থায়ী হইতে পারে উক্ত বিশেষ াবহমান স্বত্ত্বের দ্বারা সেই রূপ কায়েমী হইবেক অতএব সুদ্ধ এই বিষয়ের বিবে না আবশ্যক যে প্রতিবাদীগণ হে কাল মোকররী হকুকে দখলীকার আছে তাহার প্রতি ষ্টি না করিয়া সেই মোকররী হকুক উপরোক্ত ধারার লিখিত বর্জ্জনীয় স্থল সকলের ন্তর্গত কি না।

উহাতে দ্বিতীয় উত্তর মীমাংসা হইবেক নীচের আদালত বিবেচনা করেন যে ইংরাজী ১৮৮ সালে অর্থাৎ ১৭৯০ সালের ১০ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ঐ হকুক স্থাপিত হয় আমরা দেখিতেছি বাদীগণ ঐ পাট্টা প্রকৃত না থাকা কহে কিন্তু মিছিলে এমত কিছুই ষ্ট হয় না যে তদ্দ্বারা ঐ এজাহার যথার্থ হইতে পারে অতএব জজ সাহেবের সহিত কা হইয়া আমরা এই রায় দিতেছি যে উহার তারিখ দৃষ্টে ঐ সম্পত্তির বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তাহা সৃজিত হয়।

এই রূপে উক্ত হকুক ২৬ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বর্জ্জনীয় স্থল সকলের অন্তর্গত হইতেছে অর্থাৎ যে সকল হকুক ১০ সালা বন্দোবস্ত কালীন ছিল ও যে তাবৎ ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতু জন্য কর বৃদ্ধি হওনের যোগ্য সাব্যস্ত হয় নাই অথবা সাব্যস্ত হইতে পারে না। এই ৫১ ধারা ৪৮ ধারার সহিত তাবৎ অধীন তালুক হায় সম্বন্ধীয় বিবেচনা করিতে হইবেক অর্থাৎ যে তাবৎ জমীদার ও অধীন তালুক দারগণের মধ্যে আদৌ যে বন্দোবস্ত হয় তাহার অধীন যে মোকররী পাট্টা এক্ষণে উপস্থিত তাহার সর্ত্ত দৃষ্টে বাদির পক্ষে কিছুই প্রমাণ হয় না এবং আমাদিগের বিবেচনায়

প্রতিবাদীগণ এরূপ সাব্যস্ত করিয়াছে যে তাহাদিগের হকুক ১০ সালা বন্দোবস্ত কালীন ছিল এস্থলে কর বৃদ্ধি করণের স্বত্ব সাব্যস্ত করণের ভার বাদির প্রতি বিবেচনা করিতে হইবেক কিন্তু এই মোকদ্দমা যাহা প্রজাকে বেদখল করণ জন্য উপস্থিত হয় তাহা উক্ত আইনের মজমুনের বহির্ভূত থাকা স্পষ্ট প্রকাশ অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এই নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করা কর্ত্তব্য।

বাদী যদিস্যাৎ এরূপ বিবেচনা করে যে কর বৃদ্ধি করণের স্বত্ব সে ব্যক্তি সাব্যস্ত করিতে পারিবেক তাহা হইলে একণে যে নালিশ ডিস্‌মিস্‌ হইল তাহাতে ঐ তকরার উপস্থিত না হইবার তজ্জন্য কর বৃদ্ধির এরূপ দাবির প্রতি কোন বাধা ঘটিবেক না।

অতএব এই নালিশ উভয় আদালতের খরচার সহিত বাদীগণের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্‌ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্‌।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৮৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত জে, ডি, কর্ট সাহেবের ১৮৫৪ সাল ২০ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বহালে জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেক-ডনল্ড সাহেব ১৮৫৫ সাল ৩০ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

হিরারাম মিশ্র ও বাবু বেনিমাধব সিংহ (বাদীগণ)—আপেলাণ্টগণ।
মঙ্গল রাউত (প্রতিবাদী)————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল
মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হুসেন————————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

আপীল অগ্রাহ্য হইলেক যেহেতুক বাদি কোন ভূমি মাল বলিয়া দাবি করে সেই ভূমি হইতে কস্মিন কালে যে কর আদায় হইয়াছিল তাহা প্রমাণ হয় নাই এবং ১৭৯৩ সালের

নীচের লিখিত সার্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১ জুন তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেবের সার্টিফিকিট। অত্র মোকদ্দমায় বাদী অর্থাৎ দরখাস্ত-কারীরা ১০/ বিঘা মালের জমী তাহার জমীদারি ভুক্ত ও তৎকালীন নূতন ভরাটী হওয়া করারে তাহার দখল পুনঃপ্রাপণ জন্য নালিশ করিলে প্রতিবাদী মঙ্গল রাউতের জওয়াবানুযায়ী নীচের আদালতহায় এই বিবেচনায় তাহার দাবি ডিস্‌মিস্‌ করেন যে ঐ জমী লাখেরাজ ২০৮ বিঘা জমীনের অংশ মাত্র ঐ ২০৮/ বিঘা জমীন ১৭৯৯ সাল হইতে সরকার বাহাদুর কএক জন তাতিকে দেন।

এই দরখাস্তে দরখাস্ত কারী এই প্রধান আপত্তি করে যে নীচের আদালত হায় সম্পূর্ণ তদন্ত না করিয়া উক্ত ভূমি লাখেরাজ থাকা কহিয়াছেন বিশেষতঃ তাঁহারা এরূপ গ্রহণ করেন যে খাস ডিপুটী কালেক্টরের ১৮৪০ সালের ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখের নিষ্পত্তিতে উক্ত ভূমি লাখেরাজ বলিয়া উল্লেখ হয় কিন্তু তাহার বিপরিত কেননা ডেপুটী

কালেক্টর মৌসুফ শুদ্ধ এই কারণে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ভূমি মজকুর বাজেআপ্ত করেন নাই যে সেই ভূমিতে ১০০/ বিঘার ন্যূন কএক খণ্ড ছিল তন্মধ্যে ১০/ বিঘায় ও ন্যূন ছিল এবং সেই ভূমি কর ধার্য্য হওয়া তালুকের সীমার অন্তর্গত।

কোন ভূমি খাস আপিল দান করা উক্ত ভূমি দান পাওয়া প্রতিবাদীর দখলে ছিল

খাস আপীলের উত্থাপিত এই সকল হেতু সম্বন্ধে আমার এই রায় হইতেছে যে নীচের আদালতহায় এই মোকদ্দমার তদন্ত করনে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন সেতাবৎ প্রকৃত রূপে দূষ্য বটে। এরূপ গ্রাহ্য হউক যে অনেক বৎসর হইল ২০৮/ বিঘা ভূমি কএক জন তাতিকে দেওয়া হয় এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতেছে যে এক্ষণকার বিরোধীয় ১০/ বিঘা ঐ অংশের শামিল কি না কিন্তু ডেপুটী কালেক্টরের উপরোক্ত রোবকারী দৃষ্টে ও রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলের স্বীকার মতে প্রকাশ হইতেছে যে উক্ত ২০৮/ বিঘা ভূমি এক দানভুক্ত নহে ভিন্ন২ তাতির মধ্যে ক্ষুদ্র২ অংশ বিতরণ করা হয় তন্মধ্যে ১০/ বিঘারও ন্যূন ছিল এরূপ সাধারণ রূপে স্থির হইয়াছে যে বিরোধীয় ভূমি উক্ত ২০৮/ বিঘার অন্তর্গত কিন্তু এই বিষয় পূর্ব্বাক্ষে তদন্ত করা উচিত ছিল যে প্রতিবাদী সেই ২০৮/ বিঘার কি পরিমাণ অংশে দখলীকার ছিল আর প্রতিবাদির পুরাতন সনন্দে শুদ্ধ বিরোধীয় ১০/ বিঘা ভূমি ছিল কি তাহা কেবল অংশ মাত্র।

এ বিষয়ে নীচের আদালতহায় কোন রায় দেন নাই এবং প্রতিবাদীও সাবেক লাখের রাজ ভূমির মধ্যে কি পরিমাণ অংশ তাহার নিজের তাহা কিছুই ব্যক্ত করে নাই। তাঁতিরা যে ভূমিতে দখলীকার ছিল তাহার সমুদয় এক্ষণে বিচার্য্য নহে এবং নীচের আদালতের তদন্ত অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে কেননা বিরোধীয় ভূমি আদৌ যে প্রতিবাদীকে দেওয়া হয় তাহা মীমাংসা না করিয়া ও সে ব্যক্তি কি পরিমাণ পাওনের যোগ্য তাহা প্রতিবাদির প্রমুখাৎ না শুনিয়া ভূমি মজকুর তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। নীচের আদালতহায় কর্তৃক যে কিছু দর্শিত হইয়াছে তাহাতে এরূপ হইতে পারে যে তাঁহারা তাহাকে ১০/ বিঘা দিয়াছেন কিন্তু তাহার অংশ ৫/ বিঘার অধিক নহে। আমি আরো দেখিতেছি প্রতিবাদী কহে যে যে ২০৮/ বিঘা আদৌ দেওয়া হয় তাহাতে সিকস্তির পরিবর্তে ২৫ বিঘা চর ভূমি পয়স্তি হইয়াছে কিন্তু নীচের আদালতহায়ের নিষ্পত্তিতে এরূপ প্রকাশ নাই যে বিরোধীয় জমীন ঐ ২৫/ বিঘা জমীনের অংশ ছিল কি প্রতিবাদী স্বয়ং ঐ ২৫/ বিঘা জমীনের কোন অংশে দখলীকার আছে এবং যদিস্যাৎ এরূপ হয় তাহা হইলে কি হেতুতে বাদী ঐ নূতন পয়স্তী জমীনে দখলীকার না হইয়া তিনি অর্থাৎ প্রতিবাদী দখলীকার হইবেন।

"এই সকল কারণে আমি এই বিষয় বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করি যে যে উক্তির প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ তদন্ত পরে হইয়াছে কি না।"

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেবের সর্টিফিকেট। আমি এ রায়ে ঐক্য হইতে পারে না কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ হইতেছে যে নীচের আদালত যথার্থ ইন্সুর বিচার করিয়া তাহাতে স্পষ্ট রায় প্রকাশ করিয়াছেন ও আবশ্যকীয় তাবৎ বিচার্য্য বিষয় ইস্তুর অন্তর্গত হইতেছে।

বাদী নূতন পয়স্তী ১০/ বিঘা জমীন তাহার জমীদারি ভুক্ত করারে ঐ জমীনের মালীক স্বরূপ দখল পুনঃ প্রাপণ জন্য এই নালিশ করিয়াছেন কেননা জমীমজকুর হইতে তিনি ১৮৪০ সালের ৪ আকুট মোতাবেক বেদখল হয়েন।

প্রতিবাদী এই রূপ প্রকাশ করে যে এই ১০/ বিঘা জমীন ২০৮/ বিঘা জমীনের অংশ মাত্র যাহা সরকার বাহাদুর কর্তৃক ১৭৯৯ সালে কতকগুলিন তাতিকে নিষ্কর রূপে দান করা হইয়াছে।

আর নীচের আদালত ২০৮/ বিঘা জমীন ঐ রূপ দখল করার যথার্থতার বিষয়ে খাস ডিপুটী কালেক্টরের এক ফয়সলা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা প্রকাশ যে ঐ ভূমি ক্ষুদ্র২ খণ্ডে দখলীকার ব্যক্তিদিগকে বাস্তবিক দেওয়া হয় এবং কর ধার্য্য হওয়া তালুকের অন্তর্গত হওয়াতে তাহা বাকেআপ্তী জন্য সরকার বাহাদুর নালিশ করিতে পারেন না।

অতএব ভূমি মজকুর এরূপ যে দান করা হইয়াছিল তাহা স্থির করিয়া বিরোধীয় ১০/ বিঘা তাহার শামিল কিম্বা নীচের আদালতহায় এই বিষয়ের তদন্তে প্রবর্ত্ত হওত এই স্থির করেন যে ভূমি মজকুর সেই রূপ অন্তর্গত বটে অতএব বাদী মালের ভূমি বলিয়া তৎপ্রতি যে দাবি করে তাহা ডিসমিস করিয়াছেন।

খাস আপীলে এই আপত্তি হইতেছে যে নীচের আদালত উক্ত ভূমি লাখরাজ বলিয়া রায় দেন অতএব ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার বিধান মতে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত ছিল।

এই আপত্তি প্রথম আপীল আদালতে উত্থাপিত হয় নাই তদ্ভিন্ন আমার বিবেচনায় তাহা আসলেই খাটে না যে তকরার উপস্থিত হব ও যাহা এমোকদ্দমার বিচার্য্য হইতেছে তাহা লাখেরাজদার স্বরূপ দখল করণ পক্ষে প্রতিবাদিগণের স্বত্ত্ব আছে কি না তৎসম্বন্ধীয় নহে সে তকরার এই যে যে ২০৮/ বিঘা দান করা হয় উক্ত ১০/ বিঘা তাহার অংশ কি না আর ঐ স্বত্ত্ব ঘটিত আপত্তি তকরার স্থলে আনা জমীদারের স্বেচ্ছাধীন ছিল কিন্তু তাঁহা না করিয়া আপন সীমা সরহদ্দ ভুক্ত বলিয়া জমীদার ভূমির প্রতি দাবি করেন তাহাতে ঐ রূপ সরহদ্দ ভুক্ত না থাকা পক্ষে নীচের আদালতহায় নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

অতএব আমার বিবেচনায় নীচের আদালতের তদন্তে কোন অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয় না। প্রতিবাদী ৫০/ বা ৫/ বিঘাতে দখলীকার নীচের আদালতহায় যে রূপ স্থির করিয়াছেন সে রূপ যদিস্যাৎ প্রমাণ হয় যে উক্ত ভূমি ২০৮/ বিঘার শামিল ও তৎপ্রতি জমীদারাণের এপর্য্যন্ত মালিকী স্বত্ত্ব ছিল না তাহা হইলে এই জমি সম্বন্ধে তদ্দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না।

অতএব আমার সঙ্গি হাকিম যে কথা পুনঃ বিবেচনা জন্য প্রস্তাব করিতেছেন তদ্দ্বারা আমার বিবেচনায় এই মোকদ্দমায় লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যথার্থ বিবাদ মীমাংসা হয় না। ও বাস্তবিক প্রতিবাদী কি পরিমাণ ভূমিতে দখলীকার তাহার প্রমাণ যদিস্যাৎ প্রতিবাদীর স্থানে তলব করা যায় এবং সেই বুনিয়াদেই বাদির স্বত্ত্ব যদিস্যাৎ মীমাংসা করিতে হয় তাহা হইলে বিরোধীয় ভূমি উক্ত ২০৮/ বিঘার অন্তর্গত কি না তাহা ব্যক্ত হইবেক না অথচ তাহাই এই মোকদ্দমার মূল বিষয় হইতেছে।

আমার বিবেচনায় খাস আপীল গ্রাহ্য করা উচিত নহে।

বিচার।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের রায়। বাদী এই প্রকারে নালিশ করে যে তাহার মালের কোন ভূমি হইতে প্রতিবাদী তাহাকে বেদখল করিয়াছে তাহাতে নীচের আদালতহায় এই স্থির করেন যে বিরোধীয় ভূমি হইতে কখন খাজানা আদায় হওয়া অর্থাৎ যে বুনিয়াদে বাদী নালিশ করে তাহা সে ব্যক্তি আসলেই সাব্যস্ত করিতে পারে নাই এবং তাঁহাদিগের বিবেচনায় প্রতিবাদী এরূপ স্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছে যে সে ব্যক্তি ভূমি মজকুরে প্রকৃত রূপ দখলীকার বটে এবং ১৭৯৯ সালে যে ২০৮/ বিঘা ভূমি কএক জন তাঁতিকে নিষ্কর রূপে দান করা হয় বিরোধীয় ভূমি তাহার শামিল।

কোন আইনের তকরার জন্য অথবা নীচের আদালত সমক্ষে যে গওয়াহি দর্শিত হয় তাহা প্রকারান্তর বুঝিবার অথবা ভুল বশতঃ নীচের আদালতের ফয়সলা যে অসম্পূর্ণ অথবা দূষ্য হইয়াছে এরূপ কোন বুনিয়াদে সেই ফয়সলার প্রতি হস্ত ক্ষেপণ করণের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না অতএব আমরা এই খাস আপীল বায় সহ ডিস্‌মিস্ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেবের রায়। এই বিষয়ে আরো তর্ক শুনিয়া আমার এই বিবেচনা হইতেছে যে এই আপীল গ্রাহ্য করণের যে সকল হেতু লিখিত হইয়াছে তাহাতে নীচের আদালতের নিষ্পত্তির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ ও বিচার্য্য বিষয়ের আরো ঠিক মীমাংসা জন্য মোকদ্দমা ফেরত্‌ পাঠান কর্ত্তব্য।

খাস আপেলাণ্ট মৌজা চাম্পা নগরের জমীদার। ঐ মৌজা কাএমী বন্দোবস্তী তালুক বাদীগণ কহে যে দাবিকৃত ভূমি ঐ তালুকের শামিল ফলতঃ বিরোধীয় ভূমি যে মৌজা চাম্পা নগরে স্থিত প্রতিবাদী এ কথা অস্বীকার করে না খাস আপীলে সে ব্যক্তি এই আপত্তি করে যে ১৭৯৯ সালে ২০৮/ বিঘা ভূমি কএক জন তাঁতিকে নিষ্কর রূপে দান করা হয় ও দাবিকৃত ১০/ বিঘা তাহারই শামিল। প্রতিবাদী কহে যে কএক জন তাঁতি ঐ জমী ১৭৯৯ সালে পায় কিন্তু তাহাদিগের নাম অথবা ভূমির সংখ্যা কহে না অথবা কোন দান ভুক্ত বিরোধীয় ভূমি তাহাও ব্যক্ত করে না। এরূপ স্বীকার করা হয় যে ১৭৯৯ সালে যে ভূমি দান করা হইয়াছিল তাহা এক সনদ ভুক্ত নহে অনেক সনন্দ ভুক্ত বটে কিন্তু প্রতিবাদী অথবা নীচের আদালত হায় আপনাদিগের নিষ্পত্তিতে প্রতিবাদির দখলী ভূমি পৃথক করিতে চেষ্টা করেন নাই এবং আমার বিবেচনায় ১৭৯৯ সালে এত ভূমি দেওয়া হইয়াছে ও যে ভূমি আদৌ বণ্টন করা হয় বিরোধীয় ভূমি তাহার অন্তর্গত সুদ্ধ এরূপ এজহারে এরূপ স্পষ্ট প্রকাশ হয় না যে রীতিমত তদন্ত হইয়াছে ও তজ্জন্য বিরোধীয় ভূমি জমা ধার্য্য হওয়া মহলের অংশ না হওয়া এবং অনিশ্চিত পরিমাণে তাহা কোন এক জন তাঁতি যাহার নাম প্রকাশ নাই তাহাকে সরকার বাহাদুর দান করা পক্ষে নীচের আদালত যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা ন্যায্য হইয়াছে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৯১ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি নলছিটার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি বসুর ১৮৫৪ সাল ১৮ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৫ সালের ১৬ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

চন্দ্র কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি (বাদীগণ) ——————আপেলান্টগণ।
সেখ ভোলাই প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু বংশীবদন মিত্র ——————————আপেলান্ট গণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় —————————} সত্যচরণ ঘোষালের পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়———————সেখ ভোলাইর পক্ষ উকীল।

দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মুনসেফ বাকী খাজানার ডিক্রী দেন তাহাতে যে কবুলিয়ত বুনিয়াদে নালিশ হয় তাহা সপ্রমাণ না হওয়া ও বলবৎ না থাকা আপীল আদালত স্থির করেন এস্থলে সুদ্ধ এক জন প্রতিবাদির আপীল মতে মুনসেফ মৌসুফের সমুদয় নিষ্পত্তি রদ করণের ক্ষমতা আপীল আদা

শ্রীযুক্ত এইচ, টি. রেকস ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১০ জুন তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

ভোলাই ও মুঙ্গাইর লিখিয়া দেওয়া এক কবুলিয়ত বুনিয়াদে বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিলে মুনসেফ তাহার বিচার করিয়া বাদির পক্ষে উভয়ের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন সেই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে সুদ্ধ ভোলাই প্রধান সদর আমীন সমীপে আপীল করাতে হাকীম মৌসুক উভয় প্রতিবাদির বিরুদ্ধে মুনসেফের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা রদ করেন তৎকালে তৃতীয় এক ব্যক্তি যে মোকদ্দমায় এক জন প্রতিবাদী ছিল না সে ব্যক্তিও দ্বিতীয় একটা আপীল উপস্থিত করে।

অতএব মুনসেফের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে মুঙ্গাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপীল করে নাই তৎসম্বন্ধে মুনসেফের নিষ্পত্তি বাহাল করা উচিত কি না তাহার বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

বিচার।

সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয়ে খাস আপেলান্টের পক্ষ উকীলের এজহার শ্রবণান্তে রেস্পাণ্ডেন্টগণের উকীলগণ এ আদালতের দুইটা ভিন্ন২ নিষ্পত্তি উল্লেখ করিলেন সেই সকল নিষ্পত্তিতে এই অবধারিত হয় যে যদিও তাবৎ প্রতিবাদীগণ আপীলে লিপ্ত না থাকুক তথাপি তাবতের বিরুদ্ধে প্রথম আদালত যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহা আপীল আদালত রদ করিতে পারেন প্রথম নিষ্পত্তির তারিখ ১৮৫২ সালের ১০ জুন ও দ্বিতীয় ১৮৫৩ সালের ফয়সলা বহির ২০২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে শেষোক্ত নিষ্পত্তিতে এই রায়

দেওয়া হয় যথা—"আমাদিগের রায় এই যে এক পাট্টার উপর সমুদয় মোকদ্দমার নির্ভর ও সেই পাট্টা নীচের আদালত প্রকৃত না থাকা স্থির করিয়াছেন এ স্থলে তাবৎ প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা মুদ্ধ এক জন প্রতিবাদির আপীল মতে রদ করণের ক্ষমতা জজ সাহেবের প্রতি ছিল"। উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন কর্তৃক এই অবধারিত হইয়াছে যে বাদী ভূমিতে দখলীকার থাকা অথবা তাহার দর্শিত কবুলিয়ত বুনিয়াদে কখন খাজানা প্রাপ্ত হওয়া এতাবৎ কিছুই সপ্রমাণ করিতে পারে নাই এহেতু উপরোক্ত নজীরানুযায়ী আমরা এই আপীল রায় সহ ডিসমিস করিলাম ইতি।

গতের স অবধারিত ইল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩০৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি লেচড়া গঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন দাসের ১৮৫৫ সাল ২ আগষ্ট তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মহম্মদ নাজীম খাঁ। ১৮৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রামমণি দাসী (প্রতিবাদিনী)——————আপেলান্ট।
গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি (বাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী, বাবু ভুবনমোহন রায় ও বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়——————} রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৬ জুন তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবের সর্টিফিকেট। এই দরখাস্তে কেবল তামাদী আইনের ওজরার উপস্থিত প্রধান সদর আমীন এই স্থির করিয়াছেন যে মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারা খাটিতেছে। দৃষ্ট হইতেছে যে কোন সম্পত্তির পুনঃপ্রাপণ জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় সেই সম্পত্তিতে উভয়ের পূর্ব্ব পুরুষ শিবশঙ্কর পুরুষ পক্ষে শেষ দখলীকার ছিল ও সেই দখলের প্রতি কখন আপত্তি হয় নাই শিবশঙ্করের মৃত্যু হইলে তাহার পত্নী জয়দুর্গা উত্তরাধিকারিণী হয়েন তাহার মৃত্যু হইলে বাদীগণ কহে যে তাহাদিগের সম্মতিতে উক্ত সম্পত্তি জয়দুর্গার কন্যা রাজেশ্বরী প্রাপ্ত হয়েন বাদীগণ কহে যে ১১৫১ সালে রাজেশ্বরীর মৃত্যু হয় সেই তারিখের পর তাহার পোষ্যপুত্র তঙ্কক ক্রমে দখলীকার হয়। আর প্রতিবাদীগণের এজহার মতে

ক মাত্রী
ন্দ্র জাতীয়ে
ন বিধবার
যারিসান
র্ত্তি কথ ন
তাহার কন্
র পুত্রের
ত্তী সম্পত্তি
নঃপ্রাপণজ্ঞ
নালিশ হই
বাদীগণ এই
নিয়াছে ৬:

প্রকাশ যে জয়দুর্গা ১২২৫ সালে রাজেশ্বরী বরাবর যে দানপত্র লিখিয়া দেন রাজেশ্বরী তদনুযায়ী বিরোধীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন প্রধান সদর আমীন সেই দলীল আইন বিরুদ্ধ বলিয়া এই রায় দেন যে বাদী ৬০ বৎসরের মধ্যে দাবি করিতে পারে।

অতএব আমি এই বিষয়ের বিচার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি যে প্রথমতঃ ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ মতে প্রধান সদর আমীনের লিখিত হেতু বাদীগণ আপনাদিগের আরজী অথবা জওয়াবল জওয়াবে এরূপ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছে কি না যে হাকীম মৌসুফ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা তদ্দৃষ্টে ন্যায্য হইতে পারে। দ্বিতীয় বাদীগণ আপনাদিগের আরজীতে রাজেশ্বরীর ভোগ দখল থাকা স্বীকার করাতে ১২৩৬ সালে জয়দুর্গার মৃত্যুর তারিখ হইতে ১২ বৎসর মধ্যে তাহাদিগের নালিশ করা কর্ত্তব্য কি না কেননা জয়দুর্গার মৃত্যু হইতে তাহারা আপনাদিগের নালিশের হেতু উৎপত্তি হওয়া কহে।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেবের সর্টিফিকেট। খাস আপীল গ্রাহ্য করণের প্রথম বিষয়ে আমার রায় এই যে বাদীগণের আরজির মজমুন দৃষ্টে হেবা নামার প্রতি আপত্তি করণের দায় হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইতেছে কেননা ঐ হেবা নামার বিষয় স্পষ্ট অজ্ঞাত থাকিয়া তাহারা নালিশবন্দ হয় ও কহে যে জয়দুর্গার মৃত্যুর পরে তাহার কন্যা রাসমণির দখলে তাঁহার খোরপোষ জন্য তাহাদিগের অনুমতি মতে বিরোধীয় সম্পত্তি থাকে কিন্তু ঐ রাসমণি যাহাকে পোষ্যপুত্র লয়েন বলা হয় তাহারই দখল সম্বন্ধীয় স্বত্বের প্রতিবাদীগণ আপত্তি করিয়া তাহাকে বেদখল করণ জন্য নালিশ করিয়াছে।

কেবল জওয়াবেই হেবা নামানুযায়ী রাসমণির আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে বাদীগণ ঐ দলীল জওয়াবল জওয়াবে অস্বীকার করে অতএব আরজী যে রূপ লিখিত ও জওয়াবল জওয়াবে আরজির প্রার্থনার যে রূপ পোষকতা করা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বাদীগণের পক্ষে আর কিছু অধিক করা যে আবশ্যক এমত কারণ দেখি না। বাদীগণ যদিস্যাৎ ঐ হেবা নামা থাকা স্বীকার করিয়া এত দিন পরে তাহার আইন সিদ্ধতার প্রতি দোষারোপ করতঃ নালিশবন্দ হইত তাহা হইলে আমার সঙ্গি হাকীম যে রূপ লেখেন আইনানুযায়ী কার্য্য করা আবশ্যক হইত কিন্তু বাদীগণের নালিশের অভিপ্রায় এরূপ নহে এবং তাহাদিগের নালিশের প্রতি আপত্তি করণ জন্য হেবা নামা সূত্রে জওয়াবে এই প্রথমবার ওজর দর্শিত হওয়া স্পষ্ট প্রকাশ।

প্রথম আদালত এই নিষ্পত্তি করেন যে বাদীগণের নালিশ সময় গতে রুজু হইয়াছে কেননা উক্ত হেবা নামা ছল অথবা বল ক্রমে যে পাওয়া হয় বাদীগণ এরূপ সাব্যস্ত করিতে পারে নাই।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন এই স্থির করেন যে কোন বিধবা আপন কন্যাকে কাহারো পৈতৃক সম্পত্তি শাস্ত্র মতে দান করিতে পারেন না এরূপ দান নিজেই অসিদ্ধ সুতরাং তৎসূত্রে দখলীকার থাকিলে তাহাকে তঞ্চক সূচক বলিতে হইবেক এহেতু সেই সম্পত্তিতে দখল পুনঃ প্রাপণ জন্য ৬০ বৎসর মধ্যে নালিশ হইতে পারে।

এ আদালত ১৮৪৯ সালের ৫ আপ্রিল তারিখের নিষ্পত্তিতে ১০২ পৃষ্ঠায় যে মূল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উক্ত নিষ্পত্তি তদনুযায়ী বটে যে ব্যক্তিকে এই দান করা হয় সে ব্যক্তি উক্ত বিধবার স্বামির কন্যা অতএব উক্ত নজীরে যে রূপ অবধারিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি এরূপ দান অসিদ্ধ থাকা ও তাহাতে কোন চিরস্থায়ী স্বত্ব হস্তান্তর হইতে না পারা অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন বিবেচনা করিতে হইবেক সুতরাং তৎসূত্রে এ পর্য্যন্ত যে

জর মধ্যে নালিশ করণের স্বত্বের প্রতি নির্ভরকরে যে খ কর স্থানে যে দানপত্র পাইয়াছে কহে তাহা তঞ্চক পাত্র এস্থলে অবধারিত হইল যে খ আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে ১২ বৎসরকাল ঐ দলীলানুযায়ী উক্ত ওয়ারিসানের সম্পত্তিতে দখলীকার থাকাতে এরূপ পৃথক স্বত্বানুযায়ী খর দখল বাদীগণের বিরুদ্ধ হইয়াছে ও ক অর্থাৎ দাতার মৃত্যুর তারিখ হইতে বাদীগণের নালিশের হেতু উৎপাপিত হয় ও তামাদী আইয়াম বিষয়ে ৬০ বৎসর যে নিয়ম আছে তাহা বাদীগণের মামেলায় খাটে না।

দখল ছিল তাহা তদ্রুপ স্থির নহে এবং আমার বিবেচনায় প্রধান সদর আমীন ন্যায় মতে সেই রূপ বিবেচনা করিয়াছেন ও এই দরখাস্ত না মঞ্জুর করা কর্ত্তব্য।

আদালতের অভিপ্রায়।

এই মোকদ্দমা অদ্য শুনানী জন্য পেশ হইলে খাস আপেলান্টের উকীল আদালতে জানাইলেন যে বাদীগণ আপনাদিগের আরজীতে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ মতে নালিশবন্দ হওয়া লেখে কেননা জয়দুর্গা আপন কন্যা রাজেশ্বরী অর্থাৎ যিনি প্রতিবাদীকে পোষ্যপুত্র লয়েন তাহার পক্ষে যে হেবানামা লিখিয়া দেন প্রতিবাদীগণ তৎসূত্রে দখলীকার থাকা যে এজহার করে বাদীগণ তাহা জ্ঞাত হইয়াছিল সুতরাং সর্টিফিকেটের লিখিত প্রথমবিষয় উকীল মৌসুফের বিবেচনায় বাহাল থাকিতে পারে না।

আর যে দ্বিতীয় বিষয়ের বিচার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য হয় তৎসম্বন্ধে আমাদিগের সমক্ষে যে আসল আরজী দর্শিত হইয়াছে তাহা পাঠে প্রকাশ পাইতেছে যে এ মোকদ্দমার তামাদী আইয়ামের তকরার সম্বন্ধে যে যথার্থ বিষয় আদালতের পক্ষে বিবেচনা করা উচিত তাহা বাদির এই এজহার হইতে উপস্থিত হয় অর্থাৎ বাদী কহে যে জয়দুর্গার কন্যা রাজেশ্বরী তাহার মাতা জয়দুর্গার মৃত্যু পরে বাদির পিতৃ পুরুষ অর্থাৎ যাহারা জয়দুর্গার মৃত্যু পরে যথার্থ ওয়ারিস ছিল তাহাদিগের সম্পূর্ণ সম্মতি ক্রমে বিরোধীয় সম্পত্তিতে দখলীকার থাকে সুতরাং রাজেশ্বরী আপন জীবদ্দশায় যে দখলীকারিণী ছিলেন তাহা বাদীগণের পক্ষে বিরুদ্ধ দখল বলা যায় না অতএব জয়দুর্গা প্রতিবাদির মাতাকে হেবা করা ও প্রতিবাদী তাহার ওয়ারিস বলিয়া বিরোধীয় সম্পত্তিতে অন্যায় ক্রমে যে দখলীকার ছিল তাহাতেই তাহাদিগের নালিশের হেতু উৎপত্তি হয় এবং সেই হেতুতেই তাহারা নালিশবন্দ হইয়াছে সুতরাং তাহাদিগের নালিশের হেতু ১২৫১ সালে রাজেশ্বরীর মৃত্যু কালীন উপস্থিত হয় তাহাতে সময় মধ্যে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবেক বাদির উক্ত এজহার মতে উকীল এই প্রস্তাব করিলেন যে আদালত এই বিষয়ের বিচার করিবেন অর্থাৎ বাদির এরূপ দর্শান কর্ত্তব্য কি না যে ১১৩৬ অর্থাৎ জয়দুর্গার মৃত্যুর তারিখ হইতে ১২৫১ সাল অর্থাৎ রাজেশ্বরীর মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত রাজেশ্বরী যে দখলীকারিণী ছিল তাহা বাদির পক্ষে প্রতিপক্ষ দখল নহে ও জয় দুর্গার স্বামির ওয়ারিসানের স্বত্বের বিরুদ্ধ ছিল না তদ্ধেতু রাজেশ্বরীর পুত্র বিরোধীয় সম্পত্তিতে দখলীকার হইলেই বাদির নালিশের হেতু উপস্থাপিত হয়।

আদালতের সমক্ষে যে আসল আরজী উপস্থিত তাহা পাঠ করিয়া যে প্রকার ও যে মজমুন প্রস্তাব করা হইল আদালত তদনুযায়ী সর্টিফিকেট সংশোধন করিয়া ও তৎপ্রতি উকীলদিগের তর্ক শ্রবণান্তে এই নিষ্পত্তি করিলেন যথা।

বিচার।

দৃষ্ট হইতেছে যে বাদীগণ সুদ্ধ এই এজহারে নালিশবন্দ হয় যে রাজেশ্বরী যত দিবস দখলীকারিণী ছিলেন তাহা তাহাদিগের সম্মতিতে ও রাজেশ্বরীর খোর পোষ জন্যই ছিল অতএব রাজেশ্বরী বাদীগণের ট্রষ্টিমাত্র ছিলেন এবং এ কথা সাব্যস্ত হইলে

বাদীগন যে পূর্ব্বে নালিশ করে নাই এরূপ দোষারোপ হইতে পারে না কিন্তু প্রতিবাদি রাজেশ্বরীর এরূপ অবস্থা অস্বীকার হইয়া কহে এবং প্রথম আদালত ও তাহা প্রকৃত বিবেচনা করিয়াছেন যে হেবানামা সূত্রেই রাজেশ্বরী দখলীকারিণী থাকে এবং রাজেশ্বরি জীবিতা থাকা কালীন অন্যান্য মোকদ্দমায় সেই দলীল দর্শিত হইয়াছিল ফলতঃ তাঁহার মৃত্যুর ১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ দলীলানুযায়ী দখলীকারিণী ছিলেন অতএব রাজেশ্বরীর দখল যে বাদীগণের অনুমতি ক্রমে ছিল না বাদীগণের বিরুদ্ধ ছিল এবং জয়দুর্গার মৃত্যুর পর অবধি বরাবর সেই রূপ বিরুদ্ধ ছিল আমরা এ কথা সাব্যস্ত হওয়া বিবেচনা করিতেছি অতএব তাহার মৃত্যুর তারিখ হইতেই এ বিষয়ে বাদির পূর্ব্ব পুরুষ দিগের বিরুদ্ধে তামাদী আইয়াম আরম্ভ হওয়া বলিতে হইবেক তাহাতে বাদীগণের নালিশের হেতু ১২৩৬ সালে উপস্থিত হওয়াতে বাদীগন বহুকাল পরে নালিশ করিয়াছে।

বাদীগণ যে রূপ কহে তাহার অনেক পূর্ব্বে এই নালিশের হেতু উত্থাপিত হওয় মীমাংসা হইতেছে এবং বাদীগণের এজহার প্রমাণ রাজেশ্বরীর দখল যে তৎপক্ষ ক্রমে ছিল এরূপ বিশেষ আপত্তি দর্শিত হয় নাই অতএব এরূপ হেতুতে নালিশের যে বিশেষ অতিরিক্ত সময় অবধারিত আছে তাহা খাটিতে পারে না এবং তামাদী আইয়ামের সাধারণ আইনানুযায়ী বাদী নালিশবন্দ হইতে পারে না। নিরূপিত সময় গত হওয়াতে আইনানুযায়ী বাদীগণ প্রতীকার পাইতে পারেনা অতএব প্রতিবাদী যে স্বত্বানুযায়ী দখলীকার তাহা সিদ্ধ কি না সে বিষয় মীমাংসা করণে আদালত প্রবৃত্ত হইতে পারেন না অতএব বাদী যে সময় অতীতে নালিশ করিয়াছে ইহার অতিরিক্ত কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমরা সেই হেতুতে নীচের আদালতের নিষ্পত্তি রদ করতঃ বাদির বিরুদ্ধে খরচা সহ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব। জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব। একটিং জজ।

১৮৫৬ সালের ৬৫৮ নম্বরী দরখাস্ত।

খাস আপী
লের দরখাস্ত
তে মোকদ্দ
মা জজ সাহে
সমীপে এই
অভিপ্রায়েতে
পাঠাইবার
হুকুম হইল যে
আপত্তি বি
য়ে মনস্থতে
হুকুমের পু
ইত্যাদি

প্রতিবাদীগণ লোকনাথ চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে পূর্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজীম খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৫ সাল ২৬ জুন তারিখের এক নিষ্পত্তি রদ করিয়া ঐ জেলার অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত আর, জি, স্কট সাহেব ১৮৫৬ সালের ২৬ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় লোকনাথ চৌধুরী প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ১০ জুন তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করেন।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বংশীবদন মিত্র { দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

জানান যাইতেছে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি ঐ মাসের ফয়সলা বহির ৫৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবেক।

বাদীগণের পাওনা বলিয়া এক কর্জ্জা বাবদী এই নালিশ উপস্থিত হয় ও পূর্ব্বে এই বিষয়ের এক নালিশ আপীল পর্য্যন্ত হইয়া এ আদালত কর্ত্তৃক ননসুট হইয়াছে। এই নালিশ পুনরায় উপস্থিত হইলে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক তামাদির ওজর দর্শিত হওয়াতে জজ্ সাহেব এই বলিয়া আপীলে তাহার ওজর শুনিতে অস্বীকার হয়েন যে তাঁহার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা ননসুট হইয়াছে যৎকালীন আপীলে তাহা এডিসনেল জজ্ সাহেব সমীপে দায়ের ছিল তৎকালীন তাহার ঐ ওজর মীমাংসা হইয়াছে পুনরায় মীমাংসা করণের আবশ্যক নাই। তিনি তৎপরে মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন। প্রতিবাদী খাস আপীলে এই ওজর করিতেছে যে তামাদির ওজর হাকীম মৌসুফের শুনা কর্ত্তব্য ছিল যেহেতু পূর্ব্বের মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে যে ননসুট হইয়াছে যৎকালীন তাহা দায়ের ছিল তৎকালীন তাহাতে যে সকল হুকুম হইয়াছে তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায় চূড়ান্ত নহে।

উপস্থিত মোকদ্দমায় তামাদির ওজর শুনা আবশ্যক ছিল যেহেতু পূর্ব্বকার ননসুট হওয়া মোকদ্দমায় এডিসনেল জজ্ সাহেব যে নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায় কোন কার্য্যের হইতে পারে না অতএব আমরা মোকদ্দমা এই হেতুতে জজ্ সাহেব সমীপে পুনঃপ্রেরণ করিতেছি যে তিনি ঐ ওজর মীমাংসা করিয়া তদনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

গায় দে
হইয়াছে
ও কীম
হ অপ্রে
বেচন।
অস্বীকা
য়েন তা
চার ও
সা করে

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৬ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ

১৮৫৬ সালের ১২০২ নম্বরী দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদিনী ভগবতী দাসীর মোকদ্দমায় জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের একটিং কালেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ, এম, রিড সাহেবের ১৮৫৫ সাল ১৫ ডিসেম্বর তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহালে ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত জে ই, এম, লিলি সাহেব ১৮৫৬ সালের ৮ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় মুকুন্দ দাসী প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু শ্রীনাথ দাস———————দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাদিনী ১১॥০ বিঘা লাখেরাজ ভূমী না মাতবর স্বত্ব বুনিয়াদে দখল করায় তাহা বাজেআপ্ত জন্য এই নালিশ উপস্থিত করিলে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক দাবি ডিক্রী ও আপীলে জজ্ সাহেব ৯৷৷০ বিঘার প্রতি কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি বাহাল রাখেন।

১১৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে ১১ বিঘা ভূমি লাখের জ ছিল কি না ও যদি ছিল তবে সেই ভূমির প্রতি ভ(?) বাদী জাহিদ(?) খাটে কি না তাহার বিচার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল।

দরখাস্তকারী অর্থাৎ প্রতিবাদীগণ ৫।৪ বিঘা ভূমি মাল থাকা স্বীকার করে ও বক্র ৪/১ বিঘা ভূমি সম্বন্ধে ১।১ ভূমি ১১৬৭ সালের সনন্দানুযায়ী দখলীকার থাকা কহে কিন্তু অবশিষ্ট ২৸০ বিঘা ভূমিতে লাখেরাজ স্বরূপ ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে যে দখলীকার ছিল এরূপ দর্শায় নাই।

দরখাস্তকারীগণ এই ওজর দর্শায় যে এ দাবির প্রতি তামাদী হইয়াছে কিন্তু এরূপ কহে না যে ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ ২৸০ বিঘা জমীতে দখলীকার ছিল এহেতু ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারানুসারে তৎপ্রতি তাহাদিগের লাখেরাজের দাবি না মাতবর ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। কিন্তু তাহারা কহে যে ১১৬৭ সালে ১।১ বিঘা জমী তাহাদিগকে দান করা হয়। অতএব সনন্দ না মাতবর বলিয়া লাখেরাজের স্বত্ব অগ্রাহ্য করা জজ্ সাহেব যে রূপ কহেন তাহা আমাদিগের বিবেচনায় যথেষ্ট নহে। যদ্যপি দরখাস্তকারীগণ ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্ব হইতে ঐ জমী তাহাদিগের লাখেরাজ সূত্রে দখলে থাকা সাব্যস্ত করিতে পারে তাহা হইলে ৬০ বৎসর গত হওয়াতে বাজেআপ্তের নালিশের প্রতি বাধা ঘটিবেক।

আর ১৮৫৫ সালের ফয়সলা বহির ৫০১ পৃষ্ঠার লিখিত এ আদালতের অবধারিত নজীরানুযায়ী আমাদিগের এই রায় হইতেছে যে উপরোক্ত ১।১ বিঘা ভূমির প্রতি উক্ত নিষ্পত্তি খাটে কি না তাহা দরখাস্তকারীগণের প্রার্থনা মতে জজ্ সাহেবের বিচার করা উচিত।

আর আরজির যে অংশে কিয়দংশ ভূমি মাল থাকা স্বীকার করা হয় তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমার খরচা দেওনে দরখাস্তকারীগণ আপত্তি করে কিন্তু এবিষয় মীমাংসা করিতে তাহাদিগকে তলব হইলে তাহারা তাহা মীমাংসা না করাতে এবিষয়ে খাস আপীলের কোন হেতু দৃষ্ট হয় না অতএব উপরোক্ত মতে ১।১ বিঘা ভূমির বিষয়ে আমরা যে রায় দিয়াছি তদনুযায়ী এ মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ২৯৮ নম্বরী দরখাস্ত।

জজ সাহেবের নিষ্পত্তি মজমুনসন্দেহসূচক হওয়াতে মোকদ্দমা এই আদেশে তাহার সমীপে পুনঃপ্রেরিত হইল যে তিনি যে গত্তাহি লইয়াছেন তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া অথবা আবশ্যকবিবেচনা করিলে

দরখাস্তকারী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে বাদীগণ নবাই সর্দ্দার প্রভৃতির মোকদ্দমায় জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৪ সাল ২৩ মে তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহালে ঐ জেলার অতিরিক্ত জজ্ শ্রীযুক্ত এইচ, বি, বেলি সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় গোপাললাল ঠাকুর ১৮৫৫ সালের ২০ মার্চ তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও আর, টি, এলান সাহেব—দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন——————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

কোন ভূমিতে দখল ও ওয়াসিলাৎ পাওনের প্রার্থনায় ও ১৮৪০ সালের ৪ আক্ট মোতাবেক যে হুকুম হয় তাহা রদ জন্য তামজুদা প্রভৃতি খাস আপেলান্ট গোপাললাল ঠাকুরের নামে নালিশ করে। বাদীগণ বিবাদীয় জমীন আপনাদের তালুকের

শামিল বলিয়া দাওয়া করে প্রতিবাদী খএর মহম্মদ কহে যে জমীন মজ্কুর তাহার জমীদারী ইদিলপুরের অন্তর্গত।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন বাদীগণের পক্ষে ডিক্রী দেন ও জজ্ সাহেব আপীলে নীচের আদালতের নিষ্পত্তি বাহাল রাখেন।

নীচের আদালতের প্রতিবাদী এক্ষণে এই বলিয়া খাস আপীলের দরখাস্ত দেয় যে যদ্যপিও জজ্ সাহেব দ্বিতীয় ইস্তুতে বিরোধী বিষয় যথার্থ রূপ ধরিয়াছেন কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহার নিষ্পত্তি ঘোর বোধ হইতেছে ও তজ্জন্য মোকদ্দমা তাঁহার নিকট এই হেতুতে ফেরৎ পাঠান কর্ত্তব্য যে তিনি দ্বিতীয় ইস্তুর বিচার্য্য বিষয়ে ঠিক এবং পরিষ্কার রূপে আপন রায় লিপিবদ্ধ করেন।

আমরা দেখিতেছি যে জজ্ সাহেব যে সকল হেতুবাদ স্বীয় নিষ্পত্তিতে লিখিয়াছেন তদনুযায়ী আমরা কার্য্য করিতে পারি না কেননা সেই ফয়সলার মজ্মুন এ রূপ সন্দেহ সূচক যে তদ্দ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণের তদন্ত হওন পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এই সকল কারণে আমরা এই উপদেশে মোকদ্দমা জজ্ সাহেব সমীপে পুনঃপ্রেরণ করিতেছি যে তিনি যে গওয়াহি লইয়াছেন তাহারই প্রতি নির্ভর করিয়া অথবা আবশ্যক বিবেচনা করিলে উভয় বিবাদির নিকট হইতে নূতন প্রমাণ গ্রহণে উভয় বিবাদির মধ্যে দ্বিতীয় ইস্তুতে যে বিবাদী বিষয় ধরা হয় তাহার মীমাংসা করিয়া স্বীয় রায় ঠিক ও পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করেন ইতি।

উভয় বিবা[দির] নিকট হই[তে] নূতন প্রমাণ [গ্র]হণে উভয় [বি]বাদির ম[ধ্যে] দ্বিতীয় ইস্তু[তে] যে বিবাদী [বি]ষয় ধরা [হয়] তাহার মীমাং[সা] করিয়া [স্বী]য় রায় ঠিক পরিষ্কার রূ[পে] ব্যক্ত করে[ন]।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৭ মার্চ।

এজ্লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ১২০৯ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদী ইব্রাহিম নিকোস পোগোসের বিরুদ্ধে বাদী নরনারায়ণ ধরের মোকদ্দমায় চৌকি নিকলির মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণব চরণ দাসের ১৮৫৬ সাল ১৪ মার্চ তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা ময়মন সিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ আহম্মদ বক্স খাঁ ১৮৫৬ সালের ১০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় নরনারায়ণ ধর ১৮৫৬ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মৌলবী সৈএদ মরহামৎ হোসেন———————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়———————— } প্রতি পক্ষের উকীলদ্বয়।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারী বাদী স্বরূপ তপ্পে রঙ্গ ভোয়ালের অন্তঃপাতি জুয়ার সাঁক চূড়ার শামিল কএকটা মৌজার ১১।- ক্রান্তির অর্দ্ধাংশ জন্য নালিশ করিলে মুনসেফ মৌসুফ দাবি ডিক্রী করেন কিন্তু আপীলে প্রধান সদর আমীন তামাদী আইয়াম হনিয়াদে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন।

এই মোকদ্দমায় যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্য ও অসাধারণ বলিতে হইবেক। আমাদিগের এই রূপ বোধ হইতেছে যে ১৮৪৫ সালে এবং তৎপূর্ব্বেও

ক ও খর [দ]খে কোম[পানি]র দখল স[ম্ব]ন্ধে বিবাদ হ[ও]য়ে ম্যাজিষ্ট্রে[ট] সাহেব ক[র্ত্তৃ]ক ১৮৪৫ সা[লে] ঐ ভূমি ক্রো[ক] হয় এবং ১৮৪৭ সালে [দ]খল পাইবা[র] জন্য যে না[লি]শ করে তা[হা] ১৮৫০ সা[লে] ডিস্মিস ওয়াতে খ এ নালিশ ১৮৫ সালে [উপস্থিত] করে।

অবধারিত হইল যে তামা দী আইন খা টাইতে হইলে বাদির বিরু দ্ধে তাহার না লিশের ঠিক পূর্ব্বে ১২ বৎস র সময় গণ্য করা হইবেক না ও এই না লিশের প্রতি বাধা ঘটেনাই।

হইতে পারে এই জমী লইয়া বিবাদী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাজি স্ট্রেট সাহেব ঐ বিষয় দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি হওয়া তক তাহা ক্রোক রাখেন তা নুসারে এই রূপ বোধ হইতেছে যে ১২৫১ সালের ২৬ মাঘ অর্থাৎ ১৮৪৫ সালে এক্ষণ কার প্রতিবাদী তাহার স্বত্ব বজায় ও স্বীয় অংশে দখল পাইবার জন্য নালিশ উপস্থি করে। প্রথম আদালত ১৮৪৭ সালের ৯ মার্চ তারিখে তাহার পক্ষে ডিক্রী দিলে কি দিন পরে সে ব্যক্তি দখল পায় কিন্তু পরে ১৮৫০ সালের ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে নিষ্পত্তি রদ করা হয় এবং তৎকালের বাদী অর্থাৎ এক্ষণকার প্রতিবাদির দাবি এ হালিয়া অগ্রাহ্য হয় যে বিরোধীয় অংশ ব্রজনারায়ণ ধর কর্ত্তৃক খরিদ ও দখল করা হ এই প্রকার ঘটনা ক্রমে এক্ষণকার প্রতিবাদী যদিও তাহার পক্ষে মোকদ্দমা ডিস্মি হইয়াছে ও মোকদ্দমার গুণাগুণের তদন্তে তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হওয়াতেও সে ব্যা দখল পাইবার চেষ্টা করিয়া দখল পাইয়াছে।

এক্ষণকার দরখাস্তকারী ১৮৫৫ সালের ২১ মে তারিখে এই নালিশ করে তাহাতে প্রধান সদর আমীন এই রূপ রায় দেন যে সে ব্যক্তি ১২ বৎসর মধ্যে আপনার দখ সাব্যস্ত করিতে না পারায় তাহার প্রতি তামাদী ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রধান সদর আমী দুই এক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই প্রথম ১৮৪৫ সাল হইতে ঐ জমী ক্রোক থা দ্বিতীয় প্রতিবাদী যে আপন মামেলার প্রথম নিষ্পত্তি অনুযায়ী বিরোধীয় জমী দখ করে তাহার উপস্থাপিত স্বত্ব আইন সিদ্ধ না থাকা সাব্যস্ত হয় ও বাস্তবিক ১৮৫০ সালে ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তিতে প্রতিবাদির স্বত্ব অগ্রাহ্য হওয়াতে দরখাস্ত কারি স্বত্ব বাহাল হয়। তদ্ভিন্ন মাজিস্ট্রেট সাহেব কোন্ ব্যক্তি যথার্থ দখলীকার তাহা নিঃ করণে অশক্ত হওয়া প্রযুক্ত ১৮৪৫ সালে ঐ বিষয় ক্রোক রাখেন ও ১৮৫০ সালের ১ ফিব্রুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তিতে প্রতিবাদির দখল সাব্যস্ত না হইবায় বাদী অর্থাৎ দর খাস্তকারী কিম্বা তাহার ভ্রাতার দখল থাকা কাজেকাজেই অনুভব হইতেছে। এই সক কারণে দরখাস্তকারী ১৮৫০ সালের ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তির ৫ বৎসর এব কএক মাস পরে নালিশ করিবায় আমাদিগের বিবেচনায় তাহার দাবির প্রতি তামা হইতে পারে না অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী অন্যথা করিয়া বক্ত ইস্যু সকলের প্রতি বিচার জন্য মোকদ্দমা তাঁহার সমীপে পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ৫০৮ নম্বরী দরখাস্ত।

মোকদ্দমা এই অভিপ্রায়ে জজসাহেব

প্রতিবাদী রামমোহন চক্রবর্ত্তির বিরুদ্ধে বাদীগণ হরিহর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির মোকদ্দ মায় চৌকি বগড়ির মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১৮৫৪ সাল ১ আগষ্ট তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহালে জেলা মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমী

শ্রীযুক্ত এ, ডেবিডসন্ সাহেব ১৮৫৫ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় হরিহর চক্রবর্তী প্রভৃতি ১৮৫৫ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখে এ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
রায় শ্রীনাথ সেন——————প্রতি পক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাদির পিতা কর্তৃক প্রতিবাদির পিতার নিকট যে বিষয় বন্ধক রাখা হয় তাহার দখল জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।

মুনসেফ মৌসুফ গুণাগুণের উপর দাবি ডিস্মিস্ করেন।

প্রধান সদর আমীন মুনসেফের নিষ্পত্তি এই বলিয়া বাহাল করেন যে উভয় বিবাদির পিতাদিগের মধ্যে যে একরারনামা লিখিত হয় তাহা সত্য প্রমাণ হইলেও তাহাতে এমত কোন সর্ত্ত লিখিত নাই যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের ওয়ারিসান আবদ্ধ হইবেক সে জন্য প্রতিবাদির বিরুদ্ধে উক্ত একরারনামা কোন কার্য্যের হইতে পারে না।

দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক খাস আপীলে এই ওজর করা হয় যে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যায় কারণ এরূপ ব্যাপার সকলে পিতৃপুরুষদিগের স্বত্ব ও দায় তাহাদিগের ওয়ারিসানের প্রতি বর্ত্তে।

আমরা এ ওজর মাতবর বিবেচনায় খাস আপীল গ্রাহ্য করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি রদ করত মোকদ্দমা এই আদেশে তাঁহার নিকট পুনঃপ্রেরণকরি যে তিনি একরারনামার সিদ্ধতার প্রতি তদন্ত করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণের বিচারে যে হুকুম হওয়া উচিত তাহা প্রকাশ করেন ইতি।

সমীপে পুনঃ প্রেরিত হইল যে মোকদ্দমায় যে একরারনামা দাখিল হয় তাহার সিদ্ধতার প্রতি তদন্ত করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় যেরূপ হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা প্রকাশ করেন।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ মার্চ।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রী যুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব

জেলা ঢাকার একটিং অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত এইচ, সি, মেটকাফ সাহেবের ১৮৫৫ সালের ২৫ মে তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে এএকটা জাবেতা আপীল।

১৮৫৬ সালের ২৫৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জে, ষ্টিফেন সাহেব (প্রতিবাদী)——————আপেলান্ট।
জি, পি, ওয়াইজ সাহেব (বাদী) এবং অপর এক ব্যক্তি—————— } রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও আর, নরিস সাহেব—————— } আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও আর, টি, এলান সাহেব—————— } রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ১০০০ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

১৮৫৬ সালের ২৫১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জি, পি, ওয়াইজ সাহেব (বাদী)——————আপেলান্ট।
জে, ষ্টিফেন সাহেব (প্রতিবাদী)——————রেস্পাণ্ডেন্ট।
আর, টি, এলান সাহেব ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়-আপেলান্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও আর, নরিস সাহেব-রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

নিন্দা সূচক লিপি ছাপান জন্য রেস্পাণ্ডেন্ট যে নালিশ করে তাহা হইতে এই আপী উপস্থিত হইয়াছে ১৮৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলিসমেন পত্রিকায় যে দু লিপি প্রকাশ হয় উক্ত নিন্দা তাহাতে লিখিত ছিল সেই সকল লিপি জে, ষ্টিফেন সা ১৮৫১ সালের ১৪ আপ্রিল ও ২২ জুলাই তারিখে পুলিসের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট ডবলি ডেমপিয়ার সাহেবকে যে দুই চিঠী লেখেন তাহারই নকল মাত্র ঐ লিপি লেখক ষ্টিফেন সাহেব ও উক্ত পত্রিকার প্রিনটর বেলামী সাহেব বাদী উভয়কেই প্রতিব করিয়াছে নীচের আদালত বেলামী সাহেবকে দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন কি আপেলান্ট ষ্টিফেন সাহেবের বিষয়ে জজ্ সাহেব এই স্থির করেন যে যে লিপির বিরু নালিশ উপস্থিত তাহা নিন্দা সূচক বটে ও আপেলান্ট তাহা ছাপাইয়াছে ও প্রা বা কাল্পনিক অত্যাচার জন্য উক্ত লিপি লেখক আইনানুযায়ী প্রতীকার পাওনের চেষ্টা করিতে পারে তাহা গ্রাহ্য করিলেও যে লিপি এক্ষণে দর্শিত হইতেছে তা

নিন্দাসূচক লিপি বিষয়ক মোকদ্দমায় অবধারিত হইল যে প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলান্ট কর্ত্তৃক সমাচার পত্রিকায় তাহা ছাপান সাব্যস্ত হইয়াছে।

ইহাও অবধারিত হইল যে পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেন্টের নিকট কোন নালিশ করণের স্বত্ব আছে বলিয়া তদ্দ্বারা সেই নালিশ সমাচার পত্রিকায় ছাপাইবার স্বত্ব থাকা বুঝায় না। আর ঐ নিন্দা সূচকলিপির সত্যতা প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলান্ট সাব্যস্ত করিতে পারে নাই।

হুকুম সম্পূর্ণ অন্যায় বলিতে হইবেক। এহেতু জজ্ সাহেব বাদির পক্ষে ১০০০ টাকার খেসারতের ডিক্রী দেন।

উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে তর্ক করণে আপেলাণ্টের উকীলগণ আদালত সমক্ষে ৩ টা বিশেষ আপত্তি ও একটা সাধারণ ইস্যু প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রথম আপত্তি এই যে যে সকল লিপি সূত্রে নালিশ উপস্থিত তাহা আপেলাণ্ট কর্তৃক ছাপান হওয়া সপ্রমাণ হয় নাই অতএব সে তাবৎ ছাপান জন্য আপেলাণ্ট দায়ী হইতে পারেন না ফলতঃ আপেলাণ্ট যে ঐ সকল লিপি লেখক ছিলেন তাহা অস্বীকার করা হয় নাই কিন্তু ঐ সকল লিপি লেখা কিম্বা কি রীতিতে ছাপা হয় অর্থাৎ ঐ সকল লিপি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করা এতাবতের উপর এ মোকদ্দমার নির্ভর নহে সমাচার পত্রিকায় যে ছাপান হয় ও দর্শিত গওয়াহি ঐ কার্য্যের সহিত আপেলাণ্টের সংশ্রব থাকা পক্ষে প্রচুর কি না তাহাই আমাদিগের বিবেচনা করিতে হইবেক। আপেলাণ্টের সঙ্গি প্রতিবাদী অর্থাৎ উক্ত পত্রিকার প্রিনটর এবিষয়ের বিবরণ এই রূপ কহে যে পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে যে দুই চিঠী লেখা হয় তাহার নকল ইংলিসমেন পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য ষ্টিফেন সাহেব তাহাকে অনেক চিঠী লিখিয়া খ্রীষ্টীয়ান সাহেবের যোগে তদর্থে আর এক চিঠী ডবলিউ, সি, হরি সাহেবকে লেখেন এক্ষণে আমরা আপেলাণ্টের পক্ষ এরূপ স্বীকার করিতে পারি যে তাহার সঙ্গি প্রতিবাদির জওয়াব তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না আরো বক্তব্য এই যে মেং বেলামী সাহেব যে সকল চিঠী তাঁহাকে লেখা হয় কহেন সেতাবৎ দর্শিত হয় নাই শুদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান সাহেবের গওয়াহি ও উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মেং হরি সাহেবকে ঐ খ্রীষ্টীয়ান সাহেব ১৮৫১ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে যে এক চিঠী লেখেন তদৃষ্টেই আমাদিগের বিবেচনা করিতে হইবেক খ্রীষ্টীয়ান সাহেব উক্ত চিঠীতে এই লেখেন যে যে সকল লিপি সূত্রে নালিশ উপস্থিত তাহার নকল হরকরা পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য আপেলাণ্ট কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু উক্ত পত্রিকায় ছাপা না হইলে ইংলিসমেন পত্রিকায় ছাপাইতে হরি সাহেবকে বিশেষ করিয়া লেখে ও তদর্থে তাঁহার নিকট আবেক নকল প্রেরিত হইবেক উক্ত চিঠী যাহা দর্শিত হইয়াছে খ্রীষ্টীয়ান সাহেব কর্তৃক লিখিত হওয়া তিনি আপন জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়া তাহার যে কারণ দর্শান তাহা বঙ্গভাষায় এই রূপ যথা ওয়াইজ সাহেবের অত্যাচার বিষয়ে ষ্টিফেন সাহেব ছাপাখানায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা ছাপা হইতে পারে আরো কহেন ষ্টিফেন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ঐ সকল চিঠী ছাপাইতে পরামর্শ দেন ঐ সকল চিঠী যাহা নিন্দাসূচক ছিল তাহা ছাপাইবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সাহেব নিজে প্রেরণ করা স্বীকার করেন না ও ষ্টিফেন সাহেব প্রেরণ করাও কহেন না এবং এবিষয়ে নিজে হস্তক্ষেপণ করা ভিন্ন যদিস্যাৎ অন্য কোন কথা তাহার গওয়াহিতে পাওয়া না যাইত তাহা হইলে আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে যে এই নালিশ হইয়াছে তাহা অবশ্যই ডিস্‌মিস্ হইত কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান সাহেব যেন নিজে জ্ঞাত থাকিয়া এরূপ কহেন যে আপেলাণ্ট আর এক পত্রিকায় ঐ সকল লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন

আবিষ্কৃত ট কার মধ্যে ে পরিমাণে ে সারতের ডি ক্রী হয় বাদি খরচা সেই ' রিমাণে প্রতি বাদির জিম্মা হইল।

ও ঐ সকল চিঠী যথার্থ নকল বলিয়া ষ্টিফেন সাহেব তজদিক করেন আর ষ্টিফেন সাহেবের প্রেরিত চিঠী সকল ছাপাইবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সাহেব ইংলিসমেন ছাপাখানার কর্ম্মচারীদিগকে চিঠী লেখা স্বীকার করেন এতাবৎ হেতুতে খ্রীষ্টীয়ান সাহেব যে পরামর্শ দেন তাহা আপেলাণ্ট গ্রহণ করা ও যে ছাপান সূত্রে নালিশ উপস্থিত তাহা তৎকর্ত্তৃক হওয়া ও যে সকল লিপি তিনি প্রথমে নিজে লেখেন তাহার নকল ছাপাইবার জন্য তিনি প্রেরণ করা এতাবৎ ন্যায় মতে অনুভব হইতেছে।

আপেলাণ্টের পক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে তাঁহাকে যে সকল চিঠী লেখা হয় সে তাবৎ নালিশের হেতু হইতে পারে না এইরূপ সাধারণ কথায় যাহা ব্যক্ত করা হইল তাহাতে আমরা সম্মতি দিতেছি যদিস্যাৎ কেহ কোন অপরাধ করে তাহা হইলে যে সকল হাকীমান অপরাধি ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারেন তাহাদিগের সমীপে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ করণের ক্ষমতা আছে সত্য বটে কিন্তু আরজীতে যে নিন্দার বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট কোন গর্হিত অপরাধের বিষয়ে দরখাস্ত করণ জন্য উপস্থিত হয় নাই সমাচার পত্রিকায় কতকগুলিন লিপি ছাপান হয় ও পত্র লেখক আপনার বিবেচনা মত তাহাতে কোন অপবাদ লেখেন এবং তাহাই আরজীতে লেখা হইয়াছে এক্ষণে তৃতীয় ইশুর বিচার আবশ্যক সে ইশু এই যে আপেলাণ্ট ওয়াইজ সাহেবের চরিত্র যেরূপ কহে তাহা সাব্যস্ত করিয়াছে।

বাদী যে নিন্দা সূচক বিষয় জন্য বিশেষরূপে নালিশ করে তাহা ১৮৫১ সালের ১৪ আপ্রেল তারিখের লিপিতে দৃষ্ট হইবেক এবং তৎপরে ২২ জুলাই তারিখের চিঠীতেও তাহার উল্লেখ ও পোষকতা করা হইয়াছে। ১৪ আপ্রেল তারিখের চিঠীর সমুদয় মজমুনে বাদির নিন্দা থাকা প্রকাশ এরূপ কথিত হয় কিন্তু নীচের লিখিত কএক কথায় বাদী বিশেষ রূপ অসন্তুষ্ট অর্থাৎ লিপি লেখক এইরূপ কহেন যথা "ওয়াইজ সাহেব ও তাহার লোকদিগের অত্যাচার ও তাহাদিগের কর্ত্তৃক লুটাদি" ইহাও বলা হয় সে যে তালুকে ষ্টিফেন সাহেব একজন সঙ্গি মালিক তাহার অংশ ওয়াইজ সাহেব দখল করাবধি "ক্রমাগত অত্যাচার ও নিষ্ঠুর কার্য্যের আরম্ভ হওয়া বলিতে হইবেক" তদ্ভিন্ন ইহাও লিখিত হয় যে ঐ সকল ব্যক্তিরা অর্থাৎ ওয়াইজ সাহেব প্রভৃতি ভয় প্রদর্শনের দ্বারা এবং অনেক স্থলে বল পূর্ব্বক দুঃখি প্রজাদিগের স্থানে কওয়ালাদি লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং "ওয়াইজ সাহেব ও তাহার লোকেরা নানা প্রকার উপদ্রবকরা" ইহাও লেখে।

যে ইশু আমরা এক্ষণে বিবেচনা করিব তাহাতে ঐরূপ কথা ন্যায়মত লিখিত হওয়া আপেলাণ্ট কহে এবং আপেলাণ্ট যে সকল অত্যাচারের বিবর লেখে তাহা সত্য ও সাব্যস্ত হইয়াছে কহে এ আপত্তির একমাত্র জওয়াবই যথেষ্ট যে উল্লেখিত অপবাদ সকলের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত না হইয়া সাধারণ কথায় এবং এরূপ রীতিতে লেখক কর্ত্তৃক নিন্দা করা হইয়াছে যে তাঁহার নিজের স্থানে তাহার প্রমাণ তলব অথবা ওয়াইজ সাহেবের পক্ষে ঐ অপবাদের জওবাব দেওয়া হইতে পারে না আপেলাণ্টের উকীলগণ যে গওয়াহির উল্লেখ করেন তাহাতে ষ্টিফেন সাহেবের বিশেষ সংশ্রব নাই এবং যে সময়ে অথবা যে সকল অবস্থায় উক্ত নিন্দা সূচক পত্র লেখা হব তাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়ার বিষয়ে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবান ও পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত ১৮৪৭ সালে যে সকল চিঠী লিখিত পঠিত হয় তাহা দর্শিত হইয়াছে। জেলা ময়মনসিংহের

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কহেন যে এই মোকদ্দমা অতি লজ্জাস্কর এবং ওয়াইজ সাহেবের লোকেরাই তাহাতে লিপ্ত থাকা বলা হয় তদ্ভিন্ন ১৮৫২ সালের ২৪ মার্চ তারিখের এক রোবকারীও আমাদিগের সমক্ষে দর্শিত হওয়াতে তদ্দ্বারা প্রকাশ যে ওয়াইজ সাহেবের নাএব ও জমাদার বলিয়া দুই ব্যক্তি অস্ত্রধারী লোক লইয়া দাঙ্গা করণ জন্য অপরাধীও দণ্ডনীয় হয় কিন্তু যে নিন্দা সূচক লিপি সূত্রে এই নালিশ উপস্থিত তাহা উপরোক্ত কোন মোকদ্দমা বিবেচনায় ন্যায্য বলা যাইতে পারে না এই সকল মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন হাকীমের চিঠী অথবা রোবকারী ষ্টিফেন সাহেব বিনা অপকারে ছাপাইতে পারেন কি না সে কথার বিবেচনা এক্ষণে আবশ্যক নহে কিন্তু সে তাবতের সহিত তাঁহার নিজের চিঠীর কোন সংশ্রব নাই ও কোন পোষকতাও প্রাপ্ত হয় না আর প্রথমোক্ত মোকদ্দমা ঘটিবার ৪ বৎসর পরে ও শেষোক্ত মোকদ্দমায় অপরাধ সাব্যস্ত হওন পক্ষে রায় লিখিত হওনের অনেক মাস পূর্ব্বে ঐ চিঠী ছাপা হয় তদ্ভিন্ন আপেলাণ্টের পক্ষ কএকটা জবানবন্দীও দর্শিত হয় কিন্তু সে তাবৎ অতি অস্পষ্ট ও উত্থাপিত ইস্তুর সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই ফলতঃ যে সকল জবরদস্তী ভয় প্রদর্শন ও নিষ্ঠুর কার্য্য ওয়াইজ সাহেবের প্রতি আরোপ হয় তাহার কোন প্রমাণ না থাকাতে ঐ চিঠী ছাপান যে ন্যায্য বলিয়া আপত্তি হইয়াছে তাহা খণ্ডন হইল অতএব জজ্ সাহেব এমোকদ্দমা যেরূপ বিবেচনা করেন আমরা তাঁহার সহিত ঐক্য হইলাম ও তিনি যে খেসারতের পরিমাণ ধার্য্য করিয়াছেন তাহা ন্যূন করণের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

বাদী খরচা বিষয়ে পৃথক একটা আপীল করিয়াছে জজ্ সাহেব লেখেন যে ডিক্রির টাকার পরিমাণ মতে প্রতিবাদী ষ্টিফেন সাহেব বাদির খরচা দিবেক বাদী ১০০০০ টাকা খেসারৎ ধার্য্য করে তাহার দশাংশের একাংশ ডিক্রী হইয়াছে ইহাতে প্রকাশ যে বাদী অতিরিক্ত টাকার দাবি করিয়াছিল এমতাবস্থায় অতিরিক্ত মুল্য ধরাতে বাদী যে খরচার দায়ী হইয়াছে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় প্রতিবাদির জিম্মা হইতে পারে না।

আপেলাণ্টেরা আপন২ আপীলে এআদালতের তাবৎ খরচার দায়ী ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ১৭৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী হানিফ খাঁর ১৮৫৩ সাল ১৩ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহালীতে ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মোল্লা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জটাধারী রায় (প্রতিবাদী)——————————আপেলাণ্ট।
জমুনা দাসী (বাদিনী)——————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও মৌলবী মরহামৎ হোসেন—রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৯ মার্চ তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। বাদিনী জমুনা দাসী দরখাস্তকারী মৌজা জম্পা বুজরুগের ঠিকাদার বলিয়া বাকী খাজানার নালিশ করিয়া বাঁদ ভেড়ী নামে এক নূতন বাব তাহার দত্ত পাট্টার লিখিত জমা হইতে পৃথক বলিয়া এই হেতুতে দাবি করে যে সে ব্যক্তি মৌজা মজকুরের মালিক থাকা বিধায়ে কালেকটর সাহেব তাহার স্থানে ঐ বাবের দরুণ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছেন অতএব এ হিসাবে ঠিকাদার মজকুর রাইয়ত গণের স্থানে যাহা আদায় করিয়াছে বাদিনী তাহাই চাহে নীচের আদালতদ্বয়ের ফয়সলা সকলে প্রকাশ যে কালেকটর সাহেব ৪ কেতা দাখিলা দিয়া বাদিনীর স্থানে ৩১ টাকা লয়েন আর ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে দরখাস্তকারী অর্থাৎ প্রতিবাদী ঐ বাবের দরুণ রাইয়তগণের স্থানে টাকার প্রতি ।।০ আনা হারে আদায় করিয়া লইয়াছে কিন্তু কালেকটর কি সর্ত্তানুযায়ী বাদিনীর স্থানে ঐ টাকা লয়েন তাহা কিছুই প্রকাশ নাই অথবা ঐ টাকা বাদিনীর যদিস্যাৎ যথার্থ দেনা হয় তাহা হইলে সেই টাকা ঠিকাদারের স্থানে যে দাবি করিতে পারে অথবা ঠিকাদার রাইয়তগণের স্থানে তাহা যে ন্যায়মত পাইতে পারে এতাবৎ কিছুই দর্শিত হয় নাই।

দরখাস্তকারী কহে যে তাহার সহিত পাট্টা সূত্রে যে বন্দোবস্ত হয় তাহার সর্ত্তানুযায়ী এরূপ দাবি অকর্ম্মণ্য অতএব আমি এই বিষয়ের বিচার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি যে মোকদ্দমার তদন্তে এ বিষয়ে নীচের আদালতদ্বয়ের ডিক্রীতে বিশেষ দোষ দৃষ্ট হইতেছে কি না।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। আমার বিবেচনায় প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে দরখাস্তকারির দরখাস্তের লিখিত হেতু সকল

কবুলিয়ত বুঝিয়াদে যেটাকা পাওয়া হয় ও বাঁদ ভেড়ী বাবতে বাদিনী যে টাকা কালেকটর সাহেবকে আদায় দিয়াছে ও প্রজাগণের স্থানে দখলীকার ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদায় করণের যে রীতি প্রচলিত ছিল এতাবৎ জন্য দরখাস্তকারী অর্থাৎ ইজারদারের বিরুদ্ধে বাদিনী নালিশ করাতে নীচের আদালত কায

উত্থাপিত হইতে পারে না বাদিনীর এজহার এই যে ঠিকাদারি মহলে দখলীকার থাকাতে কালেক্টর সাহেব যে বাঁদ ভেড়ীর টাকা আদায় করিয়া লইয়াছেন তাহা বাদিনীর পক্ষে আদায় দেওয়া ও দখলীকার ব্যক্তির পক্ষে প্রজাগণের স্থানে তাহা আদায় করা প্রচলিত রীত্যানুযায়ী বটে। ফলতঃ বাঁদ ভেড়ীর দরুণ ঐ রূপ কর যে আইন বিরুদ্ধ কোন পক্ষ হইতে এরূপ আপত্তি হয় নাই এবং প্রথমে সদর আমীন ও তৎপরে প্রধান সদর আমীন পাটোয়ারী ও প্রজাগণের সাক্ষ্য দ্বারা ঠিকাদার কর্তৃক ঐ টাকা প্রজাগণের স্থানে আদায় হওয়া সাব্যস্ত বিবেচনা করিয়াছেন তদ্ভিন্ন মালিকের স্থানে কালেকটর সাহেব ঐ টাকা আদায় করিয়া লওয়া দর্শিত হইবায় প্রকৃত ব্যাপার ও প্রচলিত রীতি বিষয়ে গওয়াহি দৃষ্টে উক্ত হাকীমান ডিক্রী দিয়াছেন অতএব আমার রায়ে এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য।

বিচার।

মিছিলের কাগজাৎ দৃষ্টে প্রকাশ যে দরখাস্তকারির লিখিয়া দেওয়া এক কবুলিয়ত বুনিয়াদে যে টাকা পাওনা ছিল ও বাঁদ ভেড়ী বাবতে যে টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকট আদায় দেওনে বাদিনী যমুনা দাসী বাধ্য হয়েন ও দখলীকার ব্যক্তির পক্ষে প্রজাগণের স্থানে যে টাকা আদায় করণের রীতি প্রচলিত ছিল এতাবৎ আদায় জন্য দরখাস্তকারী ইজারাদার বিধায়ে বাদিনী তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করেন।

তাহাতে প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী শেষোক্ত দাবির প্রতি এই বলিয়া আপত্তি করে যে জমীদারের সহিত তাহার যে চুক্তি ছিল এরূপ দাবি তদন্তর্গত নহে।

দৃষ্ট হইবেক যে বাদিনীর স্থানে কালেক্টর সাহেব যে টাকা আদায় করিয়া লয়েন তাহা আদায় জন্য কবুলিয়তের সর্ত্তানুযায়ী নালিশবন্দ নহে এক প্রথানুযায়ী বটে সুতরাং এরূপ দাবি দরখাস্তকারির পাট্টার সর্ত্তানুযায়ী নহে বলিয়া দরখাস্তকারী যে জওয়াব দেয় তাহা যদিও সত্য বটে কিন্তু অপ্রচুর ও উপস্থিত তকরারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে যে গওয়াহি দর্শিত হয় তদ্দৃষ্টে তাঁহারা এই নিষ্পত্তি করেন যে দখলীকার ব্যক্তির পক্ষে প্রজাগণের স্থানে বাঁদ ভেড়ীর টাকা আদায় করণের রীতি প্রচলিত আছে এবং উপস্থিত স্থলে ইজারাদার সেই টাকা প্রজাদিগের স্থানে আদায় করিয়া লইয়াছে ও কালেক্টর সাহেব তাহা মালিকের স্থানে আদায় করিয়াছেন এই সকল অবস্থায় উক্ত হাকীমান বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন।

তাহাতে দরখাস্তকারী খাস আপীলে এই আপত্তি করে যে তাহার সহিত পাট্টা সূত্রে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার সর্ত্তানুসারে এরূপ দাবি গ্রাহ্য যোগ্য নহে কিন্তু বাঁদ ভেড়ী বাবতে যে টাকার দাবি করা হইতেছে তাহা আদায় জন্য বাদিনী যদিস্যাৎ দরখাস্তকারির লিখিয়া দেওয়া কবুলিয়ত অনুযায়ী নালিশবন্দ হইতেন তাহা হইলে উক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিত বটে সে যাহা হউক বাদিনী পৃথক এক হেতুতে অর্থাৎ যে প্রথা প্রচলিত থাকা নিম্ন উভয় আদালতই সাব্যস্ত বিবেচনা করিয়াছেন তৎসূত্রেই নালিশবন্দ হয়েন অতএব খাস আপেলাণ্টের উত্থাপিত আপত্তি মোকদ্দমায় লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিচার্য্য না হওয়া বিধায়ে এই খাস আপীল ব্যয় সহ ডিস্‌মিস্‌ হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ১৭৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ হানিফ খাঁর ১৮৫৩ সাল ১৩ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মেজ্জা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জটাধারী রায় (প্রতিবাদী)——————আপেলাণ্ট।
জিতমল (বাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও মৌলবী মরহামৎ হোসেন ——রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

পূর্ব্বকার মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

যে সকল হেতুতে খাস আপীল গ্রাহ্য হয় ও তাহাতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে সে তাবৎ ১৮৫৬ সালের ১৭৪ নম্বরী মোকদ্দমায় দৃষ্ট হইবেক ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ১৭৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

কোন ইজারার খাজানা আদায় দেওন কারণ মাক্ষরী স্বরূপ দরখাস্তকারীগণের নিকট যে ৫০০ টাকা আমানৎ রাখা হয় তাহা আদায় জন্য বাদী ১৮৫১ সালের সবেন্দর আকারে প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের নামে নালিশ করে বাদী কহে যে ১২৫৮ সাল পর্য্যন্ত যেখাজানা পাওনা ছিল তাহা বেবাক আদায় দি

জেলা সারণের সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী হানিফ খাঁর ১৮৫৩ সাল ১৩ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মেজ্জা মহম্মদ সাদিক খাঁ বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জিতমল প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——————আপেলাণ্টগণ।
জটাধারী রায় (বাদী)——————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মৌলবী মরহামৎ হোসেন——————আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়——————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্‌স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৯ মার্চ তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়

দরখাস্তকারীগণের স্থানে ৫০০ টাকা আদায় জন্য জটাধারী রায় এই নালিশ উপস্থিত করে। জলপা বুজুর্গ ও অন্যান্য মৌজায় দরখাস্তকারীগণের ‥র্দ্ধিক রকম হিস্যা বাবতে তাহারা বাদীকে যে এক ঠিকা বিলি করিয়াছিল সেই ঠিকার দরুণ তাহার স্থানে যে খাজানা পাওনা ছিল তাহা আদায় দেওন জন্য সে ব্যক্তি ঐ ৫০০ টাকা দরখাস্তকারীগণের নিকট মাতবরী স্বরূপ আমানৎ রাখে। বাদী স্বীয় দাবির ন্যায্যতা দর্শাইবার জন্য কহে যে ১১৫৮ সাল পর্য্যন্ত তাবৎ খাজানা আদায় দিয়া ১১৫৯ সালে সে ব্যক্তি ঐ ঠিকা পরিত্যাগ করে। আমাদিগের সমক্ষে অদ্যকার তারিখে উপস্থিত অন্যান্য মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সকল দৃষ্টে প্রকাশ যে প্রধান সদর আমীন যে তারিখে এই মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করেন সেই তারিখে ১২৫৮ সালের খাজানা বাবতে এই মোকদ্দমার বাদির স্থানে উক্ত দরখাস্তকারীগণের ৮০০ টাকার অধিক পাওনা বলিয়া হাকীম মৌমুফ ডিক্রী দেন।

দরখাস্তকারীগণ এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য যোগ্য নহে বলিয়া আপত্তি করে কেননা বাদির স্থানে যে খাজানা পাওনা তাহার সমুদয় আদায় না দেওয়া তক বাদী যে একরারনামা স্বীকার করে তদনুযায়ী ঐ আমানতী ৫০০ টাকা ফেরৎ পাওনার দাবি করিতে পারে না অতএব এই সকল অবস্থা বিবেচনায় নীচের আদালতের নিষ্পত্তি বাহাল রাখা উচিত কি না তাহার বিচার জন্য আমরা এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

বিচার।

মিছিল দৃষ্টে প্রকাশ যে বাদী ৫০০ টাকা আদায় জন্য ১৮৫১ সালের নবেম্বর মাহায় প্রতিবাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের নামে নালিশ করে। ফসলী ১১৫৬ ইস্তক ১১৫৯ নাগাএদ যে সম্পত্তি বাদীকে ইজারা দেওয়া হয় তাহারই খাজানা আদায় দেওন কারণ মাতবরী স্বরূপ ঐ টাকা দরখাস্তকারীগণের নিকট আমানৎ রাখা হয়। বাদী কহে যে ১১৫৮ সাল পর্য্যন্ত যে খাজানা পাওনা ছিল তাহা বেবাক আদায় দিয়া ১১৫৯ সালে সে ব্যক্তি ইজারা পরিত্যাগ করে তৎপরে ১৮৫২ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে ফসলী ১২৫৮ সালের বাকী খাজানা বাবতে এই মোকদ্দমার বাদী জটাধারী রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণ এক নালিশ উপস্থিত করিলে প্রধান সদর আমীন তাহাদিগের পক্ষে ৮০০ টাকার অধিক ডিক্রী দেন অথচ সেই তারিখে খাজানা আদায় দেওন কারণ প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের নিকট যে ৫০০ টাকা আমানৎ ছিল তৎপক্ষে এ মোকদ্দমার বাদির প্রতি হাকীম মৌমুফ ডিক্রী দেন।

উপরোক্ত অবস্থা সকল বিবেচনায় অর্থাৎ বাদী এই নালিশ উপস্থিত করণ কালীন প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বাদির স্থানে খাজানা বাকী থাকাতে আমাদিগের রায় এই যে বাদির নালিশ ডিক্রী হইতে পারে না কেননা খাজানা বাকী থাকাতে দরখাস্তকারীগণের নিকট যে টাকা আমানৎ ছিল তৎপ্রতি তাহাদিগের অধিকার আছে। বাদির কর্ত্তব্য যে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের প্রাপ্ত ডিক্রীজারী কালীন ডিক্রির টাকা হইতে আমানতী ৫০০ টাকা বাদির পক্ষে যেন বাদ দেওয়া হয় এরূপ দৃষ্টি রাখে। দরখাস্তকারীগণ অত্র মোকদ্দমায় বাদির বিরুদ্ধে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার অসম্মতিতে বাদী যদিস্যাৎ আপীল করিয়া সেই মোকদ্দমা আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিত তাহা হইলে পুনর্দৃষ্টি জন্য প্রধান সদর আমীনের নিকট এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইয়া উভয় পক্ষের প্রতি আমরা সুবিচার করিতে পারিতাম কিন্তু আমাদিগের সমক্ষে রীত্যনুযায়ী সে রূপ উপস্থিত না থাকাতে হাকীম মৌসুফের হুকুমের প্রতি আমরা হস্তক্ষেপণ করিতে পারি না। অত্র মোকদ্দমায় আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় হওয়াতে আমরা নীচের আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তি রদ করিয়া এই আপীল খরচ সহ ডিক্রী করিলাম ইতি।

কারীগণের নিকট যে টাকা আমানৎ ছিল তৎপ্রতি তাহাদিগের অধিকার ছিল

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৪৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি ধাম নগরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর বিদ্যাভুষণের ১৮৫৪ সাল ২৯ মে তারিখের এক ডিক্রী রদ করিয়া জেলা কটকের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ ভট্টাচার্য্য রায় বাহাদুর ১৮৫৪ সালের ২০ আক্‌টোবর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

বলরাম মহাপাত্র এবং জগবন্ধু মহাপাত্র (বাদীগণ)——আপেলান্টগণ।
দামোদর মহাপাত্র (প্রতিবাদী)——————রেস্পণ্ডেণ্ট।
মেৎ আর, টি, এলান সাহেব——————আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়——————রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।

মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাইর স্থানে কর্জা টাকা বাবতে যে পাওনা ছিল তৎপক্ষে বাদী তাহার বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পায় এবং ঐ কর্জা টাকার মাতবরী স্বরূপ তালুক কাদ্দারের যে ৶০ আনা রকম অংশে বন্ধক ছিল তাহাতে সুভদ্রা দাইর স্বত্ব ও সম্বন্ধে উক্ত ডিক্রী জারীতে নিলাম করাইয়া বাদী তাহা এবং খরিদ করে।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন ও শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ৭ মে তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

মৌজা নসিদাপুরের যে ৶০ আনা রকম বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হয় ও যাহা নিলামের পূর্ব্বে প্রতিবাদী দামোদর মহাপাত্রের দখলে ছিল তাহার পণ ফাজিল জন্য ও ডিক্রী জারীতে খরিদের দ্বারা উক্ত সম্পত্তিতে যে তারিখে বাদির স্বত্ব অর্শে কতে সেই তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ পাইবার প্রার্থনায় দরখাস্তকারী এই নালিশ উপস্থিত করে। উক্ত সম্পত্তির ৶০ আনা রকম প্রথমে এক কর্জ্জা টাকা জন্য তৎকালীনের মালিক সুভদ্রা দাই কর্ত্তৃক বাদির স্থানে বন্ধক দেওয়া হয় তৎপরে তাহার তালুকের শামিল এই মৌজা ও আর দুইটা মৌজার ৷/০ আনা রকম হিস্যা দাই মজকুরা প্রতিবাদী দামোদরকে বিক্রয় করিলে তাহার স্থানে খাজানা বাকী পড়াতে নিলাম হয়। এই নিলামের পূর্ব্বে ও বাদির নিকট বন্ধক দেওয়ার পর বন্ধকদাত্রী অর্থাৎ সুভদ্রা একটা বন্দোবস্তের দ্বারা তৎ কর্ত্তৃক বিক্রীত মৌজা নসিদাপুর ও আর দুই মৌজার ৷/০ আনা করম অংশ পরিবর্ত্তে মৌজা নসিদাপুরের সমুদয় অংশ দামোদরকে দেন তাহাতে বাদির গৃহী ও খরিদ পূর্ব্বশার বলিয়া মুনসেফ বাদির পক্ষে এই মর্ম্মে এক ডিক্রী দেন যে সে ব্যক্তি পণ ফাজিলের টাকা ৶০ আনা রকম পাইবেক কিন্তু প্রধান সদর আমীন এই সকল হুকুম রদ করেন কেননা তাঁহার বিবেচনায় খরিদ ও গৃহী সূত্রে বাদির যে স্বত্ত্ব ছিল তাহা দামোদরের স্বত্ত্ব পক্ষে হানিকর হইতে পারে না তাহার কারণ দামোদর সুভদ্রার সহিত যে বন্দোবস্ত করে তাহাতে মৌজা নসিদাপুরে সে ব্যক্তি আপন স্বত্ত্ব পৃথক রূপে পাইয়াছে।

খোস্তকারী এই আপত্তি করে যে গৃবী ও খরিদ বুনিয়াদে ৵০ আনা রকমে আইনানুগী তাহার যে স্বত্ত্ব আছে তাহা ঐ বন্দোবস্তের দ্বারা রদ হইতে পারে না।

অতএব আমরা এই বিষয়ের বিচার জন্য মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি পূর্ব্বকার দায় সূত্রে বাদির যে স্বত্ত্ব ছিল তাহা উক্ত সম্পত্তির যে ৵০ আনা রকম বাকী জন্য নিলাম হয় তৎসম্বন্ধে মাতবর কি না ও তাহা হইলে পণ ফাজিলের টাকা ওয়াসিলাতের প্রতিও সিদ্ধ কি না।

বিচার।

মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাই তালুক কান্ধারের ষোল আনা রকমের মালিক ছিলেন তাহাত কোন কর্জ্জা টাকার মাতবরী স্বরূপ তালুক মজকুরের ৵০ আনা রকম বাদির পূর্ব্ব পুরুষের নিকট গৃবী রাখিয়া তাহার ।/৬৮—১৫ বট রকম প্রতিবাদির স্থানে বিক্রয় করেন তৎপরে মাল মোতালকের হাকীমান কর্ত্তৃক উক্ত তালুক বাটওয়ারা সূত্রে বিভাগ হইয়া তালুক মজকুরের উক্ত ।/৬৮—১৫ বট রকম হিস্যার পরিবর্ত্তে মৌজা নসিদাপুর প্রতিবাদির সম্পত্তি বলিয়া সরকারী সেরেস্তায় লিখিত হয়।

পরে বাদী স্বীয় কর্জ্জা টাকা বাবতে সুভদ্রা দাইর বিরুদ্ধে ডিক্রী হাশীল করিলে ডিক্রীজারীতে তালুক মজকুরের ৵০ আনা রকমে সুভদ্রা দাইর যে স্বত্ত্ব ও হক ছিল তাহা বিক্রীত হইবায় বাদী তাহা খরিদ করে।

তৎপরে বাকী রাজস্ব জন্য মৌজা নসিদাপুর নিলাম হয় তাহাতে ঐ মৌজা নিলামের দরুণ ওয়াসিলাৎ সমেত পণ ফাজিলের ৵০ আনা রকম হিস্যা জন্য বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে।

বাদির দাবি ন্যায্য বিবেচনায় মুনসেফ বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন সেই নিষ্পত্তি এই হেতুতে রদ ও বাদির নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন যে মৌজা নসিদাপুরে মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাইর কোন স্বত্ত্ব ও হক না থাকাতে খরিদার অথবা বন্ধক গ্রহীতা স্বরূপ উক্ত মৌজার কোন হিস্যায় বাদির হক ছিল না।

বাদির পক্ষে মেৎ এলান সাহেব এই তর্ক করেন যে অত্র মোকদ্দমায় উভয় খরিদার ও বন্ধকগ্রহীতা স্বরূপ বাদী নালিশবন্দ হইয়াছে অর্থাৎ যে বন্ধকীপত্র সূত্রে বিরোধীয় সম্পত্তির প্রতি তাহার স্বত্ত্ব অর্শে তদনুযায়ী সে ব্যক্তি নালিশ করিয়াছে তদ্ভিন্ন খরিদ সূত্রেও তাহার স্বত্ত্ব আছে আর ঐ তালুকের সমুদয় অংশে তাহার স্বত্ত্ব আছে ও প্রতিবাদী এবং সুভদ্রা দাইর মধ্যে গৃবীর পরে যে কোন ঘটনা হউক তদ্দ্বারা বাদির স্বত্ত্বের প্রতি হানি হইতে পারে না আর গৃবী সূত্রে সে ব্যক্তি যে স্বত্ত্ব পাইয়াছে তাহা ও মৌজা নসিদাপুরের নিলামের দরুণ পণ ফাজিলের ৵০ আনা রকম অংশ এতাবৎ সে ব্যক্তি ন্যায় মত পাইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় বাদির গৃবী সূত্রে এই সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ত্ব অর্শে না। সুভদ্রা দাই ও প্রতিবাদির মধ্যে তালুক বিভাগ হওয়াতে কোন ভঞ্চক অথবা যোগ সাজস যে ছিল বাদী কস্মিনকালে এরূপ কথা কহে নাই আর মাল মোতালকের হাকীমান কর্ত্তৃক যে বাটওয়ারা হয় তৎসূত্রেই ঐ মত বিভাগ হইয়াছে অতএব দেওয়ানী আদালতে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবেক।

নিলামের পূর্ব্বে অর্থাৎ বন্ধকের পরে মাল মোতাল কের হাকীমা ন কর্ত্তৃক ঐ সম্পত্তির বাট ওয়ারা হইয়া মৌজা নসি দাপুর প্রতিবা দির অংশে পড়ে।
এই সকল অবস্থায় আর ধারিত হইল যে মোসম্মাৎ সুভদ্রা দাইর স্বত্ব ও সম্বন্ধ র খরিদার ব বন্ধক গ্রহীত স্বরূপই হউ মৌজা নসি দাপুর যাহা উক্ত বাটওয় রা মতে প্রতি বাদির অংশে পড়িয়াছে ত হাতে তাহ বাকী রাজস্ব জন্য তাহা নিলাম হয় হার পণফা জের প্রতি দী অর্থাৎ রখাস্তকারি কোন স্বত্ব ই কিন্তু সে ম্পত্তির ঐ প বাটওয় হয় তা ।।৶ আন কম অর্থাৎ

[পার্শ্বটীকা: ...ন্ন তালুকের সমুদয় অংশের মধ্যে ৵ আনা রকমের সমতুল্য যাহা সুভদ্রা দাইর অংশে পড়িয়াছে তৎপ্রতি বাদির স্বত্ব আছে বটে। এহেতু খাস আপীল ব্যয় সহ ডিস্মিস হইল।]

উক্ত বিভাগমতে মৌজা নসিদাপুরের সমুদয় অংশ অর্থাৎ সাবেক তালুকের ।/ আনা রকম প্রতিবাদির দখলে ও বক্রী ॥৶ আনা সুভদ্রা দাইর দখলে আছে এহেতু বাকী রাজস্ব জন্য উক্ত মৌজা নিলাম হওন কালীন সুভদ্রা দাইর তাহাতে কোন স্বত্ত্ব বা হক ছিলনা সুতরাং তৎপ্রতি আইনানুযায়ী বাদিরও কোন স্বত্ত্ব না থাকা বলিতে হইবেক।

ফলতঃ গৃবীসূত্রে বক্রী ॥৶ আনার সাবেক তালুকের ষোল আনার মধ্যে ৵০ আনা রকম হিস্যার সমতুল্য অংশ বাদির আছে কিন্তু ঐ তালুকের ৵০ আনা রকম ডিক্রী জারীতে নিলাম হইবায় ও বাদী তাহা খরিদ করাতে আমাদিগের রায় এই যে বাদী আপন ন্যায্য পাওনা পাইয়াছে ও গৃবী বুনিয়াদে কোন স্বত্ত্ব নাই সুতরাং খরিদার বা বন্ধক গৃহীতা স্বরূপই হউক বাদির মামেলা অকর্ম্মণ্য হইতেছে।

এহেতু আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল করিয়া আপীল ব্যয় সহ ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ।

১৮৫৬ সালের ১২৫৩ নম্বরী দরখাস্ত।

[পার্শ্বটীকা: আপেলান্টের হাজিরী জন্য তাহাকে রীতিমত তলব না করিয়া সুদ্ধ সাক্ষী স্বরূপ সে ব্যক্তি হাজির না হওয়া হেতু নীচের আপীল আদালত আপীল ডিস্মিস করিতে পারেন না।]

অদিত চরণ নন্দী প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী শ্রীধরচন্দ্র নন্দির মোকদ্দমায় জেলা মেদিনীপুরের সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রের ১৮৫৬ সাল ১৯ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক নিষ্পত্তি বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এ, ডেবিড্‌সন সাহেব ১৮৫৬ সালের ৭ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৬ সালের ৩১ আক্টোবর তারিখে শ্রীধরচন্দ্র নন্দী অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী——————দরখাস্ত কারির পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়—প্রতিপক্ষের উকীল দ্বয়।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

কোন বাটীতে দখল পাইবার জন্য বাদী অর্থাৎ দরখাস্তকারী এই নালিশ উপস্থিত করে। তাহাতে মুনসেফ কর্ত্তৃক তামাদী আইনানুযায়ী মোকদ্দমা ডিস্মিস হয় পরে এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে যে আপীল হয় তাহা প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক শুনানি হওন কালীন প্রতিবাদী অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্ট এরূপ স্বীকার করে যে বাদী শপথ পূর্ব্বক যে এজাহার দিবে তাহাই গ্রাহ্য তাহাতে বাদির হাজিরী জন্য প্রধান সদর আমীন

আপেলাণ্টের উকীলকে আদেশ দেন কিন্তু এই আদেশানুযায়ী আপেলাণ্ট হাজির না হওয়াতে ১৮৫৩ সালের ১৯ আক্টের বিধানানুসারে তাকীম মৌসুফ আপীল ডিস্‌মিস্ করেন।

খাস আপীলের হেতু এই যে আইনের অবধারিত রীতিতে আপেলাণ্টকে তলব না করিয়া সে ব্যক্তি সাক্ষী স্বরূপ হাজির না হওয়া হেতুকে জাবেতা আপীল ডিস্‌মিস করা রীতি বিরুদ্ধ।

প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির মজমুনে এরূপ স্পষ্ট প্রকাশ নাই যে আপেলাণ্টকে সাক্ষী মানিয়া তাহাকে তলব করা রেস্পাণ্ডেণ্টের অভিপ্রায় ছিল বরং তাহার এরূপ অভিপ্রায় থাকা প্রকাশ হইতেছে যে আপেলাণ্ট স্বেচ্ছানুযায়ী হাজির হয় এবং এই বিষয় তাহার উকীলের দ্বারা তাহাকে জ্ঞাত করা যায় কিন্তু এরূপ হইলে ১৮৫৩ সালের ১৯ আক্টের বিধান খাটিতে পারে না এবং প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল যে মুনসেফ যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন তৎ প্রতি অন্যান্য গওয়াহি ও প্রমাণ দৃষ্টে স্বীয় রায় প্রকাশ করেন আর রেস্পাণ্ডেণ্টের যদিস্যাৎ আপেলাণ্টকে সাক্ষী স্বরূপ তলব করণের অভিপ্রায় ছিল এমত হয় তাহা হইলে আপেলাণ্টের হাজিরী জন্য তাহাকে রীতিমত তলব না করিয়া ১৮৫৩ সালের ১৯ আক্টমতে গরহাজিরী কসুরে আপীল ডিস্‌মিস্ করা আইন বিরুদ্ধ বলিতে হইবেক অতএব এই সকল রায় দৃষ্টে পুনর্বিচার জন্য প্রধান সদর আমীনের নিকট আমরা মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ১২৮৮ নম্বরী দরখাস্ত।

নীচের আপীল আদালতের নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ হয়। বিধান মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল।

সেখ সদৎউল্লা প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদিনী বিবী সফিজানের মোকদ্দমায় জেলা পূর্ণীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল আজীজ খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৫ সাল ১১ আগষ্ট তারিখের এক নিষ্পত্তি রদ করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত জি, লক্ সাহেব ১৮৫৬ সালের ৩০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন সেখ সদৎউল্লা ১৮৫৬ সালের ৩১ আক্টোবর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মৌলবী মরহামৎ হোসেন ও বাবু বংশীবদন মিত্র—দরখাস্তকারিরপক্ষউকীলদ্বয়।
মৌলবী আফতাবুদ্দীন মহম্মদ ও বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়— } প্রতিপক্ষের উকীল দ্বয়।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত হেতু সকল জন্য উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাদিনী তিন ব্যক্তির নিকট মৌজা গজনি যে খরিদ করেন তাহা বাহালের প্রার্থনায় ও জজ্ সাহেব ১৮৫২ সালের ১০ জুন তারিখে উক্ত খরিদ সাজসী থাকা ও দর-

খাজকারী মৌজা মজকুরের রাজস্ব আদায় দেওয়াতে তদর্থে যে এক ডিক্রী পায় সেই ডিক্রীজারীতে উক্ত সম্পত্তি নিলাম হইতে রক্ষা করণাভিপ্রায়ে বাদিনী তাহা খরিদ করা এতাবৎ মর্ম্মে যে এক সরাসরী হুকুম দেন তাহা রদ করণ জন্য বাদিনী এই নালিশ উপস্থিত করেন।

তাহাতে প্রধান সদর আমীন স্বীয় নিষ্পত্তিতে এই স্থির করেন যে বাদিনীর দর্শিত কওয়ালা লিখিত পঠিত হওয়া সাব্যস্ত হয় নাই আর বিক্রেতাদিগের মধ্যে একজন নাবালগ ছিল।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপীল হইলে কওয়ালার সিদ্ধতার বিষয়ে অত্র মোকদ্দমায় যে প্রমাণ দর্শিত হয় জজ্ সাহেব তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া এই মাত্র রায় দেন যে উক্ত খরিদ সাজসী থাকা পক্ষে উক্ত সরাসরী হুকুমে যেহেতু লিখিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ আর যে কেহ হউক বাদিনীর খরিদের সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করিতে পারিবে।

জজ্ সাহেবের ডিক্রির মর্ম্ম এই. যে বাদিনীর কথিত খরিদ সিদ্ধ বটে আর এই বিষয় যদিও আরজীতে উত্থাপিত হইয়া প্রধান সদর আমীন তাহা বাদিনীর প্রতিকূলে মীমাংসা করিয়াছেন কিন্তু তদ্বিষয়ে জজ্ সাহেব কোন রায় দেন নাই। অতএব জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি যে অসম্পূর্ণ তাহা স্পষ্ট প্রকাশ এহেতু আমরা এই অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই যে বাদিনীর স্বত্বের সিদ্ধতা বিষয়ে হাকীম মৌসুফ স্পষ্ট করিয়া রায় দিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ৫১ নম্বরী মোকদ্দমা।

মুঙ্গেরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত সি, মেক্‌ডোনাল্ড সাহেবের ১৮৫২ সাল ১৬ ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রী রদ করিয়া জেলা ভাগলপুরের একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, বেল সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৯ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জওহর মিশ্র (বাদী)——————— আপেলান্ট।
ভগ্ন মিশ্র প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

অন্যান্য পুরোহিতেরা কোন যজমানদিগের হা

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৭ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়

গুপ্ত প্রভৃতি প্রতিবাদীগণ বাদীকে সংবাদ না দিয়া অথবা তাঁহাকে না ডাকিয়া কোন শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কার্য্য জন্য যে দক্ষিণা পায় তাহার অংশ পুনঃপ্রাপণের প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত হয়।

তাহাতে মুনসেফ বাদির পক্ষে ডিক্রী দিলে জজ্‌ সাহেব আপীলে সেই নিষ্পত্তি এই বলিয়া রদ করেন যে উক্ত ডিক্রী এ আদালতের ১৮৪৯ সাল ৮ নবম্বর ও ১৮৫০ সাল ১৩ জুন তারিখের নিষ্পত্তি সকলের সম্পষ্ট বিপরীত ঐ সকল নিষ্পত্তিতে এই অবধারিত হয় যে যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যাদি করাইতে চাহে তাহারা পুরোহিত আপনারাই মনোনীত করিতে পারে যজমানদিগের অথবা যে পুরোহিতেরা ঐ সকল কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণা পায় তাহাদিগের স্থানে তৃতীয় এক ব্যক্তি সেই দক্ষিণার দাবি করিতে পারে না।

খাস আপীলে দরখাস্তকারী এই আপত্তি করে যে জজ সাহেবের উল্লেখিত মোকদ্দমাহায় অত্র মোকদ্দমায় খাটে না কেননা বাদী যজমানের বিরুদ্ধে নালিশ করে নাই যে ব্যক্তি দক্ষিণা পাইয়াছে ও যে দক্ষিণার অংশের প্রতি উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে বাদির স্বত্ত্ব আছে বাদী তাহারই বিরুদ্ধে নালিশ-ন্দ বটে আর সম্প্রতি ১৮৩১ সালের ১৪ জানুয়ারি ঐ সালের ১৭ মে ও ১৮৫৫ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখহায়ে যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে সেতাবতে এই অবধারিত হয় যে এরূপ নালিশ অবশ্যই দায়ের হইবেক।

আমাদিগের বক্তব্য এই যে জজ সাহেবের উল্লেখিত ১৮৪৯ সালের নিষ্পত্তি ও দরখাস্তকারী ১৮৫২ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখের যে নিষ্পত্তি উল্লেখ করে এই দুই নিষ্পত্তি অত্র মোকদ্দমায় খাটে আর ২৯৬ পৃষ্ঠার লিখিত ১৮৫০ সালের ১৩ জুন তারিখের নিষ্পত্তি জজ্‌ সাহেবের ফয়সলার পোষকতা করে বটে ও তাহাতে এই বিধি সম্পষ্ট অবধারিত হয় যে এরূপ দক্ষিণার টাকা যজমান অথবা যে পুরোহিত টাকা পায় তাহার স্থানে তৃতীয় এক ব্যক্তি দাবি করিতে পারিবেক না কিন্তু ১৮৫২ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন ঠাকুর পাণ্ডের মোকদ্দমায় কামেল এজলাসে যে নিষ্পত্তি হয় তদ্দ্বারা উক্ত নিষ্পত্তি প্রকৃত রূপ রদ হইয়া এক হাকীমের অনুমতিতে এই বিধি স্থাপিত হয় যে এরূপ টাকার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক আর ১৮৩১ সালের ১৭ মে তারিখে দুই জন হাকীম কর্ত্তৃক যে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হয় ও যাহা দরখাস্তকারী উল্লেখ করে তাহাতেও উক্ত বিধি অবধারিত হওয়া দৃষ্ট হইবেক।

এই কথার বিচার জন্য নীচের আদালতহায়ে তাহা সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে অতএব তদ্বিষয়ে যে আইন আছে তাহা মীমাংসা করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমরা এই বিষয়ের বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি যে শ্রাদ্ধ অথবা অন্য কোন ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্রিয়া উপলক্ষে পৌরোহিত্য কার্য্য জন্য যে ব্যক্তি বৃত্তি পায় তাহার অংশ নিমিত্ত ওয়ারিসী স্বত্ত্ব বুনিয়াদে এতদ্দেশের দেওয়ানী আদালতহায়ে নালিশ হইতে পারে কি না।

বিচার।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। অত্র মোকদ্দমায় এই কথার বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে যে শ্রাদ্ধ অথবা অন্য কোন ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্রিয়া উপলক্ষে পৌরোহিত্য কার্য্য জন্য যে ব্যক্তি বৃত্তি পায় তাহার অংশ নিমিত্ত ওয়ারিসী স্বত্ত্ব বুনিয়াদে এতদ্দেশের দেওয়ানী আদালতহায়ে নালিশ হইতে পারে কি না।

বাদী স্বীয় আরজীতে লেখে যে কএকটা মৌজার যজমানদিগের স্থানে যে বৃত্তি পাওয়া যায় তাহার ষোল আনার মধ্যে তাহার মাতুলের তিনাংশের একাংশ ছিল সেই ব্যক্তির সন্তান সন্ততি না থাকাতে বাদীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া আপনার জীবদ্দশায় তাহাকে প্রতিপালন করে তাহার মৃত্যু পরে বাদী ও তাহার মাতুলানী একত্রে

পূর্ব্বোক্ত ছয় মৌজার যজমানদিগের স্থানে প্রাপ্ত বৃত্তি টাকার তিনাংশের একাংশ দখলীকার হইয়া তাহার উপস্বত্ব নির্ব্বিরোধে আপনারা ব্যয় করে তৎপরে ঐ মাতুলানী মোসম্মাৎ বৃন্দা ইংরাজী ১৮২৬ সালের ১৫ মে মোতাবেক ফসলী ১২৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ তারিখের দান পত্র দ্বারা চক কলিমান মিশ্রের /৬ ক্রান্তি অংশ ও কএক মৌজার যজমানদিগের স্থানে প্রাপ্ত বৃত্তির ও অন্যান্য সম্পত্তির তিনাংশের একাংশ বাদীকে দিয়া মোতাবেক দখল দেওয়ায় বাদী অদ্যাবধি তাহাতে দখলীকার আছে বি ১২৫৮ সালের ১২ ভাদ্র তারিখে প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ যাহারা কএকটা মৌজার যজমানদিগের স্থানে প্রাপ্ত বৃত্তির বক্রী দুই অংশের হকদার তাহারা মওমাগড় সাকিনের প্রম মথুর প্রভৃতির মাতার শ্রাদ্ধের ক্রিয়াদি করায় বাদীকে তাহার সংবাদ দেয় নাই অং যে সকল মৌজায় তাহাদিগের উভয়ের এজমালী স্বত্ব আছে উক্ত মৌজা তদন্তর্গত ব আর যজমান প্রতিবাদীগণ তাহাদিগকে নগদ টাকা ও দ্রব্যাদিতে ১৪।১০ টাকা দে তন্মধ্যে আসল প্রতিবাদীগণের স্থানে ঐ টাকার তিনাংশের একাংশ বাদির ন্যা পাওনা বিধায়ে বাদী ৮/৬ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

বোধ হইতেছে বাদির দাবি দুই প্রকার স্বত্ব বুনিয়াদে উপস্থিত অর্থাৎ মাতুল পোষ্যপুত্র স্বরূপ ওয়ারিসী স্বত্ব ও মাতুলানীর দান সূত্রে বাদী এই দাবি উপস্থিত ক তাহাতে আসল প্রতিবাদীগণ প্রমান মথুরের মাতার শ্রাদ্ধের সংবাদ বাদীকে না দে নাতে তাহাদিগের তঞ্চক দর্শান বাদির অভিপ্রায় বটে কেননা বৃত্তির যে অংশ বাদি পাওয়ানা তাহা উক্ত প্রতিবাদীগণ গ্রহণ করে কিন্তু এরূপ তঞ্চকতা না করিলে বা তাহা পাইত।

কোলব্রুক সাহেবের কৃত হিন্দু ব্যবস্থা সংগ্রহের দ্বিতীয় পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় ধারার ৪১ বিধান দৃষ্টে প্রকাশ যে পুরোহিত তিন প্রকার প্রথম পুরুষানুক্র যাহারা পৌরোহিত্য কার্য্য করে ও যাহাদিগকে যজমানদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পুরোহিতে পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মান করিতেন দ্বিতীয় বহুদিবসাবধি অথবা বিশেষ কোন অভি প্রায়ে যজমান নিজেই যাহাকে পুরোহিত নিযুক্ত করে তৃতীয় যাহারা পূর্ব্বকার বন্ধু সূত্রে পৌরোহিত্য কার্য্য করে। তদ্ভিন্ন ইহাও প্রকাশ যে বিনা কারণ অথবা বিশিষ্ট হে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর পুরোহিতকে পরিত্যাগ করিলে হিন্দু শাস্ত্রমতে গর্হিত অপরা হয় ও তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক কিন্তু যখন যজমানের নিযোজিত পুরোহি শাস্ত্রমতে গ্রাহ্য হইয়াছে তখন বিনা কারণে পুরোহিত ত্যাগ করিলে যে কোন অপরা ও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হউক পুরোহিত পরিত্যাগ করা ও আপনাদিগের ইচ্ছানুযা যে কোন ব্যক্তিকে হউক পুরোহিত নিযুক্ত করণের ক্ষমতা যজমানের প্রতি আছে এরূপ হইলে চয়ক রিপোর্ট বহির দ্বিতীয় বালমের ২৫৯ ইস্তক ২৬৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখি শ্যাম শর্ম্মা রামদেব শর্ম্মা পরশুরাম সাহু প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাধা কৃষ্ণ প্রভৃতির মোক মান এ আদালত কর্ত্তৃক যে বিধি অবধারিত হইয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্রিয়া নির্ব্ব করণে পুরোহিত শাস্ত্রমতে যদিস্যাৎ অপারগ না হয় তবে সেই পুরোহিত কুল পুরো হিত হউক অথবা যজমানের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত হইয়া থাকুক এরূপ পুরোহিতকে যজ মান ত্যাগ করিতে পারে না এই বিধি অতি কঠিন বোধ হইতেছে তদপেক্ষা যথার্থ

হাকিমের এস্ত মালে এই নি ষ্পত্তি হইয়াছে যে কোন বিশেষ যজমানদিগেরস্থানে পুরোহিতেরা কোন বৃত্তি পাওনের যে ওয়ারিসী স্বত্ব রাখে আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন না এবং এরূপ বৃত্তি আদায় হইলে তাহার অংশ পাওনে যে ওয়ারিসী স্বত্ব আছে আদালত এরূপ স্বত্ব স্বীকার করেন না অতএব ইংরাজদিগের আইনে যে পদকে আইনানুগামী অথবা উত্তরাধিকার্য্য বিষয় বলিয়া লেখে পুরোহিতের পদ ঐ সকল নিষ্পত্তির তারিখ হইতে আর সেরূপ গণ্য হয় নাই। পুরোহিতেরা যজমানদিগের স্থানে যে বৃত্তি পায় তাহার কিয়দংশ এক্ষণে স্বেচ্ছাধীন

ঠিক বিধি এই যে যজমান এক পুরোহিতকে ত্যাগ করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্তু অন্যায় ক্রমে ত্যাগ করিলে হিন্দু শাস্ত্রমতে দণ্ড স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান আছে সেই দণ্ডনীয় হইতে হইবেক। আর ১৮৫২ সালের ফয়সলা বহির ৩৯৮ হইতে ৪০১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মার বিরুদ্ধে রমাকান্ত শর্ম্মার মোকদ্দমায় ১৮৫২ সালের ১৩ মে তারিখে এ আদালতের তাবৎ হাকীমান যে নিষ্পত্তি করেন তাহার মর্ম্ম হিন্দু শাস্ত্রের যে সংশোধিক অভিপ্রায় উপরে ব্যক্ত করা হইল তদ্বিরুদ্ধ নহে কেননা অধিকাংশ হাকীমান স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ রূপে এই কঠিন বিধি গ্রাহ্য করিয়াছেন যে নিরপরাধী পুরোহিতকে যজমান পরিত্যাগ করিতে পারে না অথচ সেই পুরোহিত অপরাধী কিনা একথার বিচার করিতে উক্ত হাকীমান এই কারণে অস্বীকার হয়েন যে এবিষয় একরূপ যজমানের বিবেচনাধীন যে দেওয়ানী আদালতভায় তৎপ্রতি হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না অতএব মূল বিধি এই যে উপরোক্ত বিধানানুসারে হিন্দু জাতীয় কোন ব্যক্তি নিরপরাধী পুরোহিতকে শাস্ত্রমতে পরিত্যাগ করিতে পারে না কিন্তু কার্য্যে সে ব্যক্তি হিন্দু শাস্ত্রমতে দণ্ডগ্রহণ করিয়া ঐরূপ পরিত্যাগ করিতে পারে এবং আমাদিগের আদালতভায় তাহার কোন বিচার করেন না। ভবানী প্রসাদের বিরুদ্ধে হরগোবিন্দ শর্ম্মার মোকদ্দমায় ১৮৫০ সালের ১১ জুন তারিখে এআদালত ভিন্ন এক রায় প্রকাশ করিয়া এই সাধারণ ও চূড়ান্ত বিধি অবধারণ করেন যে আপনাদিগের মঙ্গলার্থে যে যজমানেরা ধর্ম্ম ক্রিয়াদি করাইতে চাহে তাহারা স্বেচ্ছানুযায়ী পুরোহিত নিযুক্ত করিতে পারে কিন্তু একরূপ মনোনীত করণে অন্যায় করিলে যে অপরাধ হয় তাহার উল্লেখ না করিয়া সাধারণ কথায় উক্ত বিধি যে ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা শাস্ত্র সঙ্গত কি না এ বিষয় সন্দেহের স্থল হইতে পারে সে যাহা হউক এতদ্দেশের দেওয়ানী আদালতভায় এক্ষণে এই কথা যেরূপ গ্রহণ করেন তাহা ঐ বিধিতে ঠিক প্রকাশ হইতেছে। যখন একরূপ প্রকাশ হইল যে যজমান ইচ্ছানুযায়ী পুরোহিত পরিত্যাগ ও নিযুক্ত করিতে পারে তখন এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে বৃত্তি আদি কাহাকে দিবে তাহাও স্থির করণের ক্ষমতা যজমানের প্রতি আছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পুরোহিত তিন প্রকার অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেছে, যাহারা যজমান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় এবং যাহারা পূর্ব্বকার বন্দুত্ব জন্য স্বইচ্ছায় পৌরোহিত্য কার্য্য করে তৃতীয় শ্রেণীর পুরোহিত বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে যে ব্যক্তি যজমান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় দায় ভাগের ১২৮ পৃষ্ঠার লিখিত ষষ্ঠ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান মতে বৃত্তির টাকা সমুদয় সেই ব্যক্তি নিজেই পাইবেক আর হরগোবিন্দ শর্ম্মার মোকদ্দমায় এ আদালত যে বিধি অবধারণ করেন ও যাহা উপরে উল্লেখ হইল তদনুযায়ী যজমান অর্থাৎ দাতা অথবা পুরোহিত অর্থাৎ গ্রহীতা ইহাদিগের কাহারো স্থানে তৃতীয় এক ব্যক্তি ঐ বৃত্তির প্রতি দাবি করিতে পারে না এ বৃত্তি উক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে তাহার মেহনতানা স্বরূপ তাহাকে দেওয়া হয় এতাবৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু প্রথম শ্রেণী দৃষ্টে সর্টিফিকেটে এই কথা প্রস্তাব হইয়াছে যে কুলপুরোহিতের আপনাদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব বুনিয়াদে যে বৃত্তি অপর ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে তাহার অংশের প্রতি দাবি করিতে পারে কি না। পুরোহিতের কার্য্য হিন্দু শাস্ত্র মতে ওয়ারিসদিগের প্রতি অর্শে ও এক গোষ্ঠী যুক্ত লোকেরাই উত্তরাধিকারিত্ব

সূত্রে সেই পদ প্রাপ্ত হয় এবং তদনুযায়ী উক্ত পদ সংক্রান্ত কার্য্যাদি করণ জন্য ঐ গোষ্ঠিরা যে বৃত্তি পায় তাহার অংশের প্রতি তাহাদিগের উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে স্বত্ব আছে এতাবৎ পার্শ্বের লিখিত নিষ্পত্তি সকলে ও তদ্বিষয়ক তাবৎ গ্রন্থ দৃষ্টে এরূপ স্পষ্ট প্রকাশ যে তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে না ওয়ারিসদিগের মধ্যে কেহ যে বৃত্তি পায় তাহার অংশ জন্য ঐ ওয়ারিসান আপনাদিগের মধ্যে তাবৎ অবস্থাতেই উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে দাবি করিতে পারে কি না এক্ষণে ইহাই প্রশ্ন হইতেছে

শিবন মিশ্রীদের দরখাস্তে ১৮৬২ সালের ফয়সলা। বহির ১০৬ পৃষ্ঠার লিখিত নিষ্পত্তি।
রঘুনাথ প্রভৃতি বাদীগণ রেস্পাণ্ডেণ্টদিগের বিরুদ্ধে ঠাকুর পাণ্ডে প্রতিবাদী আপেলাণ্টের মোকদ্দমা।

তাহাতে আমার বিবেচনায় যদিস্যাৎ কোন যজমান অথবা যাহার প্রতি যজমানের ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তি কাহাকেও বৃত্তি স্বরূপ টাকা দেয় ও তাহাতে এরূপ প্রকাশ হয় যে শুদ্ধ সেই ব্যক্তিকেই দেওয়া হইয়াছে তাহা হইলে কুল পুরোহিতের এজমালী উত্তরাধিকারী হইলেও ঐ বৃত্তির প্রতি দাবি করিতে পারিবেক না কিন্তু সেই বৃত্তির টাকা কোন গোষ্ঠীর এক জন বলিয়া কাহাকে যদিস্যাৎ দেওয়া হয় তাহা হইলে এরূপ দাবি গ্রাহ্য হইয়া উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সচরাচর যে সকল বিধি অনুযায়ী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তদনুযায়ী ঐ দাবির বিচার নিষ্পত্তি হইবেক এরূপ অভিপ্রায় হওয়াতে উক্ত দাবিদারের স্বত্বের বুনিয়াদ এই যে তাহার পদ ওয়ারিসদিগের প্রতি অর্শে কিন্তু যে ব্যক্তি বৃত্তির টাকা দেয় তাহার ইচ্ছানুযায়ী ঐ স্বত্ব ধ্বংশ হইতে পারে অতএব এরূপ স্বত্ব রদ হইতে পারে আর সেই স্বত্ব যদিস্যাৎ এক কালীন ছিল এমত হয় তাহা পরে রদ হইয়াছে কি না এ কথা প্রত্যেক মোকদ্দমার অবস্থার উপর নির্ভর রাখে।

উপরোক্ত মতে আমার অভিপ্রায় এই যে এক জন কুল পুরোহিতের ওয়ারিস সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে যজমানের স্থানে তঞ্চক ক্রমে তাহারা যে বৃত্তি লইয়াছে তাহার অংশ পাইবার জন্য এই দাবি উপস্থিত করে অতএব মোকদ্দমা জজ্ সাহেব সমীপে এই আদেশে ফেরৎ পাঠান কর্ত্তব্য যে ঐ বৃত্তির টাকা যে সকল বিশেষ অবস্থায় প্রতিবাদীগণকে দেওয়া হয় হাকীম মোসুফ তৎপ্রতি তদন্ত করিবেন আর উত্তরাধিকারিত্ব ও দান সূত্রে বাদির দাবি সাব্যস্ত হইলে অত্র মোকদ্দমার শামিল আসামী যজমানগণ আসল প্রতিবাদীগণকে স্বতন্ত্র রূপে বৃত্তির টাকা দেয় কি কুল পুরোহিতের তাবৎ ওয়ারিসকে দিবার অভিপ্রায়ে সেই গোষ্ঠী ভুক্ত বলিয়া প্রধান ব্যক্তিকে দিয়াছে এবিষয় মোকদ্দমায় যে রূপ প্রমাণ হইবেক তদনুযায়ী মোকদ্দমা ডিস্মিস্ অথবা ডিক্রী করিবেন।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেবের রায়। প্রতিবাদীগণের কোন * যজমানের স্থানে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহারা যে বস্ত্র মিষ্টান্ন পিত্তলের দ্রব্যাদি পায় তাহার মূল্যের তিনাংশের একাংশ পাইবার জন্য বলরাম মিশ্রের পোষ্যপুত্র বলিয়া তাহার পত্নীর লিখিয়া দেওয়া দানপত্র বুনিয়াদে এ মোকদ্দমার বাদী এই এজহারে

* এস্থলে যজমান শব্দের অর্থ পাণ্ডাদিগের শিষ্য কিন্তু সচরাচর উক্ত শব্দের অর্থ রমাপ্রসাদ বাবু যে রূপ করিয়াছেন ক্রেতা বুঝায় যথা যাহারা রীতিমত কাহাকে সওদা বা দুগ্ধ যোগায় ঐ ব্যক্তিকে তাহাদিগের যজমান বলা যায়।

নালিশ করে যে উত্তরাধিকারিত্ব ও দান সূত্রে ঐ অংশ তাহার ন্যায্য পাওনা আর বাদির উল্লেখিত ৬ টা মৌজার যজমানদিগের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে বাদী প্রতিবাদীগণের সহিত সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া প্রতিবাদীগণকে আপনাদিগের ওয়ারিসী স্বত্বানুযায়ী বৃত্তি আদির তিনাংশের দুই অংশ দিয়া নিজে একাংশ পাইয়াছে কিন্তু যে ঘটনা উপলক্ষে এই মোকদ্দমা উপস্থিত তাহাতে প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের অভিপ্রায় বাদীকে না জানাইয়া নওগাঁর তিনজন যজমানের শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া বাদির হিসাবে ২৪৬ টাকা মূল্যের যে দ্রব্যাদি ও নগদ টাকা পায় তাহার অংশ বাদীকে দেওনে অস্বীকার করে অতএব ঐ টাকার তিনাংশের একাংশ জন্য বাদী তাহাদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া যাহারা ঐ দ্রব্যাদি দিয়াছে অর্থাৎ যজমানদিগকেও প্রতিবাদির শামিল করিয়াছে কেননা তাহারা বাদীকে শ্রাদ্ধের সমাচার না দিয়া ও তাহার একাংশের প্রতি যে স্বত্ব আছে তাহা অমান্য করিয়া সমুদয়ই প্রতিবাদীগণকে দিয়াছে।

আমাদিগের সমক্ষে এই প্রশ্ন উপস্থিত যে এরূপ নালিশ আমাদিগের আদালতভাবে গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী যদিস্যাৎ এই বুনিয়াদে নালিশ করিত যে প্রতিবাদীগণও তাহার মধ্যে সেরাকতী আছে ও তাহাদিগের উপার্জনের নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহাকে দেওনার্থে স্পষ্ট বা প্রকারান্তরে তউক্ত উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি আছে তাহা হইলে অন্য কোন কারকারবারের মুনফার অংশ জন্য যেরূপ নালিশ উপস্থিত হয় সেই রূপ এস্থলেও যে দায়ের হইতে পারিত তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ হইত না।

কিন্তু হসাওন মিশ্রের ওয়ারিসান কোন যজমানদিগের স্থানে যে বৃত্তি পাইবে তাহার একাংশের প্রতি উত্তরাধিকারিত্ব ও দান সূত্রে বাদির স্বত্ব আছে বলিয়া শুদ্ধ সেই স্বত্ব বুনিয়াদে এই নালিশ উপস্থিত অতএব এরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক যে এরূপ বৃত্তি যে ব্যক্তি নিজে পায় নাই ও যাহার দান করণের স্বত্ব উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ত্বের উপর নির্ভর রাখে এরূপ ব্যক্তি হইতে উত্তরাধিকারিত্ব বা দান সূত্রে ঐ বৃত্তি অর্থাৎ যে জন্য এই নালিশ উপস্থিত তাহা প্রাপ্য হইতে পারে কি না। হিন্দু শাস্ত্রমতে পুরোহিতের পদ যে ওয়ারিসগণের প্রতি বর্ত্তে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কোন বিশিষ্ট হেতু জন্য অযোগ্য না হইলে কুলপুরোহিত অথবা যজমান যাহাকে নিজে পুরোহিত নিযুক্ত করে তাহাদিগকে যজমান পরিত্যাগ করিতে পারে না আর কুল পুরোহিতের ওয়ারিস পুরুষ হইলে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে সেই ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব পুরুষের যজমানদিগের পুরোহিত হয় কিন্তু যজমান যে পুরোহিতকে নিযুক্ত করে সে পুরোহিতের ওয়ারিসানের এপ্রকার স্বত্ব নাই। চুম্বক রিপোর্ট বহির ষষ্ঠ বালমের ২৫৯ পৃষ্ঠার লিখিত শ্যাম শর্ম্মার বিরুদ্ধে রাধাকৃষ্ণের মোকদ্দমার সদর আদালত ঐ প্রথা বাহাল রাখিয়া যে যজমানদিগের বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছিল তাহাদিগের প্রতি সেই মোকদ্দমার বাদীগণকে পুরোহিত নিযুক্ত করণের আদেশ দেন আর চুম্বক রিপোর্ট বহির প্রথম বালমের ১৫২ পৃষ্ঠের লিখিত মোসম্মাৎ চৌরাশির মোকদ্দমাতেও আদালত ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু সে মোকদ্দমায় এই অবধারিত হয় যে যজমানের সম্মতিতে পুরোহিত নিযুক্ত হওয়ার প্রমাণ দর্শাইতে হইবেক।

আইনের ভাবগতিক এরূপ অবস্থায় থাকিলে পুরোহিতের পদ উত্তরাধিকার্য্য বিষয়ের ন্যায় গণ্য হইত এবং সেই পদ সংক্রান্ত কার্য্যাদি করণের স্বত্ব ও তাহার লাভের অংশ

পাওনের স্বত্ব উত্তরাধিকারিত্বের অন্তর্গত হইয়া নালিশের দ্বারা তাহা পুনঃ প্রাপনের যোগ্য হইত সন্দেহ নাই কিন্তু ১৮৫২ সালের ২৩ মে তারিখে গোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মার বিরুদ্ধে রমাকান্ত শর্ম্মার মোকদ্দমায় ৫ হাকীমের এজলাসে এই কথার তর্ক হয় যে কোন যজমানের স্থানে বৃত্তি অথবা পৌরোহিত্য কার্য্যের দাবি পুরোহিত আইনমতে করিতে পারেন কি না তাহাতে এই নিষ্পত্তি হয় যে বিশেষ কোন এক ব্যক্তির দ্বারা পৌরোহিত্য কার্য্য করাইবার জন্য হিন্দু শাস্ত্রমতে যজমানের প্রতি যে আদেশ আছে তাহা সুদ্ধ বিবেচনাধীন এবং দেওয়ানী আদালত তাহা বলবৎ জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করিতে পারেন না যখন এই আদেশ রহিত হইল তৎসূত্রে যে স্বত্ব স্থাপিত হয় তাহাও কাজে কাজেই রদ হইয়াছে বলিতে হইবেক কেননা কোন স্বত্বের অনুরূপ আদেশ না থাকিলে অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই স্বত্ব বলবৎ হইতে পারে না।

এ হেতু সেই নিষ্পত্তির তারিখ হইতে তাহা পূর্ব্বে না হউক পুরোহিতদিগের পদ আইনানুযায়ী স্বরূপ গণ্য হওয়া রহিত হন ও তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ সম্পূর্ণ রূপ যজমানদিগের স্বেচ্ছাধীন হওয়াতে সেই পদ উত্তরাধিকার্য্য বিষয় সকলের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ও উত্তরাধিকারিত্ব অথবা দান সূত্রে তাহা অপর ব্যক্তিকেও অর্শে না।

আদালতের হাকীমান স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে ভবানী প্রসাদ সাহা প্রভৃতির বিরুদ্ধে হরগোবিন্দ শর্ম্মার মোকদ্দমায় ১৮৫০ সালের ১৩ জুন তারিখে পূর্ব্বে যে নিষ্পত্তি হা উপরোক্ত মাসের নিষ্পত্তি তদনুযায়ী হইয়াছে এবং সেই মোকদ্দমায় যে বিধি অবধারি হয় তাহা যথার্থ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে সেই মোকদ্দমার প্রকৃত ভাব কি তাহা দৃষ্টি কর অত্যাবশ্যক কেননা আমার বিবেচনায় এক্ষণে যে প্রশ্ন উপস্থিত তাহা তদ্দ্বারা চূড়া রূপ মীমাংসা হইবেক সে প্রশ্ন এই যে পুরোহিতের পদ এক্ষণে আমাদিগের আদালতে হারে আইনানুযায়ী বলিয়া গ্রাহ্য না হওয়াতেও তাহার স্বত্ব দানের যোগ্য কি না; উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে অপর ব্যক্তিকে অর্শে কি না। তাবৎ মতভেদ বিষয়ে উক্ত মোক দ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমার অনুরূপ হইতেছে। যে সর্টিফিকেটানুযায়ী তাহার খা আপীল গ্রাহ্য হয় তাহাতে মোকদ্দমার বিবরণ এই রূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে যথা। "কো মৌজার পুরোহিতের প্রাপ্য বৃত্তির অংশ পাইবার জন্য প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বা ওয়ারিসী স্বত্ব বুনিয়াদে নালিশ করে। ঐ মৌজায় যাহারা পৌরোহিত্য কার্য্য করি বৃত্তি পাইয়াছে ও যে যজমান তাহাদিগকে ঐ বৃত্তি দেয় এই সকল ব্যক্তিকে প্রতিবা করা হইয়াছে তাহাতে প্রচলিত প্রথানুযায়ী ওয়ারিসী স্বত্ব প্রমাণ হওয়াতে নীচে আদালততায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন। মৃত্যু বিবাহ যজ্ঞ ইত্যাদি উপলক্ষে পুরো হিত যে দক্ষিণা পাইয়া থাকেন তৎপ্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু যে ব্যক্তি পক্ষে এই সকল ক্রিয়াদি হয় তাহার প্রার্থনা মতে যে ব্যক্তি পৌরোহিত্য কার্য্য ক তাহার বিরুদ্ধে অপর কোন ব্যক্তি যে সেই পৌরোহিত্য কার্য্য করে নাই সে বা ওয়ারিসী স্বত্ব বলিয়া ঐ দক্ষিণার টাকা দাবি করিতে পারে কি না এবং যাহ পক্ষে সেই ক্রিয়াদি করা হয় তাহার বিরুদ্ধে এরূপ দাবি ডিক্রী হইতে পারে না এতাবৎ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। কোন হিন্দু জাতীয় ব্যক্তি স্বীয় পুরো হিত যে মনোনিত করিবেন শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় কখন স্বীকার করা হয় নাই কি

এরূপ মনোনীত করণের স্বত্ব থাকুক বা না থাকুক আমার বিবেচনার বৃত্তির দাবি যে ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছে তাহারই বিরুদ্ধে হইবে দাতার বিরুদ্ধে নহে।

উপরোক্ত দুই বিষয়েরই বিচারজন্য খাস আপীল গ্রাহ্য হয় অর্থাৎ প্রথমতঃ পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া পুরোহিত যে বৃত্তি পায় তাহার অংশ জন্য সেই পুরোহিতের বিরুদ্ধে ওয়ারিসী স্বত্ব বুনিয়াদে নালিশ হইতে পারে কি না দ্বিতীয়তঃ যে কার্য্যোপলক্ষে ঐ বৃত্তি দেওয়া হয় তাহা যে ব্যক্তি আসলেই করে নাই তাহার পক্ষে যজমান অর্থাৎ ঐ বৃত্তি দাতার বিরুদ্ধে নালিশ হইতে পারে কি না তাহাতে এ আদালতের হাকীমান শ্রীযুক্ত সর, আর, বারলো, শ্রীযুক্ত মেৎ জ্যাকসন ও শ্রীযুক্ত জে, আর, কলবিন্ সাহেবান সকলে ঐক্য হইয়া উক্ত দুই বিষয়ে এই স্থির করেন যথা "আমাদিগের রায় এই যে ওয়ারিসী স্বত্ব বুনিয়াদে এ প্রকার দাবি গ্রাহ্য হইতে পারে না যজমান অর্থাৎ যাহারা আপনাদিগের মঙ্গলার্থে কোন ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াদি করাইতে চাহে তাহারা আপনারাই পুরোহিত মনোনীত করিতে পারে এবং তৃতীয় এক ব্যক্তি বৃত্তির টাকা ঐ যজমান অথবা যে পুরোহিত তাহা পাইয়াছে তাহার স্থানে দাবি করিতে পারে না"।

আমার বিবেচনায় এই নিষ্পত্তি অতি স্পষ্ট ও ঠিক এবং তৎপরে যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে ও সর্টিফিকেটে যে তাবৎ উল্লেখ হন তদ্দ্বারা উক্ত নিষ্পত্তির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই ১৮৫২ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখের নিষ্পন্ন কালীঘাটের মোকদ্দমা স্পষ্ট পৃথক হইতেছে।

আদালত আপনাদিগের নিষ্পত্তিতে উক্ত মোকদ্দমায় এই রায় দেন যে কোন ব্যক্তির উপরে স্বত্বের দাবি করা হয় নাই "বিশেষ কোন সময় জন্য দেবালয়ের মধ্যে একাই দেব সেবা ও যাহারা সেই সময় মধ্যে পূজাদি দিবে তাহা একাই গ্রহণ করণের স্বত্ব জন্য দাবি উপস্থিত হয়" ফলতঃ ঐ দেবালয়ের উপস্বত্ব জন্য নালিশ হয় তাহাতে কোন ক্ষেত্র অথবা বাগিচার উপস্বত্বের দাবির মূল্য যে রূপ নিরূপিত ও তাহা যে রূপ জারী হইতে পারে উক্ত দাবি কৃত স্বত্বও সেই রূপ।

১৮৫২ সালের ১৭ মে তারিখে দুই জন হাকীম কর্ত্তৃক শিবন মিশ্রের যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহাতে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ আপেলান্টের পক্ষ অতিশয় ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া এই বিশেষ তর্ক করেন যে উক্ত মোকদ্দমা যে আদাই টাকার অংশ জন্য নালিশ হয় এ মোকদ্দমাতেও সেই রূপ দাবি উপস্থিত ও সেই নিষ্পত্তি ১৮৫০ সালের জুন মাহার নিষ্পত্তির বিপরীত কেননা শেষোক্ত নিষ্পত্তিতে আদালতের হাকীমান এই রূপ রায় দিয়াছেন যথা "বৃত্তিদারি পদের অংশের স্বরূপ বাদীগণের স্বত্ব গুণাগুণ বিবেচনায় আদালত কর্ত্তৃক মীমাংসা ও বিচার নিষ্পত্তি না হওনের কোন কারণ নাই" সে যাহা হউক আমার বিবেচনায় ১৮৫২ সালের ১৭ মে তারিখের নিষ্পন্ন উক্ত মোকদ্দমায় হাকীমান যে রায় লেখেন তদ্দ্বারা প্রকাশ যে সেই মোকদ্দমায় আদালতের ন্যায্য বা অন্যায্য হউক এই রূপ প্রতীতি হইয়াছিল যে স্থাবর সম্পত্তি ঘটিত এক প্রকার দাবি তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে হাকীমান লেখেন "যে কোন বৃত্তির লাভের ও প্রাপ্য বিষয়ের অংশ জন্য দখলীকার ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি উপস্থিত"। তদ্ভিন্ন তাঁহারা এই রায় দেন "ঐ গোষ্ঠী ভুক্ত লোকেরা পৃথক২ মৌজা আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছে" তাহাতে এই আদেশে তাঁহারা মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করেন যে প্রতিবাদী নিজেই ১২ বৎসরের অধিক কাল দখলীকার কি না তাহার তদন্ত হয়।

তাহাদিগের যদিস্যাৎ এরূপ অভিপ্রায় হইত যে বৃত্তির টাকা যে পুরোহিত পাইয়াছে তাহার স্থানে তৃতীয় এক ব্যক্তি যে পৌরোহিত্য কার্য্য করে নাই তৎ কর্ত্তৃক ওয়ারিসী স্বত্ত্ব বুনিয়াদে সেই বৃত্তি জন্য দাবি উপস্থিত তাহা হইলে আমার বিবেচনায় ১৮৫০ সালের নিষ্পত্তির সহিত অনৈক্য হওনের হেতু সকল উক্ত হাকীমান অবশ্যই লিখিতেন কেননা তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন যিনি শিবন মিস্ত্রীণের মোকদ্দমার বিচার করেন উপরোক্ত সর্নে-হরগোবিন্দ শর্ম্মার মোকদ্দমাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সে যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক কেননা শিবন মিস্ত্রীণের মোকদ্দমা জাবেতা মোকদ্দমা নহে একটা খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত মাত্র অতএব তাহাতে যে হুকুম হইয়াছে তদ্দ্বারা আমাদিগের আদালতদ্বয়ের রীত্যানুযায়ী কামেল এজলাসের পূর্ব্বকার নিষ্পত্তির ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না।

এক্ষণে ১৮৫৫ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখের নিষ্পন্ন ঠাকুর পাণ্ডের মোকদ্দমা বাকী আছে এই মোকদ্দমা ঠিক খাটিতেছে সন্দেহ নাই। প্রতিবাদীগণ কোন যজমানদিগের বাটীতে যে বৃত্তি পায় তাহার অংশ জন্য ওয়ারিসী স্বত্ত্ব সূত্রে নালিশ হয় তাহাতে কামেল এজলাসের সমক্ষে তর্ক হওয়াতে আদালতের অধিকাংশ হাকীমান এই নিষ্পত্তি করেন যে এরূপ নালিশ উপস্থিত হইতে পারে না কিন্তু এক জন হাকীম অনৈক্য হয়েন এবং ১৮৫০ সালের ১৩ জুন তারিখের নজীরের ভাব প্রকারান্তর গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ হাকীমান ঐ রূপ নিষ্পত্তি করাতে তাহা অকর্ম্মণ্য হইতেছে নতুবা মাতবর হইত। এই মোকদ্দমা নজীর স্বরূপ অগ্রাহ্য করণের হেতু এই লেখেন যে উক্ত মোকদ্দমায় যজমান দিগের স্থানে বৃত্তি আদায় করণের স্বত্ত্ব পুরোহিতের আছে কি না সুদ্ধ এই কথাই বিচার্য্য ছিল কিন্তু উপরোক্ত সর্টিফিকটে দৃষ্ট হইবেক যে অন্য এক জন পুরোহিত যে বৃত্তির টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে তাহার অংশ কোন এক পুরোহিত ওয়ারিসী স্বত্ত্ব বুনিয়াদে দাবি করিতে পারে কি না এই প্রধান বিষয়ই তকরারী ছিল এবং তৎকালে তাহাদিগের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতেও বাস্তবিক এই কথার তকরার হয়

এহেতু ১৮৫০ সালের ১৩ জুন তারিখের নজীরেই কামেল এজলাসের সম্মত বিধি দৃষ্ট হইবেক আর ৫ জন হাকীম সেই নজীর ঠিক ও যথার্থ বলিয়াছেন অতএব আমার রায়ে তাহা এ প্রকার মোকদ্দমাহায়ে প্রধান নজীর স্বরূপ গণ্য হইবেক। সেই নজীরে যে বিধি অবধারিত হয় তাহা আমার বিবেচনায় ১৮৫২ সালের ১৩ মে তারিখে আদালত যে রায় দেন তদনুযায়ী হইতেছে সে রায় এই যে কোন যজমানের বাটীতে পূ পুরুষেরা পৌরোহিত্যকার্য্য করিয়াছে বলিয়া তৎপ্রতি কোন পুরোহিত কর্ত্তৃক যে স্বত্ত্বে দাবি হয় তাহা আইনানুযায়ী জারী হইতে পারে না কারণ আদালতে যে স্বত্ত্ব জারী হইতে পারে না তাহাকে আসলেই স্বত্ত্ব বলা যাইতে পারে না। হোয়াইট সাহেবের বিরুদ্ধে এসলি সাহেবের প্রধান মোকদ্দমায় চিফ জস্টিস্ হোলট্ সাহেব কহেন "যে স্বত্ত্বে প্রতীকার নাই তাহা অনুভব করা বৃথা কেননা স্বত্ত্ব না থাকিলেই প্রতীকার থাকিবেক ও প্রতীকারের অভাব হইলেই স্বত্ত্বের অভাব হইবেক" এরূপ অবস্থায় এরূপ স্বত্ত্বে প্রাপ্য বিষয়ের প্রতি ওয়ারিসী স্বত্ত্ব বুনিয়াদে কোন দাবি যে গ্রাহ্য হইতে পারে না তাহা আমার বিবেচনায় স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে কেননা যে স্বত্ত্ব বুনিয়াদে সেই দাবি উপস্থিত হয় তাহা আমাদিগের বিবেচনায় না থাকা দৃষ্ট হইল। এরূপ নালিশ গ্রাহ্য করিলে এই গোলযোগ উপস্থিত হয় যে বৃত্তির পাওনা টাকা যজমানের হস্তে থাক কালীন তৎপ্রতি ওয়ারিসী স্বত্ত্ব গ্রাহ্য হইল না অথচ যে দণ্ডে বাদির গোষ্ঠীর কাহাকে সেই টাকা দেওয়া হয় তদ্দণ্ডেই সেই স্বত্ত্ব উপস্থিত হওয়া এরূপ রায় দেওয়া হয় অর্থা

তাহা হইলেই আমাদিগের এই রূপ রায় দেওয়া হয় যে বিরোধীয় বিষয়ে আদালতের পূর্ব্বে বাদির পূর্ব্ব পুরুষের অথবা তাহার নিজের আইনানুযায়ী কোন স্বত্ত্ব থাকিলে সে বুনিয়াদে ওয়ারিসী স্বত্ত্ব অর্শিবে না প্রতিবাদী কোন ঘটনা ক্রমে স্বীয় মেহনতানা স্বরূপ তাহা আদায় করা মাত্রেই সেই ওয়ারিসী স্বত্ত্ব উপস্থিত হইবেক।

যজমানেরা এক্ষণে পুরোহিতকে যে বৃত্তি দেয় তাহার কিয়দংশ স্বেচ্ছাধীন দান ও কিয়দংশ প্রকৃত কার্য্যের বেতন স্বরূপ ইহার কিছুই ওয়ারিসী স্বত্ত্ব বুনিয়াদে হিন্দু শাস্ত্র ও অন্যান্য আইনানুযায়ী বিভাগের যোগ্য নহে। ওয়ারিসগণের মধ্যে যে সকল বিষয়ের বিভাগ হইতে পারে তাহা দায় ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে এই রূপ লিখিত আছে যথা "যাহা পিতামহের বা পিতার ছিল এবং সাধারণের সম্পত্তি দ্বারা অথবা তাহাদিগের সকলের কায়িক পরিশ্রম সহকারে অপর যে কোন বস্তু ওয়ারিসগণ কর্ত্তৃক লব্ধ হয়" কিন্তু তাহাতে স্পষ্ট লেখে "যে পিতৃ ধনের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় যাহা কোন ব্যক্তি উপার্জ্জন করে তাহা সে ব্যক্তির সঙ্গি ওয়ারিসানকে দিবে না" আর "পিতার সম্পত্তির ক্ষতি না করিয়া কোন ওয়ারিস যে কিছু প্রাপ্ত হয় যথা কোন ব্যক্তির স্থান হইতে উপঢৌকন অথবা বিবাহ উপলক্ষে দান এরূপ বিষয়ে সঙ্গি ওয়ারিসানের কোন অধিকার নাই" তদ্ভিন্ন যে সকল বিষয় বিভাগ হওনের অযোগ্য তন্মধ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহাও স্পষ্ট লিখিত আছে "যথা পৌরোহিত্য কার্য্যের দ্বারা কোন ব্যক্তি যাহা উপার্জ্জন করে অথবা কোন যজ্ঞ উপলক্ষে পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে যে ব্যক্তি পুরোহিত নিযুক্ত করে তাহার স্থানে ঐ পুরোহিত দক্ষিণা বা দান স্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হয় এই সকল বৃত্তিকে উপঢৌকন বলা যায় না তাহা ঠিকা বেতন অথবা ভাড়ার অনুরূপ বলিতে হইবেক" আমি যে সকল খণ্ড উল্লেখ করিলাম তাহার সর্ব্ব স্থলেই এই রূপ লেখে। যৎকালীন পুরোহিতের পদ আইনানুযায়ী স্বরূপ গণ্য হইয়া সাধারণের পিতৃপুরুষের প্রতি অর্পিত হইয়া তাহার ওয়ারিসগণের মধ্যে বিভাগ হইতে পারিত তৎকালীন হিন্দু শাস্ত্র মতে ঐ পদের প্রাপ্ত লাভ ও বিভাগের যোগ্য ছিল কেননা তৎপ্রতি যে স্বত্ত্ব বর্ত্তে তাহা ঐ সাধারণের পিতৃপুরুষের সহিত সম্পর্ক বিবেচনায় বলিতে হইবেক যে স্থলে এই পদ আইনানুযায়ী ও মৌরসী নহে ও পিতৃপুরুষের স্বত্ত্বের সহিত বিনা সম্বন্ধে বৃত্তির টাকা কোন পুরোহিতের স্বোপার্জ্জিত হয় সে স্থলে সঙ্গি ওয়ারিসগণের মধ্যে তাহার বিভাগ হইবেক না হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। যজমানের স্থানে বৃত্তির টাকা পুরোহিত আইনানুযায়ী সুদ্ধ এই হেতুতে দাবি করিতে পারেন যে সেই টাকা তাহার স্বোপার্জ্জিত ও তিনি যে পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছেন তাহার বেতন স্বরূপ ন্যায্য পাওনা তৎপ্রতি তাহার কোন ওয়ারিসী স্বত্ত্ব নাই এতাবতের প্রতি আসলেই আপত্তি হইতে পারে না অতএব সাধারণের পিতৃপুরুষের একজন ওয়ারিস বলিয়া ঐ বৃত্তির অংশের প্রতি তৎকর্ত্তৃক দাবি হইলে তাহা হিন্দু শাস্ত্র মতে আসলেই গ্রাহ্য যোগ্য হইবেক না আর অনুরূপ হইলেও এরূপ দাবি যুক্তি বিরুদ্ধ এবং আমাদিগের আদালত হাতে তাহা জারী হইতে পারে না কেননা এরূপ নালিশে বাদির পক্ষে ডিক্রী দিলে পৌরোহিত্য কার্য্য জন্য যে বৃত্তি আদি আদায় হইয়াছে সুদ্ধ তাহারই যে অংশ দেওয়া

হয় এমত নহে ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমে পরে ঐ রূপ যাহা উপা করিবেক ও এজমালী ধনে এক কড়াও বাদী উপার্জন না করিলেও তাহারও অংশ দে হয়। এরূপ ডিক্রী দিলে বাদির সঙ্গি ওয়ারিসগণ তাহার দাস স্বরূপ হয়। অত ১৮৫২ সালের ১৩ মে তারিখের নজীরে যে সকল শব্দ লিখিত হয় আমিও তাহাই যোগ করিতেছি অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমায় নীচের আদালতের নিষ্পত্তি "যথার্থ ও ঠি হইয়াছে এহেতু ব্যয়সহ সেই ফয়সলা বাহাল করিয়া এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম।

শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবের রায়। কোন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অপর দুই জন পুরোহি যে বৃত্ত্যাদি পায় তাহার তিনাংশের একাংশ জন্য বাদী এক দানপত্র ও ওয়ারিসী স্ব বুনিয়াদে এই নালিশ উপস্থিত করে।

হিন্দু জাতীয় প্রথা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় সকল স্বত্ব হিন্দু শাস্ত্রে স্বীকার ও রক্ষা ক ও যে শাস্ত্রানুযায়ী প্রতীকার দিতে হইবেক তৎসংক্রান্ত তাবৎ মোকদ্দমাতারে ১৭ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারানুসারে আমাদিগের আদালতদ্বয়ের স্পষ্ট এলাকা আছে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে এমত কোন স্পষ্টবোধক বিধান নাই যে বাদির দাবিকৃত স্বত্ব আইনা স্থায়ী বটে ও তাহা হস্তান্তরের যোগ্য অথবা তাহাতে ওয়ারিসী স্বত্ব অর্শে ও তজ্জ ঐ শাস্ত্রানুযায়ী দেওয়ানী আদালত তাহা প্রতিপালন করণে প্রবর্ত্ত হইবেন।

সর, ডবলিউ, ব্লাকষ্টোন সাহেব আইন সংগ্রহ পুস্তকের তৃতীয় বালমের ১ পৃষ্ঠায় এই রূপ লেখেন যথা "যে হেতুক তাবৎ অপকার স্বত্ব ধ্বংশ করা মাত্র করিতে হইবেক অতএব যে ব্যক্তির স্বত্ব ঐ রূপ ধ্বংশ হয় তাহাকে সেই স্বত্ব পুনঃ দেওয়াইলেই সেই অপকারের স্পষ্ট প্রতীকার করা হয়" এই মোকদ্দমা যদিস কোন চুক্তি অনুযায়ী সেরাকতী সম্বন্ধীয় হইত অথবা দাবি কৃত টাকা যদিস্যাৎ ভূমি স ন্ধীয় বৃত্তিভুক্ত হইত ও বাদী ওয়ারিসী স্বত্ব অথবা দান বুনিয়াদে তাহাতে দখল প বার দাবি করিত তাহা হইলে এরূপ নালিশ অনায়াসেই গ্রাহ্য হইত কিন্তু শ্রাদ্ধে লক্ষে পুরোহিতকে যে দানাদি দেওয়া যায় তাহার অধিকাংশই স্বেচ্ছাধীন এবং ১৮ সালের ১৩ জুন তারিখের নিষ্পন্ন হরগোবিন্দ শর্ম্মার ও ১৮৫২ সালের ১৩ মে তারি নিষ্পন্ন রমাকান্ত শর্ম্মার মোকদ্দমায় এআদালত আপনাদিগের নিষ্পত্তিতে এরূপ স বিধান করিয়াছেন যে ঐ প্রকার দানাদির অংশের প্রতি তৃতীয় কোন ব্যক্তির হক ন পুরোহিতদিগের মধ্যে যদিস্যাৎ এরূপ একরার থাকা স্বীকার করা হয় যে ঐ প্র দানাদির অংশ তাহারা পাইবেক তাহা হইলে সেই অংশ না দেওয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত এব রের অন্যথাচরণ হইত কিন্তু তাহাকে দেওয়ানী আদালত সংক্রান্ত কোন ক্ষতি বলা না ও আদালতে তাহার প্রতীকার হইতে পারে না। এআদালতের অবধারিত এই যে ঐ প্রকার বৃত্তির অংশের প্রতি কোন স্বত্ব নাই অতএব এরূপ নালিশ করা অথচ তাহার প্রতীকার না দেওয়া চাতুরি হয় মাত্র।

যদিও এই প্রকার মোকদ্দমা না হউক ১৮৪৬ সালের ২৮ নবেম্বর তারিখের নি পূরণমল্ল ও লালু সাহু আপেলান্টগণের মোকদ্দমা ও এই মোকদ্দমা উভয়েরই অনুরূপ বটে তাহাতে বাদী চৌধুরী পদের প্রাপ্ত লাভ জন্য নালিশ করাতে কা

এজলাসে এই বিধি অবধারিত হয় যে চৌধুরীকে যাহা দান করা হয় তাহা স্বেচ্ছাধীন মাত্র ও যাহারা তাহা দেয় তাহারা কোন ব্যক্তিকে না দিয়া বিশেষ এক ব্যক্তিকে যে ঐ টাকা দিবে অথবা তাহাদিগের ইচ্ছার বিপরীত অপর কাহাকে দিবে আইনে এরূপ আবদ্ধকর কোন আদেশ নাই এবং কোন ব্যক্তিদিগের আপস বন্দোবস্ত হইতে যাহা লব্ধ হয় তাহা দেওয়ান বিষয়ে আদালত হস্ত ক্ষেপণ করিতে পারেন না।

অধিকন্তু এরূপ নালিশ গ্রাহ্য করিলে তাহার মুল্য নিরূপণ করা সুকঠিন হয় কেননা স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে বাদী যে রূপ নালিশ উপস্থিত করে তাহার মুল্য অন্যায্য নিয়মে ধরা হইয়াছে। প্রতিবাদী যে কিছু বৃত্তি পায় তাহাতে ওয়ারিসী স্বত্ত্ব স্থাপন জন্য এই নালিশ উপস্থিত কিন্তু যে বৃত্তির টাকা আদায় হইয়াছে সেই পরিমাণেই বাদী তাহার মুল্য ধরিয়াছে ফলতঃ এ মোকদ্দমার ঠিক মুল্য ধরা অসম্ভব কেননা পুরোহিতদিগের প্রথানুসারে বাদির জ্ঞাতসারে যে বৃত্তির টাকা আদায় হয় ও তাহার অজ্ঞাতে যাহা লব্ধ হয় এতাবতের স্বত্ত্ব জন্য বাদী দাবি করিতেছে। এই সকল বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনায় আমি এই রায় লিখিলাম শ্রীযুক্ত স্যামুএলস সাহেব যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাতে আমি ঐক্য হইতেছি অতএব আমিও নীচের আদালতের ফয়সলা বাহাল করিয়া এই আপীল খরচা সহ ডিসমিস করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ মার্চ

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৩ সালের ৪৫২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পাটনার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ নাজীম খাঁ বাহাদুরের ৮৫৩ সাল ১০ আগষ্ট তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে স্পেশ্যাল আপীল।

বাবু বোলাকী লাল (প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন)—আপেলাণ্ট।

গণেশ লাল স্বয়ং ও নাবালগ মহেশ লালের অছী স্বরূপ (বাদী) এবং বাবু হীরালাল ও অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদীগণ)— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল নাই।

কোং ৭৯২৩।। টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদী এ মোকদ্দমায় এই রূপ প্রকাশ করে যে সে ব্যক্তি বোলাকী লাল ও হীরালালের কুঠীতে ৬২৯৮।৶১০ টাকা জমা দিয়া ঐ টাকার বাবৎ তিন কেতা হুণ্ডী তাহাদিগের

ক যাহে কোন ব্যক্তির কুঠী হইতে বাদী ৩ কেতা হুণ্ডী পাইয়া খ কে বিক্রয় করে সে ব্যক্তি চুক্তি অনুযায়ী পণের টাকা আদায় করিতে না পারিয়া করে যে সে হুণ্ডীর টাকা পায় নাই তাহাতে বাদী ক ও খ উভয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে কিন্তু খ হুণ্ডী ফেরৎ দিতে স্বীকার করাতে তাহাকে নালিশ হইতে অব্যাহতি দিয়া ক র বিরুদ্ধে ডিক্রী পায় কিন্তু ঐ হুণ্ডী যাহাদিগে

কলিকাতার কুঠীর উপর তাহার পিতার যোগে প্রাপ্ত হয় তৎপরে ঐ সকল হুণ্ডী মনোহর মিশ্রের নিকট বিক্রয় করিলে মিশ্র মজকুর সর্ত্তানুযায়ী টাকা আদায় না দিয়া কহে যে হুণ্ডীর টাকা সে ব্যক্তি আদায় করিতে পারে নাই সুতরাং হুণ্ডী বিক্রয়ের দরুণ পণের টাকা খরিদের তারিখ হইতে সুদ সমেত আদায় জন্য বাদী মনোহর মিশ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া বোলাকীলালকে একজন আসামী করিয়াছে কিন্তু কি-হেতুতে আসামী করে তাহা প্রকাশ নাই। নোটিসের লিখিত মেয়াদ মধ্যে বোলাকী-লাল জওয়াব দাখিল না করিয়া ১০ ধারা মতে রোবকারী লিখিত হওনের কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা দাখিল করিলে প্রধান সদর আমীন তাহা গ্রহণ করেন না কিন্তু সে ব্যক্তি যে ওজর করে অর্থাৎ তৎকালীন মুঙ্গের মোকামে থাকা সে ওজর গর মাতবর নহে তাহাতে মোকদ্দমা বোলাকীলালের বিরুদ্ধে একতরফা নিষ্পত্তি হয় কিন্তু মনোহর মিশ্র হাজির হইয়া জওয়াব দেয় তৎপরে বাদী ও মনোহর মিশ্রের মধ্যে বন্দোবস্ত হওয়াতে বাদী এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত দেয় যে মনোহর মিশ্র তাহাকে হুণ্ডী ফেরৎ দিয়াছে অতএব তাহাকে নালিশ হইতে সে ব্যক্তি অব্যাহতি দিল কিন্তু তাহার প্রার্থনা এই যে সুদ্ধ বোলাকীলালের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে প্রধান সদর আমীন সম্মত হইয়া পরিশেষে বোলাকীলালের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দেন কিন্তু এরূপ কার্য্য রীতি বিরুদ্ধ বলিতে হইবেক আরজী যেরূপ তদ্দৃষ্টে সপষ্ট প্রকাশ যে বোলাকীলালের বিরুদ্ধে বাদির নালিশ করণের কোন হেতু নাই কেননা মনোহর মিশ্রের নিকট টাকা পাওনা বলিয়া বাদী নালিশ করে তাহাতে বোলাকীলাল যে লিপ্ত ছিল বাদী এরূপ কহে না বাদী ঐ সকল হুণ্ডী বিক্রয় করিয়াছে ও বোলাকীলালের সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই অর্থাৎ খরিদারের স্থানে ঐ সকল হুণ্ডীর মূল্য পাইতে পারে এতাবৎ এজহারে বাদী নালিশ করে তাহাতে বোলাকীলালের বিরুদ্ধে এই হেতুতে ডিক্রী পায় যে ঐ সকল হুণ্ডী বাদির স্থানে আছে অতএব যে ব্যক্তি সেই হুণ্ডী দেয় তাহার স্থানে বাদী টাকা পাইতে পারে কিন্তু যাহাদিগের উপর হুণ্ডী দেওয়া হয় তাহাদিগের সমক্ষে তাহা দর্শিত হওয়া অথবা তাহারা তাহা অমান্য করার কোন প্রমাণ নাই ফলতঃ আরজী ও ডিক্রী পরস্পর নালিশের বিভিন্ন হেতুতে লিখিত হইয়াছে এবং বাদী প্রথমে যে বুনিয়াদে ও এজহারে নালিশ করে মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন তাহা ত্যাগ করিয়াছে এহেতু আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি রদ করিয়া বাদির মামেলা ননসুট করিলাম উভয় আদালতের তাবৎ খরচা বাদির জিম্মা ইতি।

উপর দেও... হয় তাহা ...গের নিকট ...র্শিত হওয়া অথবা তাহা ...া সেই হুণ্ডী অমান্য করার কোন প্রমাণ ...র্শান হয় নাই।

এ স্থলে অ...বধারিত হইল যে উক্ত ডিক্রী সম্পূর্ণ রীতি বিরুদ্ধ কেননা ...খর দেনার জ...না বাদী না...লিশ করে ক...সেই দেনার বিষয় কিছুই ...াত ছিল না ...ভিন্ন বাদির নালিশ দায়ের থাকা কালী...ন আপনার ...ার পরিত্যা...গ করিয়া ক... অর্থাৎ যে ব্য...ক্তি হুণ্ডী দেয় তাহার বিরু...দ্ধে ডিক্রী পা...য় আর খর...স্থানে বাদী সে টাকা পাই...ত তৎপরিব...র্ত্তে ঐ হুণ্ডী ফেরৎ পাইয়াছে এহেতু বা...দির মামেলা ননসুট হইল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব

১৮৫৬ সালের ৯৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫৫ সালের ১১৫ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস, শ্রীযুক্ত বি, জে কলবিন ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবান ১৮৫৬ সালের ৩১ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

রাজকিশোর সেন প্রভৃতি (আপেলান্টগণ)——দরখাস্তকারীগণ।
গৌরগোপাল ঘোষ প্রভৃতি (রেস্পণ্ডেন্টগণ) ——প্রতিপক্ষ।
মেং ডবলিউ, এ, মন্টিও সাহেব————————দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল।
মৌলবী মরহামৎ হোসেন————————প্রতিপক্ষের উকীল।

এই বিচার পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত বিষয়ে মেং মন্টিও সাহেব তর্ক করিয়া এই অনুভব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যৎকালে এ আদালত ঐ মোকদ্দমা শুনেন তৎকালে যে পাট্টা অনুসারে বাদী অর্থাৎ আপেলান্ট দখলীকার থাকে ও স্বাক্ষরিত গওয়াহি হাজির করিয়া কিম্বা তাহাদিগের অনুপস্থিতির কারণ দর্শাইয়া সে ব্যক্তি ঐ পাট্টা প্রমাণ করিতে পারে নাই বলিয়া এ আদালত মোকদ্দমায় সাধারণ গুণাগুণ বিবেচনা করিতে অস্বীকার করিয়া ঐ আপীল ডিস্মিস্ করিয়াছিলেন।

এ আদালত দৃষ্টি করিবেন যে এই বিষয়ে মোকদ্দমার যে ভাব বাদানুবাদের ছাপান রিপোর্টেতে দেওয়া হয় তাহাতে এ আদালত বলিয়াছেন যে যদিও এ আদালত উকীল মজকুরের প্রার্থনা মত এই সকল প্রমাণের ব্যাখ্যা করিতেন ও সেতাবতে উকীল মজকুর যে ভার নিযোগ করিতে চাহে তাহার পক্ষে সেই ভার নিয়োগ করিতে দেই তাহা হইলেও সেতাবৎ প্রতিপোষক প্রমাণ ব্যতিরিক্ত আর কিছু না হইয়া এই প্রমাণ করে যে তাহারা এক কালে দখলীকার থাকে কিন্তু যখন কালীগঙ্গা দত্ত বাঙ্গালা ১২০৯ সালে বাদীগণকে এক পাট্টা লিখিয়া দিয়াছে বলিয়া বাদীগণ বর্ত্তমান দখলীকারানকে বেদখল করিতে নালিশ করিতে চাহে আর যখন পরে ১২৩৩ও১২৩৪ সালে কালীগঙ্গার উত্তরাধিকারীগণের উক্ত পাট্টা ঐ রূপে লিখিয়া দেওয়া হয় ও তদ্দ্বারা বন্দোবস্ত তাহাদিগকে অর্শিয়াছে সপষ্ট বলিয়া উসৎ তালুক স্বরূপ এই সকল ভূমির বন্দোবস্ত তাহাদিগের সহিত করিয়াছে তাহা হইলে এ আদালত এই রায় দেন যে যদবধি এই পাট্টা লিখিয়া দেওয়ার ও পরে বন্দোবস্ত করিবার প্রমাণ দাখিল না হয় সে পর্য্যন্ত অধীন আদালত যে প্রতিপোষক প্রমাণ উল্লেখ করেন সেতাবৎ ও তাহা হইতে যে অবল সিদ্ধান্ত হয়

এক বিশেষ পাট্টা প্রমাণ করিতে না পারায় পূর্ব্বের বিচার হইয়াছে বলিয়া যে ওজরের হেতু দর্শান হয় তাহা উত্থাপিত কএক কারণে ন্যায্য বোধ হইল না এ জন্য ঐ বিচারের পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

সেতাবৎও বিবেচনা হইতে পারে না যে হেতু সেতাবৎ হইতে এজুহার মত প্রমাণ লিখিয়া দেওয়া ও বন্দোবস্ত হওয়া অনুভবের উপযুক্ত সম্পূর্ণ কারণ পাওয়া যায় না এই সকল রায় হইতে এ আদালত বিবেচনা করেন যে উক্ত পাট্টা বরাবর আছে বলিয়া বাদী যে এজুহার করে তাহার পোষকতায় মোকদ্দমার গুণাগুণ হইতে যথা সাধ্য বিবেচ্য বিষয় বিবেচনা করা যে হইয়াছে ইহা অনুভব হইতে পারে ও ঐ পাট্টার স্বাপক্ষে এক অনুভব সাব্যস্ত করিতে মোকদ্দমার গুণাগুণ সকল অসম্পূর্ণ হইয়াছে এই নিমিত্ত তাহা লিখিয়া দেওয়ার বিষয়ে প্রমাণ আবশ্যক বোধ হইল এবং ঐরূপ প্রমাণ কোন রকমে উপস্থিত না হইবায় বাদী উমদার স্বরূপ যে কি রূপ ভোগ দখল করে তাহা প্রমাণ হয় নাই সুতরাং তাহার দাবি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এ আদালত উপস্থিত সুওয়াল জওয়াব দৃষ্টে মোকদ্দমার পূর্ব্বে যে ভাব গ্রহণ হয় তাহা যে ভুল হইয়াছে ইহা অবধারণ করণের সুতরাং এই দরখাস্তের প্রার্থনা গ্রাহ্য করণের কোন কারণ দেখিতে পারেন না এ বিধায়ে খরচা সহিত ইহা অগ্রাহ্য হইল।

মেং মণ্টিও সাহেব প্রার্থনা করিলেন যে আদালত জানুন যে যৎকালে এ আদালত উক্ত দলীল লিখিয়া দেওয়ার সরাসর প্রমাণ না থাকা মীমাংসা করেন তৎকালে তাহার জুড়ি উকীলকে বক্তৃতা করিতে না দিবায় প্রথম শুনানি কালে মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি তাহার বাদানুবাদ শুনা হয় নাই। মেং মণ্টিও সাহেবের এই কথা জ্ঞাত হইয়া আরও কহিলেন যে উল্লেখিত প্রমাণ বিষয়ক এ আদালতের রায়ের পরে মণ্টিও সাহেব শুনানি বিষয়ে যে শেষ বক্তৃতা করেন তাহাতে যদিস্যাৎ উকীল মজকুর এ আদালতে আপন এমত অভিপ্রায় জানাইতেন যে সে ব্যক্তি এ আদালত উক্ত দলীল লিখিয়া দেওয়ার বিষয়ে যে প্রমাণ চাহেন তাহার মোকদ্দমার গুণাগুণ হইতে যে ছাড়া ইহা বক্তৃতা দ্বারা দর্শাইতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে এ আদালত আবদ্ধ ছিলেন কিন্তু নথীতে ঐরূপ কোন কথা না থাকা প্রযুক্ত এ আদালত এই সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ বিষয়ে মেং মণ্টিও সাহেব বক্তৃতা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব }
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৩ সালের ৪৫ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবান ১৮৫৬ সালের ২৬ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় কএক দরখাস্ত।

১৮৫৬ সালের ৯৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

রাধামাধব অধিকারী প্রভৃতি (রেস্পাণ্ডেন্টগণ)-----দরখাস্তকারীগণ।
গোবিন্দকিশোর রায় তাহার মৃত্যুর পর গোবিন্দ }
প্রিয়া চৌধুরিণী প্রভৃতি (আপেলান্টগণ)------ } প্রতিপক্ষ।
মেং থিয়বলড সাহেব ও হরকালী ঘোষ ---------দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ--- প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

১৮৫৬ সালের ১০০ নম্বরী মোকদ্দমা।

রাধামাধব অধিকারী প্রভৃতি (রেস্পাণ্ডেন্টগণ)----দরখাস্তকারীগণ।
গৌরসুন্দর ঘোষের স্ত্রী মোসম্মাৎ জগত্তারা }
(আপেলান্ট)------------------------------ } প্রতিপক্ষ।

মেং থিয়বলড় ও বাবু হরকালী ঘোষ ------- } দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ--------------------------প্রতিপক্ষের উকীল।

রাধামাধব অধিকারী ও চন্দ্রমাধব (বাদীগণ) রেস্পাণ্ডেন্টগণের বিরুদ্ধে গোবিন্দকিশোর রায় প্রতিবাদীগণের মোকদ্দমার ১৮৫৬ সালের ফয়সলা বহির ৪৫০ নাং ৪৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত এ আদালতের গত ২৬ মে তারিখের ফয়সলার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় (বাদী) রেস্পাণ্ডেন্ট এক দরখাস্ত করে।

বাঙ্গালা ১২৩০ সালে গোবিন্দকিশোরের মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া কর্তৃক গোবিন্দকিশোরকে প্রকৃতরূপে ও বস্তুত দত্তক গ্রহণ করে ও সেই দত্তক গ্রহণ অনুসারে তাহার অবস্থা মোকদ্দমার যথার্থ কারণ কি না? যদি হয় তাহা হইলে তামাদী আইন মোকদ্দমার বাধা হয় কি না? আপীলের এই প্রধান ইশু হইতেছে ইহাতে এ আদালতের অধিকাংশ হাকীমান অন্যান্য রায়ের মধ্যে কহেন যে এই ইশুর বিবেচনা করিতে নথির দর্শিত দস্তাবেজ ও

ফলতঃ যে মজীরে উপস্থিত বিধির পোষকতা করেনা তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে।

এ আদালত কএক কারণ দর্শাইয়া এক্ষণেও রায় দিলেন যে প্রতিপক্ষ দখলের ঠিক আইন সঙ্গত ভাব গ্রহণ করিলে তাহা পোষ্যপুত্রত্বানুসারে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক আরম্ভ হইয়া বাদির জ্ঞাতসারে ও সাক্ষাতে চলিয়া আসিয়াছে ও এই প্রতিপক্ষ দখল বার বৎসরের অধিক কাল থাকায় তামাদী আইন অনুসারে বাদী নালিশ করিতে পারে না আরও এ আদালতের রায় হইল যে তাঁহারা যে মজীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে উপস্থিত মোকদ্দমায় যে ভাব গৃহীত হয় তাহার পোষকতা করে।

অতএব এ আদালত খরচা সহিত পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত ডিসমিস করিলেন।

বিরোধ শূন্য ঐ ঘটনার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি করা আবশ্যক যে গোবিন্দকিশোর যাহার দখল ও স্বত্ত্ব বাদীগণ অন্যথা করিতে নালিশ করিয়াছে সে ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে নালিশের পূর্ব্বে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিরোধীয় সম্পত্তির দখলীকার ও লিখিত মালিক থাকে যথা জেলা ত্রিপুরা ও ভুলুয়ার কালেক্টর সাহেবের ১৮২৭ সালের ১৯ আপ্রিল ও ১৮৩৫ সালের ২৪ জুন তারিখের যে রোবকারীতে তাহার নাম রেজেষ্টরী করণের প্রতি কএক আপত্তির এত্তেলা দেয় তাহাতে দর্শিত তাহার মাতা অর্থাৎ দত্তক গ্রহিত্রীর কৃত এমত এক খান দস্তখাতে এই রূপে লিখিত আছে যে তাহার দত্তক গ্রহণ করণ হইলেই রেজেষ্টরী হওয়োপযুক্ত দাবির স্বীকার সাব্যস্ত হইতে পারে যে দত্তক গ্রহণ নালিশী সম্পত্তিতে কোন সম্বন্ধ থাকার কারণ স্বরূপ উত্থাপিত হইয়াছে ও হইতে পারে। আপন দত্তক পিতার পরিবার ও সম্পত্তি সম্বন্ধে সে ব্যক্তিকে যে অবস্থা বা পদে গ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহার নিতান্ত আইন সঙ্গত এই ফল অর্থাৎ গোড়াগুড়ি এই ফল হয় যে পোষ্যপুত্র লওনের তারিখ হইতে পোষ্যপুত্র সমুদয় সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইবার যদবধি সে ব্যক্তি অথবা তাহার সরাসর উত্তরাধিকারী জীবিত থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহার পিতার বংশোদ্ভব কোন উত্তরাধিকারী সম্পত্তি প্রাপ্তের স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে না। ভৈরবচন্দ্র চৌধুরির আপীলে পূর্ব্বের বিচার * পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় এ আদালত ৩ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন এই অবধারিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে যে যে স্থলে এক বিধবা আপন সম্পত্তিতে এক পোষ্যপুত্র স্বরূপ একজনার উত্তরাধিকারে রীতিমত সম্মত হয় যে স্থলে সেই বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তি উক্ত বিধবার জীবদ্দশায় ঐ রূপ উত্তরাধিকারির প্রতি আপত্তি করিতে পারে ও উক্ত বিধবার মৃত্যু হইতেই কেবল না হইয়া পোষ্যপুত্র লওনের তারিখ হইতে নালিশের মেয়াদ গণনা হইতে আরম্ভ হইবে। আর পোষ্যপুত্র লওয়াতে ও তদনুসারে সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব থাকা স্বীকার করাতে পোষ্যপুত্রের প্রতি সম্পত্তি অর্শে ও তৎকালে অথবা পরে আপন পুত্রের সহিত উক্ত মাতার কৃত কোন বন্দোবস্ত অনুসারে যে দখল উক্ত পোষ্যপুত্র একমালীতে তাহার মাতার সহিত করিয়া থাকিবে তাহার ফল ও তাঁহার নিজের দখলের নিজের স্বত্ত্ব স্বীকারের ফল সমান হইবে অতএব যখন ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র স্বরূপ ঐ রকম এক স্বত্ত্ব ভোগ দখল হইয়াছে ও যখন তাহার দত্তক পিতা মাতার পরিবারে ঐ কাল পর্য্যন্ত তাহাকে পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রাহ্য করা হইয়াছে ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী কিম্বা মালিক স্বরূপ তাহার নাম রেজেষ্টরী করা হইয়াছে তখন তামাদী আইয়ামের পরে যৎকালে ঐ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না তৎকালে অপর এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া পোষ্যপুত্র লওনের আইন সঙ্গতার প্রতি বিরোধ করাতে আমাদিগের বিবেচনায় যে মূল নিয়মে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের লিখিত মেয়াদ নির্দ্ধারিত হয় তাহা নষ্ট করা হয় আমরা বিবেচনা করি যে দর্শিত কালেক্টর সাহেবের বহিতে উক্ত পোষ্যপুত্রের নাম রেজেষ্টরী হওয়া স্বীকার পাওয়া ও বাদীগণ উক্ত পোষ্যপুত্রের দুই বিবাহে ও পুত্রগণের নামকরণের সংস্কারে উপস্থিত থাকা স্বীকার করে ইহা তাহাদিগের সওয়াল জওয়াবে প্রকাশ আছে এই সকল সংস্কার বাঙ্গালা ১২৪৩ সাং ১২৫২ সালের মধ্যে ঘটে

---

* ১৮৪৯ সালের ফয়সলা বহির ৩১০ পৃষ্ঠা ও ১৮৫০ সালের ঐ বহির ৩৬৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এক স্বত্ব উত্থাপনের ঘটনা জানে না বলিয়া এক্ষণে তাঁহারা কোন ওজর করিতে পারে না কেননা উক্ত পরিবার মধ্যে ঐ পোষ্যপুত্র যে অবস্থাপন্ন থাকে ও পোষ্যপুত্রানুসারে দত্ত গ্রহীতাগণকে পিতৃ মাতৃ সম্বোধন করে তাহা স্বীকার করিয়াই উল্লেখিত সংস্কার সকল অবশ্য সম্পন্ন হইয়া থাকিবেক তাহাতে কোন বিরোধ নাই।

মেং মণ্টি ও সাহেব এ আদালতের অধিকাংশ হাকীমানের নিকট এই হেতুতে তাঁহাদিগের পূর্ব্বের বিচার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ প্রার্থনা করিয়াছেন যে যথার্থ বিচার সঙ্গত মূল নিয়মের প্রতি অমনোযোগ করিয়াই প্রথমে ঐ নিষ্পত্তি করা হয় কেননা ব্যবহার সময় ও আইন বিবেচনায় অর্থে এরূপ কোন প্রতিপক্ষ দখল প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলাণ্টের পক্ষে প্রমাণ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহাতে যে নজীরের উপর নির্ভর করা হয় বস্তুতঃ তাহা উপস্থিত বিধির পোষকতা করে না।

"প্রতিপক্ষ দখল" এই দুই শব্দের ঠিক ব্যাখ্যা করা কঠিন হইলেও যে ব্যাখ্যা সচরাচর প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহা এই যথা সকল দায়াদের বিরুদ্ধে ভূমি ভোগ দখল করণের প্রকাশ্য স্বত্বের এক দাবি অথবা তাহা ব্যবহার করণের অবস্থা ও কর্ম্ম সকল বিবেচনায় ঘটান এক দাবি অনুসারে উক্ত ভূমির এক প্রকৃত প্রকাশ্য ও অবিভক্ত ব্যবহার আরম্ভ হইয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ অন্যান্য দায়াদের বিরুদ্ধে দাবি করণ অভিপ্রায়ে যে দখল হয় তাহাকেই প্রতিপক্ষ দখল বলে।

এই ব্যাখ্যা মাতবর ও সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করিয়া এক্ষণে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যে প্রতিবাদী অর্থাৎ আপেলাণ্টের দখল বিষয়ে এ মোকদ্দমার প্রামাণ্য ঘটনা সকল বিবেচনা করিলে ঐ ব্যাখ্যার অনুরূপ ঘটনা সকল মেলে কি না যথা পোষ্যপুত্র লওন ও একাকী অথবা দত্ত গ্রহীতার সহিত এজমালীতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত মালিক স্বরূপ গোবিন্দ কিশোরের নাম লিখিত হয় এবং একাকী অথবা তাহার মাতার সহিত এজমালীতে ঐ ব্যক্তি পোষ্য-পুত্রত্বানুসারে বিরোধীয় সম্পত্তি ভোগ দখল করে এবং যে সকল ব্যক্তি ঐ পোষ্যপুত্রত্ব অন্যথা করিবার প্রার্থনায় এক্ষণে নালিশ করিতেছে তাহার যে রূপ সংস্কার শূদ্র জাতির মধ্যে ঘটিলেও পোষ্যপুত্রগণের পূর্ব্ব পিতা মাতার নিকট ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব হয় এই রূপ সকল সংস্কারে উপস্থিত থাকিয়া পোষ্যপুত্রত্ব অনুসারে প্রতিবাদির যে অবস্থা হয় তাহা স্বীকার করিয়াছে আর বাঙ্গালা প্রদেশে যে সকল পোষ্যপুত্র গ্রহণ হয় তাহার দশ অংশের নয় অংশের মধ্যে ঘটনা সকল প্রমাণ আছে। ঐ দত্তগ্রাহিত্রী মাতা ও পোষ্যপুত্র এতদুভয়ের মধ্যে পরে যে বিবাদ বিসম্বাদ হয় তাহা যাবজ্জীবনের নিমিত্ত উক্ত মাতাকে স্বাধীন দখল দেওয়াইলে শেষ হয় কিন্তু এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ ও আপস বন্দোবস্ত আদি পোষ্যপুত্রত্বের ও তদনুসারে দখলের পক্ষ ব্যতীত বিরুদ্ধ প্রমাণ হয় না কারণ ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ঘটনা না হইলে প্রথমোক্ত ঘটনা হইত না কেননা সেতাবৎ যে সকল কর্ম্মের ফল তাহা এক পক্ষে অন্যথা অন্য পক্ষে বাহাল করিতে চাহিতেছে কিন্তু তাহা পোষ্যপুত্রত্বের ঘটনা ও তৎসূত্রে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অবস্থার সহিত কোন সংশ্রব রাখেনা কেননা বাদীগণ ঐ দুই ঘটনা স্বীকার করিয়াছে অতএব এই সকল ঘটনা একত্র করিলে উপরে ব্যাখ্যা করা প্রতিপক্ষ দখলের যাহা যাহা আবশ্যক সে সমুদয় প্রমাণ হওয়া আমরা দেখিতে পাইব যথা এক প্রকাশ্য স্বীকৃত স্বত্বের দাবি

এ [illegible] তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার বাহাল করণের প্রকাশ্য অভিপ্রায়ে এস্থলেও এক প্রকৃত প্রকাশ্য ও অবিভক্ত ব্যবহার আরম্ভ হইয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিজ্ঞবর উকীল মজকুর আরও আপত্তি করেন যে নির্দ্ধারিত দখলের ব্যবস্থার কৌশলী ব্যাখ্যা করিতে যে রোমীয় আইন আমরা দৃষ্টি করিয়া থাকি তদনুসারে আইনের নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত দখল থাকাই যে কেবল আবশ্যক এমত নহে বরং যে ব্যক্তির ঐ রূপ দখল অর্শে তাহারও এক যথার্থ স্বত্ব দেখাইতে হইবেক এস্থলে কেবল রোমীয় আইনে কেন, কোম্পানির আইন অর্থাৎ ১৮০৫ সালের ২ আইনানুসারে যে ব্যক্তির ঐরূপ নির্দ্ধারিত দখল অর্শে সে ব্যক্তি যথার্থ ও প্রসিদ্ধ বোধ হয় এমত কোন স্বত্ব সূত্রে ঐ দখল যে পাইয়াছে নিঃসন্দেহ তাহা তাহার দর্শাইতে হইবেক কিন্তু এক মাতবর স্বত্বের যে সামান্য ভাব লওয়া যায় তদ্রূপ কোন স্বত্ব দর্শান আবশ্যক নহে নতুবা যদ্রূপ বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ উপযুক্ত রূপে কহেন যে মোকদ্দমার সমুদয় গুণাগুণের প্রতি পূর্ব্বে তদন্ত না করিয়া উপস্থিতের অনুরূপ মোকদ্দমায় তামাদী আইন খাটাইতে পারা যায় না। সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর হইতে পারে এরূপ এক হক দর্শান পূর্ব্বোক্ত দখলীকারের পক্ষে যথেষ্ট হয় এস্থলে বিরোধীয় সম্পত্তির পূর্ব্বের মালিক হইতে পোষ্যপুত্রত্ব সূত্রে প্রাপ্ত স্বত্ব এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে আমাদিগের বিবেচনায় তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে [illegible]। অতএব যদি এইরূপ হয় উভয় রোমীয় ও কোম্পানির এই বিষয়ক আইনের বিধি অনুসারে এ মোকদ্দমায় কর্ম্ম করা হইয়াছে।

বিজ্ঞবর উকীল মজকুর আরও তর্ক করেন যে এই আদালতের অধিকাংশ হাকীমান যে নজীরের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহাতে এ বিধির পোষকতা করে না। ইহাতে আমাদিগের বক্তব্য এই যে এ আপত্তি মাতবর নহে কেননা আমরা উপরে যে ভাব গ্রহণ করিলাম যদিস্যাৎ প্রসিদ্ধ হয় তাহা হইলে এক্ষণও আমরা রায় দিতেছি যে আমাদিগের বিধি ন্যায্য হইয়াছে কিন্তু আমাদিগের রায় হইতেছে যে ১৮৫০ সালের রিপোর্ট বহির ৩৬৯ পৃষ্ঠার লিখিত কালীকিশোর রায়ের বিরুদ্ধে ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী (বাদী) আপেলাণ্টের মোকদ্দমার মূল নিয়ম বিবেচনায় যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে সম্পূর্ণ রূপে তাহার পোষকতা করে। তাহাতে বিজ্ঞবর জজ্ সাহেব কহেন যে "বাদী যে ব্যক্তি এ বংশের এক উত্তরাধিকারী, পোষ্যপুত্রত্ব অন্যথা করিবার ও পৈতৃক সম্পত্তির এক অংশের দখল পাইবার প্রার্থনায় নালিশ করিয়াছিল তাহার মোকদ্দমার হেতু অর্থাৎ ক্ষতি বিধবা হইতে প্রাপ্ত কোন স্বত্ব অন্য নহে কেবল তাহার স্বামির বংশোদ্ভব উত্তরাধিকারী বলিয়া যে তারিখে দখল পাওয়া হয় বলা হইয়াছে সেই তারিখেই ঘটে আর ঐ তারিখ হইতে আমার রায় হইতেছে যে নালিশের মেয়াদ গণনা হইবেক এই সিদ্ধান্ত মূল নিয়মে ন্যায্য বোধ হইতেছে এবং যদিস্যাৎ ব্যবহারে তদ্রূপ না থাকে তাহা হইলে কোন ব্যক্তি এক উত্তরাধিকারিত্বে অনেক কাল নির্ব্বিরুদ্ধে সম্মতি প্রদান করিলেও পরিবারের মধ্যে কোন বিবাদ সূত্রে এক বিধবা যে ব্যক্তি বর্ত্তমানে কোন দাবি করিতে চেষ্টা পায় নাই তাহার দীর্ঘ জীবন ঘটিলে এক দাবি পুনরায় উত্থাপন করিতে পারে। আমাদিগের সঙ্গি হাকীম মেং এ, জোন্স সাহেব ১৮৫৬ সালের ২৬ মে তারিখের আপন রায়ে যদ্রূপ বলিয়াছেন ও উকীল মেং মণ্টিও সাহেব বাদানুবাদ কালে যদ্রূপ জানাইয়াছেন তদ্রূপ এই নিয়ম উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটাইলে নিঃসন্দেহ বোধ হইবে যে সে মোকদ্দমায় ঐ মূল নিয়মের পোষকতায় যে সকল ঘটনা ছিল সেতাবৎ উপস্থিত মোকদ্দমার ঘটনার তুল্য নহে ও তদুভয়ে এক সমান তাহা আদালতের অধিকাংশ

হাকীমান বলিতে অভিপ্রায় করেন নাই কেননা সে মোকদ্দমায় পোষ্যপুত্র ও দত্তকগ্রহিত্রী মাতা এতদুভয়ের সহিত বিবাদ হয় নাই কেবল পোষ্যপুত্রের একাকির দখল ছিল সেই দখল দত্তকগ্রহিত্রী মাতার অনুমত দখলের সহিত একত্রে ছিল না আর তদ্রূপ অত্র মোকদ্দমায় তদ্রূপ তাহাতে পোষ্যপুত্রত্বের প্রসিদ্ধতার প্রতি দোষ পড়ে এক সরাসরী মামলার অতিরিক্ত বিচার ঘটিত এরূপ এক রায় ছিল না। যাহা হউক উল্লেখিত মূল নিয়ম যে প্রমাণের দ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত হইবেক তাহার এই সকল বিভিন্নতা আমাদিগের বিবেচনায় কোন কার্য্যের নহে ও উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ মূল নিয়ম খাটান পক্ষে কোন হানি বৃদ্ধি করে না কেননা বাদির পক্ষে জানা ও সম্মতি দেওয়া যাহা পূর্ব্বের মোকদ্দমায় আসলে ঘটে নাই তাহার বলবৎ প্রমাণ দ্বারাই এস্থলে ঐ মূল নিয়ম রক্ষা পাইতেছে।

উপরোক্ত কএক কারণে এক্ষণে আমাদিগের রায় হইতেছে যে পোষ্যপুত্রত্বানুসারে বাদির সাক্ষাতে ও সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে প্রতিপক্ষ দখল আরম্ভ হইয়া বরাবর চলিয়া আসিবাতে বাদী উপস্থিত নালিশ করিতে পারে না যেহেতু প্রতি পক্ষ দখল আরম্ভ হইবার তারিখ হইতে ১২ বৎসরের অধিক গত হইয়াছে। অর্থাৎ তামাদী আইনানুসারে বাদির নালিশ করিবার ক্ষমতা নাই এ বিধায়ে খরচা সহিত আমরা এই পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৪ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব। জজ্
শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব। একটিং জজ।

১৮৫৬ সালের ১০৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

১৮৫৪ সালের ৫ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব ১৮৫৬ সালের ২ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত।

লালা ফতে বাহাদুর সিংহ (রেস্পাণ্ডেণ্ট)——————দরখাস্তকারী।
মোসম্মাৎ প্রাণপতি কুনওয়ার (আপেলাণ্ট)——————প্রতি পক্ষ।
মেং ডবলিউ, রিচি, ও মেং এ, টি, টি, পিটরসন সাহেবান—{ দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং মেক, ফরসন সাহেব——————প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়

শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেবের রায়। উপস্থিত দরখাস্তে মোসম্মাৎ প্রাণপতি কুনওয়ার কর্তৃক উত্থাপিত আপীলে আদালতের অধিকাংশ হাকীমান গত ২ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টি গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনা হইয়াছে ও দরখাস্তকারী

একতিক্ষ...বি
দনার বিরুদ্ধে
কে মোকদ্দমা

ক বাদী প্রথমতঃ নিকট উত্তরাধিকারী বলিয়া রায় ও দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদিনীর দখলে যে সম্পত্তি থাকে তাহা হস্তান্তর করণ হইতে নিষেধক এক আদেশ পাইতে চাহে, তাহা ডিসমিস হইলে ঐ নিষ্পত্তি পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত হইয়া প্রথম বিষয়ের প্রতিচ্ছেদ করা হয় নাই দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে অবধারিত হইল যে উক্ত বিধবার হস্তান্তর করণের উল্লেখিত মানসের উপর কেবল এ মোকদ্দমা স্থাপিত হইবায় ও অসম্পূর্ণ কিম্বা সম্পূর্ণ কোন হস্তান্তরের কোন কর্ম্মের উপর স্থাপিত না হইবায় তাহা দায়ের হইতে পারে না।

অর্থাৎ বাদির পক্ষে যে বিজ্ঞবর উকীল থাকে তাঁহার সওয়াল জওয়াবে ঐ দরখাস্তের হেতু সকল প্রকাশ আছে।

অত্র মোকদ্দমায় লিপ্ত দুই পক্ষের নিজ২ অবস্থা এই২ যথা, মোসম্মাৎ প্রাণপতি এক জন হিন্দুজাতি বিধবা। যে ভূমি সংক্রান্ত সম্পত্তি আদৌ তাহার মৃত স্বামী লালা কুঞ্জবেহারির অধিকার থাকে ও তাহার এক নাবালগ পুত্র ঈশ্বরীনন্দনের মৃত্যুর পরে নিজের দখলে আইসে তাহা সে ব্যক্তি ভোগ দখল করিতেছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে মোসম্মাৎ প্রাণপতি এ মোকদ্দমার প্রতিবাদিনী সে ব্যক্তি আরজির লিখিত ভূমি সংক্রান্ত সম্পত্তির দখল রাখে এই দখল নড়চড় করা এই নালিশের কিছুমাত্র অভিপ্রায় নহে। কিন্তু আদি বাদী লালারাম প্রভাব নারায়ণ, যে ব্যক্তি এক্ষণে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে ও যাহার পরে তাহার নাবালগপুত্র এই মোকদ্দমা চালায়, সে ব্যক্তি মোসম্মাৎ প্রাণপতির মৃত স্বামির নিকট জ্ঞাতি ও নিজ কহক মত প্রতিবাদিনীর মৃত্যুর পরে তাহার দখল কৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকার তাহাকে অর্শিবে বলিয়া দুই অভিপ্রায়ে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে, প্রথম এই যে সে ব্যক্তি মোসম্মাৎ প্রাণপতির নিকট উত্তরাধিকারী বলিয়া রায় দেওয়া হইবেক ও দ্বিতীয় এই যে বিরোধীয় সম্পত্তি হস্তান্তর কিম্বা তাহাতে দায় সংলগ্ন করা নিষেধ করিয়া তাহার প্রতি এক আদেশ যায়।

যৎকালে এই আপীল শুনানি হয় তৎকালে এই সকল বিষয়েই আদালতের সমক্ষে উপস্থিত থাকে। বাদির স্বত্ব বাহাল রাখিবার নিমিত্ত ও প্রতিবাদিনীর প্রতি ঐ স্বত্বের বিষয় সমুদয় রাখিবার অর্থাৎ কোন অংশ তছরূপ না করিবার আদেশ দিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট প্রার্থনা হইয়াছে। এতদপেক্ষা এক্ষণে ন্যূন কল্পে দাবি হইতেছে। আমাদিগের নিষ্পত্তিতে আমরা অবধারণ করিয়াছি যে যে স্থলে মোসম্মাৎ প্রাণপতি একাকিনী এ মোকদ্দমার প্রতিবাদিনী ও যে স্থলে তাহার মৃত্যু না ঘটিলে বাদী যে ভাবি স্বত্বের কথা কহিয়াছে তাহা উত্থাপিত হইতে পারিবে না সে স্থলে এ মোকদ্দমার প্রতিবাদির অবস্থার এরূপ কোন ব্যক্তি নাই যে তাহার সহিতে বাদী আইন সঙ্গত বিরোধ করিতে পারে ও তাহার নালিশের জওয়াব দেয় এরূপ কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় বাদির দাবি করিবার ও প্রাণপতির মৃত্যু হইলে তাহার দখলী সম্পত্তি হক বলিয়া বাদী উত্তরাধীকার করণ পক্ষে এ আদালতের রায় দিবার ক্ষমতা নাই কিন্তু এবিষয়ে এক্ষণে আর জেদ করা হইতেছে না। এস্থলে এডবোকেট জেনেরেল সাহেব বলিয়াছেন যে প্রাণপতির কন্যা যে এক খান দরখাস্ত করিয়াছে তাহার দ্বারা তাহার হাজির হওয়া অনুভব করিয়া ও তাহাকে মোকদ্দমায় প্রতিবাদিনী করিয়া এ আদালত তাহার ও বাদির মধ্যে ভাবি স্বত্বের বিষয় বিচার করিতে পারেন। হাঁ, মোকদ্দমা দায়ের হইলে পর বিচার্য্য বিষয়ের সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার বিচার হওন নিমিত্ত বাদীগণকে আরজী সংশোধন করিতে ও যে ব্যক্তিগণকে বাদী প্রথমে ভুলিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে প্রতিবাদীগণ করিতে দেওয়া আবশ্যক হয় বটে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমার বিবেচনায় এ মোকদ্দমার যে অবস্থা হইয়াছে সেই অবস্থায় ও নথী বিবেচনায় আমাদিগের পক্ষে যে ইহার বিচার করিবার আবশ্যক নাই তাহার বিচার করিবার নিমিত্ত ইহাতে যাহা২ করা হইয়াছে সে সমুদয় অন্যথা করিয়া এক আরজির রীতিমত জওয়াব দাখিল করিবার জন্য প্রতিবাদিনীর কন্যাকে তলব করিয়া সরেণও এ মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করা সুবিধা নহে। বস্তুতঃ প্রাণপতির সহিত যে বিরোধ চলিতেছে তাহা তাহার কন্যা পরে উত্তরাধীকার করণের যে স্বত্ব উত্থাপন করিবে সেই স্বত্বের উপর নির্ভর করে না আর যে ব্যক্তি হইতে বাদির সম্ভাবিত ভাবি স্বত্বের হানি করা বা মনে করা

বাদী কর্ত্তৃক দর্শিত হয় নাই তাহার বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমার কারণ থাকিতে পারা পক্ষে এ আদালত তাহা অনুভব করিতে পারেন না।

একক্ষণে আমাকে দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ যে আদেশের বিষয়ে প্রার্থনা হইয়াছে সেই বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। বিজ্ঞবর এডবোকেট জেনেরেল সাহেব নিজ তর্কের প্রথমে কহেন যে দখলীকার বিধবাকে তছরূপ করিতে নিষেধ করাই এই আদেশের অভিপ্রায় ও পরে তছরূপাতের মোকদ্দমায় যে সকল প্রতীকার পাওয়া যাইতে পারে সেতাবতের উদাহরণ দিয়া এ মোকদ্দমাও তদনুরূপ বলা হয় কিন্তু আমার বোধে তছরূপ যাহাকে যথার্থ বলে এরূপ কোন বিষয় আমাদিগের নিকট সমক্ষে উপস্থিত নাই কেননা তছরূপ শব্দ সাধারণ রূপে কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত বা তন্মধ্যের কোন দ্রব্য নষ্ট কিম্বা তাহার প্রতি অত্যাচার অথবা অমনোযোগকে বুঝায় ও কোন সম্পত্তি হস্তান্তর বা তদনুরূপ কোন কর্ম্মকে বুঝায় না ; যথার্থ বলিতে হইলে তছরূপ শব্দ সম্পত্তির মুল্য কমান পক্ষে খাটে যথা বৃক্ষাদি কাটিয়া বিক্রয় জন্য যে হানি হয় তাহার প্রতীকার, ও সম্পত্তির বাহির বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতীকার অনেক তফাৎ। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে যদ্রূপ বাদী স্বীকার করে প্রতিবাদিনী মোসম্মাৎ প্রাণপতি ভূমি সম্পত্তির যাবজ্জীবন স্বত্বাধিকারিণী ও দখলীকারিণী হইয়া সম্পত্তি হস্তান্তর কিম্বা তাহাতে ভার নিয়োগ করাতে সে ব্যক্তি কখন যত্ন করিয়াছে বলিয়া নহে কিন্তু কেবল পাছে ঐ রূপ করিবার মানস করে বাদির এই ভয় প্রযুক্ত আদালতের হুকুমানুসারে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বা তাহাতে ভার নিয়োগ করা হইতে তাহাকে রহিত করা উচিত কি না আর ইহা তর্ক করা হইয়াছে যে ঐরূপ মানস ইষ্টতে ধরিলে যথেষ্ট হয় যদিস্যাৎ তাহা অস্বীকার করা হইত তাহা হইলে বাদী আপন বদ্দ জওয়াবে ঐরূপ মানস বিষয়ের তাহার সাধারণ এজহারের পোষকতায় এরূপ সকল উদাহরণ ও ঘটনার বিবরণ করিতে পারিত যে তদ্দ্বারা তাহার কথিত মানস প্রকাশ হইত। এক্ষণে এ মোকদ্দমার যে রূপ অবস্থা তাহাতে কোন প্রকৃত হস্তান্তরের কথা বলা হয় নাই আরও মোসম্মাৎ প্রাণপতি যে ব্যক্তি দখলীকারিণী হইল. বিধবা বলিয়া যাবজ্জীবন মাত্র উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ সে ব্যক্তি কোন সময়ে হস্তান্তর করিতে যে উদ্যত ছিল এরূপ কোন বিশেষ এজহার নাই। আর বাদী জানিয়া শুনিয়া ঘটনা সকল গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না কেননা সে ব্যক্তি নালিশ করিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে অতএব তাহার কর্ত্তব্য মোকদ্দমার এক কারণ পাইবার নিমিত্ত আপন আরজীতে সকল বিশেষ ঘটনা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে এ বিধায়ে আমার বিবেচনায় এক মনোগত হস্তান্তরের যে সকল লক্ষণ সে ব্যক্তি নিজে প্রকাশ করে নাই প্রতিবাদির পক্ষের কবুল মতে সেতাবৎ লইয়া আমরা যে বিচার করিব বাদী এরূপ প্রার্থনা করিতে পারে না।

পরিশেষে এই মাত্র ইষ্ট হইতেছে (ইহার অধিক নহে) যে মোসম্মাৎ প্রাণপতি যে ব্যক্তি নিজ মৃতস্বামির সম্পত্তি আপন পুত্রের কাল হইলে পর স্বত্বাধিকারিণী হইয়া দখল করিতে ক্ষমতা রাখে ঐ ক্ষমতার প্রতি বাদী কোন বিরোধ উপস্থিত করে নাই কেবল হিন্দু শাস্ত্র সম্মত নিজ স্বত্বে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিকট উত্তরাধিকারির হানি করণ পূর্ব্বক ঐ সম্প-

ত্তির কিছু অংশ সে ব্যক্তি পাছে হস্তান্তর করে এই ভয়ে বাদী প্রার্থনা করিতেছে যে উত্ত বিধবার ঐরূপ করিতে না পারার পক্ষে এক আদেশ হয়। এই রূপ এক দরখাস্তে পোষকতা হয় তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ দর্শান হয় নাই যদ্রূপ এক যাবজ্জীবন স্বত্বাধিকারি প্রজা তদপেক্ষা অল্প মেয়াদে পাট্টা দিতে ক্ষমতা পাইয়া পাছে অধিক মেয়াদে পাট্টা দেয় অথবা দিবার মানস রাখে এ মোকদ্দমাও প্রায় তদ্রূপ কিন্তু এই রূপ মোকদ্দমা কখন গ্রাহ্য বিবেচনা যে হইয়াছে তাহা আমাদিগের নিকট দর্শান হয় নাই। অকারণ মামলার জেরা করা এই রূপ সকল আরজী সূত্রে বিচার নিষ্পত্তি করিবার সরাসর আবশ্যক ফল হইবেক। কেবল হিন্দু বিধবাগণের সহিত বিরোধ ঘটিত এই রূপ মোকদ্দমা চলিবে যে এমত নহে বরং সেই মূল নিয়ম অনুসারে এক ব্যক্তি এক কর্ম্ম করিতে মানস করিয়াছে যদি কখন তাহা করা হয় তাহাতে পরিশেষে অপর এক ব্যক্তির হানি হইবে বলিয়া এই অপর ব্যক্তি তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়া নালিশ করিলে তাহা শুনা হইতে প্রার্থনা হইবেক এবম্প্রকারে কেবল মানস অথবা মানসের সম্ভাবনাকে মোকদ্দমার ন্যায্য কারণ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক অতএব আমার বিবেচনায় এ রকম মোকদ্দমা পোষকতা করা বড় বুদ্ধির কার্য্য হইবেক না। আর বাদীগণের পক্ষে বিরোধের এক সপ্রকারণ উত্থাপন করাই আবশ্যক এবং তাহারা নিজে পছন্দ করে না এরূপ একটা এজাহার করিয়া অকারণ আদালতে প্রতিবাদীগণের নামে তাহাদিগের নালিশ করা আবশ্যক নহে প্রতিবাদিনীর প্রতি যে মানস থাকার দোষারোপ করা হয় তাহা সে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়া আপন জওয়াবে কহে যে বাদী হিন্দুশাস্ত্র সম্মত যে পর্য্যন্ত স্বীকার করে তদতিরিক্ত তাহার ভোগ করিবার ক্ষমতা আছে। আরজির রকম বিবেচনায় যে সকল ইশু বিচার করিতে আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করা হয় নাই কেবল জওয়াব হইতে সেই সকল ইশু স্পষ্ট উত্থাপিত হইয়াছে বিবেচনা করিলে প্রতিবাদিনী যে সম্বন্ধের কথা কহে তাহা আমার বিবেচনায় প্রাণপত্তির পক্ষে এক্ষণে বাবু রমাপ্রসাদ রায় যে রূপ ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রের সম্মতি ক্রমেই সমুদয় সম্পত্তি একেবারে তাহার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে সে স্বীকার করে নাই এই বক্তৃতা হইতে তফাত নহে যেহেতুক মোকদ্দমাৎ প্রাণপত্তি আপন জওয়াবে স্পষ্টরূপে ও বারম্বার কহিয়াছে যে যদবধি সে ব্যক্তি তাহার কন্যা জীবিতা আছে সে পর্য্যন্ত বাদী উত্তরাধিকার করিতে পারে না আর তাহার হস্তান্তর করিবার অক্ষমতা বিষয়ে বাদী যে এজহার করে তদ্বিষয়ে সে ব্যক্তি স্পষ্ট কহিয়াছে যে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম ও অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে স্ত্রী লোকেরা বিষয় হস্তান্তর করিতে পারে। আর পরে নিজ জওয়াবে প্রতিবাদিনী এক স্বাধীন উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব পাওয়ার কথা কহে বটে কিন্তু সেই কালেই আরও কহিয়াছে যে যে স্থলে সে ব্যক্তি ও তাহার পুত্রসম্ভাবিতকন্যা জীবিতা আছে সে স্থলে বাদীর এই নালিশ অযথার্থ ও বিরক্ত জনক। যদিস্যাৎ আরজী হইতে নহে, প্রতিবাদিনীর জওয়াবে আমরা মোকদ্দমার কারণ অনুসন্ধান করি ও ঐ জওয়াবের উপর নির্ভর করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি জন্য ইশু বাহির করি তাহা হইলে প্রকাশ ঘটিত এক বিশেষ প্রায় তুল্য এই মোকদ্দমা হয়, বলা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা বাদী প্রতিবাদিনীর স্বত্বের দোষানুসন্ধান ও সেই স্বত্ব বিষয়ক প্রতিবাদিনীর কোন ভুল কথা ধরিয়া তাহা

স্বত্ত ভোগী হইতে চাহিতেছে। নিম্নের আইন সঙ্গত কোন হেতু না থাকিবায় প্রতিবাদিনীর প্রতি যে স্বত্ত অর্শে সে ব্যক্তি স্বীকার করে প্রতিবাদিনী তাহার অধিক যে দাবি করিতেছে ও ঐ রূপ করা দাবি এ আদালতে গ্রাহ্য করিয়াছেন ও ইহা তাহার স্বীকার হইতে বিভিন্ন এই সকল বিষয় ধরিয়া বাদী কহিতেছে যে তাহার নালিশ ন্যায্য হইয়াছে। এইরূপ হইলে উভয় বিবাদির পরস্পরের অবস্থা জন্য যে সকল বাধা বাধকতা ঘটে তাহা বিপরীত করা হয় ও মোকদ্দমার আদিতেই যে বিষয় সমভাবে আপত্তি জনক তাহা ঘটে যথা যথার্থ বিচারের অতি উত্তম কৌশল শিথিল করা হয়। ব্যক্তিগণের প্রতি যে সকল অত্যাচার ঘটে নাই কিম্বা সংকল্প হয় নাই শিক্ষা উৎসাহ কিম্বা চিন্তার দ্বারা সেই সকল অত্যাচার ভাবিয়া না আনিয়া প্রকৃত অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিলেই যথেষ্ট হয় কেননা তাহা না হইলে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময় ও হেতু সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয় এবং আমাদিগের আইনের মধ্যে ক্রমে২ এই বিশেষ হানি জনক মূল নিয়ম আইসে যে কোন ব্যক্তি হানি সম্ভাবনা ভাবিয়া প্রতীকারের উপায় না করিলে, হানি ঘটিলে পর সে ব্যক্তি প্রতীকার পায় না।

আর আমার বোধে বাদী যে রীতিতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে তদ্দারা বিচার আদালতহায় কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যা কারক হইতে পারেন না যথা বাদী ফলতঃ কহিতেছে যে এই হিন্দু শাস্ত্র হইতে হিন্দু বিধবাগণের সীমাবর্ত্তী ক্ষমতা বিষয়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদিনীকে তদনুসারে কর্ম্ম করাইতে চাহে এই স্থলে বক্তব্য এই যে আদালতে এ রকমে শাস্ত্রের গ্রন্থ আনিয়া এ আদালতের হস্তক্ষেপণ করিবার কারণ না দর্শাইলে সেই সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করণ বিষয়ে ক্ষেদ করিতে দিব না। আর বাদী যাহাকে শাস্ত্র বলিতেছে তাহা শাস্ত্র নহে কেননা শাস্ত্র স স্বত বিশেষ২ স্থলে বন্ধক দিয়া কি অন্য রকমে তাহাদিগের দখলীকৃত সম্পত্তি হিন্দু বিধবাগণ হানি বৃদ্ধি করিতে পারে এবং যদিও আমাদিগের বিচারে এই সকল মোকদ্দমার একটা বন্দোবস্ত করিতে হয় বলিয়া মেং রিচি সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন বটে তথাপি হিন্দু শাস্ত্রের এক ব্যবস্থা আদালতের হুকুম স্বরূপ গণ্য করা ও ঠিক বিচার করিতেছি ভাবিয়া যে২ বিষয়ে প্রতিবাদিনী শাস্ত্রমতে হস্তান্তর করিতে পারে সেই২ স্থল ব্যতিরেকে ঠিক শাস্ত্র মতে চলিবে প্রতিবাদিনীর প্রতি এইরূপ আদেশ দেওয়াতে আদালতের উপকারজনক কার্য্য করা হয় না আর তর্ক কালীন বলা হইয়াছে যে যদিস্যাৎ মোসম্মাৎ প্রাণপতিকে একবার নিষেধ করা হয় তাহা হইলেই তাহার উত্তরাধিকারী নিজ ঝুঁকিতে ঐ বিষয় প্রাপ্ত হইবেক এ স্থলে বক্তব্য এই যে প্রাণপতিকে নিষেধ না করিলেও তদ্রূপ ঝুঁকিতে বিষয় উত্তরাধিকার করিতে হইবেক আর মোসম্মাৎ প্রাণপতির ক্ষমতার সীমা বলাও শাস্ত্রের ব্যবস্থার অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া আমাদিগের পূর্ব্বের বিচারের কোন অভিপ্রায় ছিল না এবং দখলীকার কোন ব্যক্তি সীমাবর্ত্তী ক্ষমতাপন্ন হইয়া তাহার কর্ম্ম দ্বারা সেই সকল ক্ষমতার অতিরিক্ত করিতে পারিবেক এই অনুভবকে উৎসাহ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে।

বাদির অবস্থা বিষয়ে মেং পিটরসন সাহেব যে বিষয় উত্থাপন করেন অর্থাৎ যদিও বাদী নিকট উত্তরাধিকারী হয় বলিয়া রায় দেওয়া যাইতে পারে না তত্রাচ একদ্ ষ্টতঃ কিম্বা সন্দেহ জনক উত্তরাধিকারী স্বরূপ সে ব্যক্তি এক আদেশ পাইবার নিমিত্ত নালিশ

করিতে পারে অন্যান্য অবস্থায় এই বিষয় অধিক মাতবর হইতে পারে বটে কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে আমার রায় দেওয়া আবশ্যক নাই।

এই সকল কারণে আমার বিবেচনায় এ মোকদ্দমা পুনর্দৃষ্টির নিমিত্ত কোন ন্যায় কারণ দর্শিত হয় নাই কেননা মোসম্মাৎ প্রাণপতি তাহার মৃত পুত্রের সম্পত্তির বিরোধি ও হানিকারক দখলীকারী নহে আর বাদী ঐ দখল অন্যথা করিতে চাহে না কিন্তু যখন সে ব্যক্তি প্রতিবাদিনীর জীবন স্বত্ব স্বীকার করিয়াছে তখন আপন আইন সঙ্গত ক্ষমতার অতিরিক্ত বিরোধীয় সম্পত্তির বিষয় কোন রকমে তাহার কর্ম্ম করা না দর্শাইয়া বাদী আইন মতে প্রতিবাদিনীর নামে নালিশ করিতে পারে না বিশেষতঃ তাহার নামে নালিশ করিয়াও তাহার প্রার্থনীয় আদেশ পাইতে পারে না এ বিধায়ে আমি খরচা সহিত এই দরখাস্ত ডিস্‌মিস্ করিতে এক রায় হই।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। গত ২ জুন তারিখে মোসম্মাৎ পূরণ কুনওর বাদিনী রেস্পাণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে প্রাণপতি কুনওয়ার প্রতিবাদিনী আপেলাণ্টের মোকদ্দমায় এ আদালতের অধিকাংশ হাকীমান যে নিষ্পত্তি করেন ও যাহা ১৮৫৬ সালের ফয়সল বহির ৪৯৪না৫০৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় এই এক দরখাস্ত হইয়াছে।

সে মোকদ্দমায় আমার বিচারে আমি এই রায় দিয়াছি যে এক ভবিষ্যৎ স্বত্বের রায় ও ঐ স্বত্ব বিষয়ক আদেশ স্থলে এক হুকুম পাইবার প্রার্থনায় কোন মোকদ্দমায় যদি সেই স্বত্বের প্রতি প্রকৃত অথবা প্রদর্শিত আইন সঙ্গত হানি ঘটনার এজ্‌হার না থাকে তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে না। আর এইরূপ মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে স্বীকার করিলে ইহাতে যে সকল ব্যক্তি দাবির প্রতিবন্ধকতা করে তাহাদিগকে মোকদ্দমায় লিপ্ত করিতে হয় কিন্তু এ মোকদ্দমায় তাহা করা হয় নাই আর মোসম্মাৎ প্রাণপতির বিরুদ্ধে বাদী যে মোকদ্দমা রক্ষা করিতে পারিবে তাহাতে যে সম্পত্তিতে প্রতিবাদিনীর যাবজ্জীবন স্বত্ব আছে তাহাকে তাহা হস্তান্তর করিতে নিষেধ করিবার প্রার্থনা থাকিবে ও এইরূপ মোকদ্দমা রক্ষা করিতে হইলে অসম্পূর্ণ অথবা সম্পূর্ণ হস্তান্তরের কর্ম্ম হওয়ার এজ্‌হার করিতে হইবে তাহাতেই মোকদ্দমার কারণ পাওয়া যাইবে, এ মোকদ্দমায় কেবল সাধারণ নিষেধ প্রার্থনা করা হইতেছে মাত্র কিন্তু বাদির ভাবি স্বত্বের হানি, কোন হস্তান্তরের কর্ম্ম দ্বারা যে ঘটিয়াছে এরূপ কোন এজ্‌হার হয় নাই অতএব বাদী কোন আইন সঙ্গত ক্ষতি সহ্য না করিবায় হস্তান্তর নিষেধ করা বিষয়ে এ মোকদ্দমা হইলেও ইহা দায়ের হইতে পারে না। বাদিনী আপেলাণ্টের পক্ষ এডবোকেট জেনেরেল সাহেব ও মেং পিটরসন সাহেব এক্ষণে দর্শাইয়াছেন যে মোকদ্দমা আদেশ ঘটিত অর্থাৎ স্বত্বের রায় পাইবার প্রার্থনা ঘটিত নহে। ইহা তদ্রূপ করা হইতে প্রতিবাদিনীকে নিষেধের প্রতিপোষক মাত্র বলিতে হইবেক আর ইহাই মোকদ্দমার অভিপ্রায় ও এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা হানি হইবার আশঙ্কায় কেবল এই প্রতীকার প্রার্থনা হইয়াছে। এ মোকদ্দমা কিছু অনিয়মে উপস্থিত হওয়া ও উচিতের কিছু অতিরিক্ত প্রার্থনা ইহাতে হওয়া স্বীকার করিলেও এই দুই বিবাদির মধ্যে কাহাবে সম্পত্তি অর্শে তাহা মীমাংসা করণের সকল উপায় এ আদালত পাইয়াছিলেন আর আরজীতে যে সকল ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে সে তাবৎ দ্বারাই এ মোকদ্দমায় প্রতিবাদিনীর মানস ইস্ত ধরা যাইতে পারে। যদিস্যাৎ তদ্রূপ করিবার মানস থাকা অস্বীকার করা হয় তাহা তদ্রূপের বিশেষ কর্ম্ম সকল প্রমাণ করিতে ও সে তাবৎ কর্ম্ম সংকল্পিত হওনের বিলক্ষণ মাতবর কারণ দর্শাইতে বাদির পক্ষে আবশ্যক

কিন্তু আরজির অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত কর্ম্মকরা বাদির পক্ষে আবশ্যক নাই আর ঐ অভিপ্রায় অস্বীকার করা দূরে থাকুক স্বাধীন স্বত্বের এক দাবি উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র অতএব যে রীতিতে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতি কোন প্রসিদ্ধ আপত্তি করা যাইতে পারে না আর যে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রকাশ পাইবে যে পাছে বিধবাগণ আপনাদিগের বন্দোবস্ত করণের সীমাবর্ত্তী ক্ষমতার অন্যায়াচরণ করে ইহা নিবারণ প্রার্থনায় ভাবিস্বত্বের উত্তরাধিকারীগণ যে ২ মোকদ্দমা উপস্থিত করে সেতাবতে সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ কলিকাতা স্থিত বড় আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালত বারম্বার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এ বিধায়ে বস্তুত ও রীতি সম্বন্ধে এই মোকদ্দমা সম্পূর্ণ ন্যার্য্য ও এ আদালতের অধিকাংশ হাকিমানের নিষ্পত্তি অন্যথা করা উচিত।

এ মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব পুনর্দৃষ্টি করিলে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না কিন্তু সে তাবৎ সরল ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু আরজির লিখিত ভিন্ন২ এজহার তন্ন২ করিয়া দেখিলে আমার স্পষ্ট বোধ হইবে যে আপন প্রিভুবোর মধ্যম পুত্র ঈশ্বরীনন্দন প্রসাদের ভাবি উত্তরাধিকারী স্বরূপ উক্ত ঈশ্বরীনন্দন প্রসাদের মাতা লোকান্তর গমন করিলে পর বাদী এক সম্পত্তিতে আপনার ভাবি স্বত্বের রায় পাইবার ও উক্ত মাতা ১৮৪৮ সালের ২৫ মে তারিখের যে ওয়ারাসৎ নামা কালেক্টরিতে দাখিল করে তাহা নাকস করিবার ও যে সম্পত্তি যাবজ্জীব অধিকারী স্বরূপ প্রতিবাদিনীর দখলে থাকে প্রতিবাদিনী কর্তৃক তাহা হস্তান্তর করণ সাধারণ রূপে নিষেধ করিবার প্রার্থনায় নালিশ করিয়াছে। আরজির এই ভাব গ্রহণ করিলে আমার বোধ হইবে যে ভবিষ্যৎ স্বত্বের রায় পাইবার ও উল্লেখিত স্বত্বের প্রতি প্রকৃত ও ভয় প্রদর্শক আইন সঙ্গত হানি বিষয়ক এজেহার না দিয়া কেবল আদেস স্বরূপ ঐ স্বত্ব সম্বন্ধে এক হুকুম পাইবার প্রার্থনায় যে রূপ এক মোকদ্দমা হয় ইহাও তদ্রূপ ও ইহা এ রূপ হওয়ায় আমার বিচারে দায়ের হইতে পারে না। আমি অতি কম দ্বিধা সহিতে এই রায় দিতেছি কেননা নবকুমার মল্লিক প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজকুমারী দাসীর মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারে বর্ত্তমান চিফ জষ্টিস অর্থাৎ প্রধান বিচার কর্ত্তা যে রায় দেন তদ্দৃষ্টে আমার বোধ হইতেছে যে উক্ত আদালত অবধারণ করিয়াছেন যে এরূপ সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতে রক্ষা পায়না ও এইবিধি প্রীবি কৌনসলে ও বাহাল রাখিয়াছেন।

কিন্তু কেবল বাদানুবাদের নিমিত্ত সত্রূপ বিজ্ঞবর উকীল মজকুর কহিয়াছেন যে পাছে ঐ যাবজ্জীবনের স্বত্বাধিকারি ও দখলিকার বিধবা বেআইনী করিয়া বিরোধীয় সম্পত্তির এক অংশ হস্তান্তর করে ইহা নিবারণ প্রার্থনায় একজনা ভাবি স্বত্বের উত্তরাধিকারী এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে ইহা স্বীকার করিলেও যেরূপে এই নালিশ দায়ের হইয়াছে তাহা রক্ষা পায় না আর সম্পূর্ণ কৃত হস্তান্তর অন্যথা ও অসম্পূর্ণ অর্থাৎ কল্পনা কৃত হস্তান্তর নিবারণ করিবার প্রার্থনায় এই রূপ মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে না। এই বিধি স্বরূপ দরখাস্তকারির পক্ষে বিজ্ঞবর উকীল মজকুর কহিয়াছেন, সুপ্রীমকোর্ট ও এ আদালত একবার অবধারণ করেন যে তাহাতে আর এই বিষয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে না কিন্তু এরূপ এক মোকদ্দমাতে ইহা ও তত্তুল্য আপত্তি বর্জ্জিত বোধ হয় যে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হউক যে বিশেষ হস্তান্তর কর্ম্মের জন্য নালিশ হইয়াছে তাহা আরজিতে বিস্তারিয়া লেখা কর্ত্তব্য। আর পূর্ব্বের বিজ্ঞবর সুপ্রীমকোর্টের চিফ জষ্টিস্ সাহেব রঘুমণি দাসীর বিরুদ্ধে হরিদাস দত্তের মোকদ্দমায় * যৎকালে রায় দেন তৎকালে কহেন যে " যে একজনা নিকট মালিক ওয়ারিসী স্বত্ব সূত্রে বিষয় উত্তরাধিকার করিয়াছে তাহার

* টেলর ও বেল সাহেবানের কৃত রিপোর্ট বহির ২ বালমের ২৮৭ পৃষ্ঠার লিখিত।

বিরুদ্ধে ভাবিস্বত্বের এক উত্তরাধিকারী যে বিল ফাইল অর্থাৎ এ আদালতে ও দাখিল করে তাহা এ মোকদ্দমা তত্ত্বপাতের প্রায় প্রকাশ পাইবে ও তদ্দ্বারা এ আদালত দৃষ্টি করিতে পারিবেন যে ইহা ভয় করিবার সম্ভাবিত কারণ আছে যে কোন ভয় প্রদর্শক ও অসম্পূর্ণ কর্ম্ম নিবারণ করণ জন্য আদেশ না দিলে যে উত্তরাধিকারী পরে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে তাহার পরিশেষ ক্ষতি ঘটিবে" আর এই রূপ যে অনেকানেক মোকদ্দমা এ আদালত কর্ত্তৃক মধ্যেং নিষ্পন্ন হইয়াছে সেতাবতে হয় সম্পূর্ণ হস্তান্তর অন্যথার নতুবা কোন বিস্তারিত অসম্পূর্ণ ক্ষতি অথবা হস্তান্তর নিবারণের প্রার্থনা দৃষ্ট হইবে আর ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের উপরি আমাদিগের দেওয়ানী আদালতের বন্দোবস্ত নির্ভর করে তাহাতে লেখে যে বাদী যদ্রূপ অন্যান্য বিষয় তদ্রূপ যে সময়ে মোকদ্দমার কারণ উত্থাপিত হয় তাহার বিবরণ লিখিবে কিন্তু যে স্থলে হস্তান্তর করণের এক নিষেধ স্বরূপ অব্যাহতি প্রার্থনা হইয়াছে সে স্থলে ঐ বিবরণ দেওয়া অসাধ্য আর বাদী অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে বিজ্ঞবর উকীল মজকুর তর্ক করিয়াছেন যে আরজীতে প্রতিবাদির ক্ষতি করণের অভিপ্রায় থাকা ও জওয়াবে ঐ অভিপ্রায় অস্বীকার করা হইলে যথেষ্ট হয় আর ঐ অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ কর্ম্ম সকল যাহা ঐ রূপে অস্বীকার করা হয় তাহা অবশ্য প্রমাণ করিতে হইবে কিন্তু কোন অবস্থায় প্রতিবাদির অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত আরজীতে কোন বিষয় লিখিত হইবে না। যদিস্যাৎ ইংরাজি হকিকৎ আদালতকারের ন্যায় আমাদিগের আদালত হায় আপনাদিগের নিয়োজীত উপায়ানুসারে প্রকাশ জারী করণের ক্ষমতা রাখিতেন তাহা হইলে বিল ও জওয়াব দ্বারা ঐ রূপ উপায় অবলম্বন অবশ্য করিতে দেওয়া যাইত। যখন সে আদালত হায় তদ্রূপ নহে কিন্তু উপায়ের রীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ও ঐ রূপ প্রকাশ জারী করিতে পারে না তখন যে নিয়ম আমাদিগের বন্দোবস্তে খাটে অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষ আপনং সওয়াল জওয়াবে নিজং মামলা স্পষ্ট রূপে লিখিবে এই রীতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। এই বন্দোবস্তে বাদির পক্ষে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হউক আপন মোকদ্দমার কারণ রূপ কোন বিশেষ কর্ম্ম বিস্তারিয় বলা আবশ্যক হইবায় সেই বন্দোবস্তের বিধি সকল প্রায ভাবিস্বত্বের এক উত্তরাধিকারী ঐ স্বত্ব অনিশ্চিত বা সন্দেহ সূচক থাকুক কোন ক্ষতি করণ নিবারণ প্রার্থনায় আদেশ প্রাপ্তি নিমিত্ত এক বিল ফাইল করিলে তাহার বিচারের উল্লেখিত কতকটাকে সুপ্রিম কোর্ট যে সকল বিধি অবধারণ করেন সে তাবতের তুল্য বলিতে হইবেক।

উপরে যে কএক কারণ উল্লেখিত হইল তদনুসারে আমার বোধ হইতেছে যে বাদী অর্থাৎ আপেলাণ্ট কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোকদ্দমার রীতি যেরূপ হউক অর্থাৎ রায় পাইবার প্রার্থনায় হউক কিম্বা ক্ষতি বিবরণের আদেশ পাইবার প্রার্থনায় সামান্য মোকদ্দমাই বা হউক এই রীতিতে এমোকদ্দমা রক্ষা পায় না এবিধায়ে খরচা সহিত এই পুনর্দ্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্ত অগ্রাহ্য করাই আমার অভিপ্রায় ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৬ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

১৮৫৫ সালের ২৮৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত জে, এস্, বেল সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৯ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে মাবেত্তা আপীল।

বিশ্বনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি (বাদীগণ)——————আপেলাণ্টগণ।
মধুসূদন রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মেং আর;টি,এলান সাহেব ও বাবু হরকালী ঘোষ--আপেলাণ্টগণেরপক্ষউকীলদ্বয়।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ,
বাবু বংশীবদন মিত্র, বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবুঅন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়————

কোং ৮, ৯৩৯৸৴১৪।৶৮ টাকার দাবিতে গোঁদল পাড়া স্থিত ১৯/ বিঘা ও বাইরা বাদী স্থিত ৯০ বিঘা ভূমির দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত।

এই বাদীগণ এজ্‌হার করে যে ১২৪৫ সালের শ্রাবণ ও ১২৪৬ সালের চৈত্র মাসে ১৮২৪ সালের ১৫ আইন প্রমাণ ফৌজদারী আদালতের রোবকারী অনুসারে তাহারা বেদখল হয়। ১৮৫০ সালের ১৮ মার্চ তারিখে তাহাদিগের এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় ইহাতে অধীন আদালত এই অবধারণে তামাদী আইয়ামের বিষয় বিচার করেন যে ১৮৩৮ সালে আগষ্ট মাসে দখল বেদখল বিষয়ক মোকদ্দমা মীমাংসা হইবার কালে যে স্থলে বাদীগণের বেদখল হওয়া জানান হইয়াছে সেস্থলে উপস্থিত মোকদ্দমা দায়ের হওনের পূর্ব্বে ১২ বৎসর মধ্যে তাহাদিগের যে দখল ছিল ইহা তাহারা প্রমাণ করিতে আবদ্ধ আছে নতুবা এ আদালত তাহার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন না।

এই ইস্তুর বিচার করতঃ অধীন আদালত দেখিয়াছেন যে বাদীগণ যেং গওয়াহি হাজির করে তাহারা পেসাদার ও যেং দলীল দাখিল করে সেতাবৎ স্পষ্ট তৈয়ারি করা ও তাহাদিগের ও প্রতিবাদীগণের মধ্যে হওয়া রোবকারী সকল হইতে নিতান্ত উৎপাদিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহারা যাহা এজ্‌হার করে সেতাবৎ এ সকল রোবকারীতে বুঝায় না ও বাদীগণ অব্যাহতি প্রার্থনা না করিয়া যে সময় যাপন করিয়াছে তাহাতে এই অনুভব সিদ্ধান্ত হয় যে তাহার দাবির কোন যথার্থ ও মাতবর কারণ নাই এই সকল কারণেই এ আদালত অবধারণ করেন যে উপস্থিত মোকদ্দমার পূর্ব্বে ১২ বৎসর মধ্যে কোন সময়ে

অধীন আদালতের নিষ্পত্তি বাহাল থাকিল আর এই বেদখলের নালিশের প্রতি তামাদী আইন বাধা হইল ও মোকদ্দমার কারণ উৎপত্তি হওনের পূর্ব্বে ও পরে দখল থাকা বিষয়ে যে প্রমাণ দেওয়া হয় তাহা সর্ব্বদায়ই বিশ্বাস যোগ্য নহে।

আপনাদিগের দখল থাকা বাদীগণ প্রমাণ করিতে পারে নাই। এবিধায়ে ও বিরোধীয় ভূমিতে বাদীগণের স্বত্ত্ব না থাকা প্রযুক্ত উক্ত আদালত বাদির দাবি ডিসমিস্‌ করেন।

আপেলাণ্টের পক্ষ মেং এলান সাহেব তর্ক করেন যে ১৯/ বিঘা সম্বন্ধে ১৮৩৮ সালে এই বাদীগণ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করে ও ঐ সালের আগষ্ট মাসে মাজিস্ট্রেট সাহেব প্রতিবাদীগণের দখল বজায় রাখেন ও ১৮৩৯ সালের ২০ ফিব্রুয়ারি তারিখে সেসন জজ সাহেব ঐ হুকুম বাহাল রাখেন অনন্তর ৯০/ বিঘা ভূমি সম্বন্ধে অপর এক বিরোধ উপস্থিত হইলে ১৮৩৯ সালের ২৫ জুলাই তারিখে মাজিস্ট্রেট সাহেব বাদির দখল বজায় রাখেন কিন্তু সেসন জজ সাহেব ১৮৩৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্ব রোবকারি সূত্রে ঐ হুকুম অন্যথা করেন। তদনন্তর ১৮৩৪ সাল হইতে দায়ের থাকা ১৮১৯ সালের ২ আইনানুসারে ১৮৪৬ সালে রোবকারী হইবার অনেকানেক ব্যক্তি ও তন্মধ্যে বাদীগণকে জওয়াব দিতে তলব করা হয় ও ১৮৪৬ সালের ২৩ জুলাই তারিখে ঐ সকল ভূমি খালাস দেওয়া হয়। এক্ষণে আমার মওক্কেলগণ তর্ক করে যে যে সকল ব্যক্তির সংশ্রব আছে বাজেআপ্তী বিষয়ক রোবকারীতে তাহাদিগের সকলকে তলব করা হইয়াছিল তাহাতে বিল বারাতিতে বাদীগণের স্বত্ত্ব থাকা প্রমাণ করে কেননা তৎকালে প্রতিবাদীগণ যায় নাই কেবল বাদী গিয়াছিল মাত্র। আর বাদীগণ দখলীকার না থাকিলে ঐ রূপ হাজির হইত না। এই মোকদ্দমা একবার হানিতে যায় তাহাতে প্রধান সদর আমীন মৌসুফ পশ্চাল্লিখিত কএক হেতুতে সাক্ষীগণ বিশ্বাস যোগ্য নহে বিবেচনা করিয়াছেন যথা গওয়াহি দ্বারা প্রমাণ হয় নাই বলিয়া তিনি জমা ওয়াসিল বাকী কাগজাতের প্রতি আপত্তি করেন এআদালত ইহার বিচার করিবেন আর দখল বেদখলের মোকদ্দমায় দাখিল হয় নাই ও নুতন লিখিত হইয়াছে বলিয়া তিনি চিঠা সকল মিথ্যা কহেন। এস্থলে আদালত দৃষ্টি করিবেন যে সরেজমিন তদারক হয় নাই ও প্রধান সদর আমীন মৌসুফ কেবল ঐ সকল দলীল দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আর বিরোধীয় ভূমি যে উক্ত বিলের পয়স্তি ভূমি তাহা বাজেআপ্তী সংক্রান্ত রোবকারীতে উল্লেখ করে কিন্তু প্রধান সদর আমীন মৌসুফ তাহা নহে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করেন উকীল মজকুর তাহার প্রতি আপত্তি করিতেছে আর প্রতিবাদীগণ এক ডিক্রী জারির নিলাম খরিদারান মাত্র আদালতের কোন সহায়তা ব্যতিরেকে সম্পত্তি দখল করে যখন ঐ রূপ সম্পত্তি দখল করে তৎকালে আমার মওক্কেলগণের ভূমি সকল বিল বারতির মধ্যে থাকা প্রতিবাদীগণ অস্বীকার করে নাই পূর্ব্বে এই কথা বলে যে ১৮৩৭ সালের খরিদ জন্য তাহা তাহাদিগকে অর্শিয়াছে সেই জন্যই তাহারা সেইকাল ইস্তক ফৌজদারি আদালতের রোবকারী নাগাএদ তাহা দখল করিয়া আসিতেছিল। অনন্তর উকীল মজকুর কএক সাক্ষির জবানবন্দী পাঠ করাইলেন।

তদনন্তর মাজিস্ট্রেট সাহেবের ১৮৩৯ সালের রোবকারী সকল এ আদালত কর্ত্তৃক শুনানি হয় প্রার্থনা করিয়া উকীল মজকুর সে তাবৎ পাঠ করিলেন।

উকীল মজকুর পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যথা। এই প্রমাণই আদালতে শুনানি হয় আর বাদীগণ অতি সম্ভ্রান্ত লোক আর সরে জমীন বাসী লোকের গওয়াহি অতি বিস্তার বিবরণ যুক্ত এবং মোহরেরগণ কাগজাতের বিষয়ে যাহা কহে তাহা অত্যন্ত বিস্তারিয়া বলা হয়। এই বিলের তিন ধারে বাদির সম্পত্তি আছে ও উক্ত ১৯ বিঘাতে বিরোধ ১৮৩৮ সালে হয় তাহাতে পরে দাবি করা ৯০ বিঘা ছিল না অতএব জজ অর্থাৎ বিচারপতির ১৮৩৯ সালের শেষ হুকুমে যে প্রতিবাদীকে উক্ত ৯০ বিঘাতে দখলীকার রাখার প্রতি কোন কারণ দেয় না হাকিম মৌসুফ কেবল আরও ৯০ বিঘাতে তাহাদিগকে দখল

তে পারে বলিয়া সাবেক হুকুম উল্লেখ করেন মাত্র অতএব উক্ত ভূমিতে ১৮৩৯ সালে আমার মওক্কেল দখলীকার থাকা অবশ্য অবধারণ করিতে হইবে অতএব তমাদী আইয়ামের ওজর তাহাতে খাটিবে না। প্রধান সদর আমীন মৌসুফ বাদির সাক্ষিগণের দুই একবার সাক্ষ্য দেওয়ায় কেবল তাহা অবিশ্বাস করেন কিন্তু তদ্রূপ অবিশ্বাস করণের কোন সম্পূর্ণ কারণ নাই আর সকল অনুভব বাদির স্বত্বের পক্ষে আছে কারণ বাদী অনেক কালের জমীদার ও প্রতিবাদী এক জনা নিলাম খরিদার মাত্র আর এরূপ মোকদ্দমায় যথা সাধ্য উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য দাখিল করা হইয়াছে।

আপেলাণ্টগণ আপনাদিগের মোকদ্দমা সাব্যস্ত করিতে ও অধীন আদালত যেং হেতুতে তমাদি আইয়ামের বিষয়ে যে নিষ্পত্তি করেন সেতাবৎ নড়চড় করিতে না পারিবায় এ আদালতের অন্য পক্ষের বাদানুবাদ শুনা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

বিচার।

প্রতিবাদীগণ ১৮৩৭ সালে এক ডিক্রী জারির নিলামে যে সম্পত্তি খরিদ করে তাহারা কহে বিরোধীয় সম্পত্তি তাহারি সংক্রান্ত আর ১৮৩৮ সালের আগষ্ট মাসে ফৌজদারি আদালতের হাকিমান বিরোধীয় ভূমির মধ্যে ১৯ বিঘাতে তাহাদিগের দখল বজায় থাকিতে পারে বলিয়া রায় দেন ও যৎকালে প্রতিবাদীগণ ঐ সকল ভূমিতে আপনাদিগের দখল সাব্যস্ত করিবার যত্ন করে তৎকালে বাদীগণের সহিত আর এক বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাতে আরও যে ৯০ বিঘা প্রতিবাদীগণ কহে তাহাদিগের দখলে আছে বাদীগণ তাহাতে তাহাদিগের স্বত্বের প্রতি আপত্তি করে এবং এই বিরোধ জন্য ফৌজদারি আদালতে নূতন যে রোবকারী হয় তাহা সেসন জজ সাহেব ১৮৩৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে তাহাদিগের অর্থাৎ প্রতিবাদীগণের এই সকল ভূমিতে ও সম্পূর্ণ দখল বাহাল রাখিয়া ঐ বিরোধ শেষ করেন এই সকল রোবকারী দৃষ্টি মাত্র মামলা প্রতিবাদীগণের পক্ষে আছে বোধ হইবে কেননা যৎকালে তাহাদিগের বিরোধ আরম্ভ হয় তৎকালে প্রতিবাদীগণই প্রকৃত রূপে দখলীকার ছিল ও উপস্থিত নালিশ আরম্ভ নাগাএদ তাহারাই যে বরাবর দখলীকার হইয়া আসিতেছিল তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

ইহা ব্যতিরিক্ত বাদীগণ যে কখন দখলিকার ছিল তাহা প্রতিবাদীগণ অস্বীকার করে এবং যে স্থলে ১৮৫০ সালের ১৮ মার্চ তারিখের পূর্ব্বে উপস্থিত মোকদ্দমা দায়ের হয় নাই ও ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ সালের দখল বেদখলের ডিক্রী অনুসারে প্রতিবাদীগণ যে বিরোধীয় ভূমী দখল করিতেছিল তাহার পুনঃপ্রাপনই এ নালিশের অভিপ্রায় সেস্থলে ঐ তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে ও যে সময়ে দখল থাকিলে তাহারা দেওয়ানী আদালতের সমক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে সেই সময়ে তাহাদিগের দখল থাকা প্রমাণ করিয়া নালিশ করা বাদীগণের পক্ষে উচিত ছিল অতএব প্রথমে এই বিষয় প্রমাণ করিতে পারিলে পর বাদীগণের এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে আর উভয় বাচনিক ও দলিলী অনেকানেক প্রমাণ বাদিগণ ও তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বে ও ঐ সকল বিরোধ নাগাএদ বিরোধীয় ভূমি সকল দখল করা সাব্যস্ত করণার্থ দাখিল করা হইয়াছে ও ঐ সকল বিরোধ ১৮৩৮ সাল আরম্ভ হইয়া ফৌজদারি আদালতের হুকুম ক্রমে

বাদীগণ বেদখল হওয়ার অনুভব হয় কিন্তু প্রধান সদর আমীন মৌলুক সাক্ষীগণের জবানবন্দি মিলাইয়া দৃষ্টি করিয়া সে তাবৎ বিশ্বাস বা প্রত্যয় অযোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করেন আর উক্ত হাকিমের সমক্ষে যে সকল সাক্ষীগণের তলব হয় তাহাদিগের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য কিনা ইহা আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহার জানিবার অনেক কারণ ছিল আর ইহা না ধরিলেও বাদীগণের আপনাদিগের দখলে থাকার এত প্রমাণ রাখা ও নালিশ করিতে তাহাদিগের এত বিলম্ব করা এই দুই ব্যাপার সঙ্গত বিবেচনা করা বড় কঠিন হইতেছে আর তদ্ভিন্ন ব্যতিরেকে মামলা সাব্যস্ত নিমিত্তক যে সকল দলীল তাহারা দাখিল ও যে সকল সাক্ষীগণ হাজির করিয়াছে সে তাবৎ যে তাহাদিগের দখলে প্রকৃত ছিল ইহা কদাচ বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না আর অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা না করিয়া এই নালিশের পূর্ব্বে প্রায় ১২ বৎসর কাল তাহারা কি নিদ্রাগত ছিল আর আমরা যে সকল সাক্ষির সাক্ষ্যের প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে তাহাদিগের জবানবন্দি শুনিয়াছি ও নথির শামিল দস্তাবেজের রকম বিবেচনা করিয়াছি ইহার প্রত্যেক স্থলেই সে তাবতের সত্যতার ও অকৃত্রিমতার এরূপ কোন দৃঢ়প্রত্যয় জনক প্রমাণ পাই নাই যে তদ্দ্বারা অধীন আদালতের প্রগাঢ় রায় আমরা অন্যথা করিতে পারি এবিধায়ে ঐ সমুদয় সাক্ষ্য বিশ্বাসের অযোগ্য সেই জন্য আরজির লিখিত সময়ে বাদীগণ দখল থাকার এজহার পোষকতা করিতে অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা অধীন আদালতের সহিত একরায় হইয়া অগ্রাহ্য করিতেছি।

উকীল হুজুরের বাদানুবাদের মধ্যে আর এক যে বিষয় আছে তাহাতে এ আদালতের মনোযোগ আবশ্যক। যৎকালে এই প্রতিবাদীগণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তর্ক করে যে বাদীগণ এক্ষণে যে ৯০ বিঘার দাবি করিতেছে তাহা হইতে বাদীগণ তাহাদিগকে বেদখল করিয়াছে কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে তাহাদিগের দখল থাকা অবধারণ করিয়াছেন এই বিচার হইতেই তাবদাদি আইনের খাটার প্রতি বাধা ঘটিতেছে যে হেতু তদ্দ্বারা উল্লেখিত সময়ে বাদীগণের প্রকৃত দখল থাকা প্রমাণ হইতেছে কিন্তু হুকুমের আপীল হইলে সেসন জজ সাহেব তাহা বাহাল রাখেন নাই বরং তাহা প্রতি আপত্তি করিয়া এই হেতু অগ্রাহ্য করেন যে ১৯ বিঘা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে হুকুম দেওয়া হয় তাহা প্রতিবাদীগণের পক্ষে দেওয়া হয় কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই গন্ধ রোবকারির এই রূপ হইতে পারে না বরং এরূপ অবধারিত হইতে পারে যে নিলক্ষ প্রগাঢ় ও যুক্তি সিদ্ধ সিদ্ধান্ত দ্বারা সেসন জজ সাহেব আপন নিষ্পত্তির পোষকতা করিয়াছেন কেননা ১৯ বিঘা সম্বন্ধীয় বিরোধের পর ৯০ বিঘা সম্বন্ধে বিরোধ হওয়া বিবেচনা করিয়া যৎকালে এই প্রতিবাদীগণ আপনাদিগের ভূম্যাধিকারের চৌহদ্দি দে (ঐ চৌহদ্দির মধ্যে ৯০ বিঘা ভূমি আছে) তৎকালে বাদীগন যে কোন আপত্তি ক[illegible] নাই ইহা হাকীম মৌসুফ উল্লেখ করেন ও দর্শান যে এই চৌহদ্দির মধ্যে বাদীগণে দখলে ও দাবি করা কোন ভূমি থাকিলে তাহার প্রতি অবশ্যই আপত্তি হইত আপত্তি হইয়া অমনি ছাড়া হইত না। এই জন্য তাঁহার বিবেচনায় এই ৯০ বিঘা ভূমি তাহাদিগে

(বোদ্ধিগণের) দখলে ছিল না আর এমোকদ্দমার এরূপ কিছু বলা হয় নাই যে তাহা ঐ রায়ের ন্যায্যতা নড়চড় করিতে সমর্থ হয় এবিধায়ে বাদীগণ উল্লেখিত সময়ে প্রমাণ রূপে অবিরোধে ১০ বিঘা ভূমি যে ভোগ দখল করিত তাহা বিশ্বাস করণের বিরুদ্ধে আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতে চূড়ান্ত কারণ পাওয়া যায় অতএব এই বিষয় ধরিয়া আসামী আইয়ামের বিরুদ্ধে তাহাদিগের উকীল যে বাদানুবাদ করেন তাহা অমূলক হইয়াছে।

অতএব অধীন আদালতের রোবকারির প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ না দেখিয়া আমরা খরচা আপেলাণ্টের জিম্মা করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৬ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৫ সালের ২৬৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মির্জা মহম্মদ সাদিক খাঁ। বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

মক্ষণ সাহু (বাদী)———————আপেলাণ্ট।
রাজা রণমর্দ্দন সেন (প্রতিবাদী)———————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মুনসী আমীর আলী———————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়———————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

কোং ৩৯৮২৪ ৷৶০ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের রায়। প্রতিবাদীগণ এআদালতের হুকুমের অসম্মতিতে প্রীবিকৌন্সলে এক্ষ আপীল করে ও ঐ মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যে দলীল লিখিয়া দেয় তাহাই এমোকদ্দমার আসল বিষয় হইতেছে। বাদী কহে যে তাহার ভ্রাতষ্পুত্র ভগবান লাল সাহুর নিকট হইতে পূর্ব্বে ১৮৫২ সালের ২৬ জুন তারিখে এক তমসুক লিখিয়া দিয়া ঐ নিমিত্ত মং ৩১১২৫ টাকা লয় অনন্তর ঐ দেনার পরিশোধ নিমিত্ত জোদাজেদ হইবার পরে ১৮৫৩ সালের ২৮ জুন তারিখে আর একখানা তমসুক লিখিয়া দিয়া প্রতিবাদী পূর্ব্বের দেনার বন্দোবস্ত করিতে বাদির সমীপে কোং ৩৪৯৯৫ টাকা ঋণী হয় এই দ্বিতীয় তমসুক দ্বারাই বাদী ভগবানলালের সমুদয় কর্জ্জ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়া ভগবানলালের নাকস হওয়া ও তাহাকে প্রতিবাদী যে তমসুক লিখিয়া দেয় সেই দুই খানা দলীল লইয়া বাদী এই নালিশ করিয়াছে। বিরোধীয় তমসুকে লেখে যে ভগবানলালের দাবির পরিশোধ নিমিত্তক ইহা

যে স্থলে এক তমসুক বাবুদি মোকদ্দমার দলিল ও প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে পূর্ব্বের এক তমসুকের হিসাব মিটান জন্য এই ব্যাপার ঘটে ও দ্বিতী

ঐ তমসুকের জামিনী স্বরূপ বাদির নিকট পূর্বের তমসুক খামা রাখা হয় সে স্থলে দেনদারের প্রতিবাদিকে উক্ত তমসুক বাবুদী টাকা দেওন বিষয়ের হেতু সম্বন্ধে অবধারিত হইল যে উভয় বিবাদির নিকট যে প্রমাণ তলব করা যায় তাহাতে প্রথম তমসুক বাবুদী টাকা দেওনের বিষয় উল্লেখ থাকা উচিত।

তারা [illegible] হয় এ টাকা রায়মতে প্রতিবাদির যে কর্জ শোধ আছে তাহা একপ্রকার জামিন স্বরূপ বন্ধক রহিবে।

ইহাতে জওয়াব দেওয়া হয় যে বাদী কোন কার্য্যের মধ্যে ও ভগবান লাল সাহুই এই ব্যাপারে যথার্থ লিপ্ত ব্যক্তি বটে। তাহার বিবরণ এই যে প্রিবি কৌন্সেলে মোকদ্দমা চালাইবার ও নিত্য ওতহ খরচ করিবার টাকা অনাটন হইবার প্রতিবাদী ভগবান লাল সাহুর নিকট পূর্বের মত সহায়তা প্রার্থনা করে তাহাতে সে ব্যক্তি এই কএক সর্ত্তে আবশ্যক সহায়তা দিতে সম্মত হয় যে ভগবান লাল সাহুকে প্রথমে সে ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদী কোং ৩১১২৫ টাকার এক তমসুক লিখিয়া দিবে, ও পরে এই তমসুক নাকস করিয়া বাদিকে কোং ৩৪৯৯৫ টাকার অপর এক তমসুক লিখিয়া দিবে। এতাবৎ অনুসারে প্রতিবাদী কর্ম্ম করিয়াছিল। এস্থলে প্রতিবাদী ওজর দেয় যে যদিও এই সকল দলীল লিখিয়া দেওয়া হয় বটে ইহার কোন খামার নিমিত্ত সে ব্যক্তি আসলে টাকা পায় নাই কেবল ভগবান লালের মোক্তারের দ্বারা নিজ বরাদ্দ খরচ ও চালান স্বরূপ মাসে২ কতক টাকা ফসলি ১২৬১ সাল শ্রাবণ মাস নাগাএদ ভগবান লাল সাহুর নিকট পায় মাত্র। প্রতিবাদী আর ও তর্ক করে যে যে স্থলে সে ব্যক্তি ঐ দুইখানা দলিলের দরুণ টাকা পায়নাই সে স্থলে ভগবান লাল সাহুর পরিশোধিত তমসুক বাদিকে দেওয়া অসম্ভব ও ওজর দেয় যে আপীল ফিরিয়া লওন বিষয়ে যে২ কথার পাঁচা পাঁচি হয় সেতাবতের সুবিধা বন্দোবস্ত হওণ নিমিত্ত শিবপ্রসাদ সেন যে ব্যক্তি প্রীবি কৌনসলের প্রতিপক্ষ থাকে তাহার চাওয়া কএক সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিবায় বাদী ও ভগবান লালের কুমন্ত্রণাতে উক্ত শিবপ্রসাদ এই নালিশের যোগাড় করে।

প্রধান সদর আমীন মৌসুফ এ মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপার ঘটিত জওয়াবের ওজর সকল সাধারণ রূপে সাবস্ত হওয়া ও বাদী না হইয়া ভগবান লাল সাহুই প্রকৃত দাবিদার হওয়া অবধারণ করিয়া খরচা সহিত দাবি ডিস্মিস্ করেন।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদী আপীল করিয়া তর্ক করিতেছে যে সে ব্যক্তি যে বাচনিক ও দলিলী প্রমাণ দাখিল করে ও প্রতিবাদী যে২ বিষয় কবুল যায় সে তাবতে তাহার মোকদ্দমা প্রমাণ হইয়াছিল।

ভগবান লালকে পূর্ব্বে যে দলীল লিখিয়া দেওয়া হয় তাহার পরিশোধে প্রতিবাদী এই বিরোধীয় তমসুক লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করে বটে কিন্তু প্রতিবাদী ওজর দেয় যে তাহার ও ভগবাণ লালের মধ্যে কএক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ঐ ব্যাপার হয় মাত্র সেই বন্দোবস্ত এই২ যে ভবিষ্যতের যে প্রিবী কৌনসলে তাহার আপীলের খরচার জামীন দেওয়া ও ঐ আপীল চালানের আইন সঙ্গত খরচা দেওয়া ও আপীল দায়ের থাকা কালীন তাহার খোরপোষ দেওয়া ইত্যাদি নানা বিধ খরচা দেওয়ার কথা থাকে আর প্রতিবাদী এই সকল বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইয়া বাদির ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান লালকে এই সকল চুক্তি পত্র লিখিয়া দেয় ও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া উক্ত ভগবান লালের নিকট উপরোক্ত কএক করণে কতক টাকা দাদন পায় ইহাতে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এই একরার

থাকে যে যে সকল মামেলা মোকদ্দমা সমূহে এই সকল চুক্তি হয় সেত্তাবৎ মিটিয়া গেলে পর সকল হিসাব শেষ মিটান হইবে আর ভগবানলাল পূর্ব্বোক্ত কোন বন্দোবস্তের মূল করিয়া তাহার নিজের স্থানে যে তমসুক আছে তৎপরিবর্ত্তে বাদির নামে এই তমসুক লিখিয়া দিতে প্রতিবাদীকে লওয়াইলে প্রতিবাদী এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হয় যে এই দলীল বাদির নামে হইলে ও ইহা যে সকল ব্যাপারে তাহার ও ভগবান লালের সংস্রব আছে সেত্তাবতের অংশ স্বরূপ গণ্য হইবে ও যদ্রূপ একরার আছে শেষ মিটানের অধীন হইবে অতএব এই নালিশ উপস্থিত করিয়া এই তমসুক স্বতন্ত্র করিয়া ও তাহার নিজের ও ভগবানলালের মধ্যে টাকা লেনদেন ব্যাপারের অংশ স্বরূপ যেরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার অধীন হইলে ও তাহা হইতে ইহাকে বাহির করা হইতেছে ও এই তমসুক বাবতে প্রতিবাদী বাদির নিকট কি ভগবানলালের নিকট উপযুক্ত টাকা পায় নাই বলিয়া প্রতিবাদী এই নালিশ কস্ত করণের প্রার্থনা করিতেছে।

যদিও প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমার ঘটনা সকলের যথার্থ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন সত্য বটে তত্রাচ প্রতিবাদী বিরোধীয় তমসুক বাবতে পুনর্ব্বার টাকা পায় নাই বলিয়া যে সকল বন্দোবস্ত সে ব্যক্তি নিজে স্বীকার করিয়াছে ও তাহাতে সহি দিয়াছে তাহ হইতে প্রতিবাদির অব্যাহতি পাইতে পারার পক্ষে হাকিম মৌসুফ যে রায় দিয়াছেন তাহাতে আমরা একরায় হইতে উদ্যত নহি।

যৎকালে প্রতিবাদী এই যে বিশেষ দলীল লিখিয়া দেয় তৎকালে তাহাকে টাকা দেওয়ার বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে বটে তথাপি ভগবান লালের সহিত বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অনেক বাবতে তাহাকে টাকা দাদন যে দেওয়া হয় তাহা প্রতিবাদী নিজে স্বীকার করিয়াছে আর যে তমসুকের পরিবর্ত্তে উপস্থিত তমসুক হয় তাহা লিখিয়া দেওয়ায় এই প্রমাণ করে যে প্রতিবাদীকে যে সকল টাকা দাদন দেওয়া হয় সে তাবতের নিমিত্ত সে ব্যক্তি দায়ী আছে সে স্থলে এক্ষণে উত্থাপিত দাবির সম্পূর্ণ পরিমাণে ঐ সকল দাদন দেওয়া হয় কি না এই বিষয়ও বিচার্য্য হইতে পারে।

এই সকল অবস্থায় যে স্থলে ভগবান লালকে লিখিয়া দেওয়া তমসুক বাবদি টাকা আদায় ঘটিত সকল ঝোঁক বাদী লইয়াছে অবশ্য অবধারণ করিতে হইবে এবং যে স্থলে প্রতিবাদী এক খানা দলীল লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিয়াছে ও এই জামীনের জোরে তাহার মহাজনের নিকট পাওয়া দাদনের নিমিত্ত আপনাকে দায়ী রাখিয়াছে সে স্থলে সেই সকল দাদন যে কত ও কি মূল্যের তাহা নির্দ্ধারণ করা ও তাহার নিমিত্ত প্রতিবাদীকে দায়ী করা বাকী আছে।

অধীন আদালতে এই মর্ম্মে ইস্থ উত্থাপিত না হইবায় ১৮৫৩ সালের ২৮ জুন তারিখের তমসুক বাবদী বাদী সম্পূর্ণ টাকা দিয়াছে কি না প্রধান সদর আমীন কেবল এই বিষয়ের বিচার করিয়াছেন মাত্র কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় উপরোক্ত মূল নিয়মানুসারে বিচার হইবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান উচিত এবিধায়ে আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া এই অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত করিতেছি যে প্রতিবাদী কত টাকা পাইয়াছে তাহা অধীন আদালৎ মীমাংসা করিবেন কেননা তাহা হইলে দুই খানা তমসুকের লিখিত সমুদয় টাকার নিমিত্ত সে ব্যক্তির যে

দাবি হইতে পারে সেই সম্পূর্ণ দাবিজ্ঞ হইতে তাহার অব্যাহতি হইতে পারিবে ও এই জিল্লার অধীন আদালতে উভয় বিবাদির যে২ প্রমাণ আছে তাহারা তাহা দাখিল করিবে। এতদনুসারে এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্‌স সাহেবের রায়। ১৮৫৩ সালের ২৮ জুন তারিখে বাদী অর্থাৎ আপেলান্ট মক্ষণ সাহুকে যে তমসুক লিখিয়া দেওয়া হয় সেই তমসুক বাবদী সং৩৪৯১৫ টাকা আসল সায় সুদ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। এই দলীলে লিখিত আছে যে ১৮৫২ সালের ২৬ জুন তারিখে ভগবানলালের নিকট সং ৩১১২৫ টাকা রাজা রণমর্দ্দণ সিংহ কর্জ্জ লয় ও মেয়াদ পূর্ণ না হইলে ও সে ব্যক্তি ঐ দেনা পরিশোধের মানসে আর বার টাকা কর্জ্জ করিয়া সাবেক দেনার পরিশোধ করে আর প্রতিবাদী রাজা রণমর্দ্দন সিংহ দুই খান তমসুক লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করিয়া কহে যে তন্মধ্যে কোন খানার দরুণ টাকা দেওয়া হয় নাই ও দুই স্থলেই ভগবানলাল প্রকৃত মহাজন ও তাহার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াই প্রীবিকৌন্‌সলের আপীল চালাইতে সামর্থ হয় ও তাহার উপর নির্ভর হইবায় আপন পিতৃব্য মক্ষণ সাহু অর্থাৎ উপস্থিত বাদীকে আর একখানা তমসুক দিতে হইবে ভগবান লাল এই প্রার্থনা করাতে সে ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হয়।

প্রধান সদর আমীন প্রধানতঃ এই কারণে এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন যে তাহার বিবেচনায় উক্ত তমসুক বাবদী টাকা দেওয়া বাদী প্রমাণ করিতে পারে নাই আরও বোধ হয় তিনি বিবেচনা করিয়াছেন যে ভগবান লালই আসল ব্যক্তি তাহার উপকারার্থেই দ্বিতীয় ও প্রথম দুই খানা তমসুক লিখিয়া দেওয়া হয় ও প্রতিবাদী প্রীবি কৌন্‌সলে যে আপীল উপস্থাপন করিয়াছে তাহার খরচা যোগানই ঐ দুই ব্যাপারের অভিপ্রায় আর যখন বাদী সম্পূর্ণ রূপে প্রথম তমসুকের সহিত কোন সংশ্রব থাকা অস্বীকার করিয়াছে তখন প্রতিবাদী অস্পষ্ট রূপে যে সকল টাকা পাওয়া স্বীকার করে তাহা পুন আদায় দিবার নিমিত্ত হুকুম করিতে বাদী সমর্থ নহে।

এই বিচারের বিরুদ্ধে আপেলান্ট অত্র আদালতে আপীল করিয়া পুনর্ব্বার কহে যে উক্ত ব্যাপার অকৃত্রিম ও তাহার দাখিলী প্রমাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু বিশেষ রূপে প্রার্থনা করিতেছে যে নিজ বিরোধ শূন্য তমসুক দরুন প্রতিবাদির টাকা পাওয়া বিষয়ে যে স্বীকার করা হয় তাহা তাহাকে অস্বীকার করিতে দেওয়া হইবে না।

আমার বিবেচনায় প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে যে সকল ঘটনা উপস্থিত থাকে সেতাবদানুসারে হাকিম মৌসুফ প্রগাঢ় নিষ্পত্তি করিয়াছেন কেননা ১৮৫৩ সালের ২৮ জুন তারিখের কর্জ্জার ব্যাপার যথার্থ ও প্রথম তমসুকের সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। ও বাদির সাক্ষীগণ ইহা স্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিতে পারে নাই। তাহারা কহে যে মক্ষণ সাহুর বাস স্থানের ১ বিঘা অন্তরে ভগবান লাল বাস করে ও বাদী প্রতিবাদীকে যে ১৮ তোড়া টাকা দেয় তাহা শেষোক্ত ব্যক্তি দেখিয়া শুনিয়া ভগবানলালের বাটীতে আনয়ন করে এবং সে স্থানে যৎকালে (কি রূপে বা কত টাকার) প্রথম ব্যাপার মিটান হয় তৎকালে প্রতিবাদী প্রথম তমসুক ফেরৎ লইয়া তাহা আপেলান্টকে দেয়। যদিস্যাৎ এই ব্যাপারে কেবল বাদির অবস্থা দৃষ্টি করা সম্ভব হয় তাহা হইলে দাবি ডিস্‌মিস্ করাই যথার্থ বিচার কার্য্য বলিতে হইবেক আর দ্বিতীয় তমসুক যে একটা স্বতন্ত্র

ব্যাপার ও প্রথম তমসুক ছাড়া নহে তাহা প্রতিবাদী জানে অবশ্য অবধারিত করিতে হইবে সেই জন্য প্রমাণ হইতে যে সিদ্ধান্ত হয় তদ্ব্যতিরেকে প্রতিবাদির স্থানে না হইয়া প্রথম তমসুক বাদির নিকট থাকার ঘটনা দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে যে ঐ দলীল মায় ফাজ্র বাদীকে লিখিয়া দেওয়া হয় তাহার পোষকতা জন্যই বাদী উক্ত প্রথম তমসুক আপনার নিকট রাখিয়াছে কিন্তু আমার বিবেচনায় এমোকদ্দমা এরূপ নহে যে তাহা অস্বীকৃতি হওনের প্রমাণের সমুদয়ের ভার বাদির উপর হইতে পারে। এস্থলে একটী তমসুকের পরিবর্ত্তে অপর একখানা লিখিয়া দেওয়াতে প্রতিবাদী স্পষ্ট ইচ্ছুক ছিল। সে ব্যক্তি যে রীত্যানুসারে কর্ম্ম করে তদ্দ্বারা প্রথমের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় তমসুকে সে ব্যক্তি যে দস্তখত করে তাহা সকল ব্যক্তিই বুঝিতে পারে এবং দুই ব্যাপার একত্র করিলে সে ব্যক্তি দুই তমসুকের উপযুক্ত মূল্য পায় নাই বলিয়া তর্ক করিবার যে স্বত্ত্ব সে ব্যক্তি রাখুক, এমোকদ্দমা হারান আমার বিবেচনায় ন্যায্য কর্ম্ম নহে কেননা যে দ্বিতীয় ব্যাপারে পূর্ব্বের এক কর্জ্জ সম্পূর্ণ পরিশোধ বুঝায় প্রতিবাদী সম্মত হইয়া কহে সে ব্যাপারের অবস্থা লইয়াই কেবল বাদী নালিশ করিয়াছে। ১৮৫৩ সালের ২৮ জুন তারিখের ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি করাতে মোকদ্দমার অর্দ্ধেক সৃষ্টি করা হয়। বস্তুতঃ প্রথমের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় তমসুক লিখিয়া দেওয়াতে উভয় বাদী ও প্রতিবাদির এই অভিপ্রায় থাকে যে দ্বিতীয় তমসুক দ্বারা দেনার শেষভাগ জানাইবে কিন্তু বিচার পতির কৌশল এই বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির অর্থাৎ মধ্যস্থের ন্যায় রায় দিবেন কেননা আমাদিগের বিচারে একখানা দলীল লিখিয়া দেওয়াই যথেষ্ট নহে বরং তদুপযুক্ত মূল্য পাওয়া হইয়াছে কি না তাহাও আমাদিগের মীমাংসা করিতে হইবে এই জন্যই দ্বিতীয় তমসুক লিখিয়া দিয়া আপনাকে আবদ্ধ করিতে প্রতিবাদী যে সন্তোষ গ্রহণ করিয়াছিল যদিস্যাৎ আমরা তাহা অগ্রাহ্য করি তাহা হইলে আমাদিগের বিবেচনায় প্রথম তমসু-কের দরুণ প্রকৃত রূপে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা প্রমাণ করিতে উভয় বিবাদিকে অব-কাশ দেওয়ার বিষয়ে আমরা আবদ্ধ আছি। রাজা মজকুর অর্থাৎ প্রতিবাদী তাহাকে কিছু টাকা দেওয়া স্বীকার করে যখন সে ব্যক্তি কহে যে ১২৬১ সালের শ্রাবণমাস অর্থাৎ উক্ত তমসুকের তারিখ হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক ১০০ টাকা করিয়া সে ব্যক্তি পাই-য়াছে ইহা ব্যতিরিক্ত (কত তাহা সে ব্যক্তি বলে না) উপরোক্ত আপীলের জন্য তাহার মোক্তারকে কতক টাকা দেওয়া হয়। এই সকল স্বীকার যে কায়েম নষ্ট হইবে এমত নহে। সেতাবৎ প্রথম তমসুক বাবত হইতে পারে আর না হইতেও পারে কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে বাদী অর্থাৎ আপেলান্ট যে ব্যক্তির নিকট দুই খানা তমসুকই আছে প্রথম তমসুকের দরুন কত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহাকে তাহা প্রমাণ করিবার অবকাশ দেওয়া আমার বিলক্ষণ ন্যায্য বোধ হইতেছে ও প্রথম খানা নাকস হইলে পর সে তাবৎ টাকা দ্বিতীয় খানার দরুন হইবে। প্রথম তমসুকের দরুন কত টাকা দেওয়া হয় সওয়াল জওয়াব দৃষ্টে সরাসর এই ইস্যু উত্থাপিত হইতেছে আর যদিস্যাৎ আমরা বিবেচনা করি যে আমাদিগের আদালতে মোকদ্দমাহারের রকমে ও সেতাবতের গ্রাহ্য সওয়াল জওয়াব প্রমাণে এরূপ এক ইস্যু ধরিতে না দেয় তাহা হইলে দেনদারান পূর্ব্বের দলীলাতের পরিবর্ত্তে আমাদিগের উপকারার্থে যে লিখিত দায়ে আবদ্ধ হয় তাহা হইতে দেনদারানকে নিরস্ত করাতে বরঞ্চ ঠগকের উৎসাহ দেওয়া হয়।

মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরণে আমিও একরায় হইলাম।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৮ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

১৮৫৫ সালের ৩০৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মেদিনীপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এ, ডেবিডসন সাহেব ১৮৫৫ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

সেখ আবদুর রহমান প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—আপেলান্টগণ।
সেখ মহম্মদ আবদুল্লা প্রভৃতি (বাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মুন্সী আমীর আলী ও বাবু গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়———— } আপেলান্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।
মুন্সী আব্বাস আলী খাঁ ও মেং জে, এস, ফেগেন সাহেব———— } রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

এক মসিদের মতওয়ালী ও তন্নিয়োজিত সম্পত্তির সরবরাহকার নিযুক্ত হওন পক্ষে আপন দাবি বাদী যেহেতুতে স্থাপন করে সেতাবৎ বাদী প্রমাণ করিতে না পারিবায় আপীলে এই মোকদ্দমা ডিসমিস হইল।

কোং ৮২০০ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

মৌজা মেহতাবপুরস্থিত একটা মসিদের অধ্যক্ষতা অর্থাৎ মতয়ালির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার ও ঐ মসিদের ব্যবহারে যে ৬১৯ বিঘা লাখেরাজ ভূমি নিয়োজিত হয় তাহা সরবরাহ করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপার এআদালতের সমক্ষে এই আপীলে উপস্থিত আছে। গোলাম এহিয়া যাবজ্জীবন মতওয়ালির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা পীর মহম্মদ সেই কর্ম্ম করে ও যে কালে এই বিরোধ আরম্ভ হয় তৎকালে গোলাম এহিয়ার বিখ্যাত পুত্র আবদুর রহমান মতওয়ালির কর্ম্ম নির্ব্বাহ ও তন্নিয়োজিত ভূমি সকলের সরবরাহ করে। তাহার পদে থাকা কালীন তাহার বিরুদ্ধে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করণাভিপ্রায়ে দুইটা মোকদ্দমা দায়ের হয় তন্মধ্যে একটাতে গোলাম এহিয়ার কন্যা মোসম্মাৎ উমদাতুন্নিসা বাদিনী ও অপর নালিশে গোলাম এহিয়ার ভ্রাতা পীর মহম্মদের বিখ্যাত পুত্র মহম্মদ আবদুল্লা বাদী থাকে। এই দুই মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন এক বিচারে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে উমদাতুন্নিসার দাবি ডিস্মিস্ হয় কিন্তু যখন সেব্যক্তি আপীল করে নাই তখন এই বিরোধে তাহার যে সম্বন্ধ আছে তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। মহম্মদ আবদুল্লার মোকদ্দমা এই এজ্হারে স্থাপিত হয় যে সে ব্যক্তি পীর মহম্মদের সুজন্মা পুত্র ও তাহার পিতার মৃত্যুর পর গোলাম এহিয়ার উত্তরাধিকারিগণের মনোনীত হইয়া মতওয়ালি পদে নিযুক্ত হয়। এই দাবি সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীন আপন রায়ে যাহা কহেন তাহা নীচেলেখা যাইতেছে যথা “ দ্বিতীয় মোকদ্দমায় বাদী অর্থাৎ পীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আবদুল্লার সুজন্মের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইতে স্বভাবত আবদুর রহমান স্বভাবত যত্ন করে। আমাদিগের

বিবেচনায় এই বাদির হারি হয় না কেননা যদ্রূপ প্রতিবাদী কহে যদি সে ব্যক্তি আপন পিতার ঔরসে ও দাসির গর্ব্ভে জন্মিয়া থাকে এমত হয় তাহা হইলে ও মেকনাটন সাহেব কৃত মহম্মদীয় শাস্ত্রের প্রমাণ সকলানুসারে তাহাকে সুজন্মা বলিতে হইবেক অতএব সাধারণ রীতি পদ্ধতি ও নিয়োজিত সম্পত্তির সরবরাহ সম্বন্ধে যে রীতি প্রচলিত আছে তদনুসারে সকল দাবিদারের মধ্যে ঐ রূপ পুত্রের সম্পত্তি সরবরাহ কর্ত্তৃত্ব উত্তরাধিকার করিবার উৎকৃষ্ট তম স্বত্ব আছে।

প্রধান সদর আমীনের বিচারে উক্ত মসিদের ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব হইতে আবদুর রহমানকে চ্যুত করিয়াছে ঐ ব্যক্তি ঐ বিচারের অসম্মতিতে আপীল করিয়া এই প্রথম ইশু উত্থাপন করে যে বাদী আবদুল্লা পূর্ব্বের মতওয়ালী পীর মহম্মদের পুত্র নহে ও প্রধান সদর আমীন মৌসুফ ও যদ্রূপ স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করেন নাই আর মুনসী আমীর আলীও তর্ক করেন যে যদিও উভয় বিবাদী পরস্পরে পরস্পরকে বিকর্ম্মা কহে বটে তত্রাচ দখলীকায় প্রতিবাদির আনুমানিক অপারকতায় উভয়ের আপন নিষ্পত্তি স্থাপন করা ও আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার আবশ্যকতা হইতে বাদীকে অব্যাহতি দেওন হাকীম মৌসুফের পক্ষে অনিয়ম কর্ম্ম বলিতে হইবেক। আর মহম্মদ আবদুল্লা নিজে পীর মহম্মদের পুত্র বলিয়া স্বীকার করে ও ঐ রূপ সাব্যস্ত করিতে উদ্যত আছে বলিয়াই সে ব্যক্তি এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে আর স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে যদিস্যাৎ আবদুল্লা পীর মহম্মদের পুত্র না হয় তাহা হইলে তাহার মোকদ্দমার কোন কারণ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় প্রধান সদর আমীন মৌসুফ উপস্থিত দাবির যথার্থ হেতু দেখা যে মাত্তবর তাহা ঈষৎ বিবেচনা করিয়াছেন মাত্র। বোধ হয় তিনি এই অনুভব করিয়াছেন যে যখন বাদী দর্শাইয়াছে অর্থাৎ স্বীকার করিয়াছে যে বাদী পীর মহম্মদের ঔরসে ও দাসীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করে তখন মহম্মদিয় শাস্ত্রানুসারে বিবাহ জাত পুত্রের তুল্য স্বত্ব বাদীকে অর্শিয়াছে কিন্তু প্রতিবাদী এরূপ স্বীকার করে নাই আরও আবদুল্লা যে পীর মহম্মদের পুত্র তাহা সাক্ষীগণও প্রমাণ করিতে পারে নাই। বাদির পক্ষে ৬ জন গওয়াহির জবানবন্দি লওয়া হয়। এস্থলে বক্তব্য এই যে তন্মধ্যে অর্দ্ধেক হিন্দু জাতি। একজন হিন্দু জাতিয় সাক্ষী কহে বাদির পিতা যে কে তাহা সে ব্যক্তি জানে না মোহন সাঁতরা নামে অপর একজন সাধারণ রূপে কহে যে বাদী পীর মহম্মদের পুত্র বটে কিন্তু তাহার মাতার বিষয়ে সে ব্যক্তি তাহাকে কখন না দেখা স্বীকার করে কেননা তাহার মাতা ৩০ বা ততোধিক বৎসর গত প্রাণা হইয়াছে আর কফিলদ্দীন এক জনা উকীল বোধ হয় বিলক্ষণ জ্ঞাত সাক্ষী সে ব্যক্তিও সাধারণ রূপে কহে যে বাদী পীর মহম্মদের সুজন্মা পুত্র বটে কিন্তু তাহার সাধারণ রূপ সাক্ষ্যেতে যে ভার নিয়োজিত হইতে পারে তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য তাহার জওয়াব আছে সে তাবৎ জওয়াবে সে ব্যক্তি বিলক্ষণ স্পষ্ট রূপে (প্রতিবাদীর এক্ষণকার আপেলান্টের) যথার্থ দাবি সাব্যস্ত করে যেহেতু সে ব্যক্তি স্বীকার করে যে গোলাম এহিয়া আপনার পুত্র সম আবদুর রহমানকে প্রতিপালন করে আর পীর মহম্মদের মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে পীর মহম্মদের সম্মতি ক্রমে সে ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুর রহমান মসিদের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে ইহা অনুভব করা যাইতে পারে ও সেই অবধি তাহার কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতে ছিল এই প্রকার বাদির গওয়াহি। বাদির স্বত্ব বিষয়ে যে বিস্তারিত ইশু উত্থাপিত হয় তাহার মধ্যে সাধ্যমত ঐ স্বত্বের পোষকতা পক্ষে সকল ঘটনা প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করিতে সে ব্যক্তি আবদ্ধ ছিল কিন্তু তাহার পক্ষে বিজ্ঞবর উকীল মেৎ ফেগেন সাহেব ও মৌলবি আব্বাস

কাজী অসাহেবে স্বীকার করিয়াছেন যে দাখিলী প্রমাণ দ্বারা আরজির এজহারের পোষকতা হয় না আর যখন প্রধান সদর আমীন দুই মোকদ্দমার একত্রে বিচার করিয়াছেন ও বাদি আবদুল্লার দাবি সাব্যস্ত হওয়া অবধারিত করিয়াছেন তখন সম্ভব মত উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থাৎ উমদাওন্নিসার মোকদ্দমায় কোন২ প্রমাণ লিখিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত নথিতে প্রকাশ পায় না কিন্তু যে অপর প্রমাণ বাদী অর্থাৎ আপেলান্টের উকীলগণই বিবরণ করিতে পারে না কেবল অনুভব করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করা আমার পক্ষে ন্যায্য নহে আর যে স্থলে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত প্রমাণ ব্যতিত বাদী আবদুল্লা যে অপর প্রমাণ দাখিল করিয়াছে তাহা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিতে দর্শায় নাই সে স্থলে আমাদিগের বিবেচনায় উপস্থিত নথি অনুসারে আমাদিগের রায় দেওয়া যথেষ্ট হইবে আর গোলাম এহিয়ার সকল উত্তরাধিকারির সম্মতিক্রমে বাদী আবদুল্লা মতওয়াল্লী নিযুক্ত হওনের পর তাহার দখল মড়চড় হওনা বিষয়ে আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই ও পীর মহম্মদের পুত্র অর্থাৎ বিজন্মা পুত্র হওয়া সাব্যস্ত করিতে যে প্রমাণ দেওয়া হয় তদ্দ্বারা আমরা এবিষয়ে সন্তুষ্ট হই না। এই রূপ অবস্থায় আপেলান্ট আবদুর রহমানের প্রমাণের সম্পূর্ণ বিচার করা আমরা আবশ্যক বিবেচনা করি না কিন্তু আমরা এই রায় দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করি যে যে বাদী আবদুল্লা একাল দর্শাইতে কোন দলীল দাখিল করে নাই যে পীর মহম্মদ নিজ সন্তান বলিয়া তাহাকে স্বীকার অথবা মসিদের ব্যাপারের কর্তৃত্ব করণে তাহাকে একত্রে সঙ্গী করিয়াছে কিন্তু আপেলান্ট আবদুর রহমান সরকারি দস্তাবেজের যে সকল নকল দাখিল করিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে পীর মহম্মদ নিজে আবদুর রহমান, গোলাম এহয়ার পুত্র বটে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ও নিয়োজিত সম্মতিতে বাকী খাজানার নিমিত্ত পীর মহম্মদ ও আবদুর রহমান একত্রে নালিশ করিয়াছে।

এবিধায়ে আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া খরচা সহিতে এই নালিশ ডিস্‌মিস্ করিলাম সুতরাং যে নিষ্পত্তি এবম্প্রকারে অন্যথা হইল তদ্দ্বারা মতওয়াল্লী কর্ম্ম সম্বন্ধে বাদী কোন২ আর লাভ ভোগী হইতে পারিবে না ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৩ সালের ৪৩৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মির্জা মহম্মদ সাদিক খাঁ। ১৮৫৩ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাবেতা আপীল।

গোবর্দ্ধন সিংহ (প্রতিবাদী) ———————— আপেলাণ্ট।
শীওশঙ্কর সিংহ প্রভৃতি (বাদীগণ) ও বকলো
নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ———————— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু শংশাবদন মিত্র ও মৌলবি মরহামৎ
হোসেন ———————————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

কোং ৬৭১৫ ।।১,৬ ক্রান্তির দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী রাজ বংশী কুনওয়ার নানা বিধ দলীল লিখিয়া দিয়া তাহার সম্পত্তির অধিকাংশ হস্তান্তর করে। ঐ লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র ও উত্তরাধিকারীগণ নন্দকুমার সিংহ, মদন গোপাল সিংহ, ও রাম দেও সিংহ নাবালগগণের অছি অর্থাৎ বাদী ঐ সকল দলীল অন্যথা করণ ও সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওন প্রার্থনায় নালিশ করিয়াছে ইহাতে রাজ বংশী জওয়াব না দিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এক্ষণে যে সকল ব্যক্তিকে ঐ সকল দলীল লিখিয়া দেওয়া হয় তাহারাই এ মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণ ও যে সকল দলীল নাকস করিবার প্রার্থনায় এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নীচে লেখা যাইতেছে যথা প্রথমতঃ গোবর্দ্ধন সিংহকে ১৮৪৪ সালের ৯ জুলাই তারিখে যে কট কওয়ালা লিখিয়া দেওয়া হয় দ্বিতীয়তঃ শ্যামনারায়ণ সিংহকে ১৮৪৫ সালের ১৭ মার্চ তারিখে যে বিক্রয় কওয়ালা লিখিয়া দেওয়া হয় তৃতীয়তঃ সোনমর চাঁদ সিংহ প্রভৃতিকে ১৮৪৪ সালের ১৭ নবেম্বর তারিখে যে কওয়ালা লিখিয়া দেওয়া হয় চতুর্থতঃ রাম সহায় সাহুকে ১৮৪৬ সালের ২২ নবেম্বর তারিখে যে কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেওয়া হয় ইত্যাদি ও পঞ্চমতঃ পঞ্চানন রায়ের নামীয় ১৮৪৭ সালের ১৪ জুলাই তারিখের এক জড় পেসগী দলীল এই ১,২,৪,৫ নম্বরী দলীল যাহাদিগের নামে লিখিত হয় তাহারাই এ মোকদ্দমায় জওয়াব দেয়।

প্রধান সদর আমীন দৃষ্টি করিয়াছেন যে লক্ষ্মীনারায়ণের সম্পত্তি আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারীগণ স্বরূপ তাহার পৌত্রগণকে অর্শিয়াছে ও তাহার স্ত্রী রাজ বংশী বেআইনী ও অন্যায় করিয়া হস্তান্তর করে এ বিধায় হাকিম মৌসুফ ঐ সকল দলীল অপ্রসিদ্ধ বলিয়া নাকস করেন, ও দাবি করা সম্পত্তির নিমিত্ত নাবালগগণের অছি স্বরূপ বাদীকে এক ডিক্রী দেন।

এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে প্রতিবাদী গোবর্দ্ধন সিংহ যে ব্যক্তি কট কওয়ালা রাখে

এক হিন্দু জাতীয় বিধবা নিজ স্বামীর সম্পত্তি হস্তান্তর করে সেই হস্তান্তর অসিদ্ধ হওন বিষয়ক রায় পাইবার প্রার্থনায় মোকদ্দমা, অধীন আদালত কর্ত্তৃক ডিক্রী ও আপীলে মোকদ্দমার গুণাগুণ বিবেচনায় সেই ডিক্রী বাহাল হইল কেননা উক্ত বিধবার স্বামির দেয় দেনা জন্য কিম্বা হিন্দু শাস্ত্র সম্মত অন্য

কোন অভিপ্রায়েতে উক্ত হস্তান্তর করা হয় তাহা নথির সামিল কোন প্রমাণে দর্শায় নাই।

কেবল সেই আপীল করিয়াছে। ঐ কট কওয়ালার তারিখ ১৮৪৪ সাল ৯ জুলাই ও সেই দলীল বাবতে ৩১০০ টাকা দাদন দেওয়া হয়।

এই আপীলে তর্ক করা হয় যে লক্ষ্মীনারায়ণের যথার্থ দেনা পরিশোধ নিমিত্ত এই টাকা লওয়া হয় ও তজ্জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ এক কেতা তমসুক লিখিয়া দেয়। তাহা কট কওয়ালা লিখিয়া দেওয়ার কালে ফিরিয়া দেওয়া হয় বটে কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রতিবাদির দখলে আছে আর এই সকল এজহার সাব্যস্ত করিবার জন্য তিন জনা গওয়াহ হাজির করা হয়।

দৃষ্ট হইতেছে যে এই কট কওয়ালায় কথিত তমসুকের কোন উল্লেখ নাই ইহাতে কেবল এই মাত্র লেখা আছে যে ঐ পণের টাকা হইতে রাজ বংশী মং ১৭০০ টাকা লইয়া লক্ষ্মীনারায়ণের ডিক্রির দরুণ দেনা পরিশোধ করে ও সে ব্যক্তির মালগুজারি ইত্যাদি দরুণ দেনা হিসাবে মং ১৮০০ টাকা গোবর্দ্ধনের নামে জমা দেওয়া হয়। এই সকল বিষয়ে সাক্ষীগণের গওয়াহি স্বতঃপ্রত্যয় জনক নহে আর নথির সামিল কোন প্রমাণে দর্শায় না যে লক্ষ্মীনারায়ণের দেনা পরিশোধ জন্য বা অন্য যে অভিপ্রায় হিন্দু শাস্ত্র সম্মত সেই অভিপ্রায়ে উক্ত দলীল লিখিয়া দেওয়া হয় অতএব রাজ বংশীর ভরণ পোষণ নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তিতে তাহার যাবজ্জীবন সম্বন্ধ থাকায় উক্ত দলীল অসিদ্ধ হওণ বিষয়ে অধীন আদালতের সহিত ঐক্য হইয়া আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া খরচা সহিত এই আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ৩১৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মেদনীপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত এ, ডেবিডসন সাহেব ১৮৫৪ সালের ৪ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরি (প্রতিবাদী)————আপেলান্ট।

জেলা মেদনীপুরের কালেক্টরির নাএব মহাফেজ মোহন লাল দাস (বাদী)———— } রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও রায় শ্রীনাথ সেন————আপেলান্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বাবু মেহের চন্দ্র চৌধুরী ও মুনসী আমীর আলী———— } রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

যে কর্ট্টক প্রয়োগে টাকা [illegible]

জেলা মেদনীপুরের কালেক্টরির নাএব মহাফেজ এ মোকদ্দমার বাদী ও ঐ আফিসের খাজাঞ্চি প্রতিবাদী থাকে। গালিগালাজ ও তজ্জন্ত লজ্জা ও অপমান হিসাবে মং ১০০০০ টাকার খেসারতের নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত হয়।

প্রতিবাদী কালেক্টরির মহাফেজের সহিত প্রকাশ্য কাছারীতে সহর মেদিনীপুর স্থিত তাহার যে একটা বাটী সে ব্যক্তি ভাড়া দিতে চাহে তাহার বিষয়ে কথোপকথন করে। অনন্তর মহাফেজ জিজ্ঞাসা করিলে বাদী কহিল যে ঐ বাটী মন্দ অর্থাৎ ভগ্নাবস্থায় আছে ও বাসের উপযুক্ত স্থান নহে এই নিমিত্ত প্রতিবাদী রাগ পরবশ হইয়া বাদীকে গালিগালাজ করে ও বোধ হইতেছে যে পুনর্ব্বার বাদীও প্রতিবাদীকে গালি দেয় ও পরে হাত পাকড়াপাকড়ীতে পড়িয়া গেল অনন্তর উঠিয়া পুনর্ব্বার দুই জনায় বিবাদারম্ভ করিল ও জুতা পর্য্যন্ত মারিতে উদ্যত হইল কিন্তু সাক্ষীদিগের মধ্যে এক জন বাদীকে ধরিয়া তাহার জুতা মারা ক্ষান্ত করিল এই অবস্থায় প্রতিবাদী অনেক লোকের সাক্ষাতে বাদির মাথায় জুতা ও দুই চারিটা কিল মারিল। এ মোকদ্দমার প্রমাণ অসম্পষ্ট কিন্তু এই সকল ঘটনা সাব্যস্ত হইয়াছে।

প্রতিবাদী কোন সাক্ষী মানা করে নাই ও আপন জওয়াবে বাদির প্রতি গালিগালাজ ও মারপিট অস্বীকার করে নাই কেবল বলে যে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও বাদী শূদ্রজাতি অতএব যদিস্যাৎ মারপিট ও গালিগালাজ ঘটিয়া থাকে এমত হয় তাহা হইলেও তাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তির কোন অপমান হইয়াছে বলা যাইতে পারে না বরং তাহাকে যে সমাচার দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাহার মান হইয়াছে বিবেচনা করা উচিত প্রতিবাদী আপন জওয়াবে কহে যথা আমি ব্রাহ্মণ জাতি ও বাদির গুরু এবং বাদী আমার শিষ্য আমাদিগের ধর্ম্মমতে আমি সর্ব্ব বিধায়ে বাদির পূজনীয় ব্যক্তি ও আমার পদ ধূলিতে তাহার ইহকাল ও পরকাল নিস্তার হইবেক সে ব্যক্তি আরো ওজর দেয় যে এ মোকদ্দমা ফৌজদারী সংক্রান্ত ও ইহাতে ধন সম্পত্তির ক্ষতি না হওয়া এপ্রযুক্ত হইবায় ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৮ ধারার বিধি সকল ও ১৮৫২ সালের ১০ মার্চ ও ৩১ মে তারিখে নিষ্পন্ন সৈএদ আহাম্মদ বক্স ও রাজনারায়ণ চৌধুরির মোকদ্দমাদ্বয়ে নজীর মতে এ মোকদ্দমার বাধা ঘটিতেছে।

প্রধান সদর আমীন রায় দেন যে এ মোকদ্দমায় ঐ সকল নজীর খাটে না যেহেতুক বিবাদে সুদ্ধ গালিগালাজ আছে মারপিট নাই তাহার প্রতি ঐ সকল নজীর সংশ্রব রাখে এ মোকদ্দমায় হাকীম মৌসুফ গালিগালাজ ও মারপিট প্রমাণ হওয়া দৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু বাদী নির্দ্দোষী নহে দেখিয়া মোকদ্দমা সমুদয় খরচা ও খেসারৎ ৫০ টাকার ডিক্রী বাদীকে দেন।

আপীল হইলে পূর্ব্বের ন্যায় দর্শিত হয় যে গালিগালাজের মোকদ্দমায় ধন সম্পত্তির দ্বারা পূরণ হইতে পারে এমত ক্ষতি না থাকিলে তাহা দেওয়ানী আদালতে দায়ের হইতে পারে না আর বাদী ও প্রতিবাদির জাতি ও ঐ বিষয়ে হিন্দুদিগের বিশেষ মনের ভাব বিবেচনায় প্রতিবাদির কর্ম্মের দ্বারা লোক সমাজে বাদির কোন অপমান হইতে পারে না আর তর্ক করা হয় যে হিন্দু জাতির মধ্যে এই রূপ মোকদ্দমা মীমাংসা করিতে হিন্দুদিগের জাতীয় ব্যবহার এ আদালতের মান্য করিতে হইবেক ও এই সকল ব্যবহারে এক জন ব্রাহ্মণ কোন শূদ্রজাতিকে অপমান

ক্ষতি না পাকে তদ্বিষয়ক মোকদ্দমা ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৮ ধারার বিধি এবং ১৮৫২ সালের ১০ মার্চ ও ৩১ মে তারিখের দুই নজীর অনুসারে দায়ের হইতে পারেনা দর্শিত হইয়াছে। এরূপ মোকদ্দমায় অবধারিত হইল যে উল্লেখিত আইন ও নজীর কোন বাধা হয় না কেননা। আত্ম রক্ষার তুল্য কোন আইন ঘটিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করাকে ক্ষতি বলা যায়. এবং ১৭৯৩ সালের ৩ আইন অনুসারে যদ্রূপ অন্যান্য বিষয় তদ্রূপ ঐ রকম ক্ষতির প্রতীকার

বিবায় অভিপ্রায়ে দেওয়ানী আদালত সকল স্থাপিত হইয়াছে আর এরূপ মোকদ্দমা সকল ঘটিত খেসারৎ প্রমাণ করা আবশ্যক নহে কেবল কাল্পবিক দুঃখ সংশোধন ও শঙ্ক কৃত আইন ঘটিত ক্ষতি পুরণ হলে খেসারৎ স্বরূপ টাকার ডিক্রী দেওয়া যায় এবং মারপিটের ক্ষতমত ফৌজদারী আদালতে ও ঐ মারপিট জন্য খেসারতের এক নালিশ দেওয়ানী আদালতে পরস্পরের প্রতি হস্তক্ষেপণ ব্যতীত নিজং রীতিতে চলিতে পারে ও ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৮ ধারা এরূপ মোকদ্দমা ঘটে না।

ও তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতে পারে এ আদালত বিবেচনা করিবেন আর জানা উচিত যে যাহা এক জন হিন্দু আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মান্য করিবে সাহেব লোকে তাহাকে অপমান ও অপদস্থ হওয়া বোধ করিবেক আর প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির প্রতি এ আপত্তি হয় যে যেস্থলে নালিশী কতক টাকার ডিক্রী হইয়াছে সে স্থলে প্রতিবাদি বিরুদ্ধে সমুদয় খরচার হুকুম দেওয়া আমাদিগের আদালতের রীতির বিপরীত ও বিধানে ডিক্রী দেওয়া টাকার পরিমাণে খরচার হুকুম হওন উচিত।

প্রথম বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের সহিত ঐক্য হইয়া রায় দিতেছি যে প্রতিবাদী যে সকল নজীর উল্লেখ করে সেতাবৎ এরূপ মোকদ্দমার বাধা হয় না এই সকল নজীরে এ আদালত সুদ্ধ এই বিধি করেন যে নিজ সম্বন্ধীয় হানি বাবতে খেসারৎ পাইবা প্রার্থনার মোকদ্দমায় জয়ী হইবার জন্য আইন সঙ্গত ক্ষতি ও বিচার আদালতের রা আইন মতে ধনে পূরণ হয় এমত খেসারৎ বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবেক আর কেন গালিগালাজ যাহারা ব্যবহার করে তাহাদিগের চরিত্রের দোষ হয় যাহাদিগকে ব যায় তাহাদিগের কোন বিশেষ হানি হয় না সুতরাং তাহাতে এক মোকদ্দমার কা হইতে পারে না কিম্বা মারপিট অথবা কোন প্রকৃত হানি না থাকে মারণ জুতা • করিয়া আক্রম স্থলে টাকার ডিক্রী দেওয়া সাধ্য নহে শেষোক্ত মোকদ্দমার বিধি না কি না তদ্বিষয়ে এক্ষণে আমাদিগের রায় আবশ্যক নাই। ইহাতে যে নজীর হয় ও আমাদিগের দর্শান অপেক্ষা অধিক খাটাইলে আইন উল্লঙ্ঘন করা হয় আর সালের ৩ আইনের উপক্রমণিকায় লেখে দেওয়ানী আদালতহায় এই অভিপ্রা স্থাপিত হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত আদালত সকলে রাজ্যের যে বিচার ক্ষ দেওয়া হইয়াছে সর্ব্বদাই তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া তাহার শরীরের অথবা সম্পা উপর যে ক্ষতি ঘটে তাহার প্রতীকার পাইতে পারিবেক ও ঐ আইনের ৮ ধ অনুসারে উক্ত আদালতহায় যদ্রূপ অন্যান্য মোকদ্দমা তদ্রূপ ক্ষতি পূর খেসারৎ পাওনের দাবি গ্রাহ্য করিতে পারিবেন এক্ষণে এক আইন সঙ্গত স্বত্ব প্রতি আক্রমণ হইলে তাহাকে ক্ষতি বলে এবং এই সকল স্বত্বের মধ্যে শরীর রক্ষা স্বত্ব অধিক মাতবর সেই স্বত্ব স্যার ডবলিউ, ব্লেকষ্টোন সাহেব ব্যাখ্যা ক যথা নিজ জীবন অঙ্গ সকল শরীর ও শারীরিক স্বাস্থ্য ও সম্ভ্রম নির্ব্বিঘ্নে ও আইন ভোগ করিলেই তাহাকে শরীর রক্ষার স্বত্ব বলা যায় আর সদ্রূপ ব্রণ সাহেব অর্থাৎ সামান্য আইন বিষয়ক টিপ্পনীতে কহেন যে সেতাবতের মধ্যে স্বত্ব স্বভাবতঃ মনুষ্য পাইয়াছে, অতএব সামাজিক স্বাধীনতা স্পষ্ট উল্লঙ্ঘন করিয়া এ স্বত্ব নষ্ট ও ভঞ্জন কিম্বা সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে না। আর রূপ সকল ক্ষতি হইতে যে খেসারৎ জন্মে তাহা দৃষ্ট হয় না কেননা যে এক অঙ্গ নষ্ট অথবা টাকা নষ্ট না হইলেও না হইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ ধন যে তাহার পূরণ ইহা আমাদিগের ও অন্যান্য দেশের আদালতহায়ের অপ নীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে ব্যক্তির প্রতি ক্ষতির নিমিত্ত মোকদ্দমা সকল এ

• সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৫ সালের ৪ মে তারিখে নিষ্পন্ন সাইমন মো মোকদ্দমা।

অজ্ঞানিত নহে বটে কিন্তু এ দেশের আদালতে সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না কিন্তু তত্তুল্য হুরমতবাহার নালিশ সর্ব্বদাই হয় যদিও এই সকল মোকদ্দমায় কদাচিৎ খেসারৎ প্রমাণ হয় তথাচ আন্তরিক দুঃখের পূরণ স্বরূপ ও সহ্যকৃত আইন মতে হানির প্রতীকার ছলে আমাদিগের আদালত বাদীকে খেসারতের টাকার ডিক্রী দিয়াছেন।

এ মোকদ্দমার প্রতিবাদী তর্ক করিয়াছে যে আক্রমণ জন্য খেসারতের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে লইতে পারে না কেননা তাহা ফৌজদারী আদালতে গ্রাহ্য ও ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৮ ধারানুসারে ফৌজদারী সংক্রান্ত মামলার প্রতি হস্তক্ষেপণ করা জেলা আদালতের প্রতি স্পষ্ট মানাহি আছে এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে এই তর্ক রক্ষা পায় না কেননা আক্রমণের তহমত ফৌজদারী আদালতে ও ঐ আক্রমণ জন্য খেসারতের এক দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতে পারে অথচ পরস্পরের রকম ও অভিপ্রায় বিলক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইবায় কাহার ক্ষমতার উপর কাহার হস্তক্ষেপণ করিতে হয় না যদিস্যাৎ দেওয়ানী আদালত ফৌজদারী আদালতের রোবকারী স্থগিত রাখিতে ও তাহার হুকুমের প্রতি বিরোধ করিতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করে তাহা হইলেই উল্লেখিত ধারা খাটে আর যদ্রূপ রাজনারায়ণ বাগচির মোকদ্দমায় * জজ সাহেব রায় দেন যখন যে অপরাধের জন্য নালিশ হইয়াছে তাহাকে সাধারণের শান্তি নাশ ও ফলে ব্যক্তিসম্বন্ধীয় হানি ঘটে তখন ফৌজদারী আদালতে এ মোকদ্দমা দায়ের থাকিলেও খেসারতের নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে এক মোকদ্দমা হইতে পারে।

উভয় বিবাদির পরস্পরের জাতি ও হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিশেষ ব্যবহার সকল সূত্রে যে ওজর দেওয়া হয় তৎ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে কোন ব্যক্তির মাথায় জুতা মারাতে হিন্দু জাতির মধ্যে যে এক আশীর্ব্বাদ হয় অথবা প্রকাশ্য কাছারির মধ্যে ব্রাহ্মণে এই রূপ ব্যবহার করিলে অপমান ভিন্ন অতি নীচ শূদ্র জাতি যে অন্য রূপ বিবেচনা করে তাহা প্রতিবাদী আসলেই প্রমাণ করিতে পারে নাই এস্থলে বাদির মনে যে কত দুঃখ হইয়াছে তাহা এই নালিশের খেসারতের পরিমাণ দেখিলেই বোধ হইবেক অতএব প্রতিবাদির ঐ রূপ করাতে বাদী আইন ও লোক সমাজ সঙ্গত ক্ষতি সহ্য করিয়াছে তাহাতে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই এবিধায়ে খেসারৎ বিষয়ক প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি আমরা বাহাল রাখিলাম কেননা ঐ পরিমাণের বিরুদ্ধে বাদী কোন আপীল করে নাই।

প্রধান সদর আমীনের ডিক্রির যে অংশে বাদীকে মোকদ্দমার সকল খরচা সায় ইষ্টাম্পের রসুম দেন তাহার প্রতি যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা রায় দিতেছি যে প্রধান সদর আমীন এ আদালতের প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়াছেন।

* ১৮৫৪ সালের ২ মার্চ।

নিম্নে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ ক্ষমতা রাখা ও ব্রাহ্মণের জুতার দ্বারা প্রহারিত হইলে বাদী এক শূদ্র জাতির কোন অপমান হইতে পারে না এই ভাবে হিন্দু জাতির মধ্যে ব্যবহার থাকা বিষয়ে প্রতিবাদী ওজর দিবায় অবধারিত হইল যে এই রূপ ওজর অসিদ্ধ।

আদৌ ১০০০০ টাকার খেসারতের দাবি হয় সেই দাবি ৫০ টাকায় কমান হইলেও সমুদয় খরচার ডিক্রী দেওয়া হয় ইহাতে এ আদালত অবধারণ করেন যে যে ক্ষতি জন্য ঠিক কত টাকা পা

ঞ্জয়া যায় বা থির তাহা জা নিবার কোন উপায় নাই সু তরাং ভিন্ন২ কাথে আদাল ত ও বাদী সে ই খেসারতের পরিমাণ ধা র্য্য করেন ঐ ক্ষতি জ ন্য খেসারতে র মোকদ্দমায় পারিমাণিক খ রচার নিয়ম খাটান যাই তে পারেন।।

১৮৫৫ সালের ১১ আপ্রিল দ্বারকানাথ কুণ্ডু। ঐ সালের ১০ মবেম্বর মুক্তকেশী দেবী। ১৮৫৫ সালের ৩১ জানুয়ারি ফিলড সাহেবের বিরুদ্ধে ও লাফলিন সাহেব। ১৮৫৩ সালের ১০ আগষ্ট তারিখে মৌলবী আব-দুল থির ঐ সালের ২৬ মে রাজা রাজেন্দ্র সিংহ চুম্বক রিপোর্ট বহির ৬ বালমের ৯১ পৃষ্ঠা ভৈরবচন্দ্র বসু ১৮৪৭ সালের ১৬ জুন রেলি সাহেবের বিরুদ্ধে আরাতুন সাহেব। চুম্বক রিপোর্ট বহির ৭ বালমের ১৪৮ পৃষ্ঠা ও ১৮৪৪ সালের ১৫ জানুয়ারি মহম্মদ টকি খাঁ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মেকিনন সাহেব। চুম্বক রিপোর্ট বহির ৫ বালমের ২১৫ পৃষ্ঠা কলিয়ার সাহেবের বিরুদ্ধে মথুরানাথ মল্লিক।

পার্শ্বে যে সকল মোকদ্দমা লিখিত তাহাতে প্রায় আমাদিগের পুস্তকের লি ঐ রূপ সকল মোকদ্দমায় আছে ও স ব্যক্তির প্রতি ক্ষতি হওন জন্য যে২ খেসারতের যে২ স্থলে ডিক্রী দেওয়া হাছে যদিও ঐ সকল স্থলে নালিশী টা অনেক কম ডিক্রী হয় বটে কিন্তু সে ভাবে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া হয় যথা ১৮৫০ সা ৮ মে তারিখে নিষ্পন্ন আবদুল থির মদের যে মোকদ্দমায় ২৫০০ টাকার হয় ও ২০০০ টাকার ডিক্রী হয় তাহ অধীন আদালত খরচার বিষয় বিবে করিয়া চুম্বক রিপোর্ট বহির ৬ বাল ৯৭ পৃষ্ঠার লিখিত টমস্ সাহেবের বিরুদ্ধে ভৈরবচন্দ্র বসুর মোকদ্দমার নজীর উ করিয়া সমুদয় খরচা দেওয়া যাইবেক বলিয়া নিষ্পত্তি করেন আর পুনশ্চ দস্ত জন আদালত হইতে এই মোকদ্দমা ফেরৎ গেলে পর এই বিধির প্রতি কোন অসম প্রকাশ হয় নাই আর চুম্বক রিপোর্ট বহির ৬ বালমের ২৭৫ পৃষ্ঠার লিখিত ক য়র সাহেবের বিরুদ্ধে মথুরানাথ মল্লিকের যে মোকদ্দমায় ১০০০০ দশ হাজার কার দাবি কমাইয়া ২০০০ টাকার খেসারৎ করা হয় তাহাতে জজ্ সাহেব এ বি দৃষ্টি করিয়া সমুদয় খরচা দিয়াছেন। এই সকল প্রচলিত নজীরের বিরুদ্ধ যে না অর্থাৎ ১৮৪৫ সালের ৫ মে তারিখের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের যে মোকদ্দমা আ লাণ্ট কর্তৃক উল্লেখিত হয় ও যাহাতে ১০০০০০০ দশ লক্ষ টাকার খেসারৎ দাবি হইয়াছে এবং এ আদালত, অধীন আদালতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবায় তাহাদিগ ৫০০ টাকা খেসারৎ দিতে হুকুম দেন তাহাতে এ আদালত বিলক্ষণ ন্যায্য বিবে করিয়া ঐ পরিমাণে খরচার ডিক্রী করেন।

সাধারণ মোকদ্দমাহাবে পারিমাণিক খরচার বিধির মূল এই যে সে সকল স্থলে ব যে টাকা পাইতে পারে তাহা যে ঠিক কত বাদির তাহা জানিবার সকল উপায় আ ও এই সকল অবস্থায় অমনোযোগ কিম্বা তঞ্চক করিয়াই কেবল দাবির অধিক মূল্য হয় কিন্তু ইহার প্রত্যেক হেতু জন্য বাদী যথার্থ রূপে দায়ী হয়। যাহা হউক আমাদি সমক্ষে উপস্থিতের অনুরূপ মোকদ্দমাহাবে ঠিক ঐ বিধি খাটান স্পষ্ট অন্যায় হয় ব্যক্তির প্রতি ক্ষতি বিষয়ক সকল মোকদ্দমায় খেসারতের নির্দ্ধারিত কিম্বা স্বীকৃত পরি নাই এবং বাদী ও আদালত যে দুই ভিন্ন২ ভাব লইয়া খেসারৎ অনুভব করেন দুই ভাব পরস্পর অনেক তফাৎ। অন্য পক্ষে বাদী স্পষ্ট যুক্তি বিরুদ্ধ পরিমাণে খে রৎ ধরিতে পারিবে না কেননা যদি তাহা ধরিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে বাদির ক মত নাম মাত্র খেসারৎ ধরিতে দেওয়াতে খরচা হিসাবে ভারি দণ্ড বিধান করা হয় অ এব কত খরচা দিতে হইবে এবিষয়ে আদালতহায় সর্ব্বদাই এক বিস্তীর্ণ স্বেচ্ছা ক্ষমতা রাখেন। উপস্থিত স্থলে যদি সমুদয় মোকদ্দমা আমরা দেখিতাম তাহা হই প্রধান সদর আমীন যে পরিমাণে খেসারৎ ও খরচা ধরিয়াছেন তাহা হই আমাদিগের ধরা খেসারৎ ও খরচা মূল নিয়ম বিবেচনায় উৎকৃষ্ট হইত কি

আমরা তাহা বিবেচনা করিতাম কিন্তু খেসারৎ বাড়ান বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ না থাকায় ও যৎকালে প্রধান সদর আমীন প্রতিবাদির বিরুদ্ধে খেসারতের ডিক্রী দেন তৎকালে প্রতিবাদী কত খরচা দিবে সমুব যত তাহাও বিবেচনা করিয়াছেন বোধ করিবায় আমরা এ আদালতের উচ্চ বিধি অনুসারে খরচা বিষয়ক তাহার হুকুমের প্রতি হস্তক্ষেপ করিব না বিশেষতঃ ঐরূপ মোকদ্দমাতায়ে খরচা বিষয়ক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত এ আদালতের সামান্য পদ্ধতি অনুসারে বাদী নিজ খেসারৎ যে ধরিয়াছে তাহা অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবেক।

এবিধায়ে অধীন আদালতের সমুদয় নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া আমরা খরচা সহিত এই আপীল ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৯৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ময়মন সিংহের সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী ইমদাদ আলী খাঁ। ১৮৫৫ সালের ১০ মার্চ তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ আহম্মদ বক্স ১৮৫৫ সালের ২২ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

ব্রজকিশোর দে তরফদার (বাদী)——————আপেলান্ট।
আনন্দময়ী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেং আর টি, এলান সাহেব——————} আপেলান্টের পক্ষ উকীল দ্বয়।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——} রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল দ্বয়।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১৩ জুন তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। "এক বরবাৎ জারী করিয়া কএক কেতা ভূমির দখল প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। প্রধান সদর আমীন মৌসুফ যাঁহার নিষ্পত্তির অসম্মতিতে এই দরখাস্ত হইয়াছে তিনি অবধারণ করেন যে এ মোকদ্দমার

গ্রহীতারের
মহাজন দিগে
র প্রতি তঞ্চ
ক ব্যবহার স্
ত্রে বন্ধক গ্রহী

তার এক দা লিল ডিসমিস হইবায় খাস আপেলা[illegible] র্থাৎ বন্ধকগ্র[illegible] তা এই ওজর দেয় যেগৃবীদারের বিরুদ্ধে বিরোধীয় ভূমির যে অংশ তাহার মহাজনেরাই দাবি করে নাই তাহা সে ব্যক্তি পাইতে পারে কিন্তু বিচার কালীন খাস আপেলান্ট উল্লেখিত ভূমি কোথায় ও কত তাহা দর্শাইতে না পারিবায় অবধারিত হইল যে উত্থাপিত হেতুর প্রতি বাদানুবাদ হইতে পারে না এ নিধায়ে এই খাস আপীল ডিসমিস হইল।

কএক জন প্রতিবাদী কর্ত্তৃক দায়ের হওয়া কএক মোকদ্দমায় দেনদারের সম্পত্তি হস্তান্তর নিষেধ করিয়া এক্তাহার বাহির হইলে পর ঐ কট কওয়ালা লিখিয়া দেওয়া হয় অতএব বাদী যে বয়বাৎ উত্থাপন করে তাহা সাজসী ও তঞ্চকবিশিষ্ট অবধারিত করিতে হইবে।

খাস আপীল গ্রাহ্য হইবার নিমিত্ত এই বিষয় উত্থাপিত হয় যে গৃবীদারের অন্যান মহাজনগণ যাহারা এক্ষণে প্রতিবাদী হইয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধ মান্য ও তাহারা যে সকল ভূমি ভোগ দখল করিতেছে সে তাবতে তাহাদিগের দখল বজায় করিলেও অবশিষ্ট যে ভূমির উপর গৃবীদারের স্বত্ব ব্যতীত অন্য উৎকৃষ্ট স্বত্ব উত্থাপিত হয় না তাহার প্রতি গৃবীদারের বিরুদ্ধে দরখাস্তকারির দাবি মাতবর। প্রথম অধীন আদালতে কি আপীলে সর্ব্বত্র এই দরখাস্তকারী সমুদয় ভূমি দাবি করে, কতক বাড়্তিমাত্র দাবী করে নাই সত্য বটে। বিরোধীয় ভূমির কতকেতে প্রতিবাদীগণের স্বত্ব থাকা ও ইহাদিগের দাবি না করা অপর কতকটাতে বাদির স্বত্ব থাকা যদিস্যাৎ ইহার মধ্যে অধীন আদালত বিভিন্নতা করেন নাই আর যদি ইহা ত্রুটি গণ্য হয় তাহা হইলে এ আদালত কর্ত্তৃক তাহার প্রতীকার হইবে। আর দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যে গৃবীদার, বাদির দাবির প্রতি কোন জওয়াব দাখিল করে নাই ও বাদীগণ অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণের নির্ভর করা দলীল লিখিয়া দেওয়া যে প্রসিদ্ধ তাহা প্রধান সদর আমীন অনুভব করেন এজন্য বোধ হয় সে বিষয়ে ভালরূপে তদন্ত হয় নাই। এস্থলে সমুদয় বিষয় বিবেচনায় গৃবীদারের সহিত অন্যান্য প্রতিবাদীগণ বিরোধীয় সম্পত্তির যে অংশে আপন২ উৎকৃষ্ট স্বত্ব স্থাপন করে নাই ঐ দলীলানুসারে তাহাতে (বাদী) দরখাস্তকারির স্বত্ব মাতবর কি না ও তাহা যথার্থ হস্তান্তর হইয়াছে বলিয়া তাহা গৃবীদারের প্রাপ্য অবধারিত হয় কি না এই বিষয় বিচারে আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম”।

শ্রীযুক্ত এইচ. টি, রেকস সাহেবের সার্টিফিকেট। এই খাস আপেলান্ট এ মোকদ্দমার বাদী ও সম্পত্তির মালিক, তাহার নিকট তাহা গৃবী রাখা প্রযুক্ত তাহার দখল পাইবার প্রার্থনায় ইহা উপস্থিত হয় আর গৃবীদার ইহাতে জওয়াব দেয় নাই কেবল গৃবীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রির টাকা পরিশোধে ঐ সম্পত্তির ভিন্ন২ অংশের দখলকারান অন্যান্য প্রতিবাদীগণ জওয়াব দেয় মাত্র। আর গৃবীদার এই সকল ব্যক্তির স্বত্বের বিরুদ্ধে এই হেতুতে বিরোধ করে যে ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইয়া পরে বিক্রয় হওয়াতে তাহারা বিষয়ের দখল পায় ঐ ক্রোক বয়বাতের পূর্ব্বে হইলেও তাহা রীতিমত করা হয় নাই অতএব বাদী সমুদয় ভূমিতে আপন স্বত্ব মাতবর করিতে নাচার করিয়াছে।”

সদর আমীন মৌসুফ উক্ত বয়বাৎ, যোগসাজসী ও মহাজনদিগকে তঞ্চক অভিপ্রায় করিতে হইয়াছে বলিয়া তাহার দাবি ডিস্‌মিস্ করেন।

মোকদ্দমার আদি কএক হেতুতে এই খাস আপেলান্ট, আপীল করিলে প্রধান সদর আমীন অন্য কএক হেতু যোগ করিয়া প্রথম আদালতের তুল্য সিদ্ধান্ত করিলেন।

খাস আপীলের হেতু এই যে যদিস্যাৎ দখলীকার মহাজনগণ এক উৎকৃষ্ট স্বত্ব প্রাপ্ত করিয়া তাহাদিগের প্রাপ্ত সম্পত্তির কতক অংশ ভোগ করিতে স্বত্ব রাখে তাহা হইলেও গৃবীদার এক্ষণেও ঐ সম্পত্তির যে অবশিষ্টাংশ ভোগ দখল করে তাহার নিমিত্ত অধীন আদালতের বাদীকে ডিক্রী দেওয়া উচিত ছিল।

আমার বিবেচনায় খাস আপীলে এবিষয়ের বিচার হইতে পারে না।

উক্ত বয়বাৎ তঞ্চক বিশিষ্ট হওয়া অধীন আদালত দেখিয়াছেন আর যখন গৃহীদার অধীন আদালতে হাজির হয় নাই তখন আপন বয়বাতের অকৃত্রিমতা ও সত্যতা বাদির প্রমাণ করিতে হয় কিন্তু যে সকল বিপক্ষ তাহার প্রতি আপত্তি করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে বাদী তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই ও যে স্থলে গৃহীদার ক্ষম থাকিয়া তাহার বিরুদ্ধে বাদির দাবি স্বীকার করে নাই সে স্থলে উক্ত তঞ্চকে আপনার লাভ হইতেছে বলিয়া গৃহীদারের সম্মত হওয়া অধীন আদালত যে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবেন তাহা আমরা দেখিতেছিনা অতএব আমি অবধারণ করি যে যে নিষ্পত্তি তাঁহারা করিয়াছেন তাহা তাঁহারা করিতে পারেন ও যে প্রতিবাদী কবুল দেয় নাই তাহার বিরুদ্ধে বাদী লাভ ভোগী হইতে পারে না কেননা বাদির কর্ম্ম সকল বেআইন ও যে দলীলের উপর তাহার দাবি নির্ভর তাহা মিথ্যা বলিয়া ঐ নিষ্পত্তিতে রায় দেওয়া হইয়াছে।

আমার অভিপ্রায়ে এই খাস আপীল অগ্রাহ্য হয়।

বিচার।

অদ্য এই মোকদ্দমা শুনানি হইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সম্পত্তির কোন্ অবশিষ্ট অংশ এক্ষণে গৃহীদারের দখলে আছে যে তাহার নিমিত্ত দরখাস্তকারির পক্ষে এক ডিক্রী চাওনা হয় নথির কাগজাৎ দৃষ্টি করিয়া তাহা বিস্তারিত করিতে খাস আপেলাণ্টের উকীলগণের প্রতি আদেশ হইল এবং যখন উকীল মজকুর স্বীকার করিলেন যে ঐ রূপ বিস্তারিত করা যাইতে পারে না ও ঠিক কোন্২ ভূমি ও গৃহীদারের সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া না বলিয়া কেবল এক সাধারণ হুকুম পাইবার নিমিত্ত এই দরখাস্তের প্রার্থনা হইয়াছে অতএব বাদী বিবেচনা করে যে ইহা ঐ বয়নাতের অধীন। এবিধায়ে যে বিষয় এত সন্দেহ সূচক তাহার বিচার করিতে এ আদালত অস্বীকার করিয়া অধীন আদালতের বিচার বাহাল রাখিলেন।

এই আপীলের খরচা আপেলাণ্টের জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি. রেকস্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩৪৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি আমিরপুরের একটিং মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরির ১৮৫৪ সাল ৭ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকডোনাল্ড সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৯ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জিতনাথ শুকল (বাদী)—— —— ———— —— আপেলান্ট।
মদন ঠাকুর তৃতীয় পক্ষ—— —— ———— ——রেস্পাণ্ডেন্ট।
মৌলবী আজ্রুদ্দীন মহম্মদ—— —— ——আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মুন্সী আমীর আলী—— —— —— ——রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীল।

> অধীন আপীল আদালতের মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরণের হুকুম তাহার ক্ষমতানুযায়ী হইয়াছে কি না এই বিষয় বিচার নিমিত্ত এই খাস আপীল গ্রাহ্য হইল। নম্বর জারিজ হয় কেননা ঐ পুনঃ প্রেরণের পর প্রথম আদালত পুনরায় ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত সি. বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ৩ জুলাই তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"জিতনাথ শুকল সরবরাহকারী, ও তুলসীরাম এতদুভয়ের মধ্যে এক একরারের অনুসারে প্রথম ব্যক্তির যে ১০/ মোন শস্য পাওনা থাকে তাহার মূল্য বলিয়া তুলসী রামের নামে নালিশ হয় ইহাতে মদন ঠাকুর নামে এক তৃতীয় পক্ষ ওজর দেন যে ভূমিতে ঐ খাজানা জন্মে তাহা তাহার নিজের, লক্ষ্মন নামে এক ব্যক্তির নিকট খরিদ হয় উক্ত লক্ষ্মন ঐ ভূমি শ্যাম চৌধুরির নিকট খরিদ করে বাদী এই শ্যাম চৌধুরির এজেন্টের দার স্বরূপ ভূমি ভোগ দখল করে বলিয়া দাবি করিয়াছে এবং উপস্থিত মোকদ্দমা সাক্ষী।

মুন্সেফ মৌসুফ মদন ঠাকুরের ওজরাতের প্রতি মনোযোগ না করিয়া বাদির পক্ষে দাবির ডিক্রী দেন। মদন ঠাকুর আপীল করিয়া দর্শায় যে মুন্সেফ মৌসুফ আদৌ যে রায় খসড়া করেন তদনুসারে তাঁহার নিষ্পত্তি লিখিত হয় নাই।

প্রধান সদর আমীন মৌসুফ মদন ঠাকুরের দর্শিত হেতুতে মুন্সেফের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া মদন ঠাকুরের ওজর অন্যথা করিয়া ঐ মোকদ্দমা পুনর্বন্দস্ত করিবার জন্য তাহার নিকট ফেরং পাঠান এক্ষণে এই বাদী প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে খাস আপীল করিয়াছে।

১৮৫৪ সালের ৩৩ আক্টের ৪ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীন প্রথম হেতুতে মোকদ্দমা ফেরং পাঠাইবার হুকুম দিতে পারেন কি না ও জিতনাথ শুকল ও তাহার রাইয়ত তুলসীরামের মধ্যে উপস্থিত নালিশে আপেলান্ট মদন ঠাকুর মোজাহেম দিতে পারে কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

মুনসেফ মৌসুফ যিনি আদৌ এই মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার নিকট পুনঃপ্রেরণ জন্য প্রধান সদর আমীন এই মোকদ্দমা যে পুনঃপ্রেরণ করেন তাহা সর্টিফিকেটে উল্লেখ হয়। একণে রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল, মুনসেফ মৌসুফের নিকট মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইলে পর তিনি যে বিচার নিষ্পত্তি করেন তাহার এক কেতা নকল দাখিল করিয়াছেন। যদিস্যাৎ সর্টিফিকেটের লিখিত এক বিষয় আদালত ধরিয়া বিচার করিতেন তাহা হইলে ইহা বৃথা হইত কেননা নূতন নিষ্পত্তি উভয় বিবাদির পক্ষে একণে আবদ্ধকর এবং তৎসম্বন্ধেই একণে আপীল চলা উচিত।

এবিধায়ে আমরা এই আপীল নম্বর খারিজ করিয়া হুকুম দিতেছি যে প্রত্যেক পক্ষে নিজ২ খরচা দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ১৯ মার্চ।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৬৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের ১৮৫৩ সালের ১৩ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার আডিসনেল প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী নাজিরুদ্দীন মহম্মদ ১৮৫৫ সালের ১৪ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোসম্মাৎ প্যারীসুন্দরী বামী (প্রতিবাদিনী)— —আপেলাণ্ট।
ধর্ম্মদাস মল্লিক (বাদী)—————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত—————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত সি, বে, কলাবিন্ ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৫ জুলাই তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"ওজর এই যে প্রধান সদর আমীন এই হেতুতে বৎসামান্য রূপে তামাদির ওজর নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পূর্ব্বে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত এক হারে জমা আদায় দেওয়ায় জমা বেসন্ধের এক মোকদ্দমার পক্ষে বাধা হয় না।

"প্রধান সদর আমীন যে মূল নিয়ম উল্লেখ করেন তাহার পরীক্ষা করণ নিমিত্ত যদ্রূপ অন্যান্য অনেক খাস আপীল হইয়াছে তদ্রূপ আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

উভয় বিবাদী "রাজিনামা" ও সাক্ষিনামা দাখিল করিয়া পরস্পরে বিশেষ রূপে এই প্রার্থনা করিল যে, এআদালত অধীন আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিয়া

সালিশ সাহেবের হুকুমের পূর্ব্বে তাহাদিগের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা পুনঃ হইবে ও প্রত্যেক পক্ষে আপনং খরচা দিবেক। এই প্রার্থনা অনুযায়ী উভয় প উকীলগণের সাক্ষাতে এআদালত অধীন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া হু দিলেন যে প্রত্যেক পক্ষের খরচা তাঁহাদিগের নিজের জিম্মা ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২১ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি কমবার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল বসুর ১৮৫৩ সাল ৯ সেপ্তেম্বর তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা পূর্ণীয়ার জজ্ শ্রীযুক্ত জিলক সাহেব ১৮৫৫ সালে ২৭ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর (বাদী)————আপেলাণ্ট।
হুনেশ্বর মণ্ডল প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মুনসী আমীর আলী————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মৌলবী আক্তারুদ্দীন মহম্মদ————হুনেশ্বর মণ্ডলের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, ডিক ও শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, ডিক সাহেবের সর্টিফিকেট। "মোজাওয়ারি কিস্তি বন্দী অনুসারে নিষ্পত্তি না করিয়া ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৭ ধারানুসারে বাদির দাবি নিষ্পত্তি করা জজ্ সাহেবের উচিত ছিল কি না এই বিষয় বিচার করিতে আমার অভিপ্রায়ে এই খাস আপীল গ্রাহ্য করা যায়"।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। "আমার বিবেচনায় জজ্ সাহেব ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৭ ধারানুসারে ঠিক কর্ম্ম করিয়াছেন কিন্তু আদালতের শেষ তারিখে রাইয়তের নিকট কত মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা মীমাংসা করিতে কোনং কিস্তিতে কত আদায় হইয়া থাকে হাকীম মৌসুফের কাজেকাজেই তাহা বিবেচনা করিতে হইয়াছিল সুতরাং ১৮১৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে জজ্ সাহেব স্থানীয় অর্থাৎ মরেক্কমীন রীতি সাব্যস্ত করিতে প্রমাণ লইয়া তদনুসারে ডিক্রী দেন আর আপেলাণ্ট স্বীকার করে যে যদ্রূপ রাইয়তদিগের প্রমাণে দর্শায় তদ্ভিন্ন তাহাদিগের কিস্তি সাব্যস্ত করিতে সে ব্যক্তি কোন প্রমাণ দাখিল করে নাই অতএব কালেক্টর সাহেব যে হারে সদর জমা তাহার নিকট দাবি করণ যে হার জজ্ সাহেব তাহাকে নির্দ্ধারণ

যে স্থলে এক জন মিলা স খরিদার ১২ পৌষ হইতে মালগুজারী আদায় করিবা র ক্ষমতা পা ইয়া সালিয়া না মালগুজা রির যে রকম ...ক কিস্যা ...হার পাও ... তাহার নি ...জ রাইয়তগ ...র নামে সা ...লক্রমেকিস্ত

করিয়া দিয়াছেন তদপেক্ষা উচ্চ হারে তাহার প্রজার নিকট মালগুজারী আদায় করিবার সে ব্যক্তি কোন কারণ দর্শাইতে নাই এবিধায়ে আমার অভিপ্রায়ে এই খাস আপীল অগ্রাহ্য হয়।

বিচার।

মাঘ ফসলী ১২৫৮ সালের সুদ বাকী খাজানা বাবদী মং ১১।৵১ টাকা আদায়ের প্রার্থনায় এই নালিশ হয় আর বাদী একজন নিলাম খরিদার, এজহার করে যে সাবেক মালিক বাকীদার হইলে কালেক্টর সাহেবের কাছারী হইতে ১৮৫২ সালের ২৮ ডিসেম্বর মোং বাঙ্গালা ১২৫৮ সালের ১৪ পৌষ তারিখ হইতে উক্ত সাবেক মালিককে মালগুজারী আদায় দেওয়া নিষেধ করিয়া ও ঐ তারিখ হইতে সে ব্যক্তি নিমন খারিজ সূত্রে মালগুজারী আদায় পাইতে পারিবে বলিয়া এক এস্তাহার দেওয়া হয় পরে ১২৫৮ সালের সদর খাজানার রকম ।।/১৫ অংশ সাবেক জমীদার আদায় দিবে ও ।৵৫ অংশ সে ব্যক্তি নিজে দাখিল করিবে আর সেই মোকদ্দমায় রাইয়তগণের নিকট মালগুজারী আদায় করিতে পারিবে বিবেচনা করিয়া প্রতিবাদিনীর ফসল ক্রোক করে কিন্তু ঐ রাইয়ত ১৮১২ সালের ৫ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকট নালিশ করিবায় সাবেক জমীদারকে মালগুজারী আদায় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বাদির দাবি অগ্রাহ্য হয়। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত নিয়ম অন্যথা করিয়া যখন রাইয়তগণ সাবেক জমীদারকে আগামী তাহাদিগের মালগুজারী আদায় দিয়াছে ও সেই জন্য সেই মালগুজারির নিমিত্ত তাহারা জমা পাইতে পারে না বাদী বিবেচনা করিল তখন সে ব্যক্তি মালগুজারির রকম ।৵৫ অংশ তাহার নিকট আদায় দেওয়া রাইয়তগণের উচিত ছিল।

তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য সে ব্যক্তি এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদীগণ উত্তর দেয় যে ১৭৯৯ সালে বাদী নিজে যে স্থানীয় ব্যবহার মতে কর্ম্ম করে তদনুসারে ফসল পাকিলে পর জমীদার তাহা ক্রোক করিয়া পৌষ মাসের মধ্যেই রকম ৸৵ আনা জমা আদায় করে আর তাহাদিগের সেই জমা মং ২০৬ টাকা মাত্র ইহার মধ্যে এস্তাহারের পূর্ব্বে সাবেক জমীদারকে মং ১৯ টাকা ও তদন্তর বাদীকে এক টাকা তাহারা আদায় দিয়াছে।

জজ সাহেব পাটওয়ারী ও অন্যান্য সাক্ষির সাক্ষ্য দ্বারা দৃষ্টি করিয়াছেন যে স্থানীয় ব্যবহারের অনুসারে বাদির মালগুজারী রকম ৸০ আনার কিস্তি দেয় হইয়া মাহ অগ্রহায়ণে ও রকম ৵০ আনা মাহ পৌষে আদায় হয় অতএব যখন ১৫ পৌষ সাবেক জমীদারকে মালগুজারী আদায় দিবার শেষ তারিখ তখন হাকীম মৌসুফ বিবেচনা করেন যে বাদী কেবল ১২৫৮ সালের রকম ৴০ আনা জমা পাইতে পারে এ বিধায়ে হাকীম মৌসুফ বাদী যে ১ টাকা পাইয়াছে তাহা সমেত তাহাকে মং ৩৸১০ টাকার ডিক্রী দেন। এই নিষ্পত্তির অসম্মতিতে বাদী এক খাস আপীল করিয়া তর্ক করিয়াছে যে রাইয়তগণ সাবেক মালিককে আগামী যে টাকা দিয়াছে তাহার জন্য তাহারা জমা পাইতে পারে না আর যখন সরকার বাহাদুর তাহার নিকট রকম ।৵৫ সদর খাজানা আদায় করিয়াছেন তখন রাইয়তগণের নিকট সে ব্যক্তি ঐ অংশ অর্থাৎ রকম ।৵৫ মালগুজারির দাবি করিতে পারে।

১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৭ ধারায় নিষেধ আছে যথা " আদায় দিবার যে শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত হয় তাহার পর হইতে রাইয়তগণ ও অধীন হকুক দারান বাকীদার মালিককে মালগুজারী আদায় দিবে না যদি দেয় তবে পূর্ব্বোক্ত তারিখের পরে যে সকল টাকা আদায় দিয়াছে তাহার জন্য নিলাম খরিদারের হিসাবে তাহারা জমা পাইবে না "। এ মোকদ্দমায় ১৫ পৌষ তারিখের পর প্রতিবাদী সাবেক মালিককে টাকা

আদায় যে লিখিয়াছে এরূপ কোন এক্রার নাই অতএব এতদ্বিষয়ের সহিত ১৮৪৫ সালের ১ আইনের কোন সংস্রব নাই এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণ যাহাতে "লিখিত কবুলতি কিম্বা কিস্তিবন্দী অথবা কোন এক্রার বা প্রসিদ্ধ কোন স্থানীয় ব্যবহার অনুসারে সাধারণ আদায়ের তারিখের পূর্ব্বে" কিছুমাত্র মালগুজারী আদায় দিতে অধীন তালুকদারদের প্রতি নিষেধ আছে তাহা অন্যথা করা হয় নাই কেননা পৌষ মাসের মধ্যে রকম ৮৫০ আনা মালগুজারী আদায় করা যে বাদির তালুকের পাট্টাতে তাহা প্রমাণ হইয়াছে আর এই পদ্ধতি অনুসারে রাইয়তদিগের নিকট যে টাকা তলবের বাকী থাকে তাহাই জজ সাহেব বাদীকে ডিক্রী দিয়াছেন। সরকার বাহাদুরের কিস্তি তারিখে আগামী মালগুজারী আদায় জন্য বাস্তবিক যে ব্যক্তি আদায় দিয়াছে সে নহে বরং জমীদার যে ব্যক্তি আদায় লইয়াছে সেই ব্যক্তিই গবর্ণমেন্টের নিকট দায়ী হইতেছে আর আমাদিগের বিবেচনায় জমীদার যে তারিখ পর্য্যন্ত মালগুজারী আদায় করিতে পারে সেই শেষ তারিখের পর সদর খাজানার কিস্তির নিমিত্ত [illegible] কর্তৃক মালগুজারী আদায় হইলে তাহা সে জমীদার তাবি অধিকারের হইবে [illegible]। পরিশেষে [illegible] নিমিত্ত উক্ত [illegible] নিকট হিসাব দিতে হইবে বিবেচনা করা [illegible] অধীন আদালতের নিষ্পত্তি বহাল রাখিয়া খরচা সহিত এই আপীল ডিসমিস করা গেল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএল্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২২ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি কসবার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু জয় গোপাল বসুর ১৮৫৩ সাল ৯ সেপ্তেম্বর তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা পূর্ণিয়ার জজ শ্রীযুক্ত জি, লক সাহেব ১৮৫ সালের ২৭ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর (বাদী)———আপেলাণ্ট।
কোষকি পঞ্জিদারা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী———————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের কএক হেতু ও তাহাতে এ আদালতের নিষ্পত্তি পাইবা নিমিত্ত ১৮৫৬ সালের ২১ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি কমবার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল বসুর ১৮৫৩ সাল ১ সেপ্তেম্বর তারিখের ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা পূর্ণীয়ার জজ শ্রীযুক্ত জি, লক সাহেব ১৮৫৫ সালের ২৭ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর (বাদী)————আপেলান্ট।
অক্ষয়নাথ মিশ্র ও গিরিধারী মিশ্র (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।

খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের কারণ ও তাহাতে এ আদালতের নিষ্পত্তি পাইবার জন্য ১৮৫৬ সালের ২১ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর ইতি।

২১ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৫৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা পাটনার সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় দাতারাম পণ্ডিতের ১৮৫৪ সাল ২৪ মার্চ তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ট্রেবর সাহেব ১৮৫৫ সালের ২০ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

বাবু শঙ্কর দত্ত নিজে ও নাবালগ হরিহর প্রসাদ সিংহের অছি স্বরূপ (বাদী)———— } আপেলান্ট।
কৃষ্ণরাম প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মেং আর, টি, এলান সাহেব————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৪ মে তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

মৌজা ... রামপুরের ... ১২ দাম ... বাদী কৃষ্ণরাম নামে এক ... ক্রিয় ... খরিদ করে ... তার দখল ... হইবার ... নাম বাদী ... লিশ করিলে ... বিক্রেতা ... দির ... যথার্থতা ... কার ... করে

কৃষ্ণরাম যে ব্যক্তি ১৮৫২ সালের ১৫ মে তারিখের এক কওবালা সূত্রে মালিক থাকে তাহার নিকট ১২ দাম মৌজা দিয়ালপুর দৌলৎ পুরগণা গনোর খরিদ করিয়া ঐ মৌজার ১২ দাম হিস্যার দখল পাইবার প্রার্থনায় বাদী নালিশ করে।

বিক্রেতা কৃষ্ণরাম বাদির দাবির যথার্থতা স্বীকার করে কিন্তু ঐ সম্পত্তির হিস্যাদার অন্যান্য প্রতিবাদীগণ উক্ত মৌজাতে কৃষ্ণরামের ৮ দাম ও আর কতকের অধিক হিস্যা থাকা অস্বীকার করে।

সদর আমীন ঐ দাবি ডিসমিস করেন এবং যদিও জজ সাহেব কহেন যে কৃষ্ণরাম তাহার পিতা হইতে যে হিস্যা অর্থাৎ যদ্রূপ প্রতিবাদীগণ কহে রকম /৬ দামের তেহাই উত্তরাধিকার করে তাহার প্রতি কোন বিরোধ নাই তথাপি সমুদয় বাদির দাবি ডিসমিস করেন।

খাস আপেলান্ট এক্ষণে দর্শাইতেছে যে যে স্থলে যদ্রূপ বাদী আপন আরজীতে কহে তদ্রূপ কৃষ্ণরামের স্বত্ব ১২ দাম নহে বরং যদ্রূপ প্রতিবাদীগণ কহে কেবল ৮ দাম মাত্র সে স্থলে তাহাকে ঐ সম্পত্তির ঐ অংশের প্রতি ডিক্রী দেওয়া জজ সাহেবের উচিত ছিল ও সমুদয় দাবি ডিসমিস করা তাঁহার উচিত ছিল না।

আমাদিগের রায়ে বাদির দাবি ডিসমিস করিয়া জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা ভুল হইয়াছে অতএব জজ সাহেবের নিষ্পত্তি সংশোধন করা উচিত কি না এই বিষয় বিচার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম।

বিচার।

প্রতিবাদীগণ ও বিক্রেতা কৃষ্ণরাম উভয়ে মালিশী সম্পত্তিতে ৮ দামে বাদির স্বত্ব থাকা স্বীকার করিবায় ঐ পরিমাণে বাদির পক্ষে এক ডিক্রী দেওয়া উচিত ছিল এ বিধায় আমরা অধীন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া সে ৮ দাম কৃষ্ণরাম বিক্রয় করিতে পারে প্রতিবাদীগণ স্বীকার করে তাহার নিমিত্ত বাদীকে এক ডিক্রী দিলাম। মোকদ্দমার এই সকল অবস্থায় অধীন আদালতের সকল খরচা কৃষ্ণরাম দিবে কেননা তাহার যে স্বত্ব থাকে তদতিরিক্ত বিক্রয় করার দরুণ তাহার তজ্জন্য ব্যবহার জন্য বাদী ও কৃষ্ণরামের সঙ্গি প্রতিবাদীগণকে দেওয়ানী আদালতে গমন করিতে হয় আর যে অন্যান্য প্রতিবাদী ৮ দামের উপর বাদির দাবি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া তাহার প্রতি এ আদালতে অনাবশ্যক বাধা দিয়াছে তাহারা এই আপীলের খরচা দিবে ইতি।

ও বিরোধীয় সম্পত্তির শরীকান অন্যান্য প্রতিবাদীগণ ওজর দেয় যে ঐ সম্পত্তিতে কেবল ৮ দাম ও আর কতক কৃষ্ণরামের হিসা।

সদর আমীন ও জজ সাহেব বাদির সমুদয় দাবি ডিসমিস করে। খাস আপীলান্টের অবধারিত হইল উক্ত ভূমির যে অংশ স্বীকার মতে কৃষ্ণরামের অংশ তাহার পক্ষে সেই অংশের অর্থাৎ ৮দামের প্রতি বাদীকে ডিক্রী দেওয়া অধীন আদালতের উচিত ছিল।

অতএব এই খাস আপীল ডিক্রী হইয়া অধীন আদালতের হুকুম অন্যথা হইল আর অধীন আদালতের খরচা কৃষ্ণরাম দিবে এবং প্রতিবাদীগণ যাহারা [illegible] বাদির ৮দামের দাবির প্রতি এ আদালতে বাধা দিয়াছে তাহাদিগের খরচা তাহারা নিজে অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টগণ দিবে।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ২৫৫ নম্বরী মোকাদ্দমা।

জেলা পাটনার সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় সাতারাম পণ্ডিতের ১৮৫৪ সালের ২৪ মার্চ তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, টেয়র সাহেব ১৮৫৪ সালের ১০ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

কৃষ্ণরাম (প্রতিবাদী) ———————— আপেলান্ট।
বাবু শঙ্কর দত্ত সিংহ ও নাবালগ ফনিন্দ্র প্রসাদ সিংহের অভিভাবক (বাদী) ও হর সহায় সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) } রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন ———————— আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
মেং আর, টি, এলান সাহেব ———————— রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, জোনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুসারে ১৮৫৬ সালের ১৯ মে তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়। পূর্বের মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

"এ মোকদ্দমার খাস আপেলান্ট মৌজা নিমালপুরের ১২ আনার বিক্রেতা ভূমিদের খরিদার ১৩২০ নম্বরী দরখাস্তে এক খাস আপীল করে। এই খাস আপীলে ও অপরটাতে যে বিষয় উত্থাপিত হয় তাহা এক অর্থাৎ সমান অতএব ইহাও সেই হেতুতে গ্রাহ্য হইল। এই দুই খাস আপীল একত্রে বিচার হইবে"।

বিচার।

সদর নিষ্পত্তি ২৫৪ নম্বরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এক রীতি।

ইঙ্গরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩০১ নম্বরী মোকদ্দমা।

গৌকি জাহানাবাদের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডের ১৮৫৪ সাল ২৪ জুন তারিখের এক ডিক্রী বাহাল রাখিয়া জেলা হুগলির এডিসনেল প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত নাজিরুদ্দীন মহম্মদ ১৮৫৫ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

বৃন্দ দলী দাসী (বাদিনী)——————————আপেল্লাণ্ট।
মথুর দাস প্রভৃতি(প্রতিবাদীগণ)——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়——————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

অবধারিত হইল যে মুনসেফ প্রার্থনা ব্যতিরেকে সরেজমীন তদারক ও উভয় পক্ষের সাক্ষ্যতে সরেজমীনে প্রমাণ এবং ঐ রূপ লওয়া প্রমাণের উপর আপন নিষ্পত্তি স্থাপন করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৪ জুন তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"কএকটা বাঁশের মূল্য আদায় প্রার্থনায় এই নালিশ হয়। যে কালে এই মোকদ্দমা মুনসেফের সমক্ষে দায়ের থাকে সেই কালে হাকীম মৌসুফ মফঃস্বলে গমন করিয়া যে সকল সাক্ষীগণের তলব জন্য ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের লিখিত মত তালিকা দাখিল করা হয় নাই তাহাদিগের সাক্ষ্য প্রমাণ এক তদন্ত করেন সেই তদন্ত সূত্রে হাকীম মৌসুফের ও প্রধান সদর আমীনের আদালতে বাদির দাবি ডিস্‌মিস্ হইবার প্রতি বাদী আপত্তি করিতেছে আরও মুনসেফ মৌসুফ সরেজমীনে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া তদন্ত করিবার যে মানস করিয়াছিলেন তাহার সমাচার উভয় বিবাদীকে দেওয়া হয় নাই।

"উভয়েরই অনুরাগ প্রার্থনা অভাবে সরেজমীনে প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক তদন্ত করিয়া তদুপরি মুনসেফ মৌসুফ আইন মতে আপন নিষ্পত্তি স্থাপন করিতে পারেন কি না এই বিষয়ে বিচার করিতে আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

নথীতে প্রকাশ যে মুনসেফ মৌসুফ মোকদ্দমার যথার্থ গুণ নির্দ্ধারণ করিতে সরেজমীনে গমন করেন ও তথায় প্রমাণ লইয়া তদনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করেন।

খাস আপেলাণ্ট এই বলিয়া আপত্তি করিতেছে যে আপন কাছারী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মুনসেফের প্রমাণ লইবার ক্ষমতা নাই এবং ঐরূপ প্রমাণ সূত্রে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা প্রসিদ্ধ নহে।

কোন বিশেষ স্থলে মোকদ্দমার প্রকৃত পরিষ্কাররূপে বুঝিবার নিমিত্ত আবশ্যক বিবেচনা হইলে প্রার্থনা অভাবে মুনসেফের সরেজমীন তদারক আরম্ভ করণ ও চালাওন

কিম্বা উভয় বিবাদির সাক্ষাতে সরেজমীনে প্রমাণ গ্রহণ পক্ষে নিষেধক কোন আইন থাকা আমরা জ্ঞাত নহি। ইহা অধীন আদালতের এক সাধারণ পদ্ধতি। ইহাতে এ আদালত সম্মতি প্রদান করিয়াছেন ও ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ করণের কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না আর দৃষ্ট হইতেছে যে সরেজমীন তদন্তের সতত আবশ্যকতা হইতে পারে ও সেই তদন্ত উত্তমরূপে নির্বাহ হইলে তদ্দ্বারা অতিরিক্ত মামলা মোকদ্দমা নিবারিত হয় ও সূক্ষ্ম প্রমাণ অনুসারে আদালতের নিষ্পত্তি, অপেক্ষা সরেজমীন তদারকে উভয় পক্ষই অধিক সন্তুষ্ট হন।

খাস আপেলান্টের পক্ষের উকীল আপত্তি করেন এই যে মুনসেফ মোজাফর সরেজমীন গমন কালীন উভয় বিবাদীকে কোন সমাচার দেওয়া হয় নাই কিন্তু আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে মুনসেফ মোক্তারের ঐ বিষয়ের বিচার কার্য্যের সম্পর্কিত প্রধান সদর আমীনের নিকট কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই সুতরাং আমরা এই অনুমান সিদ্ধান্ত করিতেছি যে সরেজমীন গমন কালীন উভয় বিবাদী অথবা তাহার উকীলগণকে যথোচিত সমাচার দেওয়া ও প্রত্যেক কার্য্য নায্য ও আইন মত সম্পন্ন হইয়াছে অতএব আমরা এই আপীল অগ্রাহ্য করিতেছি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৫৫৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি সরবঙ্গের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আহমদ [illegible] ১৮৫৩ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, [illegible] সাহেব ১৮৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

গহরু খাঁ (বাদী) ———————— আপেলান্ট।
মনোহর কুর্ম্মি প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ———————— রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ———————— আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ———————— { মনোহর কুর্ম্মি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষউকীল।

শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ৯ জুলাই তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এই খাস আপেলান্ট জেলা ত্রিহুতের এক জন ঠিকাদার, বাকী খাজানার নিমিত্ত এক জন রাইয়তের নামে নালিশ করে ইহাতে এক তৃতীয় পক্ষ বিরোধীয় জমিতে খাস আপেলান্টের কোন স্বত্ব থাকা অস্বীকার করিয়া মোজাহেম হয় কিন্তু মুনসেফ মৌসুফ সদর আদালতের ১৮৫২ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের নিষ্পন্ন এক নজীর অনুসারে

আইনের সাধারণ বিধি এই যে বাদী ও প্রতিবাদী ব্যতিরেকে অপর কোন ব্য

এরূপ মোকদ্দমায় এক তৃতীয় পক্ষ মোজাহেম দিতে পারে না অবধারণ করিয়া বাদির পক্ষে ডিক্রী দেন। ইহার অসম্মতিতে প্রতিবাদী আপীল করে নাই কেবল তৃতীয় পক্ষ আপীল করিলে প্রধান সদর আমীন ১৮৪৮ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন সদর আদালতের এক নজীর উল্লেখ করিয়া মুনসেফের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন আমাদিগের বিবেচনায় এই মোকদ্দমার সহিত এই নজীরের কোন সংশ্রব নাই ও প্রধান সদর আমীন যে নিষ্পত্তি করেন তাহা, ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২ ধারা ও মুনসেফের উল্লেখিত নজীরের বিপরীত। আর তৃতীয় পক্ষের মোজাহেম ও আপীল করণের স্বত্ব বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ নজীর থাকা দেখিয়া আমরা এই বিষয় বিচার জন্য এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিতেছি যে প্রচলিত আইনানুসারে মোকদ্দমার বাদী ও প্রতিবাদী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আপীল করিতে পারে কি না যদি পারে এমত হয় তাহা হইলে এ মোকদ্দমায় তৃতীয় পক্ষকে প্রধান সদর আমীন ঐ স্বত্বানুসারে কর্ম্ম করিতে দেওয়াতে তাহার ন্যায্য কর্ম্ম হইয়াছে কি না" ?

বিচার।

খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল এই মোকদ্দমায় খাস রেস্পাণ্ডেণ্টের মোজাহেম দিবার স্বত্বের পোষকতা পক্ষে তর্ক করত এ আদালতের ১৮৫৩ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন খুনকার রিহানুদ্দীনের মোকদ্দমা উল্লেখ করিলেন।

দৃষ্ট হইতেছে যে এ আদালতে সে মোকদ্দমায় মোজাহেম দিবার স্বত্ব এক ঘটনা বশতঃ উত্থাপিত হয় মাত্র যথা মুনসেফ মৌসুফের নিকট স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দরখাস্তকারীগণ উপস্থিত হয় কিন্তু প্রতিবাদীগণের মধ্যে গণ্য হয় নাই এবং তাহারা জজ সাহেবের নিকট আপীল করিলে মুনসেফ মৌসুফের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে আপেলাণ্টগণ স্বরূপ হাজির হওন পক্ষে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই সেই জন্যই এ আদালতে তাহাদিগকে আপীল চালাইতে দেওয়া হয়।

১৮৫১ সালের ৩ আপ্রিল তারিখে নিষ্পন্ন গোবর্দ্ধন সিংহের মোকদ্দমায় এ আদালতের বিধি হয় যে যদিস্যাৎ এক ডিক্রির দ্বারা এক তৃতীয় পক্ষের স্বার্থের হানি হয় তাহা হইলে সে তৃতীয় পক্ষ ঐ ডিক্রির অসম্মতিতে আপীল করিতে পারিবে।

অন্যান্য মোকদ্দমায় যে স্থলে নিষ্পত্তি দ্বারা মোজাহেমদারের স্বত্বের হানি করিতে পারে নাই স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে সেই স্থলে এ আদালত সেই তৃতীয় পক্ষের দাবি গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ২ ধারার সাধারণ বিধি এই যে "বাদীগণ ও প্রতিবাদীগণ অথবা তাহাদিগের উকীলগণ কিম্বা সাক্ষীগণ ব্যতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার কোন অবস্থাতে অন্য কোন ব্যক্তির কথা শুনা যাইবে না কিম্বা সে ব্যক্তি কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না"।

কিন্তু যদিস্যাৎ কোন তৃতীয় পক্ষ বিবেচনা করেন যে আদালতে দায়ের থাকা কোন মোকদ্দমার সম্ভাবিত ডিক্রী দ্বারা তাহার নিজের স্বার্থের হানি হইবে তাহা হইলে আপনার রক্ষার নিমিত্ত সে ব্যক্তি এক দরখাস্ত করিতে পারিবে ও আবশ্যক বিবেচনা হইলে বিচারপতি এক তিতিম্মা দ্বারা তাহাকে প্রতিবাদী করণের সাবকাশ বাদীকে দিবেন।

যাহা হউক উপস্থিত মোকদ্দমা বাকী খাজানা ঘটিত অতএব ইহার নিষ্পত্তিতে মোজাহেমদারের স্বত্বের হানি হইতে পারে না সুতরাং সেই স্বত্ব উভয় বিবাদির মধ্যে

কির কথা ও না যাইবেক না কিন্তু যদিস্যাৎ এক তৃতীয় পক্ষ বিবেচনা করে যে সম্ভাবিত কোন ডিক্রী দ্বারা সম্ভব মতে তাহার স্বত্বের হানি হইবে তাহা হইলে এক দরখাস্ত করিয়া সে ব্যক্তি মোজাহেম দিতে পারিবেক এবং আদালত তাহাকে প্রতিবাদী করিবার সাবকাশ তৎকালে বাদীকে দিবেন আর বাকী খাজানার মিমিত্ত এই মোকদ্দমায় মুনসেফ মৌসুফ মোজাহেমদারের মামলার বিচার করিতে অস্বীকার করিবায় সে ব্যক্তি আইন মতে আদালতে উপস্থিত হইতে পারে না ও তাহার আপীল করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

ইন্তু ধরা হইতে পারে না। আর মোজাহেমদারের মামলার বিচার করিতে অস্বীকার করাতে মুনসেফ ন্যায্য কর্ম্ম করিয়াছেন এবিধায়ে সে আদালতের বিচার প্রাপ্ত না হইবায় আপীল করিবার তাহার কোন স্বত্ব নাই।

এজন্য আমরা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিলাম।

খরচার বিষয়ে দর্শান হয় যে প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে আপীলে এই খাস আপেলান্ট উপস্থিত না থাকিবায় সে ব্যক্তি খরচা পাইতে পারে না কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় যখন মুনসেফের সমক্ষে মোকদ্দমায় খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট লিপ্ত ছিল না তখন মোকদ্দমার অবস্থা বশতঃ সে ব্যক্তি খরচা পাইতে পারে না এবিধায়ে এ মোকদ্দমার সমুদয় খরচা খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৫৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি দরবঙ্গার মুনসেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল্ বর্কতের ১৮৫৩ সালের ১২ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডিকষ্টা সাহেব ১৮৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

গুনু খাঁ (বাদী) ———————— আপেলাণ্ট।
তেকাও খতুয়া প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ———— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হোসেন ———— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ———— { তেকাও খতুয়া ব্যতিরিক্ত অন্যান্য রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের কএক হেতু ও ইহাতে এ আদালতের নিষ্পত্তি পাইবার নিমিত্ত ১৮৫৬ সালের ৩৫৩ নম্বরী পূর্ব্বের মোকদ্দমা দৃষ্টি কর। উপর দৃষ্টি কর।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব। জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব। একটিং জজ্।

১৮৫৬ সালের ৮৩৩ নম্বরী দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা যশোহরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের ১৮৫৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখের নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া ঐ জেলার অধীন জ্জা... পী... আদাল... ত কর্তৃক এক

বিষয় বিচার না হইবায় তাহার নিষ্পত্তি নিমিত্ত খাস আপীলের দরখাস্তে ছানির হুকুম হইল।

একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত ই, জেঙ্কিন্স সাহেব ১৮৫৬ সালের ১৪ আপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ১৮৫৬ সালের ১৪ জুলাই তারিখে প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আলেকজন্দর মেকআর্থর সাহেব এ আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

মেং ফেগেন সাহেব ও মৌলবী লুৎফর রহমান——দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়————— } প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

বাকী খাজানার নিমিত্ত দরখাস্তকারির নামে নালিশ হয় ইহাতে তাহার আপত্তি এই যে সমুদয় হকুকের কতকে মেং জি, আর, ফেগু সাহেব দখলীকার থাকিবায় সমুদয় দাবির নিমিত্ত সে ব্যক্তি অর্থাৎ দরখাস্তকারী দায়ী নহে।

দরখাস্তকারী কহে যে ঐ পত্তনী হকুক আদৌ মেং ডনলপ সাহেবের অধিকার থাকে পরে দরখাস্তকারী ও মেং জি, আর, ফেগু সাহেবের দখলে আইসে জজ সাহেব ঐ বিষয়ে তদন্ত করেন নাই কারণ মেং ফেগু সাহেবের দখল থাকা জানা বাদী অস্বীকার করিবায় জজ্ সাহেব অবধারিত করেন যে যে স্থলে এই দরখাস্তকারী এক দরখাস্ত দ্বারা নালিশী সমুদয় মালগুজারির নিমিত্ত দায়ী থাকা স্বীকার করিয়াছিল সে স্থলে ঐ বিষয় প্রমাণ করা দরখাস্তকারির উচিত ছিল। আমাদিগের বিবেচনায় দরখাস্তকারী সমুদয় হকুক দখল করা অস্বীকার করিলে পর ও পত্তনীদার স্বরূপ মেং ডনলপ সাহেবের নাম রেজেষ্টরী থাকা দৃষ্টে দরখাস্তকারী একাকী ঐ খাজানার নিমিত্ত যে দায়ী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাদীকে তলব করা উচিত ছিল এবিধায়ে দরখাস্তকারির এই আপত্তি অনুসারে পুনস্তদন্ত হইবার নিমিত্ত আমরা এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৫ সাল ২১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ২৫৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা রাজসাহির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৪ সালের ৬ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাবেস্তা আপীল।

রাণী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি (বাদীগণ)——————আপেলাণ্ট গণ।
মেং, জে, সি, এবট সাহেব প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————আপেলাণ্টগণেরপক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

কোং ৮১২৭।।৶৬ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

১২৫৭ সালের ১ আশ্বিন তারিখে প্রতিবাদীগণ কর্তৃক বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে বলিয়া মোজা কোগাছিস্থিত মং ২৩ বিঘা হাটের ভূমি দখল পাইবার প্রার্থনায় এই নালিশ হয়। বাদির মরাশি বন্দোবস্তি কোগাছি সম্পত্তির সংক্রান্ত বলিয়া বাদী উক্ত ভূমি দাবি করে কিন্তু প্রতিবাদীগণ বিরোধীয় সম্পত্তি কখন বাদির দখলে থাকা অস্বীকার করিয়া তাহা লাখেরাজ কহে কিন্তু প্রধান সদর আমীন বাদীকে মং ১৬৶ বিঘা ভূমির ডিক্রী দিয়া অবশিষ্ট দাবি ডিস্মিস্ করেন।

বাদী এই নিষ্পত্তির শেষ ভাগের অসম্মতিতে আপীল করিয়া তর্ক করে যে প্রতিবাদী-গণ এক লাখেরাজ স্বত্ব উত্থাপন করিবার প্রমাণের ভার তাহাদিগের উপরি দেওয়া উচিত ছিল ও বাদী আপন দাবির পোষকতায় যে প্রমাণ দাখিল করে তাহার প্রতি প্রধান সদর আমীন মৌসুফ সম্পূর্ণ ভার নিযোগ করেন নাই।

এস্থলে রেস্পাণ্ডেণ্ট হাজির নাই।

অসিদ্ধ লাখেরাজ হকুক বাজেআপ্ত করণ নিমিত্ত এ মোকদ্দমা হয় নাই যে ইহাতে প্রতিবাদী আপন বিশেষ স্বত্ব অবশ্য প্রমাণ করিবে আর বাদী কএক কেত্তা মাল ভূমি দখল ও পরে তাহা হইতে বেদখল হওয়া এদ্বিহার সূত্রে এই নালিশ স্থাপন করিয়াছে ও যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক হুকুম অনুসারে প্রতিবাদী দখলীকার আছে তখন প্রতিবাদীকে আপন স্বত্ব প্রমাণ করাইবার পূর্ব্বে তাহার আপন মামলা প্রমাণ করা বাদির আবশ্যক।

প্রমাণ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে প্রধান সদর আমীন মৌসুফ নিজে সরে জমীনে গমন করিয়া বাদির দাখিলী কানুনগোয়ের এক নক্সার সহিত ভূমির সীমানা সরহদ্দ মিল করিয়া দেখিয়াছেন আর সম্পূর্ণরূপে প্রমাণের প্রতি বিচার করিয়াছেন অতএব বাদির পক্ষ উকীল আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল তর্ক বিতর্ক করিলেন তাহা

বল পূর্ব্বক বেদখল হওয়া এদ্বেহারে দখল পাইবার প্রার্থনায় এক নালিশে প্রতিবাদী ওজর দেয় যে বিরোধীয় ভূমি তাহার নিজ লাখেরাজ হকুক তাহাতে বাদী কখন দখলপায় নাই এবং বাদী আপীলে তর্ক করে যে নিজ লাখেরাজ স্বত্ব প্রমাণ করিতে প্রতিবাদীকে বাধ্য করা উচিত তাহাতে অবধারিত হইল যে যখন

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক হুকুম ক্রমে প্রতিবাদী দখলীকার থাকে তখন নিজ স্বত্ব প্রতিবাদীকে প্রমাণ করাইবার পূর্ব্বে বাদী আপন মামলা সাব্যস্ত করিতে আবদ্ধ আছে ইতি

বিলক্ষণ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত হইতে অনৈক্য হইবার আমরা কোন কারণ দেখিতে পাই না এবিধায়ে আমরা তাহার নিষ্পত্তি বাহাল রাখিয়া এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

ইং ১৮৫৭ সাল ২১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ সাহেব জজ্।

১৮৫৬ সালের ৮৯ নম্বরী মোকদ্দম

১৮৫০ সালের ১৯১ নম্বরী মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস, শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন্ ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবান ১৮৫৬ সালের ২৬ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনার দরখাস্ত।

মেং জি, আর, ফেুঞ্চ সাহেব (আপেলান্ট)———দরখাস্তকারী।

বাবু ইন্দ্রচন্দ্র নিজে ও নাবালগ গোবিন্দচন্দ্রের অছি স্বরূপ এবং বাবু নন্দরাজ গোমাস্তা (রেস্পাণ্ডেন্টগণ) } প্রতিপক্ষ।

মেং আর, টি, এলান সাহেব——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

যে প্রমাণ এক্ষণে দাখিল করিতে চাহে তাহা পূর্ব্বে না দেওয়ার সম্পূর্ণ কারণ না দর্শাইবায় বিচার পূর্ব্বক পুনর্দৃষ্টির দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল এবং ছানিতে এক নূতন ১০ ধারার রোবকারী অনাবশ্যক বিবেচনা হইল।

১৮৫০ সালের ১৯১ নম্বরী মোকদ্দমার এআদালতের ১৮৫২ সালের ৬ আপ্রিল তারিখের যে নিষ্পত্তি ১৮৫২ সালের নজীর বহির ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনায় দরখাস্তকারী মেং জি, আর, ফেুঞ্চ সাহেব এক দরখাস্ত করে।

এই মোকদ্দমার পূর্ব্ব বিবরণ জেলা রাজসাহির ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসের ফয়সলা বহির ১৩ পৃষ্ঠা ও ১৮৫০ সালের জানুয়ারি মাসের ফয়সলা বহির ২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

এ আদালত দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন। তৎকালে অবধারিত হয় যে ১৮৪৯ সালে মার্চ মাসে পুনঃপ্রেরণের হুকুমের পর যখন জজ্ সাহেব আদি মোকদ্দমা স্বরূপ ঐ মোকদ্দমার বিচার করেন তখন নূতন ১০ ধারার রোবকারী আবশ্যক হয় নাই কেননা "দরখাস্তকারীকে হুণ্ডী ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল কি না" এই আবশ্যক ইশু পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হয় আর দরখাস্তকারী ঐ হুণ্ডী তৎকালে দাখিল করিতে চাহিলে এআদালত তাহা দাখিল করিতে দিতে অস্বীকার করেন কেননা অধীন আদালতে বরাবর বিচার কালীন ঐ হুণ্ডী তাহার নিকট থাকা সে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে আর ইহার অভাবে বাদী সাধ্যমতে যে প্রমাণ দাখিল করে তাহা এআদালত গ্রাহ্য করিয়াছেন।

১০ ধারার এক নূতন রোবকারী আবশ্যক বলিয়া পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা হয় কেননা জজ্ সাহেবের নিকট পুনঃপ্রেরণের হুকুমে অতিরিক্ত তদন্ত করণের বন্দোবস্ত করে কিন্তু কোন্ বিষয়ে ঐ তদন্ত আবশ্যক তাহা বিশেষ করিয়া বলে না আমি পুনর্দৃষ্টির এই হেতু গ্রাহ্য করিতে পারি না যেহেতু জজ্ সাহেবের ১৮৪৯ সালের নিষ্পত্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ যে হুণ্ডী দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেওয়া হয় কি না এই বিষয়ই বিচার্য্য থাকে ও এই বিষয়েই ইশু ধরা হয় কিন্তু প্রধান সদর আমীন তাহার বিচার করেন নাই।

মোকদ্দমার এই অবস্থায় ঐ হুণ্ডী গ্রাহ্য করণ বিষয়ে বক্তব্য এই যে আদালতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও পদ্ধতি এই যে যে প্রমাণ অধীন আদালতে গ্রাহ্য হয় নাই তাহা পূর্ব্বে দাখিল না করার মাতবর ও সম্পূর্ণ কৈফিয়ৎ ব্যতিরেকে আপীলে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। দরখাস্তকারী ঐ বিষয়ে কোন কারণ দর্শায় নাই শুদ্ধ বলিয়াছে যে তাহার নিকট ঐ হুণ্ডী ছিল না কিন্তু কাকরেল কোম্পানির নিকট হইতে সে ব্যক্তি যে ঐ হুণ্ডী প্রাপ্ত হয় ও অধীন আদালতে তাহা দাখিল করিতে পারিত এই বলবৎ অনুভব সিদ্ধান্ত কাটিতে কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।

এ আদালত যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহার আইন সঙ্গততার প্রতিও দোষারোপিত হইয়াছে কিন্তু সেই প্রমাণ ঐ হুণ্ডী দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে কি না এই বিষয়ের সহিত কেবল সংশ্রব রাখে মাত্র তাহার দাবির পোষকতায় যে সরাসর প্রমাণ দ্বারা এ আদালতের হুকুমপ্রত্যয় হয় তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এ বিধায়ে আমি ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব। জজ্।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব। একটিং জজ্।

১৮৫৬ সালের ১১৯৭ নম্বরী দরখাস্ত।

বাদির দাবির বাধা স্বরূপ যে প্রতিপক্ষ দখলের ওজর দেওয়া হয় তাহা যে কখন প্রাপ্ত হয় এই বিষয়ে জজ সাহেব সম্পূর্ণরূপে তদন্ত না করিবায় মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হইল।

মোসম্মাৎ সুন্দরী দেবী প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বাদির মোকদ্দমায় চৌকি সলিমাবাদের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা প্রসাদ বসুর ১৮৫৫ সালের ২৩ জুন তারিখের এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত জে, ই, এস, লিলি সাহেব ১৮৫৬ সালের ৩০ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১৮৫৬ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু অভয়চরণ বসু——দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও বাবু শ্রীনাথ দাস——প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

জেলার এ মাসের রিপোর্ট বহির ১০৩ পৃষ্ঠায় জজ সাহেবের এই নিষ্পত্তি পাওয়া যাইবে পৈতৃক সম্পত্তির এক হিস্যা নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত হয় ইহাতে বাদী এজহার করে যে তাহার পিতার লোকান্তর হইলে তাহার মাতা যাবজ্জীবন বিষয় ভোগ দখল করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হওন পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারের স্বত্ত্ব অর্শিয়াছে আর জওয়াব দেওয়া হয় যে বাদির পিতা বর্ত্তমানে প্রতিবাদীকে কতক সম্পত্তি বিক্রয় করে ও সে ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে যে অনুমতি পত্র দিয়া যায় তদনুসারে পরে আর কতক বাদির মাতাকর্ত্তৃক বিক্রীত হয় আর প্রতিবাদী কর্ত্তৃক সম্পত্তি দখল করা বাদী স্বীকার করে বটে কিন্তু কহে

যে উক্ত সম্পত্তি প্রতিবাদির জিম্মায় থাকে মাত্র বাস্তবিক যদ্রূপ প্রতিবাদী কহে তদ্রূপ বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর হয় নাই।

মুনসেফ বাদীকে ডিক্রী দেন কিন্তু আপীলে জজ সাহেব তামাদীআইন মোকদ্দমার বাধা হয় অবধারণ করিয়া ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা করেন কেননা তাঁহার রায়ে নালিশের ১২ বৎসরের অধিকের পূর্ব্বে যৎকালে প্রতিবাদী মালিকী স্বত্ত্ব গ্রহণ করে তৎকালে এই মোকদ্দমার কারণ উৎপত্তি হয়।

এই খাস আপীলে দর্শান হয় যে উল্লেখিত তারিখে প্রতিবাদির প্রকৃত রূপে মালিকী স্বত্ত্ব ও দখল প্রাপ্ত হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ না হইলে বাদির মাতার মৃত্যু হইতে বাদির মোকদ্দমার কারণ উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবেক আর দর্শান হয় যে প্রতিবাদির প্রতি কখন মালিকী স্বত্ত্ব প্রকৃত রূপে অর্শে কিম্বা কথিত অন্যরূপ অর্শে কি না এবিষয়ে জজ সাহেব বিচার করেন নাই।

আমাদিগের বিবেচনায় জজ সাহেব তামাদী বিষয়ে নিষ্পত্তি করিতে উল্লেখিত কএক হস্তান্তর অনুসারে দখল প্রাপ্ত ও তদনুসারে স্বত্ত্ব অর্শান অনুভব হয় কি না এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে বিচার করেন নাই এবিধায়ে উপরোক্ত রায় অনুসারে তামাদী বিষয়ে পুনর্বিচার জন্য আমরা এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ

একজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব }

১৮৫৫ সালের ২৮১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৪ সাল ১১ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অন্যমতিতে জারেতা আপীল।

রবিউল্লা কাজী প্রভৃতি (বাদীগণ)——————আপেলাণ্টগণ।

সরকার বাহাদুরের পক্ষে সুন্দর বনের কমিসনর সাহেব ও মহম্মদ হাপিশ (পাপর) প্রতিবাদীগণ——— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

মেং আর টি, এলান সাহেব ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ } আপেলাণ্টগণেরপক্ষ উকীলগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষউকীল।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারা অনুসারে, সরকার বাহাদুর সুন্দর

কোং ৬৫০০ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত।

সুন্দর বনের চক আদৌ পরিষ্কার করিয়া মঙ্গল সাহ ফকীর নামে এক ব্যক্তি আবাদ করে তাহার স্বত্ত্বের উত্তরাধিকারী স্বরূপ রকম ৫০ আনার হিস্যাদার বলিয়া রবিউল্লা কাজী প্রভৃতি এক নালিশ উপস্থিত করে।

এবং তাঁহারা কহে যে যখন সরকারী কর্ম্মচারিরা এরূপ আবাদী ভূমি সকল সুন্দরবণ ভূমির অংশ নির্ধাস করিয়া সে সকল বাজেআপ্ত ও সুন্দরবণ ভূমির সামিল করেন তখন তাহারা অবশিষ্ট ।০ আনার অংশীদার আমানুল্লার সহিত এক যোগে সরকার বাহাদুরের সহিত বন্দোবস্তে গ্রাহ্য হইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করে কিন্তু হাকীমানের নিকট তাহাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহার তাবৎ আবশ্যক কার্য্য সমাধা করণার্থ আমানুল্লার পিতা প্রতিবাদী মহম্মদ হাফিজকে এক মোক্তারনামা সহকারে সমুদয় ভার দিবার যে ব্যক্তি বিশ্বাস ঘাতকী করিবা বাদীগণের খাস্দীয় স্বত্ব তাহাকে অর্পণ করণ পক্ষে তাহাদিগ কর্ত্তৃক লিখিয়া দেওয়া মর্ম্মের একজালে একরারনামার অছিলায় রেবেনিউ কমিসনরের নিকট হইতে ঐ সমুদয় চকের বন্দোবস্তের পোটনা করে. তাহাতে তাহারা রেবেনিউ বোর্ডে আপীল করিবায় আপনাদিগের স্বত্ব সাব্যস্ত করণার্থ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবায় হুকুম তাহাদিগের প্রতি হয়, এহেতু তাহারা তাহার দিগ ব্যতীত মহম্মদ হাফিজের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তদন্যথায় উহারে বিস্তারিত আপনাদিগের স্বত্ব পরিমাণে বন্দোবস্তের অংশে গ্রহীত হওন প্রার্থনায় ও তাহার দখলের নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

সরকার বাহাদুর অধীন আদালতে এই মোকদ্দমার এই জওয়াব দেন যে সরকার বাহাদুর যাহার সহিত বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা করেন তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন আর বিরোধীয় ভূমিতে বাদীগণের কোন অনিত স্বত্ব থাকায় অস্বীকার করেন কারণ ১৮২৮ সালের ৩ আইন ১৩ ধারা মতে সুন্দরবণ সনন্দ স্বরূপে তাহা মহম্মদ হাফিজকে পাট্টা দিবায় ঐ আইনের বিধি অনুযায়ী সেই পাট্টা দেওয়ানী আদালতের নালিশের অধীন হইতে পারে না।

প্রতিবাদী মহম্মদ হাফিজ বাদীগণের দত্ত তাবৎ ওজর অস্বীকার করিয়া জওয়াব দেয়। অধীন আদালত এই দুই হেতুতে এই দাবি ডিস্মিস্ করেন, প্রথমতঃ উক্ত একরার নামা অকৃত্রিম ছিল বলিয়া প্রতিবাদী মহম্মদ হাফিজকে উক্ত ভূমি সকলের বন্দোবস্তের প্রতি স্পষ্ট স্বত্ব অর্পণ করেন। দ্বিতীয়তঃ যে ১৮২৮ সালের ৩ আইন ১৩ ধারা অনুযায় দত্ত পাট্টা সকলের প্রতি হস্তার্পণ করিবার কোন ক্ষমতা বিচার আদালতের ছিল না।

অত্র আপীলে আমাদিগের প্রথম বিচার্য্য বিষয় ইহাই হইতেছে যে এ মোকদ্দমায় বাদীগণ যে সকল হেতু দর্শায় তাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত সুন্দরবণ ভূমির কোন পাট্টা অন্যথা বা সংশোধন করণ পক্ষে আদালতহায় হস্তার্পণ করিতে পারেন কি না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ উকীল অধীন আদালতে তর্ক করেন যে বাদীগণ উল্লেখ করে যে সলীমাবাদের জমীদারগণ কর্ত্তৃক দত্ত এক পাট্টা প্রমাণ তাহাদিগের স্বত্ব উৎপত্তি হইয়াছে, এহেতু তাহাদিগের কেবল মিরাসী তালুকদারী স্বত্ব মাত্র আছে তাহাতে তাহারা প্রধান তালুকদার স্বরূপে গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইতে পারে না কিন্তু গবর্ণমেণ্টের একাএক সম্পত্তি সুন্দরবনের সামিল ঐ সকল ভূমি যখন ধার্য্য হইয়াছে তখন জমীদারগণ কর্ত্তৃক বাদীগণের প্রতি দেওয়া এরূপ স্বত্ব ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে এহেতু তাহাদিগের পাট্টার দ্বারা বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইবার কোন স্বত্ব তাহাদিগের হইতে পারে ন

বনের ভূমির যে এক পাট্টা দেন তাহার এক হিসাবে স্বত্ব বিষয়ক এক দাবি উপস্থিত হইলে তাহা পাইতে পারে না।

সম্ভাবিত এক অবস্থা বিবেচনায় এক পাট্টা অনুসারে দখলের এক স্বত্ব উপস্থিত হইতে পারে কি না ইহা সন্দেহ আছে।

এবং গবর্ণমেণ্ট যাহার সহিত ইচ্ছা করেন তাহার সহিত উহার বন্দোবস্ত করিতে সর্ব্বতোভাবে পারেন, পূর্ব্বের কোন উপার্জ্জিত স্বত্ব অনুযায়ী কেবল এই বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট মহম্মদ হাফিজের সহিত বন্দোবস্ত করেন আর যখন গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন তখন তাহার দখলীকার ঐ ব্যক্তি থাকিবায় তাহাকেই বন্দোবস্তে মনোনীত করা হয়।

যদিও গবর্ণমেণ্টের উকীল অধীন আদালতে এরূপ তর্ক করেন নাই প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু ১৮২৮ সালের ৩ আইন ১৩ ধারা হইতে এই সকল হেতুবাদের উৎপত্তি হইতেছে। ঐ ধারায় লেখে যে "সুন্দরবণ নামে অবশত ভূমি গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, ঐ ভূমি কোন জমীদারের প্রতি হস্তান্তরিত কি নিয়োজিত অথবা কোন রকমে মোদামী বন্দোবস্তে অন্তর্গত না হওয়ার যদ্রূপ এ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে গবর্ণর জেনেরেল কৌন্সেল উক্ত সুন্দরবণের কোন অংশ দান এবং নিয়োগ করিতে ও পাট্টা করিয়া দিতে পারিবেন এবং সুন্দরবণের জঙ্গল কাটা ও আবাদের নিমিত্ত যে উপায় গ্রহণ করা তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন তাহাই করিতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তিকে এরূপ দান করা, নিযোগ করা অথবা পাট্টা দেওয়া হইয়া যাইবে কি যে সকল ব্যক্তিকে পরে দেওয়া হইবে সেই সকল ব্যক্তিরা উক্ত রূপ দেওয়া অথবা নিয়োগ করা সুন্দরবণ ভূমির কোন অংশ অবিবাদে ভোগদখল করিতে পারিবে এবং তাবৎ সরকারী কার্য্য কারকেরা তাহার সাহায্য করিবেন"। উক্ত আইনের উল্লেখিত কথা সকলানুযায়ী গবর্ণমেণ্ট আপন গ্রহীতা মনোনীত করিতে ন্যায় সঙ্গত রূপে যে পারেন এবং পূর্ব্বের দখল অথবা অন্য কোন ওজর মতে গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন ব্যক্তির বন্দোবস্তের প্রতি দাবি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আবদ্ধ নহেন তাহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত হইতেছি কিন্তু ঐ আইনের স্পষ্ট অভিপ্রায় অর্থাৎ সুন্দরবণের জঙ্গল কাটা ও আবাদ করা এবং ঐ ভূমি ভোগদখল করণ দ্বারা এতদ্দেশে ব্যক্তিরা যে সকল স্বত্ব উপার্জ্জন করে এভাবতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা বিবেচনা করিতেছি যে যে ব্যক্তি আপন ভোগদখলী ভূমির জঙ্গল আবাদির নিমিত্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছে তাহাকে একেবারে বেদখল করণ পক্ষে উক্ত আইন খাটান যাইতে পারে কি না এবং এই সকল কার্য্যের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের পাট্টা অনুযায়ী এরূপ আবাদী ভূমির দখল সে ব্যক্তি রাখিতে পারে কি না এই কথা উঠিতেছে কিন্তু আমাদিগের নিকট এক্ষণে উপস্থিত আইনের কথার মধ্যে এবিষয় নহে তবে এ মোকদ্দমায় বাদীগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত উকীলের বাদানুবাদে ঐ বিষয় আছে বলিয়াই কেবল এস্থলে তাহার উল্লেখ আমরা করিতেছি। আমাদিগের নিকট উপস্থিত মোকদ্দমার আরো প্রধান হেতু হইতেছে কারণ গবর্ণমেণ্ট যে সকল সর্ত্তে আপন ইজারদারকে পাট্টা দিয়া থাকেন সেই সকল সমান সর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেওয়া পাট্টার অংশী হইতে বাদীগণ চেষ্টা করিতেছে সুতরাং এরূপ অবধারণ করণে আমাদিগের মনে দ্বিধা হইতেছে না যে সেই পরিমাণের প্রতি আদালতহায় হস্তার্পণ করিতে পারেন না। যাহা হউক যখন বাদীরা কহে যে যদিস্যাৎ বাস্তবিক দখল থাকে তাহা হইলে সেই দখলের প্রতি তাহাদিগের স্বত্ব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা সরকারী কর্ম্মচারিরা লিখিয়াছেন কিন্তু কেবল প্রতিবাদী মহম্মদ হাফিজের তঞ্চক ও জাল কার্য্য মতে তাঁহারা বাদীগণের দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন তখন আমরা বিবেচনা করি যে এই বাদীগণ ও মহম্মদ হাফিজের মধ্যে উপস্থাপিত ঐ কথা বিচারে গ্রহণ করিতে ও ধার্য্য করিতে আদা-

পারেন, তাহাতে ঐ বিষয় যদিস্যাৎ বাদীগণের পক্ষে নিষ্পত্তি হয় তাহা হইলে

এরূপ পোষকতা প্রাপ্ত স্থলে বাদীগণের দাবি গ্রহণের ন্যায্যতা পক্ষে সরকারী কর্ম্ম-চারীগণের প্রতি জেদ করিবার ক্ষমতা বাদীগণের থাকিল।

যাহা হউক উক্ত কথা সাব্যস্ত পক্ষে নথিতে কোন যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দেখিতেছি না। সত্য বটে যে বাদীগণ সম্লিষ্ট দখলীকার ব্যক্তিগণের সহিত বন্দোবস্ত হইবার নিমিত্ত মহম্মদ হাফিজ প্রথমে ১৮৪৬ সালের নবেম্বর মাসে সুন্দরবণ কমিসনরের নিকট দরখাস্ত করে কিন্তু প্রকাশ পাইতেছে যে কেবল মহম্মদ হাফিজকে ঐ পাট্টা দিবার অনুমতি দিয়া রেবেনিউ কমিসনর সাহেব ঐ সনের ডিসেম্বর মাসে এক হুকুম দেন, যদিও বাদীগণকে বহিস্কৃত করিয়া এরূপ পাট্টা যে কেন দেওয়া হইবে তাহা দর্শান পক্ষে আমাদিগের নিকট উপস্থিত নথিতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না বটে কিন্তু ১৮৪৮ সাল ৪ আগষ্ট তারিখের রেবেনিউ কমিসনরের এক রোবকারী পাওয়া যায়, তাহাতে মহম্মদ হাফিজ ও অপর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ বাদীগণকে পাট্টা দিবার অনুরোধ করিয়া ১৮৪৭ সালের ২৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে সুন্দরবণ কমিসনর যে হুকুম দেন তাহা স্পষ্ট অন্যথা করিয়া বলে যে গবর্ণমেণ্ট আপন পাট্টাদার আপন ইচ্ছামত মনোনীত করিতে পারেন এবং ঐ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য ব্যবহার করিবার জন্য ও একরার অনুযায়ী কোন স্বত্বের অধীন যে উক্ত হুকুম ছিল না ইহা সরাসর জ্ঞাত হইয়া রেবেনিউ কমিসনর সাহেব নিষ্পত্তি করেন যে মহম্মদ হাফিজকেই কেবল পাট্টা দেওয়া হইবে, তদনুযায়ী তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়।

অতএব মহম্মদ হাফিজের অংশের কোন অন্যায় এজহার কি ছলের অধীন হইয়া রেবেনিউ হাকীমান যে কার্য্য করিয়াছেন এমত বিবেচনা করা অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক না হইয়া বাদীগণ যে বহিস্কৃত হইয়াছিল এমত স্থির করা এই সকল অবস্থানুযায়ী দুঃসাধ্য; এতাবৎ দৃষ্টে আমরা অবশ্যই অবধারণ করিব যে বাদীগণ আপনাদিগের মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। এবিধায়ে বাদীগণের দাবি ডিস্মিস্ করায় অধীন আদালতের মতে আমরা মত দিতেছি কিন্তু মহম্মদ হাফিজের ওজরি একরার সাব্যস্ত করণে যে প্রমাণ আবশ্যক তাহার কিছু নথিতে থাকা বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের মতে আমরা ঐক্য হইলাম কারণ ঐ দলীল যদিও রেজেষ্টরী করা বটে কিন্তু কোন সময়ে তাহা যে সাক্ষির দ্বারা সাব্যস্ত করা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ পাইতেছে না।

আপীলের খরচা আপেলাণ্টের জিম্মা হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব

১৮৫৫ সালের ৩০৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৫৫ সাল ২৮ আগষ্ট তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

কোর্ট আব ওয়ার্ডের অধ্যক্ষ স্বরূপে জেলা ত্রিহুতের কালেকটর সাহেব (প্রতিবাদী) — আপেলাণ্ট।
অযোধ্যাপ্রসাদের নাবালগ পুত্র সর্ব্বানন্দের অছি জম্মুপ্রসাদ প্রভৃতি (বাদীগণ) — রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় — আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ — রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

যে সকল মোকদ্দমায় গবর্ণমেন্টকে লিপ্ত করা হয় সে সকল মোকদ্দমার ১৮১৪ সালের ২ আইন ৩ ধারার ৪ প্রকরণ অনুযায়ী উপযুক্ত রেবেনিউ হাকীমকর্ত্তৃক দেওয়ানী আদালতের প্রতি নোটিস দেওয়া না হইলে আদালত বিচার করিতে পারেন না।

মোট ৪১৫০০ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

আইন ঘটিত এক বিষয় সূত্রে এই আপীল হয় এবং ১৮৫৩ সালের ১৫ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী এই মোকদ্দমা শুনানী জন্য উপস্থিত হয়।

আপেলাণ্টের পক্ষে বাবু রমাপ্রসাদ রায় কহিলেন যে এই মোকদ্দমা কোর্ট আব ওয়ার্ড স্বরূপে কালেকটর সাহেব ও আর কএক ব্যক্তির নামে উপস্থিত হইবায় প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক তাহা এক তরফা নিষ্পত্তি হয়। যে আইন ঘটিত বিষয় সূত্রে এই আপীল হইয়াছে তাহা এই, যথা ১৮১৪ সালের ২ আইন ৩ ধারা অনুযায়ী কালেকটর সাহেবের প্রতি নোটিশ দেওয়া হয় কিন্তু কালেকটর সাহেব যখন মোকদ্দমার জওয়াব দিবার জন্য রেবেনিউ আদালতের সম্মতি প্রাপ্ত হয়েন নাই তখন উপরোক্ত আইনের ৩ ধারা ৪ প্রকরণে লিখিত কোন সমাচার প্রধান সদর আমীন আদালতে দেওয়া না হইবায় প্রধান সদর আমীন ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার ফয়সলা দূষ্য হইবায় মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান উচিত। বিলম্ব হওয়ার স্থলে আদালত তাবের কি রূপ রীতিতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা ১৮৩০ সালের ৬ আগষ্ট তারিখের সরকুলর আর্ডরে দর্শাইয়া দেয় কিন্তু যে পর্য্যন্ত বোর্ডের বিবেচনার ফল আদালতে না জানান যায় সে পর্য্যন্ত সেই মোকদ্দমার রীতিপূর্ব্বক বিচার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ কহিলেন যে এ মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব জড়িত নাই এ হেতু কালেকটর সাহেব এ মোকদ্দমায় আবশ্যক পক্ষ নহেন আর ইহা নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্ব দুই বৎসর কাল তাহা মুলতবী ছিল এই সকল অবস্থা এই মোকদ্দমা বিচার হওয়ার ন্যায্যতা পক্ষে যথেষ্ট অবধারণ করা উচিত।

বিচার।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেক্স ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের রায়। কএক জন প্রতিবাদির মধ্যে কালেক্টর সাহেবের বিরুদ্ধে কোন বাদী নালিশ উপস্থিত করিলে উপযুক্ত হাকিম কর্ত্তৃক নোটিশ দেওয়া হইবার পরে মোকদ্দমা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আদালতকে কোন সমাচার না দেওয়ার স্থলে সেই বাদী এক তরফা ডিক্রী পাইতে পারে কি না ইহাই কেবল আমাদিগের বিবেচনা করা আবশ্যক।

যে আইনে রেবেনিউ বোর্ডকে কোন নালিশের সমাচার দেওয়া আবশ্যক বলে তাহা ১৮১৪ সালের ২ আইন ৩ ধারা হইতেছে। কালেক্টর সাহেবের আফিস সংক্রান্ত কার্য্যের দায় জন্য কালেক্টর সাহেব ও আর২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ করার স্থলে উক্ত আইনের বিধি সকল অনুযায়ী সেই দরখাস্ত রেবেনিউ বোর্ড অথবা তৎপ্রতিনিধির নিকট সচরাচর পাঠান হইয়া থাকে। কালেক্টর সাহেবকে যে কারণে নালিশে লিপ্ত করা হয় তাহার বেওরা সেই দরখাস্তে স্বাভাবত প্রকাশ থাকে কিন্তু যে আদালত ঐ দরখাস্ত গ্রহণ করেন ঐ নালিশের রকম কি ন্যায় বা অন্যায় মতে কালেক্টর সাহেবকে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে তাহার প্রতি তদন্ত করিয়া পরে নোটিশ পাঠাওনের কার্য্য আপন ইচ্ছা মত করা সে আদালতের প্রয়োজন করে না। আমরা অবধারণ করি যে প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন বলিয়া বাদী কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করাতেই ঐ আইনের দর্শিত ৪র্থ প্রকরণের অনুগামী হইতে এবং তাহার লিখিত আদেশ মত দরখাস্ত পাঠাইতে আদালত বাধ্য হয়েন।

সেই মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা যে সকল হাকিমানের আছে সেই সকল হাকিমানের নিকট ঐ দরখাস্ত দাখিল করাতে সেই সময়ের নিমিত্ত যে আদালতে নালিশ করা হয় সেই আদালত হইতে সেই নালিশ স্থানান্তরিত হইয়া থাকে, উল্লেখিত ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত সমাচার সহিত যখন তাহা ফিরিয়া আইসে তখনই কেবল আদালত তাহার প্রতি পুনরায় আপন ক্ষমতার ব্যবহার করিতে ও সেই মোকদ্দমার রীতিমত বিচার করিতে পারেন। ৩ ধারার এই রূপ অর্থ অনুযায়ী আমরা অবশ্যই বিবেচনা করি যে অধীন আদালত অত্র বিষয়ে ক্ষমতার অতীত কার্য্য করিয়াছেন এবং উক্ত আইনের লিখিত কথা সকলানুযায়ী যে নালিশ শুনানী জন্য উপস্থিত কালীন রীতিমত উপস্থিত না হওয়া প্রকাশ পাইবে তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা ঐ আদালতের ছিল না। এবিধায়ে আমরা ঐ একতরফা ডিক্রী অন্যথা করিয়া এই আদেশে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই যে এই মোকদ্দমা বিচার করিবার আবশ্যক ক্ষমতা রীতিমত প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিচার করা হয়।

আপীলের খরচা রেস্পাণ্ডেণ্টগণের জিম্মা হইল।

শ্রীযুক্ত এ, স্লোনস সাহেবের রায়। এক্ষণকার আপেলাণ্ট কালেক্টর সাহেব যিনি প্রতিবাদী পাগলের প্রতিনিধি হইতেছেন তৎকর্ত্তৃক ঐ ব্যক্তির পক্ষে জওয়াব দাখিল হইবার নিমিত্ত ও মোকদ্দমার পুনর্বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান যে উচিত তদ্বিষয়ে আমার মতের ঐক্যতা হইয়াছে। কালেক্টর সাহেব ১৮১৪ সালের ২ আইন ৩ ধারার বিধি সকলের উপর নির্ভর মতে আপীল করিয়া কহেন যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই মোকদ্দমার জওয়াব দেওয়া হইবে এই মর্ম্মের কোন সমাচার কমিসনর সাহেব কর্ত্তৃক প্রধান সদর আমীনকে দেওয়া না হইবায় এই মোকদ্দমা যে রীতিমত উপস্থিত হইয়াছিল এমত বিবেচিত হইতে পারে না কিন্তু উক্ত আইন বর্ত্তমান মোকদ্দমার খাটে কি না তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় হইতেছে যেহেতু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারি স্বরূপে কালেক্টর সাহেবের কৃত কোন কার্য্যের নিমিত্ত কি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় এমত কোন

কার্য্যের নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত হয় নাই, ইহার প্রকৃত প্রতিবাদী এক জন পাগ যাহার বিষয় কোর্টঅব ওয়ার্ড কর্তৃক রক্ষনাবেক্ষন করা হইয়া থাকে এবং ঐ ব্যক্তি স্বত্ত্ব রক্ষা করিবার জন্য কালেকটর সাহেবকে প্রতিবাদী করা হয় এহেতু আমি এম বলিতে পারি না যে কোন নালিশ যাহা আরজীতেই দর্শাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের স্বয় স্বার্থ বলিয়া যে বিষয় গণ্য করা যায় তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না এবং গবর্ণমে ণ্টের কর্ম্মচারির কার্য্যের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই তাহা ১৮১৪ সালের ২ আই নের বিধি সকল অনুযায়ী বিচার হওয়া উচিত কিন্তু যখন ইহার প্রকৃত প্রতিবাদী এ জন পাগল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ও যখন তাহার বিষয় কার্য্য সকল কোর্টঅ ওয়ার্ড কর্তৃক নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তখন আমি বিবেচনা করি যে এরূপ হওয়ার যাহাে ঐ ব্যক্তির স্বত্ত্ব রক্ষা হইতে পারে তাহা দাখিল করায় সেক্রেটার প্রতিনিধির গাফিলী গাফিলি জন্য তাহার স্বত্ত্বের ক্ষতি বৃদ্ধি হইলে অন্যায় হয় ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রী যুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৬ সালের ২২৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখর গঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮ সাল ১২ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

খোজা আবদুল গণি (প্রতিবাদী)— — ——— —আপেলাণ্ট।
আনন্দমোহন পাল প্রভৃতি (বাদীগণ) ——— — রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান—আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত—রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগ

১৮১১ সালের ১২ আইন অনুযায়ী এক জন খরিদার কর্তৃক উপস্থিত একজন অধীন হকুকদারকে বেদখল করিবার এ

কোং ৪৩২০০ টাকার দাবিতে এই নালিশ উপস্থিত হয়।

এই মোকদ্দমায় বাদীগণ জমীদারি পরগনা সাহাজাদপুরের রকম /৪ গণ্ডার মা ১৮৪৩ সালের বাকী খাজানার নীলামে খরিদ সুরত তাহাদিগের স্বত্ত্ব হয়। জিম্মা বি একটা অধীন হকুকের দখলীকার থাকিবায় বাদীগণ এই আপেলাণ্টকে প্রতিবাদী ক রাছে তাহাতে তাহাদিগের অংশ পরিমাণে ঐ জিম্মা ভূমি হইতে আপেলাণ্টকে বেদ করিবার দাবি তাহারা করিতেছে। বাদীগণ কহে যে বহুকাল হইল, সে সময় তা বিশেষ করিয়া বলিতে পারে না, মহম্মদ হায়াত ও আএনুদ্দীন নামে দুই জন প্র তাকাইত বিরোধীয় ভূমির প্রতি আক্রমন করিয়া আপনাদিগের নামে তাহাকে জি

বলে এবং তাহাদিগের ইচ্ছা মত ঐ ভূমির খাজানা তাহারা পূর্ব্বের জমীদারগণকে দিয়াছে, পরে মহম্মদ হায়াত ও আএনুদ্দীন ডাকাইতি কার্য্যে ধৃত হইয়া দণ্ডনীয় হইবায় তাহাদিগের সম্পত্তি জব্দ হওয়াতে ঐ জিম্মা গবর্ণমেণ্টের হস্তে আইসে তদনন্তর গবর্ণমেণ্ট ঐ জিম্মার আপন স্বত্ব বিক্রয় করিবায় এবং নীলাম খরিদার স্বরূপে বাদীগণের প্রতি আবর্ত্তি কর তাহার কোন রীতিমত বন্দোবস্ত না করিবায় তাহারা ঐ ভূমির বর্ত্তমান অধিকারিকে বেদখল করিয়া তাহার দখল পাইতে পারে।

প্রতিবাদী আপেলাণ্টের জওয়াবেও প্রায় এই সকল কথা লেখে, সে ব্যক্তি আরও কহে যে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী পাইবার পূর্ব্বে মহম্মদ হায়াত ও আএনুদ্দীন ঐ জিম্মা উপার্জ্জন করে এবং মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তাহা জব্দ হয়, গবর্ণমেণ্ট ঐ জিম্মায় সালিয়ানা নিদ্ধারিত খাজানা প্রধান জমীদারগণকে দিয়া আসিতেন পরে এই অধীন হকুকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে স্বত্ব ছিল তাহা নীলাম দ্বারা ১৮৪৭ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে ননকু লালকে বিক্রয় করা হইবায় ননকুলাল তাহা এই আপেলাণ্টকে বিক্রয় করে। আপন স্বত্বের রকম বর্ণনা পক্ষে এই সকল ঘটনা ও আরং ওজর যাহা এই আপীলে বিস্তার করিবার প্রয়োজন করে না সে সকল সত্ত্বে প্রতিবাদী আপেলাণ্ট কহে যে ১৮৪১ সালের ১২ আইনের বিধি অনুযায়ী বাদীগণের বেদখলের নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

এই মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি বিচার করিয়া প্রধান সদর আমীন বেদখলের ডিক্রী কেবল এক হেতুতে দিয়াছেন। তিনি অবধারণ করেন যে মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে বিরোধীয় জিম্মা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে জব্দ হয় তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে তাহার খাজানা যে কস্মিন কালে নিদ্ধারিত রূপে ধার্য্য হইয়াছিল তাহা সপ্রমাণ হয় নাই, বিশেষতঃ মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ১২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কোন বন্দোবস্তের দ্বারা খাজানা দেওয়া হয় নাই এহেতু তাঁহার অভিপ্রায়ে ১৮৪১ সালের ১২ আইন ২৭ ধারার বিধি অনুযায়ী উক্ত ভূমির দখল বাদীগণ পাইতে পারে।

এই অবধারণের বিরুদ্ধে আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ এই প্রধান ও সত্য এক মাত্র ইস্তু দাখিল করিয়াছেন, যে মোদামী বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে বিরোধীয় হকুক বর্ত্তমান থাকিবায় উপরোক্ত আইন অনুযায়ী সুদ্ধ বেদখলের এক নালিশ হইতে পারে না।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই ইস্তুর উত্তরে কহেন যে মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ঐ হকুক থাকা সপ্রমাণ হয় নাই। এ মোকদ্দমায় বন্দোবস্ত ব্যতীত সুদ্ধ দখল হইতেছে, সুতরাং যে স্থলে কোন বন্দোবস্ত নাই সে স্থলে উক্ত আইনের মর্ম্মানুযায়ী কোন হকুক থাকিতে পারে না। এক কদিমী বা খোদকস্তা রায়তের স্বত্বের তুল্য কোন স্বত্বের কথা আপেলাণ্ট কহিতেছে না। এই সকল অবস্থা অনুযায়ী বাদীগণের স্বত্ব দখলীকার আপেলাণ্টকে বেদখল করা স্পষ্ট হইতেছে খাজানার যে কোন বেশী হার বাদীগণ দাওয়া করিতে পারিবার যোগ্য হইবে তাহা আপেলাণ্ট দিতে অস্বীকার করার নালিশের সহিত বেদখলের নালিশ তাহাদিগকে যে করিতে হইবে এমত আইনে বলে না।

কমাশিনের অবধারিত হইল যে ঐ হকুক মোদামীবন্দোবস্তের পূর্ব্বে ছিল সুতরাং সেই হকুকদারকে সুদ্ধ বেদখল করিবার নালিশ বাদী করিতে পারে না।

এই মোকদ্দমার নথির বাদানুবাদ ও প্রমাণ সমুদয় দৃষ্টে আমরা স্থির করিতেছি যে আপেলান্টের দখলী জিম্মা মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে থাকা অবশ্যই বলিতে হইবে প্রধান সদর আমীনও এই রূপ স্থির করিয়াছেন। কোন পাট্টা দাখিল করা হয় নাই এবং কোন সময়ে ও কি অবস্থা অনুযায়ী মহম্মদ হায়াত ও আএনুদ্দীন ঐ জিম্মা উপার্জ্জন করে তাহা জানা যায় না সত্য বটে কিন্তু ঐ হকুকের আদি এত কালের যে তাহা স্মরণ হইতে পারে না, এবং মোদামী বন্দোবস্তের পরে যে সম্ভাবিত সময়ে তাহা সৃজিত হইয়াছে এমত কোন সময় বাদীগণ দর্শাইতে অপারগ হইতেছে। প্রকাশ পাইতেছে যে কেবল এই ভূমি নহে ঐ দুই জন ডাকাইতের অন্যান্য সম্পত্তিও সেই সময়ে জব্দ হয়। দাখিলী এক নথি প্রমাণ আমরা দেখিতেছি যে ১১৯৭ সাল অর্থাৎ মোদামী বন্দোবস্তের প্রথম সালে উহার একটা সম্পত্তি ক্রোক থাকে আর ১৮৪৩ সালে ঐ জব্দ করা হকুকের যে নীলাম হয় তাহা করিবার জন্য কমিসনর সাহেব রেবেনিউ বোর্ডে যে রিপোর্ট করেন তদ্দ্বারা স্পষ্ট দর্শাইতেছে যে মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে উক্ত জব্দ করা যে ঘটিয়াছিল তাহা কালেক্টর সাহেব ও কমিসনর সাহেব এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ হইতে পারে, এরূপ ছিল কি না তাহা এক্ষণে বিশেষ রূপে আমাদিগের বিবেচনা করিবার প্রয়োজন করে না কিন্তু এমত হইতে পারে যে ঐ জিম্মা অনুদ্দিষ্টযুক্ত ও অনির্দ্ধারিত খাজানায় ভোগ দখল করা হইত কিন্তু আমরা স্পষ্ট ইহাই দেখিতেছি যে মহম্মদ হায়াত ও আএনুদ্দীনের জিম্মা নামে একটা হকুক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রোক করা হয়, ১৭৯০।১৭৯১ সালের পূর্ব্বে কিতকাল তাহা আমরা জানি না আর প্রধান জমীদারকে স্বীকার করিয়, গবর্ণমেণ্টের দখলে তাহা থাকে পরে ১৮৪৩ সালে প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ইহা বিক্রয় করেন। জমীদারগণের আচরণ হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া বাদীগণ ঐ জিম্মার আদি বর্ণন করিবার মানস করিতেছে কিন্তু বর্ত্তমান নালিশের অভিপ্রায় বিষয়ে আমরা বিবেচনা করি যে যে হকুক গবর্ণমেণ্ট ক্রোক ও ভোগ দখল করেন তাহা প্রসিদ্ধ হকুক বটে এবং যে জমীদারির সামিল ঐ হকুক তাহা বন্দোবস্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাহা বর্ত্তমান থাকিবার আপেলাণ্ট আইন ঘটিত লাভ পাইতে পারে।

১৮৪১ সালের ১২ আইনে নীলাম খরিদারদিগকে যে সকল ক্ষমতা দেয় বাদীগণ অর্থাৎ রেস্পাণ্ডেণ্টগণের প্রতি সেই সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, ঐ আইনের ২৭ ধারায় ঐ সকল ক্ষমতা বিশেষ করিয়া লেখে ও তাহার নিরূপন করে। বেদখল করিবার যে কোন স্বত্ত্ব বাদীগণের থাকুক তাহা এই ধারা অনুযায়ী তাহাদিগের আছে। এহেতু ইহা এস্থলে বলা অতিশয় প্রয়োজন যে উক্ত ধারার বিধি হইতে যখন নানা বর্ণের হকুক সকল সর্ব্বতোভাবে ছাড়া হইয়াছে তখন সেই ধারার স্পষ্ট অভিপ্রায় ইহাই বলা যে বন্দোবস্তের পরে হওয়া কোন বিষয়ের ভারের নিমিত্ত খরিদার আবদ্ধ হইবে না। যদিস্যাৎ কোন ভার অর্থাৎ অধীন হকুক মোদামী বন্দোবস্তের পরে সৃজিত হইয়া থাকে তাহা হইলে খরিদার উক্ত ধারার সর্ত্ত খাটাইতে পারে। বিষয় বন্দোবস্তের পরে হওয়া হকুক সকলের প্রতি যে কোন, ক্ষমতা থাকুক না কেন, বন্দোবস্তের পূর্ব্বে হওয়া

হকুক সকলের প্রতি সেই ক্ষমতার বিস্তার হইতে পারে না। অতএব যদ্রূপ আমরা বিশ্বাস করি এই বিরোধীয় জিম্মা মোদামী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করিলে উক্ত আইনে তাহার প্রতি একাদি ক্রমে ভোগ দখলের ক্ষমতা দেয় এবং তদনুযায়ী জমীদার নীলাম খরিদার হইলেও আপন ইচ্ছামত তাহার দখলীকারকে বেদখল করিতে পারে না। আপেলান্টের জমা বৃদ্ধি করিবার কোন নালিশ হইতে পারিবে কি না তাহা বর্ত্তমান স্থলে আমাদিগের বিচার করিবার প্রয়োজন করে না। আমরা দেখিতেছি যে ঐ জিম্মা মোদামী বন্দোবস্তের পরে হয় নাই; সুতরাং নীলাম দ্বারা তাহা হইতে বাদীগণের উপার্জ্জিত বিষয় যে নিষ্কৃতি পাইতে পারে এমত বিবেচিত হইতে পারে না।

আমাদিগের আরও বক্তব্য যে মোদামী বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল হকুক ছিল এবং যাহা এক নির্দ্ধারিত জমার পূর্ব্বে ১২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ভোগ দখল করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ১৮৪১ সালের ১২ আইন ২৭ ধারার দ্বিতীয় দফা ছাড়ার স্থলে বিধি করা হইয়াছে যে কোন বিষয়ের খরিদার ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৫১ ধারার লিখিত হেতুতে কোন হকুক জমা বৃদ্ধির যোগ্য সপ্রমাণ করিলেই কেবল সে ব্যক্তি উহার জমা বৃদ্ধির দাবি করিতে পারে। এক্ষণকার বিরোধীয় জিম্মা জমা বৃদ্ধির যোগ্য কি না তাহা আমাদিগের নিকট ইশু নহে কিন্তু উক্ত আইনে যে কএক বিষয় ছাড়া আছে তাহার সর্ত্ত সকল যাহা আমরা এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি তাহাতে উপরে প্রকাশিত অভিপ্রায় কাএম রাখে যে বর্ত্তমান স্থলে সুদ্ধ বেদখলের নালিশ হইতে পারিবে না।

এবিধায়ে আমরা অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সুদ্ধা এই নালিশ ডিস্মিস্ করিতেছি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৮২ নম্বরী মোকদ্দমা।

গৌহাটির সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বন্দোপাধ্যায়ের ১৮৫৩ সাল ২৮ সেপ্তম্বর তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া কামরূপের প্রধান আসিষ্টান্ট কমিসনর শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ই, এ, রৌলাট সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখে যে ফয়সল করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

গোপালচাঁদ ওসওয়ালের পক্ষে শিওজীরাম গোমাস্তা (বাদী) } আপেলান্ট।
মুনসী কৈফিয়তুল্লা (প্রতিবাদী) ——— রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ——— আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ——— রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৯ জুলাই তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

হিসাবের বাকী টাকা পাই বার এক দা

লিখিত সাক্ষির জবানবন্দির দ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত হিসাব বহি সকল এই হেতুতে বিচারের বহির্ভূত হইতে পারে না যে এরূপ পোষকতা প্রাপ্ত এ বহি সকল প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

“জিনিস ও নগদ টাকা যাহা খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট প্রতিবাদীকে দেওয়া হয় তাহার হিসাবের বাকী কো° ৮০।৬ টাকা খাস আপেলাণ্ট বাদী উঁহার নিকট দাবি করে। মুনসেফ মৌসুফ ঐ দাবির ডিক্রী দেন কিন্তু তাহার আপীলে প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সাহেব এই হেতুতে তাহা ডিস্মিস্ করেন যে কেবল বাচনিক প্রমাণ দ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত কতক গুলিন সহি না করা খাতা বহি ব্যতিত এই দাবির আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন যে ‘যে স্থলে রীতি মত সহি করা কোন খাতা বা হিসাব দাখিল করা উচিত ছিল সে স্থলে তাহার পরিবর্ত্তে সাক্ষীর জওয়ানবন্দী আদালত যে গ্রহণ করিবেন এমত প্রত্যাশা বাদী করিতে পারে না অতএব এই মোকদ্দমার এই অভিপ্রায়ে এ আদালতের বিবেচনা হইতেছে যে মুনসেফ মৌসুফ’ আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে যে ফয়সলা করেন তাহা এই দাবির সিদ্ধতার যথেষ্ট প্রমাণ মতে করা হয় নাই।

“এই খাস আপীল এই হেতুকে উপস্থিত হইয়াছে যে হিসাব বহি সকল সহি না করা হইলেও রীতি মত সপ্রমাণ করা হইলে সে সকল দেনার প্রমাণ স্বরূপে যে গ্রাহিত হইবে না এমত কোন আইনের বিধি নাই।

“এই বিষয় বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি”।

বিচার।

প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সাহেবের ফয়সলার মর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছে যে বাদির দাখিলী প্রমাণ তিনি গ্রহণ করিতে আবদ্ধ নহেন বিবেচনা করেন তাহা সুদ্ধ সাক্ষীর জবানবন্দির দ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত কতক গুলিন খাতা বহি মাত্র এহেতু তিনি মুনসেফের ফয়সলা যাহা এরূপ দাখিলী প্রমাণের উপর নির্ভর মতে হইয়াছে তাহা অন্যথা করেন।

আমরা বিবেচনা করি যে আপন নিকট উপস্থিত প্রমাণের বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রতি রায় দেওয়া প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সাহেবের কর্ত্তব্য ছিল, প্রমাণ স্বরূপে তাহার ভার ও সিদ্ধতার বিচার করিতে তিনি পারিতেন কিন্তু তাহা একবারে অমান্য করা উচিত ছিল না।

এবিধায়ে আমরা মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাই, প্রধান আসিষ্টাণ্ট সাহেব প্রমাণের প্রতি পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া বাদির দাবির পোষকতায় গৃহিত অভিপ্রায় রক্ষা করণার্থ তাহা যথেষ্ট কি না তদ্বিষয়ে আপন রায় লিখিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৯৮ নম্বরী মোকদ্দমা!

জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র রায় বাহাদুরের ১৮৫৬ াল ২০ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাবেতা আপীল।

ঠাকুর দাস গোস্বামী (বাদী)————————আপেলান্ট।
পীতাম্বর রায় (প্রতিবাদী)————————রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু. অভয়াচরণ বসু ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়———— } আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়———————— } রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ৫১২২।।৶৬ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

জমীদার রায় রাধাগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে একটা ডিক্রীজারির নিলামে বাদী ১২৫২ ালের মাহ বৈশাখে হাট হটীসলা খরিদ করে কিন্তু ঐ সম্পত্তির প্রতি দেনদারের মাতা াজ্ঞাহেম দিবায় ও তাহার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উপস্থিত হইবায় ১২৫৩ সালের বৈ-াখ পর্য্যন্ত উক্ত নিলাম রীতিমত মঞ্জুর হয় নাই। ১২৫২ সালের খাজানার নিমিত্ত ই নালিশ উপস্থিত হয় এবং তাহার দাবি আসল মায় সুদ কোং ৫১২২।।৶৬ টাকা।

> এক ডিক্রী জারির নিলামে বিক্রিত এক বিষয়ের খাজানা নিলাম মঞ্জুরের তারিখ হইতে না হইয়া নিলামের তারিখ হইতে খরিদারের প্রাপ্য হইল।

প্রতিবাদী ঐ জমীদারী ভুক্ত কতকগুলিন মহলের পত্তনী রাখে, সে ব্যক্তি এই ওজরে াদির দাবির প্রতি বাধা দেয় যে পূর্ব্ব মালিক যে ব্যক্তি ঐ নিলাম মঞ্জুর হওয়ার ারিখ পর্য্যন্ত প্রকৃত দখলীকার ছিল ও খাজানা আদায় এবং আবশ্যক মতে আইন ানুযায়ী সেই খাজানা পাইবার প্রতি জেদ করিয়া জমীদারের তাবৎ ক্ষমতার ব্যবহার রিয়াছে তাহাকে খাজানা দেওয়া হইয়াছে।

নিলাম মঞ্জুরের পূর্ব্বে নহে, নিলাম মঞ্জুরের তারিখে বাদির স্বত্ব হয় প্রধান সদর ামীন এই বিধি ধরিয়া এবং উপরোক্ত অবস্থা সকলানুযায়ী প্রতিবাদী পূর্ব্ব মালিককে াজানা না দিয়া থাকিতে পারে না অবধারণ করিয়া বাদির বিরুদ্ধে ফয়সলা করেন ও াহার দাবি ডিস্‌মিস্‌ করেন।

এই ফয়সলার বিরুদ্ধে বাদী আপীল করিয়া কহিতেছে যে আইন ও নথির ঘটনা সকলের ্রতি যথার্থ অবধারণ সম্বন্ধে অধীন আদালতের ফয়সলা দূষ্য হইয়াছে। সে ব্যক্তি ্হে যে নিলামের তারিখ হইতে তাহার স্বত্ব হইয়াছে; আর প্রতিবাদী যে পূর্ব্ব মালি-কে খাজানা দিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যদিস্যাৎ সে ব্যক্তি দিয়া াকে তাহা হইলে সে অন্যায় পক্ষকে দিয়াছে কারণ সে ব্যক্তি উত্তম রূপ জানিত যে ' ব্যক্তির স্বত্ব বিক্রয় হইয়াছিল, আর নথিতে এমত প্রমাণ আছে যে দাবি করা

খাজানা প্রতিবাদী একদফা কালেকটর সাহেবকে ও একদফা ক্রোক সাজওয়ালকে এই দুই দফা দেয়।

প্রতিবাদী পূর্ব্বে যে সকল ওজর দেয় সেই ওজরে এক্ষণে আপীলের জওয়াব দিতেছে অর্থাৎ এই দাবি করা খাজানা সে দিয়াছে, তাহা সে পূর্ব্ব মালিককে দেয় কারণ সে ব্যক্তি দখলীকার ছিল এবং যে সকল ব্যক্তি খাজানা দিতে আপত্তি করিয়াছে তাহাদিগের নামে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুযায়ী নালিশ করিয়া ও তাহার ডিক্রী পাইয়া খাজানা সে আদায় করিয়াছে, সুতরাং এই সকল অবস্থানুযায়ী অন্য ব্যক্তিকে খাজানা দিলে তাহার পক্ষে অন্যায় কার্য্য হইত আর নিলাম মঞ্জুরের দ্বারা যে পর্য্যন্ত বাদির খাজানা পাইবার স্বত্ব সাব্যস্ত না হয় সে পর্য্যন্ত সে বাদীকে খাজানা দিতে পারে না এবং খাজানা দেওয়া নিষেধ পক্ষে কালেকটর সাহেবের হুকুম বাহির হইবার পরে সে ঐ পূর্ব্ব মালিককে আর খাজানা দেয় নাই। প্রতিবাদী আরও কহে যে তাহার বিরুদ্ধে না করিয়া ঐ পূর্ব্ব মালিকের বিরুদ্ধে নালিশ করা বাদির কর্ত্তব্য ছিল, সুতরাং তাহার নালিশ অন্যায় রূপে উপস্থিত হইয়াছে।

বিচার।

বাদির জমীদারী স্বত্ব উৎপত্তির তারিখই কেবল এ মোকদ্দমায় ধার্য্য করিতে হইবে, অর্থাৎ নিলামের তারিখ কি ঐ নিলামে মঞ্জুর হওয়ার তারিখ হইতে তাহার স্বত্বের উৎপত্তি হয়। প্রধান সদর আমীন অবধারণ করিয়াছেন যে নিলাম মঞ্জুরের তারিখ হইতে তাহার স্বত্ব আরম্ভ হয় কিন্তু নীচের লিখিত হেতু সকল অনুযায়ী আমরা বিবেচনা করি যে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা ভুল ও আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইতেছে কারণ ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ১২ ধারার বলে যে ডিক্রীজারীতে কোন ভূমি সম্পত্তি নিলাম স্থলে সেই নিলাম প্রচার করা হইবে, আর লেখে যে অন্যান্য বিষয়ে নিলামের স্থলে তারিখ ও সময় বিশেষ করিয়া সেই নোটিসে লেখা হইবে। নিলামের তারিখ সম্বন্ধে এত সুক্ষ্ম করিয়া প্রচার করায় সেই তারিখের প্রসিদ্ধতার বৃদ্ধি হইতেছে ও তাহাতে নিশ্চয় এই অনুভব হয় যে সেই দিনের ক্রয় বিক্রয় প্রকৃত মাতবর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং সে কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি চিরস্থায়ী ফল দর্শাইবে। আর ঐ আইনের ১৫ ধারায় লেখে যে যে তারিখে খরিদ হইবে তাহার পূর্ব্বের বাকী সদর খাজানার নিমিত্ত খরিদারকে দায়ী করা যাইতে পারে না তাহাতে আরও বলে যে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত অধীন তালুকদারের নিকট হইতে পূর্ব্ব মালিকের প্রাপ্য বাকী খাজানা ঐ পূর্ব্ব মালিকের সম্পত্তি বলিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি তাহা বিশেষ সর্ত্ত দ্বারা খরিদারের প্রতি হস্তান্তর না করে সে পর্য্যন্ত সে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারে। নিলাম হইতে উৎপন্ন পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মালিকের স্বত্ব ও দায় সকল এই রূপ বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইল। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা ন্যায় সঙ্গত রূপে জানা যাইতেছে যে নিলামের তারিখে সম্পত্তির আইন সঙ্গত বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া স্থির করিতে আইন কর্ত্তারা মানস করিয়াছেন এবং সদর খাজনার নিমিত্ত খরিদারের দায় আরম্ভ হওয়া পক্ষে সেই তারিখ ধার্য্য করিয়াছেন। এই কথার এই অভিপ্রায়ে নিলামের তারিখ খরিদারের স্বত্ব উৎপত্তির তারিখ অবশ্যই বলিতে হইবে কারণ অধীন হকুকদারাণের নিকট হইতে তাহার খাজনা আদায়ের স্বত্ব সেই তারিখ

আইনানুযায়ী স্বীকরে করা হইয়াছে। এরূপ আরও আইনের অভিপ্রায় বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে ও তাহা এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট জানাযাইতেছে যে ডিক্রীজারির নিলামে বিক্রিত সম্পত্তির খরিদারানকে দেওয়া তাবৎ কওয়ালাতেই এই সর্ত লেখা থাকে যে নিলামের তারিখ হইতে তাহাদিগের খরিদের ফল হইবে। অত্র স্থলে নিলামের তারিখ ও নিলাম মঞ্জুরের তারিখ ইহার মধ্যে অনেক সময় অবিবাদে গত হইয়াছে কিন্তু সেই বিলম্বের দোষ কোন মতে আপেলাণ্টের প্রতি দেওয়া যাইতে পারে না। আইনের আবশ্যকীয় তাহার অংশের তাবৎসর্ত সে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছে, সুতরাং সে ব্যক্তি তাহা করায় তাহাকে রক্ষা করিতে আইন আবদ্ধ হইতেছে। এই সকল অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা অবধারণ করি যে নিলামের তারিখে আপেলাণ্টের স্বত্ব হইয়াছে এবং রেস্পণ্ডেণ্টের নিকট হইতে যে খাজানা সে দাবি করিতেছে তাহা সে পাইতে পারে। এবিধায়ে আমরা খরচা রেস্পণ্ডেণ্টের জিম্মা করিয়া অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করি। অধীন আদালতের ডিক্রির তারিখ পর্য্যন্তের সুদ সমেত বাদির দাবির ডিক্রী হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব }
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস্ সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৪২৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকী কৃষ্ণপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত মুনসী লছমন প্রসাদের ১৮৫৪ সাল ১৪ নবেম্বর তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া লোহার ডগার প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিসনর শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডবলিউ এইচ, ওকস্ সাহেব ১৮৫৫ সালের ১০ সেপ্তম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

নরিক আনন্দ সহায় (বাদী)———————আপেলাণ্ট।
বৈজনাথ মিশ্রি ওরফে গুপ্ত মিশ্রি (প্রতিবাদী)—রেস্পণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ———————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী———————রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ প্যাটন সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২ আগষ্ট তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়। অবধারিত হইল যে ১৮১৯ সালের সমস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত ভূমি হইতে এ কজন লাখেরা

"আমাদিগের বিবেচনার নিমিত্ত প্রথম এই বিষয় উপস্থিত হয় যে ডিক্রীর তারিখ হইতে ৩ মাস গত হইবার পরে এই দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে কিন্তু দরখাস্তের সহিত যে সকল নকল দাখিল হয় তাহার ইশার দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে অধীন আদা-

জমাদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত জমীদার যে নালিশ করে তামাদী আইন সূত্রে তাহার বাধা হয় না ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারানুযায়ী ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পরে হওয়া তাবৎ সনন্দ কোন কার্য্যের নহে।

লতের ফয়সালার তারিখ ১৮৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ঐ মাসের ১৩ তারিখে আবশ্যক ইষ্টাম্প সকল দেয়া হয় কিন্তু ডিক্রীর যে নকলের আবশ্যক ছিল তাহার পর জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ না হওয়া পর্য্যন্ত করা হয়নাই। আপীলের দরখাস্ত ১২ ফিব্রুয়ারি তারিখে দাখিল হয়।

"ডিক্রী প্রস্তুত হওয়ার বিলম্ব জন্য আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিলম্ব সর্ব্বতো ভাবে প্রকাশ পাইতেছে অতএব আমরা বিবেচনা করি যে খাস আপেলাণ্টের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে।

"খাস আপীলের হেতু এই যে অধীন আদালত দেখিয়াছেন যে সম্বত ১২৬৮ মোতাবেক ইংরাজি ১৮১১ সাল অবধি প্রতিবাদী বিরোধীয় ভূমি লাখেরাজ স্বরূপে ভোগ দখল করিয়াছে এবং সেই হেতুতে অধীন আদালতে জমীদার বাদী প্রতিবাদীকে বেদখল করিবার যে দাবিকরে তাহা ডিস্‌ মিস্‌ করিয়াছেন। ১৭৯০ সাল ১ ডিসেম্বর তারিখের পরের সনন্দ অনুযায়ী যে ব্যক্তি লাখেরাজ ভূমি ভোগ দখল করে তাহাকে বেদখল করিবার স্বত্ব বাদির থাকা পক্ষে ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারার বিধি সকল উল্লেখ করা হয়। সম্প্রতিকার লিখিত এ আদালতের নজির সকল অনুযায়ী অধীন আদালতের ফয়সালা ঠিক হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি।"

বিচার।

প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সাহেব অবধারণ করিয়াছেন যে ইং ১৮১১ সাল অবধি গ্রহীতার অবিবাদে ভোগ দখল করায় ঐ সালে এক জন পূর্ব্ব মালিক কর্ত্তৃক সনন্দ দেওয়া হইবার যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে এহেতু তিনি ঐ দখল বজায় রাখিয়া জমাদারের নালিশ ডিস্‌ মিস্‌ করিয়াছেন কিন্তু ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১০ ধারা যাহাতে বলে যে ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের পরে দেওয়া তাবত সনন্দ কোন কার্য্যের হইবে না এবং যত কালের দখল হউক না কেন তদ্দ্বারা ঐ সকল সনন্দের মাতবরি হওয়া বিবেচিত হইবে না তাহার নির্দ্ধারিত বিধি সকলের প্রতি প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সাহেব স্পষ্ট দৃষ্টি করেন নাই, অতএব আমাদিগের নিকট এক্ষণে উপস্থিত মোকদ্দমায় যখন ইং রাজি ১৮১১ সালে সনন্দ দেওয়া হইয়াছে তখন উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী বুঝাইতেছে যে গ্রহীতা কোন বিধারেই তাহার দখল রাখিতে কি তাহাকে বেদখল করিবার প্রতি জমাদারের যে স্বত্ব আছে তাহার বাধা দিতে পারিবে না।

এবিধায়ে আমরা জমাদারের দাবি বজায় রাখিয়া অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করি ও রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি খরচা জিম্মা করিয়া প্রথম আদালতের ফয়সলা বাহাল রাখি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজ্‌লাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব	একটিং জজ্‌।

১৮৫৩ সালের ৬৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী মোয়াজ্জম হোসেন খাঁ বাহাদুরের ১৮৫২ সাল ৩১ ডিসেম্বর তারিখের ফয়সলায় অসম্মতিতে ফাবেতা আপীল।

সৈএদ সা বেলাএত হোসেন স্বয়ং ও নাবালিকা মোসাম্মত জেনা বেগমের অছি স্বরূপ (বাদী)——	আপেলান্ট।
মোসাম্মাৎ সরাফতুন্নিসা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——	রেস্পাণ্ডেন্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান——————	আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।

মুনসী আমীরআলী ও মৌলবী আফ্তাবুদ্দীন মহম্মদ-রেস্পাণ্ডেন্টগণের পক্ষউকীলগণ।

কোং ১২৭১।৶৯ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

সৈএদ বেলাএত হোসেন স্বয়ং ও জেনা বেগমের অছি স্বরূপে জেলা ভাগলপুর ও পুরনিয়ার অন্তঃপাতি কএকটা মৌজার রকম ৶৪ দখল পাইবার জন্য বিবী সরাফতুন্নিসা সৈএদ সা এনাএত হোসেন ও আর কএক ব্যক্তির নামে নালিশ করে।

বাদী কহে যে এ মোকদ্দমার লিপ্ত ব্যক্তিদিগের সাধারণ পিতৃপুরুষ সৈএদ মীর জেলা পুরনিয়া ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতি কএকটা বিষয় উপার্জ্জন করে। সৈএদ মীরের ৩ পুত্র প্রথম সৈএদ মহম্মদ হোসেন ওরফে মিয়ান রমজানি; দ্বিতীয় মহম্মদ হোসেন ওরফে সৈএদ নমু, তৃতীয় সৈএদ আসদ্দৌলা ওরফে বক্তু। জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈএদ মহম্মদ হোসেন ও তাহার পুত্র সৈএদ মহম্মদ আলী নিঃসন্তান মৃত্যু হয়, সৈএদ মীরের দ্বিতীয় পুত্র সৈএদ মহম্মদ হোসেন ওরফে সৈএদ নমুর দুই পুত্র থাকে, তাহার প্রথম পুত্রের নাম সৈএদ আহম্মদ ওরফে নথু, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সৈএদ মহম্মদ ওরফে মিয়ান তরসু। সৈএদ আহাম্মদ ওরফে নথু ও তাহার পুত্র সৈএদ মহম্মদ হোসেন উভয়েরই নিঃসন্তান মৃত্যু হয়। সৈএদ আহম্মদ ওরফে মিয়ান তরসুর দুই পুত্র সৈএদ সা আলী আহম্মদ ও সৈএদ সা আলী মহম্মদ ও বিবী ওমারুন্নিসা নামে এক কন্যা ছিল। সৈএদ সা আলী আহাম্মদের ৩ পুত্র জ্যেষ্ঠ এই দরখাস্তকারী সৈএদ সা বেলাএত হোসেন দ্বিতীয় সৈএদ হেদাএত হোসেন ও তৃতীয় সৈএদ ওলফত হোসেন। সৈএদ ওলফত হোসেনের নিঃসন্তান মৃত্যু হয় এবং সৈএদ হেদাএত হোসেন জেনা বেগম নামে এক নাবালিকা কন্যা রাখিয়া ফৌত করে, ঐ কন্যার অছি এই বাদী হইতেছে। সৈএদ আলী মহম্মদের দুই পুত্র সৈদএ বিকার আলী ও

আদালতের বিবেচনায় বাদী কর্ত্তৃক নালিশী সম্পত্তির দখল বাদী কি তাহার পিতৃ পুরুষগণের থাকা স প্রমাণকরিতে বাদী না পারিবায় এবং এক উপযুক্ত আদালতের হুকুম মত বহুকালাবধি ঐ সম্পত্তির দখলীকার প্রতিবাদীগণ ছিল এই ঘটনার উপর নির্ভরম

তে ১৮৬১ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে এ আদালতের এক সরাসরী হুকুম পুর্ব্বে হইবায় আদালত অবধারণ করিলেন যে তামাদী আইনের বিধি অনুযায়ী বাদী নালিশ করিতে পারে না। এহেতু খরচা। সুদ্ধা প্রধান সদর আমীনের ফয়সল। বাহাল হইল।

সৈএদ ইউছফ আলী, তাহারা এখন বর্ত্তমান আছে, আর সৈএদ মীরের তৃতীয় পুত্র সৈএদ আমদোলা ওরফে মিয়ান বহতুর দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ ধীরণ তাহার নিঃসন্তান মৃত্যু হয়, কনিষ্ঠ সৈএদ আমদোলা ওরফে সা কুমারের পিতা ও সৈএদ সা এনাএত হোসেন ও মোসম্মাৎ বিবী কনেজ ফতিমা ওরফে বিবী মাইউর যাহারা এক্ষণে বর্ত্তমান আছে তাহাদিগের পিতামহ সৈএদ মহম্মদ মীর। সাধারণ পিতৃপুরুষ সৈএদ মীরের মৃত্যুর পরে বিরোধীয় সম্পত্তি বহুকাল পর্য্যন্ত এজমালীতে ভোগদখল হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ রুকম ৷৷৹ আনা সৈএদ মীরের দ্বিতীয়পুত্র মহম্মদ হোসেন ওরফে সৈএদ নম্নুর সন্তানের ও অপর ৷৷৹ আনা সৈএদ মীরের তৃতীয়পুত্র সৈএদ আমদোলা ওরফে বহওর সন্তানেরা ভোগদখল করে। কতকগুলিন মহলের মালিক স্বরূপে বাদির পিতৃপুরুষের নাম ও সৈএদ আমদোলার নাম কালেক্টরীতে লেখা আছে ও অপর মহল সকলের মালিক স্বরূপে সৈএদ সা এনাএত হোসেনের পিতৃপুরুষগণের নাম লেখা ছিল। পরে সৈএদ সা আলী আহম্মদ ফসলি ১২২০ সালের ১৮ আশ্বিন তারিখের এক তমলীকনামা অর্থাৎ বাটওয়ারা অনুযায়ী বাদী ও তাহার ভ্রাতাকে ঐ সম্পত্তির তাহাদিগের প্রাপ্য অংশের দখল দেয়। তদনন্তর সা আমদোলা ওরফে সা নম্নুর দেয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খরচার জন্য এক ডিক্রীজারীতে জেলা ভাগলপুরের অন্তঃপাতি মৌজা সকল ক্রোক করা ও নিলামের এস্তাহার দেওয়া হইবায় এই দরখাস্তকারী ও তাহার ভ্রাতা সেই নিলামের প্রতি আপত্তি করিবায় জজ্ সাহেব ১৮৩৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে হুকুম দেন যে সৈএদ সা কুমারের সম্পত্তি বলিয়া ঐ সকল মৌজার রুকম ৷৷৹ আনা কেবল বিক্রয় হইবে এবং ৪ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী ও তাহার ভ্রাতা আপনাদিগের দাবির প্রমাণ দাখিল করিবে, ইহার মধ্যে সেখ এনাএত হোসেনের স্ত্রী প্রতিবাদিনী সরাফতুন্নিসা জজ্ সাহেবের এই হুকুমের প্রতি অসন্তুষ্টা হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিবায় সদর আদালত ১৮৩৯ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে সরাসরী মতে হুকুম দেন যে ১৮৩০ সাল ১৭ মে তারিখের প্রোবিনসিয়াল কোর্টের ডিক্রীতে লিখিত তাবৎ মৌজার দখল উক্ত সরাফতুন্নিসার কাএম থাকিবে। এই হুকুমের অছিলায় প্রতিবাদিনী ঐ সকল মৌজার সমুদয় অংশ দখল করিয়াছে, তাহাতে বাদী ঐ সম্পত্তির আপন অংশ দখল পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে নৈরাশ হইবায় সে এই নালিশ উপস্থিত করিতেছে।

প্রতিবাদিনী সরাফতুন্নিসা ওরফে বিবী রুজন আপন জওয়াবে ওজর দেয় যে বাদির দাবিসমুদয় অমূলক এবং কহে যে বাদী যে সম্পত্তির জন্য নালিশ করে তাহা তাহার স্বামী এনাএত হোসেনের পিতৃপুরুষ কর্ত্তৃক একাদিক্রমে ভোগদখল করা হইয়া আসিতেছে এবং ১৮১১ সালের ২৫ নবেম্বর মোতাবেক ফসলি ১২১৯ সালে তাহার শ্বশুর সৈএদ আমদোলা আপন দখল ও মালিকী স্বত্ব মতে এক তমলিকনামা অনুযায়ী ঐ সম্পত্তি তাহার স্বামী এনাএত হোসেনকে দেয়, তদনন্তর ফসলি ১২২০ সালের ২৯ চৈত্র তারিখে দেনমোহর বাবৎ তাহার স্বামী এক বিক্রয় কওবালা অনুযায়ী তাহা তাহাকে অর্পণ করে। ১৮৩০ সালে প্রোবিনসিয়াল কোর্ট ঐ দলীল মঞ্জুর করিয়াছেন এবং প্রতিবাদিনী সেই ডিক্রী প্রমাণ সেই অবধি ঐ বিষয়ে দখলীকারিনী আছে। এহেতু তামাদী আইনের বিধি অনুযায়ী বাদির দাবির বাধা হইয়াছে। পরে প্রতিবাদিনী বাদির আর২ কথা সকলের জওয়াব শ্রেণী পূর্ব্বক দেয়।

প্রতিবাদী সেখ এনাএত হোসেন তাহার স্ত্রীর ওজর সকল স্বীকার করে কিন্তু অপর প্রতিবাদীরা হাজির হয় নাই।

প্রধান সদর আমীন রায় দেন যে বাদী যে কথা কহে সে বিরোধীয় মৌজা সকল একাল পর্য্যন্ত তাহার ও প্রতিবাদীগণের পিতৃপুরুষ কর্ত্তৃক আপন২ অংশ মত ভোগ দখল করা হইয়াছে এবং বাদী ১৮৩৯ সাল ৩১ জানুয়ারি তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের এক রোবকারী অনুযায়ী বেদখল হইয়াছে সে কথা নথির কোন প্রমাণের দ্বারা সাবাস্ত হয় নাই। বাদী কি তাহার পিতৃপুরুষ কথিত বেদখলের তারিখের পূর্ব্বে কস্মিন্ কালে যে বিরোধীয় সম্পত্তির দখলীকার ছিল তাহা দর্শান পক্ষে কিছুই পাওয়া যায় না, এরূপ হওয়ায় প্রধান সদর আমীন তামাদী আইনের বিধি প্রমাণ বাদী নালিশ করিতে পারে না বলেন।

বিচার।

প্রধান সদর আমীন যিনি বলেন যে তামাদী আইনের বিধি অনুযায়ী বাদী নালিশ করিতে পারে না তাঁহার ফয়সলার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অধীন আদালতের বাদী অত্র আদালতে আপীল করিয়াছে।

বাদী কহে যে নালিশী মৌজায় তাহার অংশের দখলীকার সে ১৮৩৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ছিল, সেই তারিখে এ আদালতের সরাসরী দপ্তরে হওয়া এক হুকুম অনুযায়ী সে বেদখল হয়। প্রতিবাদিনী কহে যে তাহার স্বামী এনাএত হোসেন কর্ত্তৃক লিখিয়া দেওয়া এক কওয়ালা অনুযায়ী ফসলি ১২২০ মোতাবেক ইংরাজী ১৮১৩ সাল অবধি সে তাহার দখলীকারিণী আছে, ঐ দলীল ১৮৩০ সালে মুরশিদাবাদের প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট মঞ্জুর করেন, এবং ১৮৩০ সালে হওয়া প্রোবিনসিয়াল কোর্টের ঐ ফয়সলা যাহার প্রতি এ পর্য্যন্ত কোন আপত্তি হয় নাই তাহার মাতবরীতে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮৩৯ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে সরাসরী হুকুমে এই মোকদ্দমার বাদী তৎকালীন যে দাবি দেয় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ সম্পত্তির দখল প্রতিবাদিনীর থাকিবার আদেশ দেন।

বাদী আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল কহিয়াছেন যে বিরোধীয় সম্পত্তিকে এজমালী বলিয়া যখন প্রতিবাদিনী স্বীকার করিয়াছে তখন তামাদী আইনের বিধি কিছু মাত্র ইহাতে খাটে না। যাহা হউক আমাদিগের কর্ত্তব্য যে উক্ত সম্পত্তি এজমালী বলিয়া প্রতিবাদীগণের স্বীকার করা দূরে থাকুক বরং তাহারা কহে যে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক বহুকাল গ্রাহ্য হওয়া এক স্বত্ব অনুযায়ী তাহারা স্বত্বাধিকারী ও দখলীকার ছিল। এই সকল অবস্থা অনুযায়ী আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অবস্থা অর্থাৎ স্বীকৃত এজমালী রাইয়তগণ অথবা এজমালী মালীকান ইহাদিগের মধ্যে এরূপ বেদখলকারী যদ্দ্বারা দখলীকার এক জন এজমালী রাইয়ত বা এজমালী মালিকের দখল তাহার সঙ্গি অপর ব্যক্তিগণের দখলের বিপরীত হয় তাহাকে অনুভব করা বা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে না তাহা গ্রাহ্য যোগ্য বিবেচনা করিলেও বর্ত্তমান মোকদ্দমায় সে কথা উঠিতেছে না।

বর্ত্তমান নালিশ ১৮৫০ সালের ১ আকটোবর তারিখে করা হয়, অতএব বাদী যদিস্যাৎ এমত সপ্রমাণ করিতে পারে যে এক্ষণকার নালিশী সম্পত্তিতে তাহার দখল ১৮৩৯ সাল

৩১ জানুয়ারি তারিখে এ আদালতের সরাসরী হুকুম হওয়ার সময়ে কি তাহার পূর্ব্বে ছিল তাহা হইলে বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করা সে সময় মধ্যে করিয়াছে।

যাহা হউক প্রধান সদর আমীন যে রায় দেন যে বাদী আপেলাণ্ট মেয়াদ মধ্যে যে নালিশ করিয়াছে তাহা সে কোন বিধায়েই সপ্রমাণ করিতে পারে নাই ইহাতে আমরা সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইতেছি। ১৮৩৯ সাল ৩১ জানুয়ারি তারিখে এ আদালতের সরাসরী হুকুম হওয়ার সময়ে কি তাহার পূর্ব্বে সে কি তাহার পিতৃপুরুষগণ এক্ষণকার নালিশী সম্পত্তির যে দখলীকার ছিল তাহা কোন বিশ্বাস যোগ্য দলীলী বা বাচনিক প্রমাণের দ্বারা সে আমাদিগকে দর্শায় নাই এবং প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ আপেলাণ্টগণ বহুকালাবধি এক উপযুক্ত আদালতের হুকুম ক্রমে দখলীকার ছিল এই ঘটনার উপর নির্ভর মতে উক্ত হুকুম হইয়াছে। এই সকল অবস্থা অনুযায়ী আমরা খরচা সুদ্ধা অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা শ্রীহট্টের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সাদত আলী খাঁর ১৮৫৪ সাল ২৭ মার্চ তারিখের একডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত এফ, স্কিপউইথ সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৪ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মহম্মদ হোসেন (বাদী) ———————আপেলাণ্ট।
আবুদুল আব্বাস মহম্মদ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মৌলবী মহম্মদ এসমেল-আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়———————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

বাদী এক আত্তামার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দাতব্যের এক নির্দ্ধারিত অংশের নিমিত্ত এবং প্রত্যেক মাসে ও দিনের জন্য ঐ আত্তামার এ

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের সর্টিফিকেট। "জেলা শ্রীহট্টের প্রধান সদর আমীন মৌলবী সৈএদ আলী খাঁ বাহাদুরের ১৮৫৪ সাল ২৭ মার্চ তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিয়া বাদী মৌলবী মহম্মদ হোসেন রেস্পাণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীগণ আবুদুল আব্বাস মহম্মদ ও আহম্মদ সরকোর আপেলাণ্টগণের আপীলী মোকদ্দমায় ঐ জেলার জজ্ সাহেব ১৮৫৪ সালের ২৪ জুন তারিখে যে হুকুম দেন বাদী দরখাস্তকারী এই দুই হেতুতে তাহার প্রতি আপত্তি করিতেছে, প্রথমতঃ জজ্ সাহেব তাহার মাসহরার দাবি

ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ যদিও প্রধান সদর আমীন মাসহরা এবং দখল উভয়ের ডিক্রী তাহাকে দিয়াছেন কিন্তু জজ্‌ সাহেব সম্পত্তি দখলের দাবির প্রতি কিছু মাত্র প্রনিধান করেন নাই।

"আমার বিবেচনায় জজ্‌ সাহেবের ফয়সলার যে অংশে বলে যে ১৮৫৩ সালের সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট বহির ৫৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত মমমুন্নিসা বেগমের বিরুদ্ধে খাজা নুরওয়ার হোসেন খাঁর মোকদ্দমার নজির অনুযায়ী এই দরখাস্তকারির মাসহরার দাবি গ্রাহ্য যোগ্য নহে তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক হইয়াছে কিন্তু দরখাস্তকারির দাবির ঐ অংশ যাহাতে সম্পত্তি দখলের কথা উল্লেখ করে তাহার প্রতি যখন জজ্‌ সাহেব কিছু মাত্র প্রনিধান করেন নাই তখন তাঁহার ফয়সলা দুষ্য হইয়াছে। উপরোক্ত দোষ সম্বন্ধে ভূল সংশোধন জন্য মোকদ্দমা জজ্‌ সাহেবের নিকট ফেরৎ পাঠান উচিৎ কি না ইহা বিচার করিবার জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

শ্রীযুক্ত জে, এস্‌, টরেনস সাহেবের সর্টিফিকেট। নালিশের বাধা পক্ষে উত্থাপিত এক ওজর অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের বিধি অনুযায়ী মাসহরার দাবি হইতে পারে না তৎপ্রমাণ জজ্‌ সাহেব এই দাবি ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী কহে যে "খাদিম" পদ যাহার দখলের প্রতি জজ্‌ সাহেব তদন্ত করেন নাই দাবি করা টাকার মধ্যে ২৫০ টাকা তাহার মুল স্বরূপ ছিল। অতএব আমার বিবেচনায় মাসহরার দাবি এই নালিশের মূল হইবায এবং উপস্থিত ওজর সকল অনুযায়ী তাহ অগ্রাহ্য যোগ্য বলা হইবায় মোকদ্দমার গুণাগুণের প্রতি বিচার করিবার প্রয়োজন জজ্‌ সাহেবের ছিল না, গুণাগুণের বিচার স্থলেই কেবল তিনি দরখাস্তকারির উত্থাপিত দ্বিতীয় বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ ঐ বিষয় মাসহরার কথা হইতে স্বতন্ত্র ও তাহার সহিত কোন সংশ্রব রাখে না ও তাহাতেই কেবল এই নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য এমত বিবেচনা করিলেও প্রধান সদর আমীনের নিকট তাহা উপস্থিত করায় বাদী উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত না করা জন্য দোষী হইত সুতরাং মাসহরার কথার প্রতি জজ্‌ সাহেব যে অবধারণ করিয়াছেন তাহা ঠিক বিবেচিত হইলে অপর বিষয়ের প্রতি তিনি কেবল ননসূটের হুকুম দিতে পারিতেন মাত্র।

বিচার।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের রায়। এই মোকদ্দমার প্রতিবাদী একটা আস্তানার মোল্লা তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত সে ব্যক্তি গবর্নমেন্টের নিকট হইতে মাসহরা পাইয়া থাকে। বাদী খাস আপেলান্ট সেই আস্তানার খাদিম কি খাদিম হইবার দাবি করিতেছে, যে সনন্দ প্রমাণ ঐ আস্তানা দেওয়া হয় তাহার লিখিত সর্ত্ত সকল অনুযায়ী গবর্নমেন্টের দাতব্য হইতে এক নির্দ্ধারিত মাসহরা প্রত্যেক মাসে ৪ দিন করিয়া ঐ আস্তানার একাএক দখল ও সেই ৪ দিনের পূজার্থী ব্যক্তিগণের অর্পিত দ্রব্যাদি তাহার প্রাপ্য এই শেষোক্ত অর্থাৎ দখলের দাবির সহিত পূর্ব্বোক্ত দাবির কিছু মাত্র সংশ্রব নাই এহেতু আমরা বিবেচনা করি যে তাহার লভ্যার্থে নিযুক্ত গবর্নমেন্টের দাতব্যের এক অংশ পাইবার প্রতি তাহার দাবি মাতবর হউক বা নাহউক তাহার নালিশের উক্ত অংশের বিচার সে পাইতে পারে।

কাএক দখল ও ঐ ৪ দিনের পূজার্থী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অর্পিত দ্রব্যাদির নিমিত্ত নালিশ করিবায় অবধারিত হইল যে ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের বিধি সকল অনুযায়ী ঐ মাসহরার নালিশ হইতে পারে না কিন্তু বাদির দাবির অবশিষ্ট অংশের বিচার সে পাইতে পারে।

আরও অবধারিত হইল যে ১৮৫৩ সালের ১৬ আইন অনুযায়ী যে সকল জজ সাহেবান খাস আপীল গ্রাহ্য করেন খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার দরখাস্তে লিখিত অধীন আদালতের ফয়সলার প্রতি কোন বিশেষ আপত্তি তাঁহারা খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার হেতু সকলের মধ্যে ধরিতে

অঙ্গীকার করিলে সেই গ্রাহ্য হওয়া খাস আপীল শুনিবার জন্য উপস্থিত জজ সাহেবান কর্ত্তৃক সেই আপত্তির বিচার হইবার বাধা হয় না। যে দরখাস্ত মতে খাস আপীল হইবে তাহাতে লিখিত কোন আপত্তির পোষকতায় খাস আপেলান্ট কোন কথা উত্থাপন করিলে উক্ত আইনের ১০ ধারা মতে তাহা শুনা হইতে পারে, তাহাতে খাস আপীল গ্রাহ্য করেন যে জজ সাহেবান তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক সেই আপত্তির বিষয়ে প্রকাশিত অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন করে না।

প্রতিবাদির দাদহরা হইতে এক অংশ পাইবার জন্য বাদির নালিশ করার স্বত্ব সম্বন্ধে সেই কথা বিচারে গ্রাহ্য হইবার প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে কারণ যে জজ্ সাহেব খাস আপীল গ্রাহ্য করেন তিনি উক্ত হেতুতে এই আপীল গ্রাহ্য করণে অস্বীকার করিয়াছেন কারণ তিনি রায় দেন যে তদ্বিষয়ে অধীন আদালতের অবধারণ ঠিক হইয়াছিল। এই আপত্তি এআদালতের সাধারণ রীত্যনুসারে যাহার অতিশয় জোর হইতেছে তাহা আমরা সাবধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে তদ্বিষয়ে নালিশ গ্রাহ্য নহে। পূর্ব্বের খাস আপীলের আইন অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের ৩ আইনানুযায়ী খাস আপীল গ্রাহ্য করেন যে জজ্ তাঁহার এই ক্ষমতা ছিল যে যে এজলাসে খাস আপীল উপস্থিত তৎকর্ত্তৃক যে সকল বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি হইবে সেই সকল বিষয়ের বাছনি তিনি করিবেন আর তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল যে সেই সকল সর্টিফিকেটের রকমে তিনি লিখিবেন এবং এরূপ সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয় সকল ভিন্ন মোকদ্দমার আর কোন বিষয় বা অংশ বিচার করণার্থে আদালতের সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল।

যাহাহউক ১৮৫৩ সালের ১৬ আইনে এই রূপ সর্টিফিকেট ও যে জজ্ সাহেব খাস আপীল গ্রাহ্য করেন খাস আপীলে বিচারার্থ বিষয় সকল ধার্য্য করার প্রতি তাঁহার ক্ষমতা উঠিয়া গিয়াছে তথাপি যে সকল জজ্ সাহেব খাস আপীল গ্রাহ্য করেন* সেই সকল বিশেষ করিয়া তাঁহাকে লিখিতে হইবে, তাহা কেবল আদালতের গোচরার্থে, লিপ্ত ব্যক্তিগণের গোচরার্থে নহে এবং তাহাতে স্পষ্ট বলে যে মোকদ্দমা শুনানী কালীন আদালত কি লিপ্ত ব্যক্তিরা কেহই ঐ সকল হেতুর প্রতি আবদ্ধ থাকিবে না। যদিস্যাৎ এইবিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকে তাহা হইলে আমরা বিবেচনা করি যে ৩ ধারা যাহাতে ঐ আইন জারি হইবার পূর্ব্বের সর্টিফিকেট সকলানুযায়ী গ্রাহ্য মোকদ্দমা সকলের কথা লেখে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই ঐ সন্দেহ ভঞ্জন হইবে, তাহাতে বলে যে এই একটি বিষয় ছেওয়ায় সেই সকল মোকদ্দমায় সাবেক আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে, যথা সর্টিফিকেটের লিখিত বিষয় সকলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সদর আদালত আপীল নিষ্পত্তি করিবেন তাহাতে আবশ্যকীয় মোকদ্দমা চালাওনের কার্য্যের কোন অংশের প্রতি দৃষ্টি করিতে কি প্রশ্ন করিতে পারিবেন। নূতন আইনের ১০ ধারায় লিখিত বিচার প্রণালী এইরূপ হইতেছে, ঐ ধারায় লেখে যে যে সকল হেতুতে খাস আপীল হইবে আপীল শুনা ও নিষ্পত্তি করা সেই সকল হেতুর উপর নির্ভর মতে হইবে। ব্যবহারে জজ সাহেবান যে সকল হেতুতে খাস আপীল গ্রাহ্য করেন সে সকল আদালতের বিচার নিষ্পত্তির জন্য সর্টিফিকেটের রকমে লিখিয়া আসিতেছেন বটে কিন্তু যখন এই রীতি নূতন আইনে মঞ্জুর করেনাই তখন এই পদ্ধতি আদালতকে আবদ্ধ করে না কি উক্ত আইনকে অন্যথা করে না। ১৮৪৩ সালের ৩ আইনানুযায়ী বিচারার্থে সর্টিফিকেটে লিখিত বিষয় ও ১৮৫৩ সালের ১৬ আইনানুযায়ী খাস আপীল গ্রাহ্য হইবার হেতু ইহার মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিষয় এক নির্দ্ধারিত ইস্যু হইতেছে, তাহার উপর লিপ্ত ব্যক্তিরা তর্ক করিবে ও আদালত তাহার মীমাংসা করিবেন, শেষোক্ত বিষয় আপীল গ্রাহ্য করার কারণ সকল প্রকাশ করা মাত্র, তাহা হইতে আপনাদিগের ইস্যু করা না করা আদালত ও লিপ্ত ব্যক্তিরা যে মত উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাই করিতে পারেন।

---

* ৮ ধারার ২ প্রকরণ।

নূতন আইনে এমত কোন বিধি নাই যে তদ্দ্বারা জজ্ সাহেব দরখাস্তের কোন অংশ অগ্রাহ্য করিতে এবং কোন অংশ গ্রাহ্য করিতে পারেন। যদিস্যাৎ অগ্রাহ্য হয় তবে সমুদয়ই অগ্রাহ্য হইবে আর যদি গ্রাহ্য হয় সমুদয়ই গ্রাহ্য হইবে।

১৮৫৩ সালের ১৬ আইন অনুযায়ী কোন দরখাস্ত অগ্রাহ্য করণে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে দরখাস্তে যেং হেতু লেখা হয় তাহার প্রত্যেক হেতু কি নিতান্ত পক্ষে সে সকলের মধ্যে দরখাস্ত সনানী কালীন উকীল যেং হেতু দর্শায় তাহা অগ্রাহ্য করার কারণ সকল তিনি লিখিবেন কিন্তু আপীল গ্রাহ্য করণে সে রূপ কিছুই আবশ্যক করে না। ঐ আইনে জজ্ সাহেবের প্রতি এই আদেশ দেয় যে খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়া উচিত যেং হেতুতে তিনি স্থির করেন সেইং লিখিবেন মাত্র। যে সকল বিষয়ের সহিত ঐ সকল হেতুর কোন সংশ্রব নাই যদি সেই সকল বিষয়ে তিনি আপন রায় লিখিতে চাহেন তাহা হইলে আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ রায় মাতবর অথবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি স্বরূপে গণ্য না হইয়া এক বিষয় উপলক্ষে অন্য বিষয়ের প্রতি রায় দেওয়া স্বরূপে অবশ্যই গণ্য হইবে।

যে আদালত গ্রাহ্য হওয়া খাস আপীলের বিচার করেন সে আদালত খাস আপীল গ্রাহ্য করেন যে সকল জজ্ গ্রাহ্য করার প্রতি তাঁহাদিগের হেতুতে তাঁহারা কখনং যে রায় প্রকাশ করেন তাহাতে আবদ্ধ নহেন। এজলাসে উপস্থিত জজ্ সাহেবান যে রূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই রায় অন্যথা করা না করা হইতে পারে এবং আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ অবধারণ করা কারণ সঙ্গত হইবে না যে খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার হেতু সকলে প্রকাশিত জজ সাহেবের ক্ষমতা বিশিষ্ট রায়ে যদিও আদালত আবদ্ধ নহেন কিন্তু সেই আপীলের অন্য বিষয়ের প্রতি প্রকাশিত ক্ষমতার বহির্ভূত রায়ের দ্বারা আদালত সম্যক নিষ্পত্তি করিবেন। যদিস্যাৎ এই রূপই আইন হয় তাহা হইলে কোন আপেলান্টের আপীল অগ্রাহ্য হওয়া অপেক্ষা তাহা গ্রাহ্য হইলে তাহার অবস্থা আরও মন্দ হইবে, কারণ অগ্রাহ্য হওয়ার স্থলে সে ব্যক্তি বিচার পুনর্দৃষ্টির প্রার্থনা প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু গ্রাহ্য হওয়ার স্থলে সে ব্যক্তি তাহা পাইতে পারে না, যদিও যে সকল আপত্তি মাধ্যস্থ করণে সে ব্যক্তি প্রধান রূপে সংশ্রব রাখে সেই সকল আপত্তি খাস আপীল গ্রাহ্য করেন যে সকল জজ তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া সে সকলের সহিত তুলনায় এক সামান্য বিষয় মতে খাস আপীল গ্রাহ্য করেন।

যে ব্যক্তির খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার আপীলের দরখাস্তে লিখিত কোন আপত্তি যাহাকে আপীল গ্রাহ্য করেন যে সকল জজ তাঁহারা সেই আপীল গ্রাহ্য হওয়ার এক মাতবর হেতু বলিয়া গণ্য করুণ বা না করুণ সেই আপত্তির পোষকতায় যে কথা সে ব্যক্তি উত্থাপন করিবে তাহা ১৮৫৩ সালের ১৬ আইন ১০ ধারা অনুযায়ী শুনা হইতে পারে। যখন অধীন আদালতের বিচারের প্রতি কোন বিশেষ আপত্তি করণে আপেলান্টকে নিষেধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে তখন আপীল গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের হেতু সকলের বিস্তারের প্রতি না হইয়া তৎকালের আপীলের দরখাস্তের প্রতি আদালতকে দৃষ্টি করিতে হইবে।

বর্ত্তমান মোকদ্দমায় জজ সাহেবের ১৭৯৩ সাল ২৪ আইনের বিধি সকল খাটাওনের প্রতি আপেলান্ট আপত্তি করিয়াছে সন্দেহ নাই, এহেতু আমরা তদ্বিষয়ে তাহাকে তর্ক করিতে বলি। যাহাহউক আমরা দেখিতেছি যে এ মোকদ্দমায় মাসহারা নিঃসন্দেহ এরূপ মাসহরার মধ্যে গণ্য হইতেছে যে তাহার প্রতি ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের বিধি সকল খাটে এবং কৃতকর্ম্ম ও পরিশ্রমের নিমিত্তই কেবল বাদী ঐ মাসহারা হইতে কিছু পাইবার যে দাবি করিতেছে এমত নহে, সে ব্যক্তি ঐ মাসহরার এক নির্দ্ধারিত অংশের প্রতি দাবি করিতেছে। এরূপ হওয়ায় ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী বাদীর দাবির ঐ অংশের স্পষ্ট বাধা হইতেছে কারণ ঐ আইনে বলে

যে ৯ ধারার বিস্তারিত মাসহরা সকলকে দাতব্য বলিতে হইবে এবং তাহাতে বি কয়ে যে এরূপ মাসহরার প্রতি দাবি সকল কোন বিচার আদালতে গ্রাহনীয় হ বে না।

এবিধায়ে এতদ্বিষয়ে আমরা জজ সাহেবের ফয়সলা বাহাল করি কিন্তু এই আ পীলে উপস্থাপিত প্রথম বিষয়ে আমরা যে রায় দিয়াছি তদনুযায়ী এই মোকদ্দ আমরা জজ সাহেবের নিকট ফেরৎ পাঠাই, প্রত্যেক মাসের এক নিরূপিত সময়ে নিমিত্ত ঐ আস্তানা স্থাপনের জন্য ও সেই সময়ের নিমিত্ত পূজার্থী ব্যক্তিগণের অ দ্রব্যাদির প্রতি বাদী যে দাবি করে তাহার তদন্ত ও নিষ্পত্তি জজ সাহেব করিবেন।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। এ খাস আপীলের প্রতি আমার সঙ্গি হাকি মান যে নিষ্পত্তি করিলেন তাহাতে আমি সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইতেছি। যাহা হউ আমারদিগের নিকট উপস্থাপিত ১৮৫৩ সালের ১৬ আইনের অর্থ বিষয়ে আমি কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি।

তর্ক করা হইয়াছে যে যখন মাসহরা সম্বন্ধীয় বিষয়ে দুই জন জজ খাস আপী অগ্রাহ্য করিয়াছেন তখন যে বিষয় ১৮৫৩ সালের ১৬ আইন ৮ ধারার ৪ প্রকরণ অ যায়ী নির্দ্ধারিত রূপে ধার্য্য হইয়াছে, তাহা এক্ষণে তিন জন জজের কামাল এজলা পুনরুত্থাপিত হইতে পারে না।

১৮৫৩ সালের ১৬ আইন ৮ ধারা ৪ প্রকরণের লিখিত কথা সকল এই যে "যদিস্যা কোন খাস আপীল অগ্রাহ্য করার হুকুম কি মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাওনের হুকুম কে এক জন জজ কর্ত্তৃক দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই হুকুমকে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা যাই না, তাহা সেই আদালতের আর এক জন জজের নিকট উপস্থিত করা হইবে, তিনি আপে লান্ট কি তাহার উকীল এবং রেস্পাণ্ডেণ্ট কি তাহার উকীল কিম্বা তাহাদিগের মধ্যে যাহারা উপস্থিত থাকিবে তাহাদিগের সমক্ষে ঐ আপীলের দরখাস্ত শুনিবেন। দ্বিতী জজেরও যদি এরূপ অভিপ্রায় হয় যে সেই আপীল অগ্রাহ্য হওয়া কি মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরিত হওয়া উচিৎ তাহা হইলে তিনি সেই মর্ম্মে চূড়ান্ত হুকুম দিবেন"।

যদি ঐ আইনের অবশিষ্ট অংশ পাঠ না করিয়া কেবল উক্ত ধারাই পাঠ করা যা তাহা হইলে আমি বিবেচনা করি যে উপস্থাপিত অবস্থায় কোন কারণ ঘটিতে পারে এরূপ তর্ক করা হইতে পারে যে যদিস্যাৎ দুইজন জজ আবশ্যক কারণে কোন আপী একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সেই আপীলের অংশও অগ্রাহ করিতে পারেন। বড়োর মধ্যে ছোটও আছে, তাহাতে যে আইনে তাঁহাদিগের প্রতি বড় কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা দেয় সেই আইনে সেই রকমের ছোট কর্ম্ম করিবারও ক্ষমত তাঁহাদিগের প্রতি দিতেছে বলিতে হইবে।

ঐ অবস্থা যত কেন তর্কজনক হউক না উক্ত আইনের ঐ বিশেষ ধারার প্রতিই কেবল দৃষ্টি করিয়া আমি বিবেচনা করি যে ১৮৫৩ সালের ১৬ আইন জারী করার প্রতি আই কর্ত্তাদিগের যে অভিপ্রায় ছিল এবং যে সকল কথার দ্বারা সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হই য়াছে সেতাবতের প্রতি প্রনিধান করিলে উক্ত অবস্থা আইন সঙ্গত রূপে গ্রাহ্যনীয় নহে

১৮৫৩ সালের ১৬ আইন জারী করার প্রতি আইন কর্ত্তাদিগের প্রধান অভিপ্রায় ইহাই ছিল যে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার পরে যে সকল হেতুতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে সেই সকল হেতুর প্রতি লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ন্যায্য বিচার করিবার ক্ষমতা সদর আদালতকে দেওয়া, যে সকল হেতুতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে সেই সকল হেতুর প্রতি যে কেবল এমত নহে, সেই সকলের প্রতিই কেবল আদালত খাস আপীলের সাবেক আইন অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের ৩ আইনানুযায়ী আবদ্ধ ছিলেন। আর উক্ত আইনের ১০ ধারার ১ প্রকরণ দ্বারা ঐ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বিধি করা হইয়াছে যে যখন কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইবে তখন সদর আদালতের তিন বা ততো-

ধিক জজ্ কর্ত্তৃক তাহা শুনা ও ধার্য্য করা হইবে এবং ঐ আইনানুযায়ী যে সকল হেতুতে খাস আপীল হইবে সেই সকল হেতুর উপর নির্ভর মতে উক্ত রূপ শুনা ও ধার্য্য করা হইবে।

উপরোক্ত আইনের উল্লেখিত দুই ধারা একত্রে পাঠ করিয়া আমি বিবেচনা করিতেছি যে যদি দুই জন জজ খাস আপীলের কোন দরখাস্ত একেবারে অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে সেই অগ্রাহ্য করা চূড়ান্ত হইতেছে কারণ তাহার কোন বিষয়ের প্রতি কামাল এজলাসের নিষ্পত্তি জন্য কোন সময় দেওয়া হয় নাই, সেই বিষয় পুনর্ব্বার আদালতে উপস্থিত করিবার উপায় এই এক মাত্র আছে যে ঐ আইনের ৯ ধারার ১ প্রকরণ অনুযায়ী পুন দৃষ্টির দরখাস্ত করা হইতে পারে। যদিস্যাৎ কোন২ বিষয়ে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা ও কোন২ বিষয়ে গ্রাহ্য করার হুকুম হয় তাহা হইলে ঐ গ্রাহ্য করার হুকুমের দ্বারা সমুদয় মোকদ্দমার প্রতি তর্ক করা হইতে পারে এবং তিন জন জজের কামাল এজলাসে যখন ঐ গ্রাহ্য হওয়া খাস আপীল উপস্থিত হয় তখন কারণ দর্শান হইলে অগ্রাহ্য করার হুকুম নথিতে থাকিলেও সেই এজলাসের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে যে ১৮৫৩ সালের ১৬ আইন অনুযায়ী যে আদালতে খাস আপীল হইবে সেই আদালতের নিকট উপস্থিত নথি হইতে উত্থাপিত যে কোন বিষয় হউক তাহা আদালত শুনিবেন ও তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

উক্ত আইনের এই রূপ অভিপ্রায় অনুযায়ী আমার স্পষ্ট অভিপ্রায় হইতেছে যে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় এই নালিশ যাহা হইতে এই খাস আপীল উপস্থিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ যে মাসহবার নিমিত্ত হয় তাহার প্রতি ১৮৫৩ সালের ১৮ জুন তারিখে এ আদালত নিষ্পন্ন খাজা সেরওয়ার হোসেন খাঁর মোকদ্দমার নজির খাটে কি না তৎসম্বন্ধীয় কথা সকল শুনিতে ও ধার্য্য করিতে এ আদালতের ক্ষমতা আছে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা শ্রীহট্টের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সাদত আলী খাঁর ১৮৫৪ সাল ১৭ মার্চ তারিখের একডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত এফ, স্কিপউইথ সাহেব ১৮৫৪ সালের ১২ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

নজীমুদ্দীন মহম্মদ (বাদী)————————আপেলান্ট।
আবুল আব্বাস মহম্মদ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)--রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মৌলবী মহম্মদ এসমেল--আপেলান্টের পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।

এই খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার হেতু সকল ও তাহার প্রতি আদালতের নিষ্পত্তি পক্ষে ১৮৫৬ সালের ৩৩ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর। ৩৩ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বি, জে, কল্‌বিন সাহেব জজ।
শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব একটিং জজ্‌

১৮৫৬ সালের ২৫৫ নম্বরী দরখাস্ত।

> উত্থাপিত তামাদী আইনের ওজরের প্রতি জজ না হেন বিচার নিষ্পত্তি না করিবায় ও তাহা না করিয়া মোকদ্দমার গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবায় পুনর্বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইল।

কাশীচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে মোসম্মাৎ ইবরু ঝা বাদিনীর মোকদ্দমায় জেলা ত্রিপুরার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল খাইর মহম্মদ আর্কাঁর ১৮৫২ সাল ২৮ আগষ্ট তারিখের ফয়সলা অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত এইচ, সি, মেটকাফ সাহেব ১৮৫৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় কাশীচন্দ্র সেন প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ১৭ মার্চ তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় } দরখাস্তকারিগণের পক্ষে উকীলগণ

প্রতিপক্ষের কোন উকীল নাই।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

যে ফয়সলার অসম্মতিতে এই খাস আপীল হইয়াছে তাহা সেই মাসের জেলার ছাপার রিপোর্ট বহির ১৯২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। পরগণে বলদা খালের সামিল একটী অধীন হকুক দখল পাইবার জন্য বাদিনী নালিশ করে। তাহার জওয়াবে তামাদী আইনের ওজর দেওয়া হইবায় প্রথম আদালত সরেনও মিছিলে সে কথার প্রতি কোন বিচার নিষ্পত্তি করেন না, কারণ আরজির লিখিত চৌহদ্দির দোষ প্রযুক্ত সেই মোকদ্দমা ননসুটের যোগ্য অবধারিত হয়। অত্র আদালতে তাহার আপীল হইবায় সেই হুকুম অন্যথা হইলে প্রধান সদর আমীন তাহার পুনর্বিচারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করেন। যাহাহউক জজ সাহেব ঐ ফয়সলা দূষ্য হওয়া দৃষ্টে তামাদী আইনের ওজর উল্লেখে পুনরায় এই আদেশে ঐ মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান যে এই নালিশ উপস্থিত হওয়ার পূর্বে যে তারিখে বাদিনী উক্ত সম্পত্তি হইতে বেদখল হইয়াছিল সেই তারিখ সম্বন্ধে প্রমাণ লইয়া তাহার ফল অনুযায়ী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়। তাহাতে প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করেন যে বেদখলের তারিখ মতে বাদিনীর নালিশের বাধা হইয়াছে। জজ সাহেব তাহার আপীলে তাঁহার বর্ত্তমান ফয়সলায় গুণাগুণ বিচারে অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা করিয়াছেন। প্রতিবাদীগণ নীচের লিখিত তিন হেতুতে এই দরখাস্ত করিতেছে।

প্রথম। তামাদী আইনের কথার প্রতি জজ সাহেব কোন বিচার নিষ্পত্তি করেন নাই।

দ্বিতীয়। বাদিনী যে অধীন হকুকের দখল পাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা দশ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ১২ বৎসরের মধ্যে সৃজিত হয় এবং ঐ জমীদারী বাকী খাজানার নীলামে খরিদের পরে গবর্ণমেণ্ট তাহার পুনরায় বন্দোবস্ত করাতে যে ব্যক্তিকে মনোনীত

করেন তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের ছিল।

তৃতীয়। কএক জন খানাবাড়ি রাইয়ত সাক্ষিদিগের নামে অপর প্রতিবাদীগণের সহিত একত্রে নালিশ করা হয় তাহাদিগের বিরুদ্ধে বাদিনীর দাবি নিষ্পত্তি কালীন উহারা প্রথম দিবী কি আর কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইবে দখলীকার ছিল তাহা তদন্ত করিতে জজ সাহেব ত্রুটী করিয়াছেন।

প্রকাশ পাইতেছে যে জেলা আদালত ও প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথায় বহাল ফয়সলা করিবার সময়ে তামাদী ঘটিত উথ পিত কথার বিচার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং অধীন আদালতের বিচারকের সহিত ভিন্নমত হইবার কারণ জজ আবাদলক লেখেন নাই। এ ওজরের প্রতি জজ সাহেবের বিচার নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। এ নিমিত্তে আমরা অন্যান্য কথার প্রতি জজ সাহেবের যে কোন নিষ্পত্তি থাকুক তাহা অন্যথা করিয়া উক্ত ওজর সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিবার জন্য মোকদ্দমা উক্ত জজের নিকট ফেরত পাঠাইতেছি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টুবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৫১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত মুনসী মহম্মদ সোনাউল্লা ১৮৫৬ সাল ২১ জুন তারিখে এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া জেলা হুগলির অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী নজরুদ্দীন মহম্মদ খাঁ বাহাদুর ১৮৫৫ সালের ৮ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মদনমোহন কুণ্ড প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) — — — — আপেলাণ্টগণ।
নন্দেশ্বর মুখোপাধ্যায় (বাদী) — ——— — — রেস্পণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণকমল মুখোপাধ্যায় — — —— — — — আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় — — — — — — — — — — রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ. স্লোনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, টুবর সাহেবদের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট মতে ১৮৫৬ সালের ১৪ মে তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদীগণ অর্থাৎ এই দরখাস্তক রীগণ এক দরপত্তনি তালুকের রাইয়ত, দরপত্তনিদার জমা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাদিগের নামে নালিশ করে। তাহারা ওজর দেয় যে যদিও কোন প্রকাশ্য লেখা পড়া ছিল না কিন্তু তাহারা ১১ বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত এক নির্দ্ধারিত হারে খাজানা দিয়াছে, এহেতু তামাদী আইন মতে বাদির দাবির বাধা হইতেছে।

এই রূপ আরও অনেক মোকদ্দমা খাস আপীল স্বরূপ গ্রাহ্য হইয়াছিল বলিয়া

প্রধান সদর আমীন পুনর্বিচার জন্য এক মোকদ্দমা মুনসেফের নিকট ফেরত পাঠান ও সেই হুকুমের বিরুদ্ধে এক খাস আপীল উপস্থিত করা হয়, পরে

সেই আপীল ত্যাগ করিয়া খাস আপেলান্টের উকীল এক নূতন বিষয় যাহাতে অধীন আদালতের ফয়সলা দূষ্য হইয়াছিল তাহা গ্রাহ্য হইবার প্রার্থনা করেন।

অবধারিত হইল যে সমুদয় মোকদ্দমা এক্ষণে মুনসেফের নিকট খোলা আছে এবং তাঁহার নিকট আসল সমুদয় মোকদ্দমার ওজর দেওয়া খাস আপেলান্টের কর্ত্তব্য এহেতু খাস আপীলে তাহার কোন হুকুম দিবার প্রয়োজন করে না কি এই সকল অবস্থা অনুযায়ী তাহা গ্রাহ্যনীয় নহে খাস আপীল ডিস্মিস

আমরা ১২ বৎসরের অধিকাল পর্য্যন্ত এক নির্দ্ধারিত হারে খাজানা দেওয়ার প্র... তামাদী আইন খাটে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য ইহাও গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

এই মোকদ্দমা শুনানী জন্য উপস্থিত কালীন খাস আপেলান্টের উকীল কহিলেন যে হেতুতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা অনেকবার তাঁহার মওক্কেলের বিরু... অবধারিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া এক নূতন বিষয় যাহা তিনি খা... আপীলের হেতু সকলের মধ্যেও ধরেন নাই তাহা আদালতে উত্থাপন করিলেন, স... অধীন আদালতের ফয়সলা দূষ্য হইয়াছে, কারণ প্রধান সদর আমীন মুনসেফের নিক... মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাওন কালীন ১৮১২ সালের ৫ আইন অনুযায়ী তাঁহার মওক্কেলে... প্রতি নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে তদন্ত করিবার আদেশ মুনসেফকে দে... নাই, ঐ নোটিশ দেওয়ার বিষয় প্রতিবাদীগণ জওয়াবে স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছে। সমু... দয় মোকদ্দমা এক্ষণে মুনসেফের নিকটে খোলা আছে এবং তাঁহার নিকট আপন মোক... দ্দমার ওজর দেওয়া খাস আপেলান্টের কর্ত্তব্য। এবিধায়ে আমরা খাস আপেলান্টে... উকীল কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিষয়ে কোন হুকুম দিবার কারণ না দেখিয়া এই খাস আপী... ডিস্মিস্ করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৯৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ বসুর ১৮৫৩ সাল ৮ ... যারি তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার একটিং জজ শ্রীযুক্ত জি, জি মেকি... সাহেব ১৮৫৪ সালের ১৯ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে আপীল।

তারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জন)--আপেলান্ট।
রামকৃষ্ণ সরকার (বাদী) ও গঙ্গাসাগর সরকার প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ------------ } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু হরকালী ঘোষ ------------ আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ------------ { রেস্পাণ্ডেণ্ট রামকৃষ্ণ সরকারের পক্ষ উকীল।

খাস আপী... শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবদিগের নীচের লিখিত সা... ...কেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১১ জুন তারিখে এই ... খাস আপীল গ্রাহ্য

শ্রীযুক্ত ... নস সাহেবের সর্টিফিকেট। "... ১৩ কাটা ১১ ছটাক ভূমি দাবি করে তাহা বাজেআপ্ত করিবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদির আপীলে জজ সাহেব বাজেয়াপ্তির ডিক্রী দেওন কালীন বলেন যে যদিও এপর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার দুই বার নিষ্পত্তি হইয়াছিল ও প্রধান সদর আমীন কর্তৃক প্রথমে তাহার ডিক্রী দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তামাদী আইনের ওজর যাহা একণে তাঁহার নিকট আপীলে বাচনিক উত্থাপন করা হইয়েছে তাহা ঐ প্রথম বিচারের পরে কুত্রাপিও উত্থাপন করা হয় নাই, একারণ তিনি ঐ আপত্তি বিচারে গ্রহণ করিতে এই হেতুতে অস্বীকার করেন যে দাখিলী লিখিত ইশু সকলের মধ্যে তাহা লেখা ছিল না। খাস আপীলে দরখাস্তকারী ওজর দেয় যে যখন জজ সাহেব আপন ফয়সলায় এমত স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ আপত্তি প্রধান সদর আমীনের নিকটে প্রথম বিচারে উত্থাপন করা হইয়াছে তখন আপীলে তাহার প্রতি তদন্ত করিতে অস্বীকার করা তাঁহার উচিত ছিল না এবং দাখিলী লিখিত ইশু সকলের মধ্যে তাহা না লেখার হেতু এই যে যৎকালীন ঐ সকল ইশু দাখিল হয় তৎকালীন ঐ আপত্তি গ্রহণের বিরুদ্ধে অনেক অবধারণ ছিল কিন্তু সেই সকল অবধারণ একণে সদর আদালতে অন্যথা হইয়াছে। এবিষয়ে উল্লেখিত অবস্থা সকল অনুযায়ী জজ সাহেবের নিকট উপস্থিত তামাদি আইনের ওজর তিনি শুনিতে অস্বীকার করিতে পারেন কি না ইহা বিচার করিবার জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

শ্রীযুক্ত সি বি ট্রেবর সাহেবের সর্টিফিকেট। "জজ সাহেব বলেন যে খাস আপেলান্ট পূর্ব্বের প্রধান সদর আমীন আদালতে প্রথম যে দরখাস্ত করে তাহাতে সে তামাদী আইনের ওজর লিখিয়াছিল কিন্তু যদিও সেই অবধি এই মোকদ্দমা দুই বার নিষ্পত্তি হইয়াছে ও তাহার আপীল হইয়াছে তথাপি পরের কোন বাদানুবাদে সেই আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই কি বর্ত্তমান আপীলের হেতুর মধ্যে তাহা ধরা হয় নাই। এই সকল অবস্থা অনুযায়ী আমি এই দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন এই বিষয় সম্প্রতি এ আদালতের অধিকাংশ হাকিম কর্তৃক খাস আপেলান্টের প্রকাশিত অভিপ্রায়ের বিপরীতে অবধারিত হইয়াছে, অতএব আমি বিবেচনা করি যে অবধারিত এই বমতে মোকদ্দমা কেবৎ পাঠান কোন কার্য্যের হইবে না ও তাহাতে কেবল মোকদ্দমার চালে বিলম্ব হইবে মাত্র"।

বিচার।

বর্ত্তমান দরখাস্ত অগ্রাহ্য করণের কারণ সকলে এ আদালতের জজ সাহেব কর্তৃক উপরে লেখা জেলার জজ সাহেবের ফয়সলার চুম্বকে লিখিত অবস্থা সকল অনুযায়ী আমরা বিবেচনা করি যে তামাদি আইনের ওজর খাস আপেলান্ট কর্তৃক একণে ন্যায় সঙ্গত রূপে উত্থাপিত হইতে পারে না, কেননা এই মোকদ্দমা নানা আদালতে বিচার হওন কালীন খাস আপেলান্ট তামাদী আইনের কোন কথা উত্থাপন করে নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে যে সে এতদ্বিষয়ে তাহার আপত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই মোকদ্দমার এই অভিপ্রায়ে আমরা খরচা সুদ্ধা এই খাস আপীল ডিসমিস করি ইতি।

খাস আপেলান্ট কর্তৃক তমাদী আইনের ওজর ন্যায় সঙ্গত রূপে উত্থাপিত হইতে পারে না কেমন। ঐ মোকদ্দমা নানা আদালতে বিচার হওন কালীন খাস আপেলান্ট তমাদী আইনের বিষয়ে কোন কথা না কহিবায় তদ্বিষয়ের ওজর সে অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়াছে বলিতে হইবে।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩০০ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৪ সাল ২৯ মার্চ তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া এ জেলার অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত এ, সি, বেলী সাহেব ১৮৫৪ সালের ১৩ নবেম্বর তারিখে যে ফায়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল

কাফিজুদ্দীন ভূইঞা (বাদী) ———— আপেলাণ্ট।
মফিজুদ্দীন ভূইঞা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ——— রেস্পণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী মহম্মদ হোসেন ———— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও মৌ বাআজুদ্দীন ——— { রেস্পাণ্ডেণ্ট মুনসী খোদাবক্স পার্টিদারির পক্ষ উকীলগণ।

কাজিউন কুজ্জাতের এক ফতওয়া। অনুযায়ী এ আদালতের অধিকাংশ হাকিমান কর্ত্তৃক সাধারণ রূপে অবধারিত হইল যে কোন সম্পত্তির হক সফার স্বত্ব দাবিকরার স্থলে যদিস্যাৎ কোন ব্যক্তি আইন সম্মত রীতিতে তলবী মোয়াসিবাত অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দাবি করে তাহা হইলে তলবী এসমত অর্থাৎ মোকদ্দমার দাবির পু

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ১৪ জুন তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের সার্টিফিকেট। "হকসফার স্বত্ব অনুযায়ী এক তালুকের রকম। ০ আনার নিমিত্ত বাদী দরখাস্তকারী নালিশ করে।

"অধীন আদালত নিষ্পত্তি করেন যে তলবী মোয়াসিবাত রীতিমত করা হইয়াছিল কিন্তু তলবী ইসাদি সে রূপ করা হয় নাই।

"তাহার আপীল জজ সাহেব অবধারণ করেন যে তলবী মোয়াসিবাত ২ বৈশাখে ও তলবী ইসাদ ৩ বৈশাখে করা হয়, তিনি আর লেখেন যে আপীলে যে ওজর দেখা হয় যে রাত্র হওয়া ও ব্যাঘ্র ও মহিষের ভয় প্রযুক্ত পর দিন ব্যতীত ইসাদ করা হয় নাই তাহা আমি দেখিতেছি না। আর যখন এক রাত্রির বিলম্ব জন্য এই ওজর দেওয়া হইয়াছে তখন আরও ওজর দেওয়া হয় যে ইসাদ করণে এত বিলম্ব স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু সে কথার ঐক্য হইতেছে না। যাহাতে উক্ত বিলম্বের প্রমাণের নিমিত্ত কথিত এরূপ কোন কারণ পাওয়া যায় না বরং তদ্বিপরীতে হকসফার দাবিদার কার্য্যার্থে বাটীতে ছিল এবং বিক্রেতার বাটী সেই গ্রামে ও তাহার নিকট সুতরাং আপেলাণ্ট আইন অনুযায়ী আপন ইচ্ছামত সেই স্থানে গিয়া তলবী ইসাদ করিতে পারিত কিন্তু সে তাহা করে নাই,। এবিধায়ে আপীল ডিস্মিস্ হইল।

"বাদী এক্ষণে খাস আপীল করিয়া ওজর দিতেছে যে উপরোক্ত ঘটনা সকল গ্রাহ্য করিলেও মহম্মদীয় আইন অনুযায়ী হক সফার স্বত্ত্ব অকর্ম্মণ্য হইতে পারে এমন কোন বিলম্ব হয় নাই।

"অধীন আদালত অবধারণ করিয়াছেন যে যথার্থ নিয়মে ও সময়ে ২ বৈশাখে তলবী মোয়াসিবাত করা হইয়াছে ও ৩ বৈশাখে তলবী ইসাদ করা হয়। অতএব এই মোকদ্দমার এই সকল অবস্থা অনুযায়ী উক্ত বিলম্ব এরূপ কি না যে তদ্দ্বারা মহম্মদীয় আইন

অনুযায়ী বাদির হকসফার স্বত্বের প্রতি হস্তার্পণ করা হইতে পারে কি না বিচার করিবার জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেবের সর্টিফিকেট। "১৮ সালের আইন অনুযায়ী এক তালুকের রকম ।।৹ আনা খরিদদারের নিকট হইতে পাইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। উত্তরবাদে বলা হয় যে মহম্মদীয় আইন অনুযায়ী হকসফার স্বত্ব উপযুক্ত সময়ে উত্থাপন করা হয় নাই। অধীন আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে তলবী মোয়াসিবাত অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দাবি উক্ত আইনের অর্থানুযায়ী সম্পন্ন করা হইয়াছিল এবং প্রমাণে তদ্রূপ দর্শিত হইয়াছে কিন্তু তলবী ইশাদ অর্থাৎ সাক্ষীগণের সম্মুখে দাবি পর দিন পর্য্যন্ত করা না হওয়ায় আইনের আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করা হয় নাই; কারণ তাহাতে লেখে যে তলবী ইশাদ যত শীঘ্র হইতে পারে করা হইবে। কিন্তু এরূপ বিলম্বের প্রতিবাদী আর কিছুই দর্শাইতে পারে না কেবল কহে যে তলবী মোয়াসিবাত তাহার করার পরে রাত্রি উপস্থিত হয়। বাদির বাটী অতিশয় নিকট হওয়া প্রযুক্ত জজ সাহেব ঐ ওজরকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া এই দাবি ডিসমিস্ করেন। দরখাস্তকারী খাস আপীলে ওজর দিতেছে যে জজ সাহেবের ঐ ফয়সলা মহম্মদীয় আইনের বিরুদ্ধ হইয়াছে কারণ এই তলবী মোয়াসিবাত ও তলবী ইশাদের মধ্যে যে সময় গত হইয়াছে তাহা উক্ত আইনের লিখিত সময়ের অধিক হয় নাই।

"উক্ত আইনের বিধি সংক্রান্ত মেকনাটন সাহেব যে পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে লেখে যে যত শীঘ্র হইতে পারে তলবী ইশাদ করা হইবে, সুতরাং এই কথা আপীলে জজ সাহেবের নিকট কেবল আইন ঘটিত বিষয়ে আবদ্ধ ছিল না, এরূপ সাধ্যমত বিলম্ব কি অধিক বিলম্ব যে স্থলে ঘটিয়াছিল প্রমাণের দ্বারা তাহার নির্দ্ধার্য করিবার ক্ষমতা জজ সাহেবের ছিল, তাহাতে সাধ্যমত বিলম্বের অধিক বিলম্ব হওয়া দেখিয়া জজ সাহেব সেই মত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন, অতএব অধীন আদালতের নিকট উপস্থিত ঘটনা সকল ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যখন ঐ ফয়সলা হইয়াছে তখন এই দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবার কোন কারণ আমি দেখিতেছি না"।

কেবল তলবী ইসাদ অর্থাৎ সাক্ষীর দ্বারা মঞ্জুর করিবার কিছু বিলম্ব হইলে তাহা অতি সামান্য বিষয়, সুতরাং তদ্দ্বারা মহম্মদীয় আইন অনুযায়ী হকসফার স্বত্বের দাবির বাধা হয় না।

অবধারিত হইল যে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় তৎক্ষণাৎ দাবি ও সাক্ষীর দ্বারা মঞ্জুরি ইহার মধ্যে যে এক দিন সময় গত হইয়াছে তাহা এরূপ বিলম্ব নহে যে তদ্দ্বারা বাদির হকসফার দাবির প্রতি হস্তার্পণ করা হইতে পারে।

খাস আপীলের ডিক্রী হইল এবং অধীন আদালতের ফয়সলা খরচা সুদ্ধা অন্যথা হইল।

বিচার।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেবানের রায়। কোন ব্যক্তি হকসফার স্বত্ব দাবি করিলে তাহাকে যে সকল রীতি পদ্ধতির অনুযায়ী চলিতে হইবে তদ্বিষয়ে সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব আপনার মহম্মদীয় আইনের বিধি ও নজির সংগ্রহ পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখেন যে "যে ব্যক্তি এই স্বত্ব দাবি করে তাহার কর্ত্তব্য যে বিক্রয়ের কথা শুনিবামাত্রেই খরিদার হওনার প্রতি আপন ইচ্ছা সে তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করে, আর তাহার কর্ত্তব্য যে সে সাধ্যমত অল্প বিলম্বে তাহার এরূপ মানস বিক্রেতা কি ক্রেতার সম্মুখে কি সেই স্থানে সাক্ষির দ্বারা মঞ্জুর করে।

আমাদিগের নিকট উপস্থিত মোকদ্দমায় কেবল এই বিষয় আমাদিগকে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যে উক্ত স্বত্বের প্রতি দাবি করার মানস সাক্ষির দ্বারা মঞ্জুর করিবার এক দিন বিলম্ব হওয়ায় এই বিলম্ব জন্য দাবিদারের দাবির ব্যাঘাৎ হইতে পারে কি না "সাধ্যমত অল্প বিলম্ব" এই যে কথা সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব ব্যবহার করেন তাহা অনি-

দ্বার্থ্য হইবায় আমরা অধীন আদালতদ্বয় কর্তৃক অবধারিত ধৃত দফা [illegible] পিত মহম্মদীয় আইন সংক্রান্ত এই বিষয়ের প্রতি রায় দিবার জন্য কাজিউল কুজ্জাতকে বলায় কাজিউল কুজ্জাত অধীন আদালতের রোবকারী শুনিয়া এক ফতওয়া দেন, তাহার তরজমা নীচে লেখা যাইতেছে " হকসফার দাবি সিদ্ধ করিবার জন্য বিক্রয়ের সমাচার পাইবার পরেই তলবী মোয়াসিবাত অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দাবি করা আবশ্যক এবং সেই দাবির প্রতি [illegible] দিবার জন্য তলবী ইশাদ অর্থাৎ সাক্ষির দ্বারা মঞ্জুরী আবশ্যক কেননা হকসফার দাবিদারকে জজ সাহেবের নিকট আপন দাবির সপ্রমাণ করিতে হইবে, এবং সাক্ষী ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব তলবী খসমেত অর্থাৎ মোকদ্দমার দাবির পূর্ব্বে তলবী ইসাদ আবশ্যক যে তাহাতে দাবিদারের পক্ষে তলবী মোয়াসিবাত জজ সাহেবের নিকট সাব্যস্ত হইতে পারে।

" অতএব তলবী মোয়াসিবাতের পরে ও তলবী খসমতের পূর্ব্বে তলবী ইসাদ করিতে যদি এক দিন বিলম্ব হয় তাহা হইলে হকসফার স্বত্বের অসিদ্ধতা ঘটিতে পারে না "।

সর উইলিয়ম মেকনাটন সাহেবের লিখিত উপরোক্ত বিধি অপেক্ষা এই রায় দাবিদারের প্রতি অধিক পরিমাণ দিতেছে। যাহা হউক আমরা উভয়কে একত্রে পাঠ করিয়া বিবেচনা করিতেছি যে সাক্ষির দ্বারা মঞ্জুর করার বিলম্ব যাহা এ মোকদ্দমায় প্রকাশ পাইতেছে যে২ হইতে ৩ বৈশাখ পর্য্যন্ত হয় তাহা এরূপ বিলম্ব নহে যে তদ্দ্বারা মহম্মদীয় আইনানুযায়ী বাদির হকসফার স্বত্বের প্রতি হস্তার্পণ করা হইতে পারে কারণ তৎক্ষণাৎ দাবি যথার্থ নিয়মে ও সময়ে করা হইয়াছিল। এবিধায়ে আমরা এই আপীলের ডিক্রী দেই এবং বলি যে খাস আপেলান্ট প্রথম খরিদারকে পণের টাকা দিলে সে ব্যক্তি নালিশী সম্পত্তির দখল পাইবে, অতএব খরচা সুদ্ধা অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা হইল।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেবের রায়। হিদায়ার ৩৮ অধ্যায় ৫৬৮ পৃষ্ঠায় লেখে যে যে পর্য্যন্ত সাক্ষির সম্মুখে দাবি অর্থাৎ তলবী ইসাদ রীতিমত করা না হয় সে পর্য্যন্ত সফির স্বত্ব সাব্যস্ত হইতেছে না আরও আবশ্যক যে বিক্রয়ের সমাচার জ্ঞাত হইবার পরে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহা করা হইবে, কারণ সফির স্বত্বক্ষীণ স্বত্ব মাত্র, কেননা সুদ্ধ আশঙ্কিত গরসুবিদা এড়াইবার জন্য এক ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে রহিত করা হইতেছে। এহেতু ইহা আবশ্যক যে সফির দাবিদার দাবি করার দ্বারা অবিলম্বে আপন মানস প্রকাশ করে, তাহা সাক্ষির সম্মুখে করা হইবে নচেৎ পরে তাহা কাজির নিকটে সপ্রমাণ হইতে পারে না। এমতে হকসফার দৃষ্টান্ত স্থলে মেকনাটন সাহেব ১৮২ পৃষ্ঠায় যে ফতওয়া উল্লেখ করেন এবং এতদ্বিষয়ে মেকনাটন সাহেবের সমুদয় পুস্তকে উল্লেখিত ফতওয়া সকল ভাবতেই বলে যে তলবী মোয়াসিবাত ও তলবী ইসাদ অতি নিকট সময়ের মধ্যে হইবে আর মেকনাটন সাহেব মহম্মদীয় আইনের বিধিতে লেখেন যে "যে ব্যক্তি হকসফার স্বত্ব দাবি করে সে ব্যক্তির কর্ত্তব্য বিক্রয়ের কথা শুনিবা মাত্রেই খরিদার হওয়ার প্রতি আপন ইচ্ছা সে তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করে আর তাহার কর্ত্তব্য যে সে সাধ্যমত অল্প বিলম্বে তাহার এরূপ মানস বিক্রেতা কি ক্রেতার সম্মুখে কি সেই স্থানে সাক্ষীর দ্বারা মঞ্জুর করে "। অত্র মোকদ্দমায় সদর আদালতের কাজিউল কুজ্জাত কর্ত্তৃক যে

ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা মেকনাটন সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত উক্ত মত বিধি সকলের সহিত কোন মতে ঐক্য হইতেছে না এবং ঐ বিধি যাহা তলবী ইসাদের বিষয়ে দেওয়া হইয়াছে ও যাহা আমার অভিপ্রায়ে অবৈধ বোধ হইতেছে তাহার কোন সাশন না দেওয়া হইবায় আমি কোন মতে তাহার অনুগামী হইতে পারি না। কাজিউল কুজ্জাতের স্পষ্ট অভিপ্রায় ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে তলবী মোয়াসিবাতের পরে নালিশের মেয়াদ মধ্যে যে কোন সময়ে হউক না কেন তলবী ইসাদ হইতে পারে। হকসফার আইন যদি এরূপ হইত তাহা হইলে এক জন মোসলমানের নিকট হইতে সম্পত্তির কোন খরিদার নিরাপদ হইত না কারন তলবী মোয়াসিবাতকে এক গোপন কার্য্য বলা যাই-তে পারে ও সচরাচর বলা যাইতেছে, সুতরাং যে খরিদারের বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্বের দাবি করা হয় উহার প্রতি আপত্তি করিবার কি দোষ দিবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই এবং হকসফার দাবি ঘটিত প্রকাশ্য কার্য্য কেবল তলবী ইসাদ হইতেছে সুতরাং তাহা স্বীকার করা না করার প্রতি খরিদারের ক্ষমতা আছে। মূল গ্রন্থ সকল হইতে আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে তলবী মোয়াসিবাতের প্রকাশ্য মঞ্জুরি তলবী ইসাদ হইতেছে এবং হকসফার দাবিদার বিক্রয়ের কথা শুনিবার পার ও তলবী মোয়াসিবাত করিবার পরে যত শীঘ্র সে সাক্ষীর যোটনা করিতে এবং সেই স্থানে কি ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট যাইতে পারে ও তত শীঘ্র তলবী ইসাদ করা হইবে। "সাধ্যমত অল্প বিলম্ব" যাহা কেন হউক না তাহা এসকল স্থলে প্রমাণের বিষয় হইতেছে। প্রত্যেক স্থলে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন যে উপযুক্ত তৎপরতা ব্যবহার করা হই-য়াছিল কি না। বর্ত্তমান স্থলে জজ সাহেব অবধারণ করিয়াছেন যে খাস আপেলাণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করিয়াছিল অতএব এরূপ হওয়ায় আমি বিবেচনা করি যে তদনুযায়ী জজ সাহেব খাস আপেলাণ্টের হকসফার দাবি রহিত করা অবধারণ করায় ঠিক করিয়াছেন, এবিধায়ে আমি অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩০৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা নদিয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ঘোষ বাহাদুরের ১৮৫৩ সাল ১৯ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত এ, স্কোনস সাহেব ১৮৫৪ সালের ২১ জুন তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

নাবালক কৈবল্য নাথ বিশ্বাসের অছি শম্ভু নাথ বিশ্বাস (প্রতিবাদীগণের মধ্যে একজন) } আপেলাণ্ট।

মোল্লাহাটি নীলকুঠীর সরবরাহকার মেং রবর্ট লারমোর (বাদী) ও মোসম্মাৎ অন্নপূর্ণা দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) — } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

মুন্সী আমীর আলী — আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

বাবু বংশীধর মিত্র ও মেং আর, টি, এলান } রেস্পাণ্ডেণ্ট মেং লারমোরের পক্ষ উকীল দ্বয়।

বাদী উক্ত বিষয়ের পক্ত দাবীর স্বরূপে কালেক্টরীতে ২৩৭১৷৷৶৪ টাকা দেয়, সে কহে যে উক্ত বিষয়ে অন্নপূর্ণা দেবীর অংশ রকম ৵০ আনা হইতে ঐ টাকা পাওনা আছে এবং ১৮৪৫ সালের আইন ৯ ধারা অনুযায়ী এবং মালিকানের নিকট হইতে ঐ টাকা পাইবার জন্য সে নালিশ করে।

শ্রীযুক্ত জে, এস্, টরেনস ও শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ১৬ জুন তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"১৮৫৩ সালের জেলার রিপোর্ট বহির ৩৯ পৃষ্ঠায় জজ্ সাহেবের ফয়সলা দৃষ্ট হইবে। একটা মহলের সকল মালিকানের নামে বাদী নালিশ করে, কহে যে ঐ মহল সে বাকী সদর খাজানার নিলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে কালেক্টর সাহেবকে ২৩৭১৷৷৶৪ টাকা দেয়, সেই টাকা সে আরজীতে লেখে যে অন্নপূর্ণা দেবীর ৵০ আনা অংশ হইতে পাওনা আছে এহেতু সে ঐ টাকা পাইবার জন্য ১৮৪৫ সালের ১ আইন ৯ ধারা অনুযায়ী নালিশ করে, তাহাতে প্রধান সদর আমীন একত্রে তাবত মালিকানের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন কারণ উক্ত বিষয় কালেক্টর সাহেবের বহিতে এজমালী বিভাগ না হওয়া সম্পত্তি বলিয়া লেখা ছিল। পরে ত্রিপুরাসুন্দরী নামে একজন অংশী ও এই দরখাস্তকারী যাহাকে নাবালক কৈবল্য নাথ বিশ্বাসের অছি বলিয়া প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হয় ইহারা জজ্ সাহেবের নিকট আপীল করিলে জজ্ সাহেব এই হেতুতে অধীন আদালতের হুকুম বাহাল রাখেন যে তাবৎ মালিকানের বিষয় রক্ষা করিবার জন্য বাদী টাকা আমানৎ করিবায় সমুদয় মালিকই তাহা বাদীকে দিবার জন্য একাত্র দায়ী ছিল।

"দরখাস্তকারী এই হেতুতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার প্রার্থনা করিতেছে যে উপরোক্ত নাবালকের অছি স্বরূপে যে /০ আনা অংশ ভোগদখল করা সে স্বীকার করে তাহার বাকী পড়ে নাই, কারণ তাহার বাকী খাজানা কালেক্টর সাহেবকে

দেওয়া হইয়াছিল আর বাদী কর্তৃক টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত যে ✓৽ আনা অংশের বাকী থাকে তৎসম্বন্ধে তাহার বক্তব্য যে যে তারিখে খাজানা বাকী পড়ে সে তারিখে উহার প্রতি তাহার অর্থাৎ দরখাস্তকারির প্রকৃত স্বত্ব হয় নাই, কারণ তাহার পরে তাহার স্ত্রী যাহার বিষয় তাহার নাবালক পুত্র উত্তরাধিকার করিয়াছে তাহার নামে খরিদ করা হয় এবং তাহার নাম তৎকালীন কালেক্টরী বহিতে রেজেষ্টরী করা হয় নাই কি তাহার দখলও পাওয়া হয় নাই। সে ব্যক্তি ওজর দেয় যে এই সকল আপত্তির প্রতি প্রনিধান মতে জজ সাহেবের ফয়সলা হয় নাই এবং যখন আরজীতে এমত স্বীকার করা হইতেছে যে /৽ আনা অংশের সদর খাজানা যাহার নিমিত্ত সে অর্থাৎ দরখাস্তকারী দায়ী ছিল তাহা দেওয়া হইয়াছে তখন ঐ ফয়সলা কালীদাস নিউগির আপীলী মোকদ্দমায় ১৮৫০ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে হওয়া এ আদালতের অবধারণের বিরুদ্ধ হইতেছে। অতএব ১৮৪৫ সালের ১ আইন ৯ ধারার লিখিত কথা সকলানুযায়ী উপরোক্ত অবস্থা সকল মতে বাদী কর্তৃক দেওয়া টাকার নিমিত্ত সমুদয় অংশীদারান একত্রে ও অভেদে দায়ী কি না ও দরখাস্তকারির আপত্তি সকলানুযায়ী জজ সাহেবের ফয়সলা ঠিক হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

আমরা বিবেচনা করি এ মোকদ্দমার বাদী উক্ত বিষয়ের পত্তনীদার ছিল বলিয়া তাহাতে তাহার স্বার্থ ছিল এবং বাকী সদর খাজানা দিবার জন্য ঐ সম্পত্তির হিসাবে যে টাকা জমা আছে তাহা আপন স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত বাদী কর্তৃক আমানত করা হয়, তাহা না হইলে ঐ বিষয় নিলাম দ্বারা তাহার স্বার্থের হানি হইত, সুতরাং এই সকল বিষয় সপ্রমাণ করিলে উল্লেখিত আইনানুযায়ী সে তাবৎ মালিকানের নিকট হইতে একত্রে ঐ টাকা পাইতে পারে।

কালীদাস নিউগির যে মোকদ্দমা এ আদালতের নজীর স্বরূপে খাস আপেলাণ্ট উল্লেখ করে তাহাতে আমরা সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইতেছি কিন্তু তাহা এ মোকদ্দমায় খাটে না, কারণ সেই মোকদ্দমা সকি মালিকানের মধ্যে হইয়াছিল কিন্তু এই নালিশ একজন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ১৮৪৫ সালের ১ আইন ৯ ধারার বিধি অনুযায়ী অবশ্যই অবধারিত হইবে।

এবিধায়ে আমরা জজ্ সাহেবের ফয়সলা বাহাল করিয়া খরচা সুদ্ধা এই আপীল ডিস্‌মিস্ করি ইতি।

খাস আপীলে অবধারিত হইল যে পত্তনীদার বলিয়া উক্ত সম্পত্তিতে বাদীর স্বার্থ ছিল এবং সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য সে ঐ টাকা দেয়, সুতরাং ১৮৪৫ সালের ১ আইন ৯ ধারা অনুযায়ী সে তাবৎ মালিকানের নিকট হইতে দেওয়া টাকা পাইতে পারে, বাকীদার বা বাকীদারানের প্রতি সংশ্রব ব্যতীত তাহারা সকলেই ঐ টাকার নিমিত্ত বাদির নিকট দায়ী হইতেছে।

খরচা সুদ্ধা খাস আপীল ডিসমিস হইল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, জোনস্ সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৩২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা রঙ্গপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত নজিরুদ্দীন মহম্মদের ১৮৫৫ সাল ৩১ জানুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত জি, ইউ. ইউল সাহেব ১৮৫৫ সালের ১০ সেপ্তম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

রাধামোহন ঘোসাল (প্রতিবাদী)————————আপেলাণ্ট।
গিরিধারী লাল রায় (বাদী)——————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
মুনসী আমীর আলী ও মৌলবী মরহামত হোসেন-রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

আপন মৃত স্বামীর বিষয়ে র সদর খাজা না দিবার জ ন্য এক জন বিধবা নিজে যে দেনা করে তাহার নিমিত্ত খত সূত্রে এক নালিশে সেই বিধবা আপন ক্ষমতার অতী ত কোন কার ণে এরূপ দে না করিতে বা ধ্য হইয়াছি ল কি না তা হা বিচার ক রিবার জন্য

শ্রীযুক্ত এইচ, টি. রেকস ও শ্রীযুক্ত জে, এস. টরেনস সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৪ জুন তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হইল।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস সাহেবের সর্টিফিকেট। "মৃত হরমোহনের স্ত্রী যৎকালীন আপন স্বামির বিষয়াধিকারিনী ছিল তৎকালীন তৎকর্তৃক কর্জ্জ করা টাকার নিমিত্ত বাদী এক খত সূত্রে নালিশ করে, ঐ কর্জ্জা টাকা বাকী সদর খাজানা পরিশোধের জন্য দেওয়া হয় বলিয়া সেই দেনার নিমিত্ত সেই বিষয়কে দায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছে।

"এই খাস আপেলাণ্ট যাহাকে প্রতিবাদী করা হয় সে ব্যক্তি আদালত কর্তৃক হরমোহনের সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ব্যক্তি ওজর দেয় যে উক্ত বিধবা আপন স্বামির সম্পত্তিকে উক্ত দেনার জন্য ভার গ্রস্ত করিতে পারে না, কারণ ঐ বিষয়ের হস্তবুদ অনেক ছিল সুতরাং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দাবি পরিশোধ জন্য যে টাকা কর্জ্জ করিতে হয় এমত নহে।

"প্রধান সদর আমীন তাহা উক্ত বিধবার নিজ দেনা, তাহা কেবল তাহারই নিকট হইতে প্রাপ্য বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঐ টাকার ডিক্রী দেন।

"আপীলে জজ্ সাহেব অবধারণ করেন যে ঐ দেনার নিমিত্ত উক্ত বিষয় দায়ী ছিল কারণ আপনাদিগের স্বামী হরমোহনের সরাসর উত্তরাধিকারী না থাকিবায় এবং হরমোহনের উইল দ্বারা নিযুক্ত অছিগণ কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবায় উক্ত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীগণ কালেক্টরিতে আপনাদিগের নাম রেজষ্টরি করায় ও সেই বিষয়ের কার্য্য করিতে থাকে। তাহারা যৎকালীন এরূপ কার্য্য করিতে থাকে তৎকালীন ঐ টাকা কর্জ্জ করা হয়, আর যখন ঐ বিধবা স্ত্রীগণের নামে রেজেষ্টরী করা ছিল এবং বাদী দর্শাইয়াছে যে উক্ত টাকা কালেক্টরির খাজাঞ্চিখানায় দেওয়া হয় তখন বিষয়

রক্ষার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ করা যে আবশ্যক ছিল তাহার প্রমাণের ভার হইতে বাদী নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং তাহার বিপরীত সপ্রমাণ করিতে প্রতিবাদীগণ আবদ্ধ ছিল কিন্তু জজ সাহেবের অভিপ্রায়ে তাহা তাহারা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।

অধীন আদালতে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইল।

* "খাস আপীল এই হেতুতে হইতেছে যে এই দেনা করা আবশ্যক সম্বন্ধে প্রমাণের ভার এ মোকদ্দমায় যতদূর মহাজনের প্রতি ততধিক তাহা অপর ব্যক্তিগণের প্রতিও ছিল কিন্তু এরূপ কোন আবশ্যক থাকা মহাজন মঞ্জুর সপ্রমাণ করিতে না পারিবায় প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা বাহাল থাকা উচিত ছিল।

"উল্লেখিত অবস্থা সকলানুযায়ী আপন স্বামির বিষয়ের লভ্যার্থে উক্ত বিধবা কর্তৃক এই দেনা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রমাণের ভার হইতে বাদীকে নিষ্কৃতি দিবায় জজ সাহেব ঠিক করিয়াছেন কি না ইহা বিচার করিবার জন্য আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি।

"উক্ত বিধবাগণের নাম রেজেষ্টরী করা থাকিবায় তাহাতে আর কিছুই নহে, আর কোন রকমে তাহাদিগের স্বামির বিষয় তাহাদিগের উত্তরাধিকার করা মাত্র, তদ্দ্বারা আমার বিবেচনায় মহাজনের অবস্থার ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে কিম্বা দেনা করার আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিতে শক্ত হওয়ার নিমিত্ত যে পূর্ব্ব সাবধান সে আইনানুযায়ী গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেছে, সেই প্রমাণ স্থলেই কেবল কোন বিধবা আপনা কর্তৃক কৃত দেনা পরিশোধের নিমিত্ত তাহার স্বামির উত্তরাধিকারীগণকে আবদ্ধ করিতে পারে"।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, টরেনস সাহেবের সর্টিফিকেট। "অত্র স্থলে আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি না; কারণ আমার বোধ হইতেছে যে সদর খাজানা স্বরূপ কালেক্টরীতে উক্ত টাকা দেওয়া হইবায় তদর্থে টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছিল ও সেই কর্জ্জ করার আবশ্যকতা যে ঘটিয়াছিল তাহার দৃষ্টত প্রধান প্রমাণ হইতেছে। আমি অনুমান করি যে জজ সাহেব ইহা এবং প্রকৃত মালিক স্বরূপ উক্ত বিষয় তৎকালীন দেনদারের নামে রেজেষ্টরি থাকা বিবেচনা করিয়া অধিকন্তু প্রমাণ হইতে মহাজনকে নিষ্কৃতি দিয়া যথার্থ করিয়াছেন। অছি কর্তৃক যে জওয়াব দেওয়া হয় তদনুযায়ী উক্ত বিধবার নিকট ঐ বিষয়ের দরুণ অনেক টাকা যে ছিল তাহা এক দৃষ্টত প্রধান প্রমাণের সহিত সপ্রমাণ করা সে ব্যক্তির আবশ্যক ছিল, কিন্তু জজ সাহেব অবধারণ করেন যে তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া সে অশক্ত হইয়াছে"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের রায়। সওয়াল জওয়াব এবং অধীন আদালতে ও আমাদিগের নিকট উকীলগণের বাদানুবাদে এমত দর্শান প্রকাশ পাইতেছে যে মহাজন যখন ঐ টাকা অর্থাৎ এই নালিশী টাকা কর্জ্জ দেয় তখন সে উক্ত বিধবার আইনসঙ্গত অবস্থা উত্তম রূপ জানিত এবং সে আপন দাবি পাইবার জন্য উক্ত বিধবার টাকা কর্জ্জ করার ন্যায্যতা পক্ষে সেই খতে বিশেষ রূপে লিখিত আবশ্যকতার উপর নির্ভর করিয়াছিল। উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে ঐ আবশ্যকতা উক্ত বিষয়ের বাকী সদর খাজানা দিবার জন্য ঘটিয়াছিল এবং জজ সাহেব অবধারণ করিয়াছেন যে যৎকালীন উক্ত বিধবা ঐ টাকা কর্জ্জ করে তৎকালীন মালিক স্বরূপ তাহার নাম রেজেষ্টরী করা থাকিবায় এবং বাকী সদর খাজানা পরিশোধের জন্য ঐ টাকা প্রকৃত রূপে দেওয়া হইবায় ঐ রেজেষ্টরির দ্বারা কর্জ্জ করার আবশ্যকতা সপ্রমাণের ভার হইতে মহাজন নিষ্কৃতি পাইতেছে এবং তাহার বিপরীত প্রমাণের ভার উক্ত উত্তরাধিকারিণী অথবা অছির উপর পড়িতেছে কিন্তু এই রকমের এক ব্যাপার যাহা বাস্তবিক এক জন হিন্দু বিধবার এক দেনা হইবায় মহাজন সেজনার স্বামীর বিষয় যাহা সেই স্বামির উত্তরাধিকারীগণ কি তাহাদিগের প্রতিনিধিগণের প্রতি অর্শিয়াছে তা-

হাকে সেই দেনার নিমিত্ত বাকী করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই ব্যাপারে ঐ মহাজন তাহা সপ্রমাণ করিতে আইনানুযায়ী আবদ্ধ তাহা প্রমাণের ভার হইতে সে ব্যক্তির নিষ্কৃতি পাওয়া উক্ত বিধবার নাম রেজেষ্টরী থাকাতেই যে হইতে পারে এমন কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না। আমাদিগের বিবেচনায় এস্থলে সূক্ষ্ম এই কথা উঠিতেছে যে এক দেনা যাহা হিন্দু আইনানুযায়ী আপন স্বামির বিষয়ের লভ্যের জন্য তাহার বিধবা স্ত্রী করিতে পারে। হাজা, সুখা, মড়ক ইত্যাদি বিপদে বিষয়ের বাকী পড়িতে পারে এবং উক্ত বিধবার ক্ষমতার অতীত সেই সকল কারণ হইতে উৎপত্তি আবশ্যকতা যদি বলিতে হয় তাহা হইলে বাকী সদর খাজানা দেওয়া অতিশয় আবশ্যক কার্য্য হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু ঐ সকল কারণ হইতে উৎপত্তি বিপদ ব্যতীত সেই বিধবার নিজ কৃত কারণেও সেই বিষয়ের বাকী পড়িয়াছিল এমত হইতে পারে, সেই বিষয়ের উপস্বত্ব প্রচুর ছিল এবং সেই বিধবা কর্তৃক তাহা অন্যায় রূপে ব্যবহৃত হইবায় বাকী পড়িয়াছে হইতে পারে। অতএব আমাদিগের অভিপ্রায়ে মহাজন সদর খাজানা দেওয়া হইয়াছে সপ্রমাণ করিলেই যে যথেষ্ট হইবে এমত নহে, উক্ত বিধবার ক্ষমতার অতীত কারণ সকল হইতে উৎপত্তি কর্জ্জ করার আবশ্যকতা তাহাকে দর্শাইতে হইবে। এই পরিমাণে অথবা এই মর্ম্মে বাদির নিকট হইতে প্রমাণ লওয়া উচিত ছিল সুতরাং এরূপ এক ইস্তু মতে মোকদ্দমার বিচার হইবার জন্য তাহা আমরা ফেরৎ পাঠাই।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্‌স সাহেবের রায়। যে খত সূত্রে এই দাবি তাহা সুদ্ধ কর্জ্জা টাকার এক খতমাত্র। হরিপ্রিয়া যে ব্যক্তি কর্জ্জ করে সে আপনাকে মৃত হরমোহনের স্ত্রী ও পোষ্যপুত্র চন্দ্রমোহনের মাতা উল্লেখে কহে যে যে ১৯৩৯ টাকা কর্জ্জ করা স্বীকার করা হইয়াছে তাহা তাহার বা তাহাদিগের জমীদারির বাকী সদর খাজানা স্বরূপে বাদির দ্বারা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা সে লিখিত সময় মধ্যে দিতে আবদ্ধ ছিল।

যদ্রূপ আমি কহিতেছি ঐ দলীল সুদ্ধ খত মাত্র এবং তদ্বিষয়ে আমার প্রথমে বক্তব্য যে অত্র মোকদ্দমার বাদী এক সুদ্ধ খতকে বন্ধকী কওয়ালা বলিবার এবং যে জমীদারির সদর খাজানার নিমিত্ত ঐ টাকা কর্জ্জ করা হয় বলা হইয়াছে সেই টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই জমীদারির প্রতি স্বত্ব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অন্য যে কোন রকমে বাদী আপন স্বত্ব উল্লেখ করুক না কেন তাহার খতের লিখিত কথা সকলের দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে তাহার এরূপ স্বত্ব ছিল না। এইরূপ অবস্থানুযায়ী কোন বিষয়ের দখলীকার জমীদারকে টাকা কর্জ্জ দিলে সেই কর্জ্জ সেই বিষয়ের বন্ধকের নিমিত্ত হইতে পারে না এবং সুদ্ধ আইনানুযায়ী কার্য্য যাহাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা প্রবৃত্ত হয় নাই তদ্দ্বারা আবদ্ধ হওন পক্ষে কোন বিশেষ ডিক্রী দেওয়া হইতে পারে না। আইন মতে গবর্ণমেণ্টেই কেবল বাকী খাজানার নিমিত্ত বিষয় নিলাম করিতে পারেন। ১৮৪৫ সালের ১ আইন ৯ ধারায় বলে যে নিলাম হইতে কোন বিষয় রক্ষার্থে বাকী খাজানা দিবে এবং যে ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে এমত সপ্রমাণ করিবে যে সেই বিষয়ে তাহার যে স্বত্ব আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য সে ঐ টাকা দেয়, তাহা না দিলে ঐ নিলাম দ্বারা তাহার ঐ স্বত্বের হানি হইত সেই ব্যক্তি ঐ বিষয়ের মালিকানের নিকট হইতে ঐ টাকা ফেরৎ পাইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমা সে

প্রকার নহে এবং এই দাবি করণ পক্ষে অন্য কোন হেতু থাকুক বা না থাকুক ইহা মুক্ত এই হেতুতে যে হইতেছে এমত নহে যে বাদী হরিপ্রিয়ার প্রার্থনা মতে এই নিমিত্ত বাকী সদর খাজানার টাকা দেয় যে তাহার নিকট বন্ধকী বিষয়কে ঐ টাকা পরিশোধের নিমিত্ত স্বাধীন স্বত্ত রূপে দায়ী করিতে পারে।

আমার আরও বক্তব্য যে হরিপ্রিয়া যে ব্যক্তি কর্জ্জ করে সে কেবল আপন হইয়া কার্য্য করিতেছে, সে কহে যে যে দেনা সে করিয়াছে তাহা সে নিজেই পরিশোধ করিবে, সে কিছু তাহা তাহার নাবালক পুত্রের পক্ষে কি তাহার মৃত স্বামির দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষে কর্জ্জ করে নাই, তাহাতে হরিপ্রিয়াই কেবল আবদ্ধ ছিল বাদী এমত স্বীকার করিয়াছে, অতএব ঐ দেনা ঐ বিধবার নিজ দায় ভিন্ন অন্য কথার প্রার্থনা সে করে নাই, তাহাতে এক্ষণে যদি আমরা ঐ খতের লিখিত সর্ত্ত সকলের বহির্ভূতে তাহা বিস্তার করি তবে ঐ খতে না দর্শান এক বিশেষ কারণ মতে তাহা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। আদালতে সমক্ষে উপস্থিত সর্টিফিকেটে যে কারণ আমাদিগের নিকট উপস্থাপিত প্রকাশ সেই কারণের বিবেচনা ইহা হইতেছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সদর খাজানা দেওনায় উক্ত বিষয়ের উপর কোন বিশেষ দায় ঘটিতেছে না এবং বাদির তাহা সপ্রমাণ করা দূরে থাকুক, তদর্থে অন্য কোন কারণও দেওয়া হয় নাই। বাস্তবিক হরিপ্রিয়া সেওবায় আর কাহার নিজের প্রতি অথবা কাহার সম্পত্তির প্রতি ঐ দেনা যে ঘটিবে তাহা বুঝা সহজ নহে। জজ সাহেব আদেশ দেন যে উক্ত বিষয়ের মুনাফা হইতে ঐ দেনা আদায় হইবে, কিন্তু কাহার বিষয় হইতে তাহা হইবে, ঐ বিষয়ে যদি হরিপ্রিয়ার জীবনাবধি স্বত্ত্ব কি অন্য কোন অর্পিত স্বত্ত্ব থাকে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীতে সেই পরিমাণের প্রতি বাদির দাবির ফল হইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু যদিস্যাৎ মৃত হরমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন স্বত্ত্ব উক্ত বিষয়ে থাকে কিম্বা হরিপ্রিয়া কর্ত্তৃক লওয়া নাবালক পোষ্য পুত্রের স্বীকৃত মৃত্যুর পরে ঐ দ্বিতীয় স্ত্রী যদি পোষ্য পুত্র লইয়া থাকে তাহা হইলে হরিপ্রিয়া কর্ত্তৃক কৃত দেনার নিমিত্ত তাহারা কি উক্ত জমী দারীতে তাহাদিগের সম্ভব স্বত্ত্ব যে কেন দায়ী হইবে তাহার কোন কারণ দেওয়া আমি দেখিতেছি না। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও পক্ষে হরিপ্রিয়া কার্য্য করিতে পারিত না কারণ একের নাম উক্ত দলীলে ছিল না, ও অপর ব্যক্তিকে তৎকালীন পোষ্যপুত্র লওয়া হয় নাই, কি আমরা ঐ বিষয়কে ব্যক্তি বিশেষে পর্য্যন্ত করিতে ও তাহার পক্ষে হরিপ্রিয়া কার্য্য করিয়াছে এমত বলিতে পারি না। বাস্তবিক আমার বোধে এরূপ কোন সাধারণ দায় সম্ভব হইতেছে না। আমি বিবেচনা করি যে এক সুক্ষ দেনা এক সাধারণ দায়ে পরিবর্ত্তন করার সম্ভাবনা বিষয়ে জজ সাহেব যে অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহার ভুলের উৎপত্তি হইয়াছে। জজ সাহেব বিবেচনা করেন যে উক্ত দুই জন বিধবাই প্রকাশ থাকাতে অর্থাৎ তাহারা ঐ বিষয়ের রেজেষ্টরী করা মালিক হওয়াতে বাদির দাবির ন্যায্যতা ঘটিতেছে কিন্তু আমার বিবেচনায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে যদি এই সকল অবস্থা অনুযায়ী উক্ত বিষয়ের প্রতি বাদির কোন স্বত্ত্ব ঘটিয়া থাকে তবে সেই স্বত্ত্ব উক্ত খতের দ্বারা স্পষ্ট বা প্রকারান্তরে হওয়া এক সাধারণ দায় হইতে যে হইতেছে এমত নহে, হরিপ্রিয়ার আনুমানিক মালিকত্ত্ব হইতে হইতেছে। হরিপ্রিয়া কর্ত্তৃক কৃত দেনা হইতে হরিপ্রিয়া কি তাহার সম্পত্তিকে নিষ্কৃতি দেওয়ার কোন কথা এক্ষণে উপস্থিত নাই কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় যে যদি হরিপ্রিয়া ও তাহার সম্পত্তির অতিরিক্ত দাবি করা বাদির অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে যে বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী সে এক ব্যক্তিকে টাকা কর্জ্জ দিয়া অন্য ব্যক্তির বিষয়কে তদর্থে দায়ী করিতে পারে তাহা উল্লেখ করিতে ও সপ্রমাণ করিতে সে ব্যক্তি

বিশেষ রূপে আবদ্ধ হইতেছে। যদিস্যাৎ অপর ব্যক্তিরা ঐ মোকদ্দমায় হরিপ্রিয়ার কার্য্যের দ্বারা আইন সঙ্গত রূপে লিপ্ত হইয়া থাকে তবে তাহা এই কারণে হইতে পারে যে ঐ কর্জ সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে ও তাহাদিগের লভ্যার্থে যে দেওয়া হইয়াছিল এমং বিশ্বাস করিবার প্রধান কারণ বাদির ছিল এবং তাহা সে আইন সঙ্গত রূপে সপ্রমাণ করিতে পারে যেহেতু উক্ত লেখাপড়ার দ্বারা কোন সাধারণ দায় থাকা প্রকাশ পায় ন কি যদ্রূপ আমি বিবেচনা করি তাহা উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাতে আমরা পূর্ব্বে যে অনুমান করিয়াছি তাহা কাজেকাজেই আমাদিগকে পুনরায় অনুমান করিতে হইতেছে যে কোন প্রকার প্রতিনিধিত্ব কি অছির ভার যাহার কোন কথা খতে বা আরজীতে প্রকাশ নাই তদনুযায়ী বাদী হরিপ্রিয়াকে ঐ কর্জ দেয়।

জজ্ সাহেব কহিয়াছেন "আমার স্পষ্ট বিবেচনা হইতেছে যে এক পৈতৃক সম্পত্তি যাহা এক জন স্ত্রীলোকের দখলে থাকা কালীন সেই সম্পত্তির লভ্যার্থে তৎ কর্ত্তৃক দেনা করা হইয়াছে তাহা ঐ সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে"। আমার বিবেচনায় এ বিধি গ্রাহ্য হওন পক্ষে অতিশয় অনির্দ্ধার্য্য হইতেছে কারণ ঐ সম্পত্তি এবং যে ব্যক্তির পক্ষে বর্ত্তমানে কি পরে ঐ কর্জ দেওয়া হইয়াছে সম্ভব তাহার মধ্যে যে স্পষ্ট বিভিন্নতা এই মোকদ্দমায় দর্শায় তাহা করা হয় নাই এবং ১৮৪৮ সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে এক জন জজ্ কর্ত্তৃক হওয়া এ আদালতের ফয়সলা যদি এই কথার কিছু মাত্র পোষকতা করে এমত হয় তাহা হইলে উল্লেখিত দ্বিতীয় মোকদ্দমা ইহার বিরুদ্ধ হইতেছে সন্দেহ নাই। ১৮৪৯ সালের রিপোর্ট বহির ৪০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত, তিন জন জজ কর্ত্তৃক হওয়া ফয়সলা এক জন হিন্দু স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যুতে ঐ ব্যক্তির যে বিষয় উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে ঐ বিধবার প্রতি অর্শায় তাহার সামিল কতক গুলি ভূমি সম্পত্তি ঐ বিধবের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী জারীতে বিক্রয় হইবায় সেই নীলামের সিদ্ধতা বিষয়ে কথা উত্থাপিত হয়। বর্ত্তমান মোকদ্দমার অবস্থা সকল হইতে ঐ সকল অবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রভেদ হইতেছে, তত্রাপি তাহাতে অবধারিত হয় (এবং তাহাতে যে ইস্তুর বিচার হইয়াছে তাহা এই সর্টিফিকেটের ইস্তুর সহিত এতাধিক ঐক্য হইতেছে) যে নথীতে এমন কোন প্রমাণ ছিল না যে যে দেনার নিমিত্ত নীলাম হয় তাহা সে বিধবার নিজ দেনা ভিন্ন আর কিছু কি কোন রকমে আপন জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ঐ দেনা করা হয়, এহেতু তাহাতে ধার্য্য হয় যে ঐ বিধবার জীবনাবধি স্বত্ব থাকিবা সে জনার মৃত স্বামীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী সেই মোকদ্দমায় যে দাবি দেয় তাহার বিরুদ্ধে সেই বিধবার দেনার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে না।

অতএব সর্ব্বোতোভাবে আমি স্থির করিতেছি যে প্রথমতঃ লেখা পড়া আদালতে উপস্থিত তদ্দ্বারা উক্ত জমিদারির প্রতি কোন স্বত্ব বাদিকে অর্পণ করে না। দ্বিতীয়ত হরিপ্রিয়া ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে নালিশী টাকা যে কর্জ দেওয়া হইয়াছিল এবং হরিপ্রিয়া যে আর কাহারো পক্ষে কার্য্য করিয়াছিল তাহা বাদী বলে নাই কি সপ্রমাণ করে না। এ বিধায় আমি জজ সাহেবের ফয়সলা অন্যথা করি এবং উক্ত দেনার নিমিত্ত হরিপ্রিয়াকেই কেবল দায়ী স্থির করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৫ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৭ সালের ১৮৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি গোলাঘাটের মুনসেফ শ্রীযুক্ত আদুরাম বড়ুয়ার ১৮৫৪ সাল ৫ জানুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী সংশোধন করিয়া শিবসাগরের সদর আমীন শ্রীযুক্ত যদুনাথ শরমেলিয়া রাজা ১৮৫৫ সালের ৫ মে তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অন্যথাতে খাস আপীল।

সেখ খুবরওয়াজ (বাদী) ———————————আপেলান্ট।

মোসম্মাৎ রূগসথানী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেন্টগণ।

আপেলান্ট ও রেস্পাণ্ডেন্টগণ উভয় পক্ষেই সর্টিফিকেটের দ্বারা।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৭ সালের ১৩ ফিব্রুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

" বাদী দরখাস্তকারী আপন স্ত্রী পাইবার নিমিত্ত নালিশ করে। এই মোকদ্দমার ঘটনা সকল যাহা সাব্যস্ত হওয়া অধীন আদালতহায় স্থির করিয়াছেন তাহা এই, যথা, বাদী যে স্ত্রীলোকের প্রতি দাবি করিতেছে তাহাকে সে রীতিমত বিবাহ করিয়া তদ্দ্বারা সে দুইটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছে, পরে সেই স্ত্রীলোকের পীড়া হইবায় তাহার সুস্থতা জন্য সে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু সে আরোগ্য হইয়া পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আইসে না এবং তাহার পিতা মাতা অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ এই প্রতিবাদির সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ দিবায় সে ব্যক্তি এক্ষণে তাহাকে ফিরিয়া দিতে অস্বীকার করে। অধীন আদালতহায় হুকুম দিয়াছেন যে বাদী তাহার স্ত্রীকে পাইবে অথবা তাহার পরিবর্তে ১২ টাকা খোসারাক পাইবে। প্রতিবাদির প্রতি এই রূপ পরিবর্তনের আদেশ দেওয়া হইবায় বাদী তাহার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে আপীল করিবায় ১৮৫৩ সালের ১৫ মার্চ তারিখে এই রায় সহকারে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হয় যে আরজির লিখিত প্রার্থনার বিপরীতে সদর আমীনের হুকুম হইয়াছিল এবং আদেশ দেওয়া হয় যে উত্থাপিত দাবি ধার্য্যের প্রতি আবদ্ধ থাকা সদর আমীনের উচিত। যাহা হউক এই হুকুমে সদর আমীন পুনরায় এই রূপ হুকুম দিয়াছেন যে বাদী তাহার স্ত্রীকে পাইবে যদিস্যাৎ সে তাহার সহিত যাইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ৫০ টাকা খোসারাক সে পাইবে। আরজীর লিখিত কথা সকলানুযায়ী আপন স্ত্রী পাইবার ডিক্রী তাহাকে না দিবার কারণ তিনি এই দর্শান যে যে ব্যক্তির নিকট সে এক্ষণে আছে তাহার দ্বারা তাহার এক সন্তান উৎপত্তি হইয়াছে। সেই স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টি ব্যতীত তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ার এক হুকুম দেওয়া উচিত কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি এবং এই মোকদ্দমার অবস্থা সকলানুযায়ী আমরা আদেশ দেই যে এই মোকদ্দমা এক বিশেষ নথিতে স্থাপন করিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তাহা উপস্থিত করা হয়"।

বাদী আপন স্ত্রী পাইবার জন্য নালিশ করে, ঐ স্ত্রীর দ্বারা তাহার দুইটি সন্তান হয় এবং সে পীড়িতা হইয়া কিছুদিনের নিমিত্ত পিত্রালয়ে গমন করিবায় তাহার পিতা মাতা অপর এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছে, তাহাতে সে এক্ষণে বাদির নিকট ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিবায় বাদী উহার দ্বিতীয় স্বামীর নিকট হইতে উহাকে ফিরিয়া চাহিতেছে।

অধীন আদালত হুকুম দেন যে বাদী আপন স্ত্রীকে পাইবে অথবা সে যদি তাহার নিকট ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করে তবে বাদী ৫০ টাকা খোসরাক পাইবে।

অবধারিত হইল যে এই খাস আপেলান্ট ও তাহার স্ত্রীর সহিত

বিচার।

বিবাহ হয় তাহা সপ্রমাণ হইবায় স্বামীর পরিত্যাগ করা ব্যতীত কি তাহাদিগের পরস্পর সম্মতি ব্যতীত ঐ স্ত্রী যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তাহা কোন কার্য্যের নহে এবং এআদালতেরমজীর সকল অনুযায়ী আপন স্ত্রীর দেহ পাইবার জন্য খাস আপেলান্ট যে দাবি করে তাহা তাহার স্ত্রী তাহার নিকট ফিরিয়া যাইতে অনেচ্ছুক হইলেও আইন সঙ্গত রূপে গ্রাহ্যনীয় আরও অবধারিত হইল যেহেতু খাস মোকদ্দমায় বাদির স্ত্রীর ইচ্ছা অনেচ্ছার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া শুদ্ধ সেই স্ত্রীর দেহের অধিকারের ডিক্রী বাদীকে দেওয়া এবং এমতে তাহার পূর্ব বিবাহিত স্বামীর সংসর্গ করণ পক্ষে তাহাকে বাধ্য করা অধীন আদালতের উচিত ছিল। এমতে অধীন আদালতের ডিক্রী সংশোধিত হইল। আর খরচা খাসরেস্পণ্ডেন্ট হুজাতের জিম্মা হইল।

অধীন আদালতহায় অবধারণ করিয়াছেন যে এই দরখাস্তকারির সহিত তাহার স্ত্রী যে বিবাহ হইয়াছিল তাহা রীতিমত সপ্রমাণ হইয়াছে, অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেং যে স্বামী পরিত্যাগ করা ব্যতীত কি তাহাদিগের পরস্পর সম্মতি ব্যতীত দরখাস্তকারি স্ত্রী যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছে তাহা কোন কার্য্যের হইতেছে না এবং আপন স্ত্রী দেহ পাইবার জন্য দরখাস্তকারী যে দাবি করে তাহা তাহার স্ত্রী তাহার নিকট ফিরি যাইতে অনেচ্ছুক হইলেও আইন সঙ্গত রূপে গ্রাহ্যনীয় হইতেছে। রেস্পাণ্ডেন্ট এ খার বিরুদ্ধে আপেলান্টগণ মোসম্মাৎ আমিনা প্রভৃতির মোকদ্দমায়* এবং মোসম্মা হিজন ও বনান আলী খাঁর বিরুদ্ধে আবদুল নবাবের মোকদ্দমায়* এ আদালত কর্তৃ এই রূপ অবধারিত হইয়াছে।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে মূল বিধি ও ১৮৫৩ সাল ১৫ মার্চ তারিখের আদালতের পূর্ব্বের হুকুম অনুযায়ী বাদির স্ত্রীর ইচ্ছা অনেচ্ছার প্রতি দৃষ্টি না করি শুদ্ধ সেই স্ত্রীর দেহের অধিকারের ডিক্রী বাদীকে দেওয়া এবং এমতে তাহার পূ বিবাহিত স্বামীর সংসর্গ করণ পক্ষে তাহাকে বাধ্য করা অধীন আদালতহায়ের উচি ছিল। এবিচারে আমরা অধীন আদালতের ফয়সলার ঐ অংশ যাহাতে উক্ত স্ত্রী তাহার স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাওয়া অস্বীকার করা অনুমানে ৫০ টাকা খেসারাতে ডিক্রী দেওয়া হয় তাহা অন্যথা করিয়া সেই ফয়সলার ঐ অংশ যাহাতে আপন স্ত্রী দেহের অধীকারের ডিক্রী বাদীকে দেওয়া হয় তাহা বাহাল করিলাম। অধীন আদালত হায়ের এবং এই খাস আপীলের খরচা খাস রেস্পাণ্ডেন্ট খাস আপেলান্টের স্ত্রী পিতা হুজাতের জিম্মা হইল ইতি।

---

* চুম্বক রিপোর্ট বহির ৭ বালমে ২১ পৃষ্ঠা।

* চুম্বক রিপোর্ট বহির ৮ বালাম ২০০ পৃষ্ঠা।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৬ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৩ সালের ৩৭১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকে সাহেবের ১৮৫৩ সাল ১৪ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে আরেতা আপীল।

হরশঙ্কর মজুমদার প্রভৃতি (বাদীগণ)———— আপেলাণ্টগণ।
মেং এল, রেনী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু বংশীবদন মিত্র-আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও মেং আর, নরিশ সাহেব—রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ৯৯:৪৫৯৫ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

পরগণা বিশাহিমপুরের অন্তঃপাতি তরফ দুর্গাপুরের মধ্যে চর গঙ্গাপ্রসাদের শামিল ১৫২।।০ বিঘা ভূমির দখলের নিমিত্ত বাদী হরশঙ্কর মজুমদার প্রভৃতি ১৮৫২ সালের ২৮ ফিব্রুয়ারি তারিখে লুইস, রেনী প্রভৃতির নামে নালিশ করে।

বাদীগণ কহে যে যৎকালে গবর্ণমেণ্ট চর পঞ্চাশ হাজারি নামে কতকগুলিন ভূমি বাজেআপ্ত করেন তৎকালে এক্ষণকার নালিশি ভূমি ঐ সকল বাজেআপ্তি ভূমির শামিল হয়। ১৮৪১ সালের ৩০ নবেম্বর তারিখে খাস কমিসনরের নিকট আপীল করিলে ঐ সকল ভূমি বাদীগণের চর গঙ্গাপ্রসাদের একাংশ বলিয়া বাদীগণকে ছাড় দেওয়া হয়। বাঙ্গালা ১২৫২ সালে চর পঞ্চাশ হাজারির ইজারদার প্রতিবাদী মেং রেনী সাহেব চর গঙ্গাপ্রসাদের শামিল ৬০৫৩ বিঘা ভূমির প্রতি দাবি দেয় এবং ঐ মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আকট অনুযায়ী উপস্থিত হইবায় ইংরাজী ১৮৪৭ সালে মাজিষ্ট্রেট ও সেসিয়াম জজ্‌ সাহেবান কর্তৃক রেনী সাহেবের দখল কাএম হয়। তদনন্তর অপর ভূমি সকল সম্বন্ধে এই বাদী ও মহম্মদ সাএল এবং এসমেলের মধ্যে আর এক বিরোধ উপস্থিত হইবায় ১৮৪০ সালের ৪ আকট অনুযায়ী মহম্মদ সাএল ও এসমেলকে দখলের ডিক্রী দেওয়া হয়। এই ব্যক্তিদিগের পক্ষে ডিক্রী হওয়া ভূমির দখল করা কালীন তাহারা রেনী সাহেবকে ইজারা দেওয়া ৬০৫৩ বিঘার মধ্যে ১৬ বিঘা ভূমি দখল করিয়া বাদির ভূমির অবশিষ্ট ৪৪৫৩ বিঘা রেনী সাহেবের দখলে রাখে। রেনী সাহেব চর গঙ্গাপ্রসাদের যে সকল ভূমি পূর্ব্ব দখল পাইয়াছিল তাহা সুদ্ধা সে অপর কএক ব্যক্তির সহিত একযোগে

গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের শামিল বলিয়া প্রতিবাদীগণ বাদীগণকে ১০২।।০ বিঘা ভূমি হইতে বেদখল করিবায় বাদীগণ ঐ ভূমি তাহাদিগের জমীদারী তরফ দুর্গাপুরের শামিল বলিয়া [illegible] ওয়াশিলাৎ তাহার দখলের জন্য নালিশ করে।

অবধারিত হইল যে বাদী

ঐ চরের ১০৭ বিঘা ভূমি ১২৪৩ সালের আষাঢ় বৈশাখে দখল অধিকার বাদী দুর্গাপুর জমীদারীর শামিল ১২২৮৩ বিঘা ভূমি হইতে রেনী সাহেব কর্তৃক একেবারে বেদখল হইয়া সেই ভূমি মায় ওয়াসিলাৎ পুনরায় পাইবার জন্য এই নালিশ করিতেছে।

প্রতিবাদী রেনী সাহেব বাদির দাবি অস্বীকার করিয়া কহে যে এক্ষণকার বিরোধীয় ভূমি তাহাকে ইজারা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের খাস মহল চর নূরজন দিয়ার শামিল এবং ইজারা সুরুৎ ঐ সকল বরাবর তাহার দখল আছে সুতরাং সে কস্মিন কালে ঐ সকল ভূমি হইতে বাদীগণকে বেদখল করে নাই, অতএব যে সকল ভূমি তাহাদিগের নহে তাহা পাইবার জন্য তাহাদিগের চেষ্টা করা হইতেছে মাত্র। অপর প্রতিবাদীগণ হাজির হয় নাই।

প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমা শুনানী কালীন আরজির লিখিত কতক গুলিন পোষকতা বর্জিত বোধ অগম্য বিষয় অনুমতি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া নীচের লিখিত কথায় ফয়সলা করেন যথা, " এমোকদ্দমায় দাখিলি দলীল দস্তাবেজাৎ এবং তাবৎ প্রমাণ সাবধান ও মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া ও পাঠ করিয়া আমি বিবেচনা করি যে বাদীগণ আপনাদিগের দাবি সাব্যস্ত করিতে পারে নাই, যদ্রূপ বলা হয় তাহারা কতক গুলিন ভূমি আপনাদিগের চর গঙ্গাপ্রসাদের শামিল বলিয়া দাবি করে কিন্তু উক্ত চরের শামিল বলিয়া ইতি পূর্ব্বে তাহাদিগের দখলে থাকা ভূমি সকল হইতে প্রতিবাদীগণ কর্তৃক তাহারা যে বেদখল হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কএক জন সাক্ষির জবানবন্দী যাহা দলীলি প্রমাণ দ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত যাহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না তাহা ভিন্ন অন্য কোন দৃঢ়প্রত্যয় জনক অথবা মাতবর প্রমাণ তাহারা দাখিল করিতে পারে নাই এহেতু তাহাদিগের বর্ত্তমান দাবি সাব্যস্ত হওয়া বিবেচিত হইতে পারে না"।

এহেতু প্রধান সদর আমীন বাদীগণের দাবি ডিস্‌মিস্‌ করেন।

বিচার।

প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা নথির প্রমাণের বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অধীন আদালতের বাদী অত্র আদালতে আপীল করিতেছে।

আদালত সমক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিরোধ এই যে বিরোধীয় ভূমি বাদীগণের জমীদারী তরফ দুর্গাপুরের শামিল চর গঙ্গাপ্রসাদের একাংশ কি তাহা প্রতিবাদীকে ইজারা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের খাস্ মহল চর নূরজন দিয়ার একাংশ।

১৮৪০ সালের ৪ আক্ট অনুযায়ী এক মোকদ্দমায় ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দেওয়া হুকুম প্রমাণ প্রতিবাদী নালিশি ভূমির একাংশের দখলীকার থাকিবায় প্রতিবাদীকে আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে বলিবার পূর্ব্বে বাদির কর্ত্তব্য যে ঐ সকল ভূমির প্রতি ও অবশিষ্ট ১০৭ বিঘা ভূমি যাহা হইতে বাদী কহে প্রতিবাদী কোন মোকদ্দমা ব্যতীত তাহাকে বেদখল করিয়াছে তাহার প্রতি আপন স্বত্ব সে সপ্রমাণ করে।

বাদী আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে দলীলি ও বাচনিক প্রমাণ আমাদিগের নিকট দাখিল করিয়াছে। দলীলি প্রমাণ এই যথা,ঢাকা জলালপুরের দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সাল ৮ জানুয়ারি তারিখের এক ফয়সলা,যাহা ৮২খুরদ ভূমি দখলের এক মোকদ্দমা যাহাতে এই মোকদ্দমার বাদির পিতা বাদী ছিল তাহাতে হয়। ১৮৪৩ সাল ১ জুলাই তারি-

[Marginal note:] ... দাবি করা ... হইতে ... তাহাদিগের বেদখল হওয়া ... সেই বেদখ ... তারিখ এবং তাহার পূর্ব্বে দখলী ... থাকা ... কে যে সাক্ষি ... জবানবন্দী দিয়াছে তাহা কোন বিশ্বাস যোগ্য দলীলি প্রমাণের দ্বারা পোষকতা প্রা... না হইবার ... তাহার উপর নির্ভর করা হ... পারে না এবং বাদীগণ ... প্রমা... পক্ষে ... সর্ব্বতো ... অব... নেই। ... চা ... অধীন আদা... লতের ফয়স... বাহাল হ...

খের ফরিদপুরের ডিপুটী কালেক্টরের এক রোবকারী ও ১৮৩৪ সালের ২ জুলাইর তারিখের এক জন পুলিশদারগার এক রিপোর্ট। কিন্তু একণকার বিরোধীয় বিশেষ ভূমি সম্বন্ধে ঐ সকল দলীল দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না এবং যখন চর গঙ্গাপ্রসাদের প্রতি-বাদির সাধারণ স্বত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি করা হয় নাই, কেবল উক্ত চরের অংশ স্বরূপ একণকার নালিশি ভূমির প্রতি তাহার স্বত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করা হইয়াছে তখন যেহ দলীল পূর্ব্বোক্ত বিষয় সপ্রমাণ করে ও শেষোক্ত বিষয় সপ্রমাণ করে না সে সকল দলীল আমাদিগের নিকট একণে উপস্থিত বিষয় সিদ্ধ করণ পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অযথেষ্ট সুতরাং অত্র মোকদ্দমায় বাদির দাখিলি দলীলি প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার হইবার তদ্দ্বার তাহার দাবির কিছু মাত্র সাহায্যতা হইতেছে না।"

বাদী ১০ জন সাক্ষী দিয়াছে তাহারা কহে যে বাদী বেদখল হইয়াছিল ও ঐ বেদখলের পূর্ব্বে এবং সেই তারিখে সে দখলীকার ছিল কিন্তু প্রধান সদর আমীন যদ্রূপ কহিয়াছেন ঐ রূপ প্রমাণ কোন দলীলি প্রমাণের দ্বারা পোষকতা প্রাপ্ত না হইবার তাহার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না এবং বাদী যে স্বত্বের কথা কহে তাহা সপ্রমাণ করণ পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে অযথেষ্ট। প্রমাণের মর্ম্ম যদ্রূপ পূর্ব্বে বলা গেল, তাহাতে আমরা বিবেচনা করি যে বাদী আপন দাবি সপ্রমাণ করিতে সর্ব্বতোভাবে অশক্ত হইয়াছে। এ বিধায়ে আমরা আপেলাণ্টগণের বিরুদ্ধে খরচা সুদ্ধা অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৬ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব
} জজ্।

১৮৫৫ সালের ২৮৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা সারণের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় ১৮৫৫ সালের ৩০ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অন্যথাভিতে জারেতা আপীল।

নাবালক রূপনারায়ণ সিংহ ও লালনারায়ণ সিংহের মাতা ও অছি মোসম্মাৎ খিয়ন কুঁওর (প্রতিবাদিনী)——— } আপেলাণ্ট।

অমৃতরায় ও অপর এক ব্যক্তি (বাদীগণ) ও বাবু মোদনারায়ণ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ———আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।

মুনসী আমীর আলী ও বাবু রমাপ্রসাদ রায়—রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।

কোং ১৩৪৯৬৸৶৩ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়। এক খণ্ড ভূ

এই মোকদ্দমার প্রথম বাদী বাবু শিও গোলাম সাহু, সে ব্যক্তি কহে যে গুপ্ত সাহু মে দেওয়া এ প্রভৃতির নিকট হইতে এই বিরোধীয় খত সে ক্রয় করে। ১৮৩৫ সাল ১২ আগষ্ট তারি- ক ইজারায়

থেরু এক পেশগী দলীল মুরুক প্রাপ্য আবশ্যু ৬৬০০ টাকা ও তাহার সুদ পাইবার জন্য এই নালিশ হইতেছে।

আরজীতে লেখে যে উল্লেখিত খত প্রধান তিন জন ভ্রাতা ১৩৫০০ টাকা কর্জ্জ করে, তন্নিমিত্ত তাহারা মৌজা পত্তীর বুকম ।/৬৮ অংশ ইজুক ফসলি, ১২৪৩ নাগাএদ ১২৪৭ সাল ইজারা দেয়, ৩০৮১ টাকা তাহার জমা ধার্য্য হয়, তন্মধ্যে ১২৬৬ টাকা খাজানা স্বরূপে মালিকগণকে দেয় ছিল, অবশিষ্ট টাকা উক্ত কর্জ্জের সুদ স্বরূপে মহাজনেরা পাইত, কিন্তু ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ১১ জুন মোতাবেক ফসলি ১২৪৫ সালের ৩ আষাঢ় তারিখে উক্ত তিন ভ্রাতার বিষয় বাকী খাজানার নিলামে বিক্রয় হইবায় তদনুযায়ী মহাজনেরা বেদখল হয়। বর্ত্তমান বাদী তৎকালে ঐ দলীল ক্রয় করিয়া দেনদারদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। উক্ত দলীলের ইষ্টাম্প অনুপযুক্ত মূল্যের হওয়া প্রযুক্ত একবার নমঞ্জুর হওয়ায় ঐ মোকদ্দমা বহুকাল চলিতে থাকে এবং বর্ত্তমান মোকদ্দমা মুলতবী থাকা কালীন দাবির এক তেহাই অংশ সম্বন্ধে বাদী তিন ভ্রাতার একের সহিত আপস করিবায় অপর ভ্রাতাগণের উত্তরাধিকারীগণের বিরুদ্ধে অধীন আদালতে অবশিষ্ট দুই তেহাই অংশের ডিক্রী হয়। কিন্তু উক্ত দলীলের শর্ত্ত সকল অনুযায়ী মালিকদিগের প্রাপ্য খাজানা তাহা হইতে বাদ দেওয়া হয়, যেহেতু মালিকগণকে তাহা দেওয়া বাদী সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।

যে তিন ভ্রাতা ঐ করার লিখিয়া দেন তাহাদিগের মধ্যে এক জন বিষ্ণু দেও নারায়ণের নাবালক উত্তরাধিকারীগণের মাতা ও অছি মোসম্মাৎ খিদন কুঙরই কেবল ঐ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে। সে ব্যক্তি আপীলে ওজর দেয় যে যে ব্যক্তি প্রথমে এই দাবি উপস্থিত করে আপেলাণ্ট তাহাকে হাজির হইয়া অধীন আদালতে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত শমন দেয়, তাহাতে সে ব্যক্তি সেই পরওয়ানা কিছু কালের নিমিত্ত এড়াইয়া পরে আদালতে হাজির হইয়া কহে যে সে ঐ স্বত্ত্ব অমৃত রায়কে বিক্রয় করিয়াছিল সুতরাং এই মোকদ্দমার লিপ্ত ব্যক্তি সে আর ছিল না। বলা হইয়াছে যে প্রতিবাদির পক্ষে সাক্ষী স্বরূপে জবানবন্দী দেওয়া এড়াইবার জন্য সে এই রূপ করে।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে যখন উক্ত দলীল লেখা হয় তখন বিষ্ণু দেও নারায়ণ নাবালক ছিল সুতরাং সেই দলীল দ্বারা সে ব্যক্তি আবদ্ধ হইতে পারে না।

তৃতীয় দাবির দুই তেহাই অংশের ডিক্রী দুই ভ্রাতার বিরুদ্ধে একত্রে ও প্রত্যেকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যে এক ভ্রাতা এক তেহাই অংশের আপস করে তাহাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য বাদী এই বলিয়া আদালতে দরখাস্ত করে যে প্রত্যেক ভ্রাতা উক্ত দেনার এক তেহাএর নিমিত্ত দায়ী ছিল, অতএব ঐ রকমে ডিক্রী হওয়া উচিত ছিল না, আর দাবি করা আসল টাকা হইতে কতক বাদ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু যে টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার সুদ পাইবার কোন আদেশ আপেলাণ্টের প্রতি দেওয়া হয় নাই।

আপেলাণ্টের দত্ত ওজর সকল, তাহার উকীলের হেতুবাদ ও নথির যে প্রমাণ উকীল মজকুর আদালত সমীপে দাখিল করিতে ইচ্ছা করেন আদালত এতাবতের প্রতি প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিতেছেন যে অধীন আদালতের ফয়সলায় হস্তার্পণ করিবার কোন উত্তম কারণ তাঁহাদিগকে দর্শান হয় নাই। প্রথম বাদী শিও গোলাম লাল্ল এই নালিশী দলীলে যে স্বত্ত্ব ছিল তাহা বিক্রয় করিবার প্রতি তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, ঐ বিষয়ে যুক্তি কেবল এই কথা উঠিতেছে যে যখন শিও গোলাম লালকে আপেলাণ্টের পক্ষে শমন দেওয়া হয় তখন সে ব্যক্তি হাজির না হওয়ায় ও অধীন আদালতে জবানবন্দী

[illegible] যদিও [illegible] নামক বা [illegible] ক নামক [illegible] নিকট [illegible] ক্রয় ক [illegible] পরে তা। [illegible] দেনদার। [illegible] নামে নালিশ করি য়াছে তথাপি মোকদ্দমার অ বস্থা সকল অ নুযায়ী উক্ত দেনদারদিগে র মধ্যে এক জনের পক্ষে সাক্ষী স্বরূপে ঐ ক নামক ব্যক্তির জবান বন্দী দিবার কোন ক্ষমতা [illegible] [illegible] [illegible] ব্যক্তির [illegible] অন্যথা [illegible] পক্ষে কোন প্রসিদ্ধ বিষয়ে উক্ত দেনদারকে দায়ী করিতে পারে না। যে নাবালক ব্যক্তি উক্ত দলীল লিখিয়া দেয় তাহাদিগেরও [illegible] যে নাবালক থাকার যে ও জর দেওয়া হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য হইল কারণ অধীন আদালত এক

দিবার জন্যায় কোন রকমে আপেলান্টের রক্ষার উপায়ের বাধা হইয়াছে কি না। কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ বিষয়ে এরূপ জবানবন্দির আবশ্যক হইয়াছিল তাহা দর্শান হয় নাই। আপেলান্ট উক্ত ব্যাপার একেবারে অস্বীকার করে এবং উক্ত একরার অনুযায়ী তাবৎ ... হইতে বিষ্ণু দেও নারায়ণ ও তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিষ্কৃতি পক্ষে বিষ্ণু দেও নরায়ণের নাবালগির ওজর যের কিন্তু উক্ত দলীল রেজেষ্টরী করা হইয়াছিল ও বিষ্ণু দেও নারায়ণের সমক্ষে তাহা যে লেখা হইয়াছিল তাহা স্বাক্ষরিত সাক্ষী সকলের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে এবং ঐ দলীলের লিখিত সর্ত্ত সকল অনুযায়ী উক্ত মৌজার দখলীকার মহাজনেরা যে ছিল তাহা অস্বীকার করা হয় নাই। আমার নিকট উপস্থিত এই সকল ঘটনা অনুযায়ী উক্ত দলীলের অকৃত্রিমতা বিষয়ে অধীন আদালতের মতে আমাদিগকে ঐক্য হইতে হইতেছে। শিও গোলাম সাহু যে ব্যক্তি পরে ঐ দেনা ক্রয় করে তাহার জবানবন্দির দ্বারা ঐ দাবি অন্যথা করণ পক্ষে আপেলান্টের যে কি রূপ সাহায্য হইতে পারিত তাহা অনুধাবন করা সুকঠিন। আপেলান্টের উকীল কহিতেছেন যে উক্ত বিক্রয় সপ্রমাণ করিতে তাহাকে বলা হয় কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না; অতএব শিও গোলামের জবানবন্দী না দেওয়ায় কোন রকমে আপেলান্টের রক্ষার যে ব্যাঘাত হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না, এহেতু উত্থাপিত প্রথম আপত্তি অমূলক হইতেছে।

আপেলান্ট কর্ত্তৃক দেওয়া নাবালগির ওজর বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে উক্ত দলীল লেখার তারিখে বিষ্ণু দেও নারায়ণের বয়স ঠিক কত ছিল তাহা বিশেষ করিয়া লেখা হয় নাই, এতদ্বিষয়ে অধীন আদালত তত্রত্য দাখিলি প্রমাণের উপর নির্ভর মতে ধার্য্য করিয়াছেন যে তৎকালে বিষ্ণু দেও নারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যে হেতুর উপর নির্ভর মতে উক্ত অবধারণ হইয়াছে তাহা অন্যথা করিতে আপেলান্টের উকীল কোন চেষ্টা করে নাই।

সমুদয় টাকার নিমিত্ত উভয় প্রতিবাদীকে সমভাবে দায়ী করিয়া যে রূপে ঐ ডিক্রী হইয়াছে তাহার সাধারণ ফলের প্রতি যে আপত্তি করা হয় তাহা বাদির কোন এরূপ প্রকাশ্য ইচ্ছার দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই যে ঐ দেনার স্বতন্ত্র২ অংশের নিমিত্ত উক্ত দুই ভ্রাতা উত্তরাধিকারীগণ স্বতন্ত্র রূপে দায়ী হইবে, সুতরাং এমন কোন হেতু ছিল না যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া অধীন আদালত তাহাদিগের প্রত্যেকের অংশ এরূপ স্বতন্ত্র ও বিশেষ করিয়া দিতে পারিতেন এবং কএক ব্যক্তি একত্রে টাকা কর্জ্জ করিলে তাহার নিমিত্ত তাহারা সকলেই একত্রে দায়ী এই সাধারণ বিধি অনুযায়ী উক্ত ডিক্রী হইয়াছে।

অধীন আদালতের ডিক্রী যাহাতে বাদী দখলীকার থাকা কালীন যে খাজানা সে আদায় করিয়া লইয়াছে সমস্ত তাহা বাদ দিয়া আসল এত টাকা ও ঐ আসল অপেক্ষা সুদ অধিক হইবায় তাহার তুল্য মুল্য সুদ পাইবার হুকুম বাদীকে দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন অংশের প্রতি হস্তার্পণ করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না, কিন্তু প্রতিবাদিনী আপেলান্ট কেমন করিয়া আর অধিক বাদ পাইতে পারে তাহার কিছুই আমরা দেখিতেছি না।

এই আপীলের খরচা আপেলান্টের জিম্মা হইল ইতি।

বিষয়ে দাখিলি প্রমাণের উপর নির্ভর মতে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। যদি ও ধ তিন জন পাট্টাদাতার মধ্যে এক জনকে আসল দাবির এক তেহাই অংশ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে, কিন্তু সে এমত ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই যে ঐ দেনার স্বতন্ত্র২ অংশের নিমিত্ত অপর দুই জনকে সে দায়ী করে এবং দুই তেহাই অংশের নিমিত্ত তাহাদিগকে একত্রে ও প্রত্যেককে দায়ী করিয়া ডিক্রী দিবায় অধীন আদালত ঠিক করিয়াছেন। আসল অপেক্ষা যে সুদ অধিক হইয়াছিল তাহা খরচা বি হইতে বাদ দেওয়া গেল। অধীন আদালতের হুকুম বাহাল হইল।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৬৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা কামরূপের সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু গুরগরাম বড়ুয়া রায়ের ১৮৫৫ সাল ২৭ আপ্রিল তারিখের এক ডিক্রী বাহাল করিয়া ঐ জেলার একটিং প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিসনর শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট, টি, ল্যায় সাহেব ১৮৫৫ সালের ৩০ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

নেপো তালুকদার (প্রতিবাদী)——————— আপেলাণ্ট।
খগিরাম কালিতা (বাদী)——————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু বংশীধন মিত্র——————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়——————————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত এ, ডিক ও শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৬ ফিব্রুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"এই ওজরে এই দরখাস্ত করা হইয়াছে যে ছোট লোক বলিয়া গালি দেওয়া ও হাত ধরিয়া বাটীর বাহির করিয়া দেওয়া হেতুতে হরমত বাহার যে নালিশ করা হয় তাহা ডিস্মিস্ হওয়া উচিত ছিল কি না, যে হেতু উল্লেখিত অপমান এরূপ অপমান বলিয়া গণ্য হইতেছে যে ফৌজদারি আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে।

"ডিক্রী পাঠ করিয়া আমরা দেখিতেছি যে দরখাস্তকারী যে সকল কথা কহিয়াছে তাহা সত্য; অতএব উক্ত ফয়সলা অন্যথা হওয়া ও এই নালিশ ডিস্মিস্ হওয়া উচিত কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

বাদী যে অপমানের প্রতীকার ফৌজদারি আদালতে পাইতে পারিত তাহার নিমিত্ত হরমত বাহার যে নালিশ সে করে তাহা বিচার করণে ১৭৯৩ সালের ৩ আইন ১৮ ধারার লিখিত কথা সকল অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ছিল না এই কথা সূত্রে এ মোকদ্দমায় এই খাস আপীল হইয়াছে। আমরা সম্প্রতি ১৮৫৭ সালের ১৯ মার্চ তারিখে লক্ষীনারায়ণ চৌধুরির মোকদ্দমায় অবধারণ করিয়াছি যে উল্লেখিত ধারার দ্বারা এরূপ কোন নালিশের বাধা হয় না। সাধারণের প্রতি ব্যাপি জনক অপমানের বিচার ফৌজদারি আদালত করিতে পারেন কিন্তু এই বাদী দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া যে অপমানের প্রতীকার চেষ্টা করিতেছে তাহা এক বিশেষ ব্যক্তির প্রতিপক্ষে হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে নালিশের অভিপ্রায় সাধারণের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের দণ্ড করা, কিন্তু শেষোক্ত স্থলে বাদির নালিশের অভিপ্রায় যে যে অপমান সে সহ করিয়াছে তাহার নিমি

হাত ধরিয়া বহু লোকের সম্মুখে ছোট লোক বলিয়া বাহির করিয়া দিবার সেই অপমানের জন্য হরমত বাহার এক নালিশে ১৮৫২ সালের ৩১ মে তারিখে নিষ্পন্ন রাজনারায়ণ চৌধুরির মোকদ্দমায় দুই জন জজকর্ত্তৃক ইতি পূর্ব্বে যে এক বিধি হয় তাহার অসম্মতিতে অবধারিত হইল যে এরূপ কোন মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত বিচার

খেসারৎ পাওয়া। কোন বেখান কারণ অনুযায়ী এমত বলা যাইতে পারে না যে এরূপ এক নালিশ গ্রহণ করিয়া আমরা ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতার প্রতি হস্তার্পণ করিতেছি।

রাজনারায়ণ চৌধুরির মোকদ্দমা যাহা ১৮৫২ সালের ৩১ মে তারিখে এ আদালতের দুই জন জজ কর্তৃক নিষ্পন্ন হয় তাহাতে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে সত্য বটে যে সুদ্ধ অপমান অর্থাৎ প্রহার ব্যতীত অপমান ইহার নালিশ সকল ফৌজদারি আদালতের বিচার্য্য কিন্তু ঐ নিষ্পত্তি কামাল এজলাসে হয় নাই, সুতরাং তাহাতে আমরা সম্মত হইতে পারি না বরং আমরা এমত বিবেচনা করিতেছি যে সুদ্ধ অপমানের মোকদ্দমা সকল যাহাতে সহকারির কেবল মনের বেদনা হইয়াছে মাত্র সে সকল মোকদ্দমায় প্রতীকার দেওন পক্ষে দেওয়ানী আদালতের সর্ব্বাগ্র ক্ষমতা আছে। মাজিস্ট্রেট সাহেব কেবল সাধারণের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন তাহার ভঙ্গ হইলেই তদ্বিষয়ের বিচার তিনি করিবেন, যাহা এরূপ মোকদ্দমা সকলের সহিত তুলনায় অতি সামান্য কিন্তু জজ সাহেব বাদী প্রতিবাদির কথা সকল বাদির সামাজিক মানের হানি এবং সেই বিশেষ ব্যক্তিদিগের অন্যান্য অবস্থা সকল যাহা মাজিস্ট্রেট সাহেব বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন না সে সকলের বিচার করিয়া অপরাধের পরিমাণে মাজিস্ট্রেট সাহেব অপেক্ষা ঠিক দণ্ড দিতে তিনি সক্ষম হয়েন আর বাদির পক্ষে ক্ষতি পূরণের ডিক্রী তিনি দেন কিন্তু ফৌজদারি আদালত তাহা কোন মতেই দিতে পারেন না।

লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরির মোকদ্দমায় আমরা যে বিধি করিয়াছি যে কোন ব্যক্তি আপন দেহ বা মানের বিষয়ে কোন ক্ষতি সহ করিলে সে ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারে এবং কোন ব্যক্তির দৈহিক নির্ব্বিঘ্নতার স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করা আইন সঙ্গত হানি বলিয়া গণ্য হয় তদনুযায়ী কাম রূপের প্রধান আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সাহেব এই নালিশ বিচারে গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না। এবিধায়ে আমরা তাঁহার ফয়সলা বাহাল করি এবং খরচা সুদ্ধা এই আপীল ডিস্‌মিস্ করি ইতি।

করিতে পারেন এবং ১৮২৩ সালের ৩ আইন ১৮ ধারার বিধি সকল অনুযায়ী তাহার বাধা হয় না।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব }
এ, স্কোনস সাহেব } জজ।

১৮৫৬ সালের ১২৫৬ নম্বরী দরখাস্ত।

শ্যামাচরণ মিত্র প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণমোহন দাস প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা বাখরগঞ্জের সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিতের ১৮৫৫ সাল ১০ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলা বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৬ সালের ২৮ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় কৃষ্ণমোহন দাস প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ৩১ আক্টোবর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

এক ডিক্রী জারির নিলাম অন্যথা এবং বাদীগণ তাহাদিগের খ... দি দেনদার

বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় } দরখাস্তকারীগণের উকীলদ্বয়।
মৌলবী সৈএদ মহম্মদ হোসেন—প্রতিপক্ষের উকীল।

প্রতিবাদীগণের মধ্যে উক্ত ডিক্রী জারির নিলামের পূর্ব্বে ঐ ভূমিতে যে স্বত্ব ছিল তাহা ধার্য্য করিবার প্রার্থনায় নালিশ হওয়ায় ঐ ডিক্রী জারির নিলাম সিদ্ধ স্বীকার করা হইয়াছিল বলিয়া শেষোক্ত বিষয়েরবিচার করিবার জন্য মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠান হইল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

আমাদিগের নিকট একণে উপস্থিত এই নালিশ জেলা ঢাকার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক হওয়া এক ডিক্রী জারির নিলাম অন্যথা করিবার জন্য করা হয়। উভয় বাদীই একত্রে দেনদার ছিল। ঐ বিক্রয় অন্যথা সেওয়ায় প্রথম দরখাস্তকারীরা এক খোস-কওবালায় বিক্রয় যাহা ১২৩৯ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাহাদিগের পিতারামচন্দ্র দাসেরনামে কি তৎকর্ত্তৃক ও সরস্বতী কর্ত্তৃক ধনঞ্জয়, কৃষ্ণকিঙ্কর ও নিয়ানন্দকে বিক্রয় করা তাহাও অন্যথা করিবার জন্য নালিশ করে।

উভয় দরখাস্তকারীরাই প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার প্রতি আপত্তি করিয়াছে কেননা তদ্দ্বারা তিনি ঐ ডিক্রী জারির নিলামের সিদ্ধতা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রথমে ওজর দেওয়া হয় যে বিক্রীত মহলের ভূমি সকল যখন বাখরগঞ্জ ও ঢাকা এই দুই জেলার অন্তঃপাতি তখন জেলা বাখরগঞ্জের জজ আদালতে যদ্রূপ নিলামের এস্তাহার দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপ জেলা ঢাকার জজ্ আদালতেও দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় আইনানুযায়ী ইহা আবশ্যক করে না কারণ আইনের মর্ম্ম এই যে যে জেলায় ঐ নিলাম হইবে সে জেলার দেওয়ানী আদালতে এস্তাহার দেওয়া হইবে।

পরে বলা হইয়াছে যে উক্ত নিলাম হওবার পূর্ব্বে ডিক্রীদারদিগের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইবায় ডিক্রী জারী স্থগিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এক জন ডিক্রিদারের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া আর ২ ডিক্রিদারগণ যে কেন ক্ষতি সহ্য করিবে তাহার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না। সরাসরী রিপোর্ট বহির লিখিত ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখে নিক্ষাম গণপত লালের মোকদ্দমা যাহাতে দুই জন ডিক্রীদারের মধ্যে এক জন ডিক্রী জারী করণ হইতে অবসর হইয়াছিল তাহার সহিত ঐ মোকদ্দমা যদিও সমান হইতেছে বটে কিন্তু ১৮৫৩ সালের রিপোর্ট বহির ১৩০ পৃষ্ঠার লিখিত পাঁচ জন জজ্ কর্ত্তৃক হওয়া এক ফয়সলা দ্বারা উক্ত হুকুমের মর্ম্ম রহিত হইয়াছে।

পরিশেষে যখন যাবদীয় নিলাম কার্য্য রীতিমত সম্পন্ন হইয়াছে তখন বিচার সাব্যস্ত দেনদারদিগের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হওয়ায় তাহার অসিদ্ধতা ঘটিবার কোন হেতু আমরা দেখিতেছি না।

প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার ঐ অংশ যাহাতে ডিক্রী জারির নিলামের সিদ্ধতা অবধারণ করা হয় তাহা হইতে খাস আপীলের কোন হেতু উৎপত্তি হওয়া আমরা দেখিতেছি না এবং তৎসম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার প্রতি আমরা হস্তার্পণ করি না কিন্তু প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার অপর অংশ যাহাতে খোস কওবালায় বিক্রয়ের বিষয় অবধারণ করা হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ হইতেছে। তাহাতে প্রধান সদর আমীনের এই রায় লেখা প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাদীগণ যে কোন স্বত্ব ভোগ দখল করিত যখন তাহা সমুদয় ডিক্রী জারির নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল তখন দাবির ঐ অংশের কোন নির্দ্ধারিত রায় লেখার প্রয়োজন ছিল না। ডিক্রী জারির নিলাম খরিদারের বিরুদ্ধে ইহা হইতেছে সত্য বটে কিন্তু আপনাদিগের সঙ্গি দেনদারদিগের বিরুদ্ধে আপনাদিগের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার এবং যে ভূমি ঐ ডিক্রী জারির নিলামের পূর্ব্বে তাহারা ভোগ করিয়াছে তাহার ওয়াসিলাৎ পাইবার চেষ্টা বাদীগণ করিতেছে। অতএব উক্ত ডিক্রী জারির নিলামের সহিত কোন

সংশ্রব না রাখিয়া এরূপ ধার্য্য করা প্রসিদ্ধ হইতেছে যে বাদীগণ কি ধনঞ্জয় প্রভৃতি যাহাদিগকে খোস কওয়ালায় ঐ ভূমি বিক্রয় করা হয় তাহাদিগের বর্ত্তমান প্রতিনিধিগণ উক্ত সম্পত্তির ঐ অংশের যথার্থ মালিক ছিল কি না।

উল্লেখিত আরজির শেষাংশ সম্বন্ধে প্রতিবাদীগণ শ্যামাচরণ প্রভৃতি আপীলের এক দ্বন্দ্ব ও তৃতীয় দরখাস্ত করিয়াছে। তাহারা দর্শায় যে যদ্রূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উক্ত বিক্রয় ১২৩৯ সালের ২০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে করা হয় কিন্তু ১২৬৯ সালে এই নালিশ করা হয়, তাহাতে তাহারা ওজর দেয় যে তামাদী আইন মুরুৎ বাদীগণের এই নালিশের বাধা হইতেছে এবং সদর আমীন এই হেতুতে বাদীগণের এই দাবি ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। যাহা হউক প্রধান সদর আমীন যখন ঐ খোস কওয়ালায় বিক্রয়ের গুণাগুণের প্রতি যদিও চূড়ান্ত নহে বিপক্ষ রায় দেন তৎকালে উক্ত খোস কওয়ালার প্রতি আপত্তি করিতে তামাদী আইনানুযায়ী বাদীগণ পারে না এই যে ওজর দেওয় হইয়াছিল তাহার প্রতি প্রণিধান তিনি করেন নাই। অতএব এই হেতু ও পূর্ব্বোল্লেখিত হেতুতে পুনর্ব্বিচার জন্য এই মোকদ্দমা আমরা প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠাই। খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট নিলাম খরিদারের খরচা এই দুই মোকদ্দমার দরখাস্তকারীরা দিবে ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ১২২৭ নম্বরী দরখাস্ত।

জগচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে শ্যামাচরণ মিত্র প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা বাখরগঞ্জের সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু নবীন কৃষ্ণ পালিতের ১৮৫৪ সাল ২০ জুন তারিখের ফয়সলা বাহাল করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৬ সালের ২৮ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় শ্যামাচরণ মিত্র প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ১ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমার ন্যায় ইহাও ফেরৎ পাঠান হইল।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান——দরখাস্তকারির পক্ষ উকীলদ্বয়।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও মৌলবী মহম্মদ হোসেন--প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

এই খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার হেতু সকল ও তাহাতে এ আদালতের নিষ্পত্তি পক্ষে ১৮৫৬ সালের ১২৫৬ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৭ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, জোন্স সাহেব } জজ্।

১৮৫৬ সালের ১৩২৫ নম্বরী দরখাস্ত।

উপরোক্ত মোকদ্দমার ন্যায় ইহাও ফেরৎ পাঠান হইল।

শ্যামাচরণ মিত্র প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণমোহন দাস প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় জেলা বাখরগঞ্জের সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিতের ১৮৫৫ সাল ১০ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলা সংশোধন করিয়া ঐ জেলার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ১৮৫৬ সালের ২০ জুলাই তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় শ্যামাচরণ মিত্র প্রভৃতি ১৮৫৬ সালের ৩১ আক্টোবর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু বংশীবদন মিত্র ও মুনসী আমীর আলী——দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীলদ্বয়।
মৌলবী মরহামৎ হোসেন ও বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়———— } প্রতিপক্ষের উকীলদ্বয়।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে এই দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিয়াছি এবং ১২২৬ ও ১২২৭ নম্বরী মোকদ্দমার লিখিত কারণ সকলানুযায়ী এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইয়াছি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩৪৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের ১৮৫৪ সাল ২৭ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী সংশোধন করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত জি, জি, মেকিন্টশ সাহেব ১৮৫৪ সালের ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বাদী)————আপেলাণ্ট।
শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতিবাদী)————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

একজন জজ শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স ও শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৯ জুলাই তারিখে এই মোকদ্দমার খাস আপীল পুনর্বিচার জন্য গ্রাহ্য হয়।

"এই খাস আপেলাণ্ট জমীদার হইতেছে এবং খাস রেস্পাণ্ডেণ্ট তদধীন পত্তনীদার। রেস্পাণ্ডেণ্টের পত্তনী তালুকের কতক গুলিন ভূমি রেলওয়ের নিমিত্ত লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছে যে উভয় পক্ষই রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে তাহার মূল্য পাইয়াছে এবং মালিয়ানা সদর খাজানা হইতে গবর্ণমেণ্ট জমীদারকে ৩৭/৫ টাকা রেহাই দিয়াছেন, পরে খাস আপেলাণ্ট এই রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে বাকী খাজানার নালিশ করিবায় রেস্পাণ্ডেণ্ট তাহার খাজানা হইতে ঐ ৩৭/৫ টাকা বাদ পড়িবার দাবি করে। সদর আমীন ও জজ সাহেব উভয়েই অবধারণ করেন যে সে ব্যক্তি ঐ টাকা বাদ পাইতে পারে। খাস আপেলাণ্ট ওজর দেয় যে জজ সাহেব পত্তনীদারের কবুলিয়তের লিখিত সর্ত্ত সকলের ভুল অর্থ করিয়াছেন কারণ তাহাতে লেখে যে রাস্তা পুলবন্দী ও অপর ক্ষতি সকলের নিমিত্ত পত্তনীদার কোন মিনাহ পাইবে না। খাস আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল কহেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইন ৬ ধারা অনুযায়ী কালেক্টর সাহেব এতদ্বিষয়ের মধ্যস্থ হইয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে সমুদয় রেহাই তাঁহার মওক্কেলই কেবল পাইবে, কিন্তু এরূপ হইয়াছিল কি না তাহা আমাদিগের নিকট এক্ষণে উপস্থিত কাগজাতে প্রকাশ পাইতেছে না। যদিস্যাৎ এরূপ হুকুম দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালতের ডিক্রির যে রূপ জোর হয় তাহা তাহাতে আছে, আর যদিস্যাৎ এরূপ কোন হুকুম না হইয়া থাকে তাহা হইলে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন মিনাহের দাবি দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে পারে। জমীদার কর্ত্তৃক উপস্থিত বাকী খাজানার এক নালিশে উক্ত কথার নিষ্পত্তি করণ ও সেই কবুলিয়ত অন্যথা করণ পক্ষে জজ সাহেব যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমাদিগের বিবেচনায় রীতি বিরুদ্ধ হইতেছে। অতএব জজ সাহেব আইনের বিরুদ্ধে এই বিষয় নিষ্পত্তি করিয়াছেন কি না তাহা বিচার করিবার জন্য আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করি"।

বিচার।

এক কবুলিয়ত অনুযায়ী বাকী খাজানার নিমিত্ত জমীদার খাস আপেলাণ্ট তাহার পত্তনীদার প্রতিবাদির নামে নালিশ করে, ঐ কবুলিয়তের অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে এই এক সর্ত্ত লেখা থাকে যে রাস্তা পুলবন্দী কি এরূপ কোন ক্ষতির নিমিত্ত পত্তনীদার খাজানার কোন মিনাহ পাইবে না। রেস্পাণ্ডেণ্ট তাহার জওয়াবে ওজর দেয় যে সে ব্যক্তি তাহার খাজানা হইতে ৩৭/৫ টাকা রেহাই পাইতে পারে যেহেতু যে বিষয় প্রতিবাদী পত্তনী লইয়াছে তাহার হিসাবে গবর্ণমেণ্ট সদর খাজানা হইতে ঐ টাকা জমীদারকে রেহাই দিয়াছেন।

অধীন আদালতদ্বয় প্রতিবাদির দাবি গ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমার স্পষ্ট অভিপ্রায় ইহাই হইতেছে যে বর্ত্তমান নালিশ যাহা এক কবুলিয়ত অনুযায়ী খাজানার নিমিত্ত হয় তাহাতে উক্ত দলীলের সর্ত্ত যাহা কেন হউক না প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত কথার বিচার আইন সঙ্গত রূপে হইতে পারে না। প্রতিবাদী কিছু এমত ওজর দিতেছে না যে উক্ত কবুলিয়ত অনুযায়ী সে তাহার পত্তনী খাজানার মিনাহ পাইতে পারে সে কহিতেছে যে রেলওয়ের নিমিত্ত লওয়া কতক গুলিন ভূমির হিসাবে গবর্ণমেণ্ট ১৮২৪ সালের ১ আইনানুযায়ী সদর খাজানার একাংশ বাদীকে রেহাই দিবায় প্রতিবাদী ঐ কবুলিয়তের সহিত কোন সংস্রব ব্যতীত তাহার পত্তনী খাজানার ঐ রূপ রেহাই ন্যায্য বিধি মতে পাইতে পারে। এই দাবি ন্যায্য হউক বা নাহউক বর্ত্তমান

বাদী এক পত্তনীদারের নামে বাকী খাজানার নালিশ করে, ঐ কবুলিয়তে অন্যান্য সর্ত্ত সকলের মধ্যে এই এক সর্ত্ত লেখা থাকে যে রাস্তা পুলবন্দী ও এরূপ ক্ষতির নিমিত্ত পত্তনীদার খাজানার কোন মিনাহ পাইবে না। পত্তনীদার আপন জওয়াবে তদ্বিষয়ে ওজর দেয় যে সে ব্যক্তি ৩৭/৫ টাকা তাহার খাজানা হইতে মিনাহ পাইবে কারণ যে বিষয় প্রতিবাদী পত্তনী লইয়াছে তাহার হিসাবে জমীদার ঐ টাকা সদর খাজানা হইতে মিনাহ পাইয়াছিল।

অবধারিত হইল যে বর্ত্তমান নালিশ যাহা এক কবুলিয়ৎ অনুযায়ী খাজানার নিমিত্ত হয় তাহাতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত কথার বিচার আইন সঙ্গত রূপে হইতে পারে না। এ দাবি ন্যায্য হউক বা. না

তাহা এক রূপ বিষয় হইতে উৎপাদিত হইয়াছে না বলিয়া তাহার ন্যায্যান্যায্যের অবধারণ বর্ত্তমান নালিশে হইতে পারে না।

অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা হইল এবং খরচা সুদ্ধা এই খাস আপীলের ডিক্রীহইল।

নালিশ হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ এক কথা ইহাতে উত্থান হইয়াছে এবং তাহা এরূপ বিষয় হইয়াছে যে ১৮২৪ সালের ৯ আইনানুযায়ী অধ্যক্ষ পুলিশের দ্বারা তাহা নিষ্পত্তি হইতে পারে না, তাহার বিচার নিষ্পত্তি করিবার বিশেষ ভার দেওয়ানী আদালতের হইতেছে।

এই অভিপ্রায়ে অনুযায়ী আমরা বিবেচনা করি যে অধীন আদালতদ্বয় তত্রত্য উপস্থিত মোকদ্দমার প্রতিবাদী কর্ত্তৃক দাবি করা মিনাহ পাইবার হুকুম তাহাকে দিয়া ভুল কার্য্য করিয়াছেন। এবিধায়ে ঐ মর্ম্মে অধীন আদালতদ্বয় যে হুকুম দিয়াছেন তাহা আমরা অন্যথা করি এবং খরচা সুদ্ধা এই আপীলের ডিক্রী দেই ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ৩৫০ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের ১৮৫৪ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী সংশোধন করিয়া ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত জি, ডি, মেকিণ্টস সাহেব ১৮৫৪ সালের ১৩ সেপ্তেম্বর তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বাদীগণের মধ্যে এক জন)——আপেলাণ্ট।
শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতিবাদী) ও রাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায় (বাদী)—— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত —— { রেস্পাণ্ডেণ্ট শিবচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়েরপক্ষ উকীলদ্বয়।

পূর্ব্বের মোকদ্দমা দৃষ্টি কর।

খাস আপীল গ্রাহ্য হওয়ার হেতু সকল এবং তাহাতে এ আদালতে নিষ্পত্তি পক্ষে ১৮৫৬ সালের ৩৪৯ নম্বরী মোকদ্দমা দৃষ্টি কর ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩৫১ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের ১৮৫৪ সাল ২৭ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী রূপান্তর করত ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত জি, জি, ম্যাকিন্টস সাহেব হাল মজকুরের ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বাদী)——————আপেলান্ট।
শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতিবাদী)——————রেস্পাণ্ডেন্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীলগণ।

এই খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের হেতু ও তৎসম্বন্ধে এ আদালতের বিচার ১৮৫৬ সালের ৩৪৯ নং মোকদ্দমায় দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্ব মোকদ্দমানুযায়ি করা।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৯ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৬ সালের ৩৫২ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা হুগলির সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের ১৮৫৪ সাল ২৭ ফিব্রুয়ারি তারিখের এক ডিক্রী রূপান্তর করত ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত জি, জি, ম্যাকিন্টস সাহেব হাল মজকুরের ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বাদী)——————আপেলান্ট।
শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রতিবাদী)——————রেস্পাণ্ডেন্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ——————রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষ উকীল।

এই খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের হেতু ও তৎসম্বন্ধে এ আদালতের বিচার ১৮৫৬ সালের ৩৪৯ নম্বরী মোকদ্দমায় দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্ব মোকদ্দমা [illegible]

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ১৪৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডেকষ্টা সাহেবের ১৮৫৪ সাল ফিব্রুয়ারি তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

বৈদ্যনাথ নারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা ও নাবালগ উত্তরাধিকারী নরসিংহ নারায়ণের মাতুল ও অছি ফকীর মিশ্রি (প্রতিবাদীগণ) ———— } আপেলাণ্টগণ।
মোসম্মাৎ চন্দ্রাবতী বহুড়িয়া (বাদিনী) ————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
মুনশী আমীর আলী ———————আপেলাণ্টগণেরপক্ষউকী
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ———————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল

বাদিনী এক হিন্দু বিধবা। সে মোকদ্দমার পূর্ব্বে ২০ বৎসরের অধিক কালাবধি আপন স্বামির সম্পত্তিতে অধিকারিণী থাকিয়া উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব প্রমাণ মালিক স্বরূপ নিজ নাম রেজেষ্টরী করণার্থ এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। ১৮২১ সালে সে উক্ত সম্পত্তিতে প্রথম উত্তরাধিকার করিয়া আপন নাম

আপন স্বামির ত্যাজ্য সম্পত্তি বিশেষের মালিক স্বরূপ আপন নাম কালেক্টরী রেজেষ্টরী করণার্থ উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব প্রমাণ ৩৭১২১॥৶০ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

বাদিনীর এজহার এই যে তাহার স্বামির অন্য দুই সহোদর ছিল কিন্তু তিন সহোদরের বিষয় সম্পত্তি পৃথক ও বিভাগ হইয়াছিল। পরে ফসলী ১১৩৪ সালে তাহার স্বামির মৃত্যু হইবায় সে স্বামির ত্যাজ্য সম্পত্তি উত্তরাধিকার করত সেই অবধি তাহা দখল করিয়া আসিতেছে; পরে স্বামির মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক স্বরূপ আপনার নাম কালেক্টরীতে রেজেষ্টরী করাইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবায় অন্য পক্ষরা, অর্থাৎ; প্রতিবাদীগণ যাহাদিগের প্রতিনিধি, তাহারা আপত্তি করত আপনাদিগের পক্ষে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব দাবি করে। ইহা কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক অথবা বিরোধীয় পক্ষদিগের মধ্যে আপসে ঐ কথা মীমাংসা না হইলে বাদিনীর নাম রেজেষ্টরী করিতে কালেক্টর সাহেব অস্বীকার করিয়া এই কহেন যে বাদিনী দখলীকারিণী থাকাতে এরূপ হুকুমে তাহার স্বত্ব স্পর্শিত হইতে পারে না। অতএব প্রতিপক্ষের স্বত্ব বিরুদ্ধে আপন স্বত্বের পরীক্ষানন্তর আপনার নাম রেজেষ্টরী করাইবার নিমিত্ত বাদিনী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

অধীন আদালতে প্রতিবাদীরা এই আপত্তি করিয়াছিল যে ১৮২৭ সাল ২১ মেতের তারিখে বাদিনীর দাবি অগ্রাহ্য পক্ষে কালেক্টর সাহেব হুকুম দেওয়াতে তামাদী আইন নালিশের প্রতিবন্ধক হইয়াছে; কিন্তু প্রধান সদর আমীন এই হেতুতে উক্ত আপত্তি নামঞ্জুর করেন যে স্বামির মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তিতে বাদিনী ঐ সালে উত্তরাধিকার করে। হাকীম মৌসুফ আরো অবধারিত করেন যে বাদিনীর স্বামির সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া পৃথক হইয়াছে, ও তাহার মৃত্যু হইলে বাদিনী উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব প্রমাণ তাহ

সমুদয় সম্পত্তি পাইয়া ২৪ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাহাতে দখলীকারিণী আছে, এবং যেমতে সম্পত্তি মজকুরের মালিক স্বরূপ আপনার নাম রেজেষ্টরী করণ পক্ষে সে হকদার; এবম্ভূত হেতুতে প্রধান সদর আমীন বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী দেন।

এরূপ নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া আপীলে প্রতিবাদীগণ যে সকল ওজর করে তাহার প্রধান এই যে বাদিনীর স্বামির ও তাহার সহোদরদিগের সম্পত্তি এজমালীতে আছে; তাহার বিভাগ হয় নাই; এবং যেমতে সম্পত্তি মজকুরে বাদিনীর কোন পৃথক স্বত্ব নাই; আর তাহার দখল সপ্রমাণ হইলেও গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে সে কেবল জীবনাবধি উপস্বত্ব ভোগী থাকিবে।

মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব হইতে২ আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীলকে নালিশের হেতু দর্শাইতে কহিবাতে তিনি এই বিতর্ক করিলেন যে যদিও কালেক্টর সাহেবের ১৮২৭ সাল ২৭ সেপ্তেম্বর তারিখের হুকুম বাস্তব নালিশের হেতু স্বরূপ হইতেছে বটে তথাপি রেজেষ্টরী করণ পক্ষে বাদিনীর হক সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ বিবাদ করাতে তৎকর্ত্তৃক এক বিরুদ্ধ স্বত্ব উত্থাপিত হইবায় বাদিনীর হকের বিবাদাশঙ্কা হইয়াছে; আর ঐ আশঙ্কা অদ্যাপিও থাকিবাতে নালিশের এক হেতু ক্রমাগত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোন ক্ষতি না হইলেও নিজ স্বত্ব আইন সঙ্গত নির্দ্ধার্য্য করণ জন্য যে কোন সময়ে নালিশ উত্থাপন করা যাইতে পারে।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার বাদিনীর কোন কারণ নাই। ফলিতার্থ রেজেষ্টরী করণের দাবি ছলে আপনার ব্যতীত আপনার কন্যা এবং দৌহিত্রদিগেরও স্বত্ব আইন সঙ্গত নির্দ্ধার্য্য করণের নিমিত্ত বাদিনী এই নালিশ স্পষ্ট উত্থাপন করিয়াছে; যেহেতুক আপনার দর্শান মতে সে আপন স্বামির সম্পত্তিতে ১২ বৎসরের অধিক কালাবধি দখলীকারিণী থাকাতে প্রতিবাদীগণ যে তাহার সীমা নির্দ্ধারিত স্বত্বের প্রতি ব্যাঘাত করিয়া সফল হইবে এরূপ দৃষ্ট হইতেছে না। যে তারিখে কালেক্টর সাহেব সম্পত্তির মালিক স্বরূপ বাদিনীর নাম রেজেষ্টরী করিতে অস্বীকার করিয়া দেওয়ানী আদলতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়াছেন সেই তারিখ হইতে গণনা করিলে বাদিনী স্পষ্টই তামাদির বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যে সময়ে বাদিনীর স্বত্বের বিরুদ্ধে অন্য এক স্বত্ব উত্থাপিত হয় সেই সময় হইতে ধরিলে তাহা বাদিনীর রেজেষ্টরী করণের দাবি পক্ষে প্রতি পক্ষরা যে সময়ে বিবাদ করে সেই সময়ই হইবে; অতএব উভয় গণনাতেই বাদিনী আদালতের বহির্ভূত হইয়াছে। নালিশের এক ক্রমাগত হেতু থাকা বিষয়ে আপেলাণ্টের উকীল যে রূপ কহিয়াছেন তাহা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না; পর ভাবি ক্ষতির কোন আশঙ্কা থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিলেও আমাদিগের বিবেচনায় বাদিনীর স্বত্ব যে সময়ে প্রকাশ্যরূপে আক্রমিত হয় তাহার ১২ বৎসরের মধ্যে তাহার নালিশ করা উচিত ও আবশ্যক ছিল, কিন্তু সে ঐ রূপ করে নাই। বিরোধীয় সম্পত্তির মালিক স্বরূপ আপন নাম রেজেষ্টরী করণার্থ বাদিনীর দরখাস্ত সম্বন্ধে অন্য এই যে সুদ্ধ দখল হেতুতেই তাহার নাম কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক ঐ রূপ রেজেষ্টরী হইতে পারে আর ইচ্ছা হইলে সে দেওয়ানী আদালতে আসিবার পূর্ব্বে তজ্জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট এক নূতন দাবি দাখিল করিতে পারিত; যেহেতুক তাহার স্বত্ব ও দখল উভয় সম্বন্ধেই অন্য পক্ষরা বিবাদ বিসম্বাদ করা হেতুতেই কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বে তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্যের হুকুম দিয়াছিলেন। এই সকল কারণ বশতঃ খরচা সমেত আমরা প্রধান সদর আমীনের হুকুম ও ডিক্রী অন্যথা করিলাম ইতি।

রেজেষ্টরী করাইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবায় সাহেব মৌসুফ ঐ সওয়ালেই তাহাতে অসম্মত হয়েন কারণ ইতি মধ্যে নালিশের কোন বিশিষ্ট হেতু থাকা প্রকাশ পায় নাই।

অবধারিত হইল যে তামাদীতাইয়াম মোকদ্দমার পতিবন্ধক হইয়াছে আর এরূপ মোকদ্দমায় নালিশের কোন ক্রমাগত হেতু স্বরূপ হেতু থাকিতে পারে না। সে যাহা হউক সুদ্ধ দখলীকার থাকা প্রযুক্তই বাদিনীর নাম রেজেষ্টরী হইতে পারে এবং তজ্জন্য সে কালেক্টর সাহেবের নিকট যে কোন সময়ে এক নূতন দরখাস্ত করিতে পারিত; কিন্তু যে উত্তরাধিকারিত্বের মীমাংসা করণ জন্য আসল স্বত্বের তদন্ত করা আবশ্যক সেই উত্তরাধিকারিত্ব মূলে নাম রেজেষ্টরী করণের নালিশ সুদ্ধ যে তারিখে ঐ উক্ত উত্তরাধিকারিত্ব প্রতি প্রথমে স্পষ্ট রূপে ব্যাঘাত হয় তাহার ১২ বৎসরের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে করা যাইতে পারিত।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ১৭৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা মেদিনীপুরের জজ্ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, লিউক সাহেবের ১৮৫৪ ২৪ মার্চ তারিখের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে খাসতা আপীল।

চৌধুরী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস মহাপাত্র (প্রতিবাদী)——আপেলাণ্ট।
তারাপ্রসাদ পাহাড়ী প্রভৃতি (বাদীগণ)—— ——রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরির স্ত্রী ও বাবু শিবনারায়ণ দাস মহাপাত্র, নাবালগেরমাতা, মোসম্মাৎ ব্রজেশ্বরী দেবী } দাবিদার ও দরখাস্তকারিণী।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মেং আর, টি, এলান সাহেব—আপেলাণ্টেরপক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——রেস্পাণ্ডেণ্টগণেরপক্ষউকীলগণ।
মৌলবী আস্তাদুদ্দীন মহম্মদ—————— } দরখাস্তকারিণী ব্রজেশ্বরীর পক্ষ উকীল।

যে কএক জন মাতবর সাক্ষীদিগকে আহ্বান করণ জন্য প্রতিবাদী বিশেষ রূপে প্রার্থিত হয় তাহাদিগকে জজ সাহেব আহ্বান না করা প্রযুক্ত তাহাদিগের পরীক্ষা করণ নিমিত্ত মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল।

বয়বাতের তারিখ হইতে দখলের তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াসিলাৎ ও সুদ সমেত দখল পাইবার নিমিত্ত ৯১২৯।৩॥ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

নালিশী আরজীতে কহে যে প্রতিবাদী আপনার মহল নগওয়া প্রভৃতি জমীদারির সংক্রান্ত কতক তালুক বিশেষের ।৵৭ রকম অংশ ৯৫৪৫ টাকায় রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট ১২৫৬ সাল ১৯ চৈত্র তারিখে বন্ধক রাখে। পরে রাণী মৌসুফ বয়বাৎ জারী করণে প্রবর্ত্ত হইবায় দেনা পরিশোধ ও অন্যান্য খরচপত্র করিবার নিমিত্ত প্রতিবাদী ১২৫৭ সাল ২৩ আষাঢ় তারিখে বাদীগণের নিকট ১১৭০০ টাকা কর্জ্জ লইয়া আপন জায়দাদের অনেক অংশ কটকওয়ালা লিখিয়া দিয়া বন্ধক দেয় ও কটের মেয়াদ এক মাহা থাকে ঐ ১১৭০০ টাকা নগদে ও নোটে প্রতিবাদী সহর মেদিনী পুরের মোকাম সুজাগঞ্জে চৌধুরী কাশীনাথ পাহাড়ির বসবাটীতে বাদির মোক্তার জয়নারায়ণ পাণ্ডা ও জগবন্ধু দাসের নিকট প্রাপ্ত হইয়া, ঐ তারিখে ইষ্টাম্প কাগজে তাহার রসিদ লিখিয়া দেয় বন্ধকী পত্রের এই এক সর্ত্ত থাকে যে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদী শতকরা মাসিক ১ টাকা হিসাবে সুদ সমেত আসল পরিশোধ করিবে, পরে প্রতিবাদী কর্জ্জা টাকা

৬৮৫ টাকা আপন হস্তে রাখিয়া অবশিষ্ট ১১০১৫ টাকা রাণীকৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট বন্ধকী টাকা পরিশোধে আদালতের খাজাঞ্চী যোগে দরখাস্ত দ্বারা ১২৫৭ সাল ২৮ আষাঢ় তারিখে আমানৎ করণানন্তর তজ্জন্য আদালতের ১৮৫০ সাল ১০ জুলাই তারিখের লিখিত এক-কেতা রসিদ লইয়া ঐ রসিদ ও বন্ধকী খত উভয়ই দলীলাতের রেজেষ্টর সাহেবের আ-ফিসে রীতিপূর্ব্বক রেজেষ্টরী করায়। সে যাহা হউক পরিশোধের নির্দ্ধারিত সময় গতেও প্রতিবাদী আপনার ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক অঙ্গীকার পালন করিতে না পারিবায় বাদীগণ ১৮৫০ সাল ১৭ আগষ্ট তারিখে বয়বাৎ জারী জন্য দরখাস্ত করাতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধি প্রমাণ নোটিস জারী হয়। অপিচ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া আপনি তাহা বেনামীতে খরিদ করিতে পারে এতদর্থে প্রতিবাদী পূর্ব্বে দুইবার তাহার খাজানা বাকী ফেলিবায় বাদীগণ ঐ দুই কিস্তী বাকী খাজানা নিজে দাখিল করে এবং তজ্জন্য তাহারা ১১৭৷৷০ টাকার বাং ১২৫৯ সাল ১৬ পৌষের লিখিত ও ৫০ টাকার বাং ঐ সালের ১৮চৈত্র তারিখের লিখিত কালেক্টর সাহেবের দুই কেতা রসিদ প্রাপ্ত হয় এবং ঐ রসিদ তাহা-দিগের হস্তে আছে। অতএব অনুগ্রহ সূচক এক বৎসরের নিয়মিত মেয়াদ গত হইলেও প্রতিবাদী আপনার বন্ধক খালাস না করায় দখল জন্য ও সরেজমীনে তদন্ত প্রমাণ বয়-বাতের তারিখাবধি দখলের তারিখ পর্য্যন্তের ওয়াসিলাৎ পাইবার নিমিত্ত বাদীগণ বর্ত্তমান মোকদ্দমা উপস্থাপন করিয়াছে।

প্রতিবাদী বন্ধকী খত লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করে কিন্তু বাদীগণের হস্তগত সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া স্বীকার করে না। সে কহে যে বাদীগণ শত করা মাসিক ১।।০ টাকা হি-সাবে ১৩ মাসের সুদ বাবতে ও অন্যান্য খরচপত্র বাহানায় খতের লিখিত ১১৭০০ টাকার মধ্যে ২০১০ টাকা কাটিয়া লইয়া আপনাদিগের হস্তে রাখাতে বক্রী ৯৬৯০ টাকা কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট বন্ধকী খতের টাকা পরিশোধ করণার্থ যে টাকা আবশ্যক অর্থাৎ ১১০১৫ টাকা হইতে ১৩২৫ টাকা ন্যূন হওয়া হেতু সে আপনার এক জায়দাদ বিক্রয় করিয়া ঐ ন্যূন টাকা পূরণ করিতে বাধিত হয়। পরে সে ঐ ১৩২৫ টাকা নন্দকুমার ও কাশীনাথ পাহাড়ীগণকে দিলে তাহারা তাহার নামে দরখাস্ত করত ঐ টাকা ও বাদীগণের দেওয়া ৯৬৯০ টাকা একুনে ১১০১৫ টাকা আদালতের খাজানাখানায় আমানৎ রাখিয়া তাহার রসিদ লয়। এই রূপে বন্ধকী খতের লিখিত ১১৭০০ টাকার মধ্যে সে কেবল ৯৬৯০ টাকা পাইয়াছে মাত্র কারণ বক্রী ২০১০ টাকা বেআইন সুদ ও অন্যান্য খরচপত্র হিসাবে কাটিয়া লইয়া বাদীগণ আপন হস্তে রাখিয়াছে। এতাবৎ কহিয়া প্রতিবাদী এই ওজর করে যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারার বিধানানুযায়ী বেআইন সুদ সম্বন্ধে বিরোধীয় খত অসিদ্ধ হইতেছে আর ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা প্রমাণ বয়-বাতের নোটিস কখন জারী হয় নাই।

জজ্ সাহেব বিবেচনা করেন যে প্রস্তাবিত নোটিস রীতি পূর্ব্বক জারী হইয়াছে। আর প্রতিবাদির সাক্ষীগণের জবানবন্দীতে পরস্পর অতিশয় অনৈক্যতা প্রযুক্ত ও প্রতি-

বাদির কহত মত আদালতে ১৩২৫ টাকা দাখিল হওয়া পক্ষে কোন নিদর্শন না পাওয় হেতু এবং বাদীগণ যে দাখিলা ও চালান দাখিল করে ও যাহা খাজাঞ্চির বহি দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাহাতে কৃষ্ণপ্রিয়ার নিমিত্ত নগদ ৯৮৬৫ ও ব্যাঙ্ক নোট ১১৫০ একুনে ১১০১৫ টাকা নন্দকুমার পাহাড়ী কর্ত্তৃক ১৮৫০ সাল ১০ জুলাই তারিখে আদালতে দাখিল হওয়া প্রকাশ হইবায়, আর বিক্রয় কওয়ালার সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হওয়া প্রযুক্ত সাহেব মৌসূক দখল জমা ও অনুগ্রহ সূচক এক বৎসরের মেয়াদ বহির্ভূত হওনের তারিখাবধি সুদ সমেত ওয়াশিলাতের নিমিত্ত বাদীগণের স্বাপক্ষে ডিক্রী দেন।

জজ সাহেবের ঐ ডিক্রির অসম্মতিতে প্রতিবাদী আপীল করিয়া এই আপত্তি করে যে প্রথমতঃ ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা মতে বয়বাতের নোটিস রীতি পূর্ব্বক জারী হয় নাই; ও দ্বিতীয়তঃ বেআইন সুদ লওয়া হইয়াছে এবং সে মতে বন্ধকী খত ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারা প্রমাণ অসিদ্ধ হইতেছে আর সমুদয় টাকা দেওয়া হয় নাই।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে প্রতিবাদির পক্ষে এই বিতর্ক করা হয় যে বয়বাতের নোটিস প্রাপ্ত হওনের রসিদে সাক্ষী স্বরূপ যাহারা দস্তখত করে তাহাদিগের পরীক্ষা হয় নাই; ও ঐ রসিদে প্রতিবাদির যে মোহর আছে তাহা অন্যান্য কাগজপত্রে তাহার মোহর হইতে বিশেষ প্রভেদ; আর প্রতিবাদির স্বয়ং উপরই প্রস্তাবিত নোটিসজারী হওনের যে কথা বাদীগণ কহে তাহার পোষকতায় তাহারা কোন প্রমাণ দাখিল করে নাই: এবং নোটিসজারী হওয়া সপ্রমাণ করণ পক্ষে যে সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে।

সেরেস্তা তদন্তে আমরা দেখিতেছি যে রসিদের পাঁচজন দস্তখতী সাক্ষীগণের মধ্যে তিনজনের নামে শমন হয় কিন্তু তাহারা হাজির আইসে নাই। রসিদে প্রতিবাদির যে মোহর আছে তাহা যদ্যপিও বিক্রয় কওয়ালার উপর তাহার মোহরের তুল্য নহে তথাপি অন্যান্য দলীলাতে তাহার যে সকল মোহর আছে তাহার সদৃশ বটে। সে যাহা হউক যে পেয়াদা নোটিসজারী করে ও যে সাক্ষীগণ তাহার সঙ্গে যায়, এবং জারীকালীন উপস্থিত থাকিয়া রসিদ দস্তখত হওয়া দেখে তাহাদিগের জবানবন্দী প্রমাণ নোটিসজারির যথেষ্টতা পক্ষে আমাদিগের অন্তঃকরণে কোন সন্দেহ নাই।

অতঃপর বেআইন সুদ লওয়া ও সমুদয় টাকা না পাওয়া সম্বন্ধীয় অপর দুই কথা লইয়া উভয় পক্ষের উকীলেরা বাদানুবাদ করিলেন।

প্রতিবাদির উকীল এই কথা ধরিয়া বিশেষ বিতর্ক করেন যে অত্র মোকদ্দমায় বিশেষ মাতবর সাক্ষী স্বরূপ প্রতিবাদী যাহাদিগের নাম করে তাহাদিগের আদালতে হাজির আনা হয় নাই, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি উপস্থিত তাবৎ ব্যাপার জ্ঞাত থাকায় ও মোকদ্দমায় লিপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারো কাহারোর কুটুম্ব হইবায় যে মূল বিষয় লইয়া বিবাদ হইতেছে অর্থাৎ, বাদীগণের কহতমত টাকা দেওয়া হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিত।

উক্ত সাক্ষীগণের নাম কাশীনাথ বসু ও রঘুনাথ পাহাড়ী ও নন্দকুমার ও লক্ষ্মীনারায়ণ এবং অপর দুই তিন ব্যক্তি। কাশীনাথ জেলার দেওয়ানী আদালতের খাজাঞ্চী ও ঐ অপর দুই তিন ব্যক্তি বাদীগণের নিকট কুটুম্ব হয়। উভয় পক্ষের সাক্ষীদিগের জবানবন্দী প্রমাণ উক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোন ২ব্যক্তির উপস্থিত কার্য্যে যে প্রকার সংশ্রব ছিল তাহাতে তাহাদিগের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহ গুরুতর ও মাতবর হইতে পারিত

ও তদ্দ্বারা মোকদ্দমার বিশেষ ২ আবশ্যক কথা পরিষ্কার রূপে জানা যাইত, কিন্তু ঐ সকল কথা সম্বন্ধে এক্ষণে যে প্রকার অনৈক্য সাক্ষ্যতা দাখিল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ হয়।

আমরা দেখিতেছি যে কাশীনাথকে তলব করিয়া তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্য প্রতিবাদী যে দরখাস্ত করিয়াছিল তৎপক্ষে কোন হুকুম হয় নাই; এবং অন্যান্য সাক্ষীরাও শমন দ্বারা আহ্বানিত ও পরীক্ষিত না হওনের কোন হেতু জজ্‌ সাহেব দর্শান নাই; কিন্তু মোকদ্দমার গুণাগুণ তদন্তে অধিক নিগূঢ় রূপে প্রবিষ্ট হওয়া সাহেব মৌসুফের কর্ত্তব্য ছিল। ফলতঃ এবিষয়ে তিনি যে ফয়সলা করিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষেপ।

অতএব এই সকল হেতুতে জজ্‌ সাহেবের ফয়সলা অসম্পূর্ণ হইতেছে এবং সেমতে প্রতিবাদী যে রূপ সাক্ষ্যতা আবশ্যক করে তাহা যে পর্য্যন্ত দাখিল না হয় সে পর্য্যন্ত যে সকল কথার আমাদিগের সম্মুখে বাদানুবাদ হইল তদুপরি আমরা কোন মত প্রদান করিব না। আর এরূপ হইবায় আমরা জজ্‌ সাহেবের নিষ্পত্তি অন্যথা পূর্ব্বক পুনর্বিচার জন্য মোকদ্দমা তাহার নিকট এতদর্থে পুনঃপ্রেরণ করি যে উপরোক্ত সাক্ষীগণের ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে২ সাক্ষীগণের প্রতিবাদী নাম করিয়াছে ও যাহাদিগের পরীক্ষা হওন পক্ষে সে প্রার্থিত তাহাদিগকে শমন করত তাহাদিগের জবানবন্দী লইয়া তৎপ্রতি উচিত ভর করত উভয় পক্ষগণ যে২ মূল কথা লইয়া কলহ করিতেছে সেতাবৎ সাহেব মৌসুফ মীমাংসা করেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

একলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন সাহেব } জজ্।
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স সাহেব

জেলা ত্রিহুতের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডেকস্টা সাহেবের ১৮৫৫ সাল ১৩ জুন তারিখের কএক ফয়সলার অসম্মতিতে কএকটা জাবেতা আপীল।

১৮৫৬ সালের ১৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

বাবু রঘুনাথ সহায় (প্রতিবাদী)—————আপেলাণ্ট।
ব্রজবেহারী লাল (বাদী) ও অপর ২ পর ব্যক্তি—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মুনসী আমীর আলী ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু মিহীরচন্দ্র চৌধুরী, মেং এ, ডবলিউ, মটি ও সাহেব, বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

১৮৫৬ সালের ১৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

মনোরথ রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—————আপেলাণ্টগণ।
ব্রজবেহারী লাল (বাদী)—————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও মেং এ, ডবলিউ, মটি ও সাহেব-আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়—————রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীল।

১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বরী মোকদ্দমা।

ব্রজবেহারী লাল (বাদী)—————আপেলাণ্ট।
সুন্দরী সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায়—————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, মুনসী আমীর আলী ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।

১১২৫৫।৶০ টাকার দাবিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

এক ডিক্রী জারীতে ১৮৪৫ সাল ১০ ডিসেম্বর তারিখে যে এক বিক্রয় হয় তাহা সিদ্ধ কি না সেই কথাই এই কএক আপীলের মূল প্রস্তাব হইতেছে। ঐ বিক্রয় দ্বারা ডিক্রির

জৈনদার আনন্দ রায়ের তিন গ্রামে যে স্বত্ব ও অধিকার ছিল তাহা বিক্রয়াধীন হইলে বর্ত্তমান বাদী ব্রজবেহারীলাল ৬১০০ টাকায় তাহা ক্রয় করে; কিন্তু তৎপরে উক্ত তিন গ্রামে আনন্দ রায়ের যে স্বত্বাধিকার থাকা অনুভব হইয়াছিল তাহা বাস্তবিক তাহার নহে এরূপ আদালতের কএক রীতিমত ডিক্রী দ্বারা স্থির হইবায় ক্রেতা ব্রজবেহারীলাল উক্ত বিক্রয় অন্যথা পূর্ব্বক আপনায় পণবাহার টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এই নালিশ করে। অধীন আদালতে বাদির পক্ষে ডিক্রী হয় এবং সে জন্য আমাদিগের সম্মুখোপস্থিত তিন আপীলে, বাদির দাবির গুণাগুণ সম্পর্কে ও যে প্রকারে মোকদ্দমার খরচা বিভাগ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রধান সদর আমীন যে হুকুম দেন, তৎপ্রতি আপত্তি করা হইয়াছে।

উক্ত বিক্রয়ের সিদ্ধতা সলসঃ রাখনাস্তিপ্রাসে প্রথম আপেলান্ট আপীল করিয়াছে। তাহারই দরখাস্ত প্রমাণ ও তাহারই ডিক্রীজারীতে ১৮৪৫ সাল ১৩ ডিসেম্বর তারিখের বিক্রয় হয়। ১৮৫৫ সাল ২৮ নবেম্বর তারিখে অত্র আদালতে পাঁচজন জজ্ এক ঐক্যে যে নিষ্পত্তি করেন ও যাহাতে এই অবধারিত হয় যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি প্রমাণ ডিক্রীজারির বিক্রয়ে ঐ ডিক্রির দেনদারের স্বত্বাধিকার ভিন্ন অন্য কোন স্বত্বাধিকার নিলাম খরিদারেরা দাবি করিতে পারে না, সেই নিষ্পত্তির উপর আপেলান্ট নির্ভর করিয়া কহে যে কিরূপ স্বত্বাধিকার বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করা ক্রেতারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সে মতে ক্রয় করণে আপনার ভাবিভাবনার ও উচিত সাবধানতার অভাব জন্য সে পণবাহার টাকা ফেরৎ পাইতে পারে না; আর উচিত পূর্ব্ব সাবধানতার অভাবে তাহার যদি ক্ষতি হইয়া থাকে তবে " ক্রেতা সাবধান হউক" এই সূত্র তাঁহার স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে সংলগ্ন হইতেছে।*

উক্ত নিষ্পত্তি সামান্যত ভবিষ্যৎ বিচার পক্ষে এক নজীর স্বরূপ গৃহীত হওনের উপযুক্ত ইহা মানিয়াও খরিদার বাদির পক্ষে বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই তর্ক করেন যে হাউস আব লর্ডদিগের সমাজে সম্প্রতি যে এক ফয়সলা হইয়াছে তদ্দ্বারা উপস্থিত মত মোকদ্দমায় মূল নিয়মের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অদ্যাপিও তাহার নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই। তাঁহার ওজর এই যে কোন চুক্তি সিদ্ধতা পক্ষে কোন বস্তু বাস্তবিক থাকা আবশ্যক অতএব যে স্থলে বস্তু নাই সে স্থলে বিক্রয়ও হইতে পারে না। গষ্টেবস কণ্টেরিয়র সাহেব প্রভৃতি বাদীগণের অর্থাৎ যাহাদিগের নালিশ বিচার জন্য নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে প্রেরিত হয়, তাহাদিগেরই যে মোকদ্দমা লর্ড সমাজে ১৮৫৬ সাল ২৭ জুন তারিখে নিষ্পন্ন হইয়াছে বাবু রমাপ্রসাদ রায় সেই মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শস্যের যে এক বিক্রয় ঐ শস্য পেঁাছিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে সমাধা হয় তৎসম্বন্ধে উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ শস্য আসলেই পেঁাছে নাই, কারণ উল্লেখিত দেশে উক্ত বিক্রয় যে তারিখে সমাধা হয় তাহার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তাহা বিক্রয় হইয়াছিল। ইহাতে ক্রেতা আপন খরিদ অস্বীকার করা প্রযুক্ত যে গোমাস্তা ইংলণ্ড দেশে ঐ শস্য বিক্রয় করিয়াছিল তাহার নামে মূল্য জন্য জাহাজী সওদাগরেরা নালিশ করিবায় অবধারিত হয় যে উক্ত গোমাস্তা দায়ী নহে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লর্ড, চ্যান সেলর সাহেব যে রূপ উক্তি করেন তদ্দ্বারা ঐ মোকদ্দমার অবস্থা উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা হইতে বিশেষ প্রভেদ হইতেছে; যেহেতু সাহেব মৌসুফ কহেন যে " সুদ্ধ চুক্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমার এই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বিক্রেতা ও ক্রেতা এরূপ

বাদীডিক্রী দার বিক্র সম্পত্তি বি য ক্রয় করে পরে এক বেত্তা মোক মায় ইহা নি ত্তি হয় যেউ সম্পত্তিডি র দেনদারে নহে; এবং হাতেখরিদা পণ বাহার ট কা ফেরৎ প ইবার নিমি এক্ষণে না শ করে।

অবধারি হইল যে এ প মোকদ্দ গ্রাহ্য হইতে পারে না। ক রণ ডিক্রী জ রির বিক্রয় মাণবাদী স্ব ডিক্রির দে দারের স্বত্বা কারই প্রাপ হইয়াছে যা কিন্তু ঐ স্বত্ব ধিকার বাস্ত ক আছে কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান দ্ব রা নিশ্চিত থাকা আইন সঙ্গত বাদির কর্ত্তব্য ছিল।

অনুভব করিয়াছিল যে খরিদ ও বিক্রয় করণোপযুক্ত কোন বস্তু বাস্তবিক ছিল"। সাহেব মৌসুফ আরো কহেন যে " ঐ চুক্তির স্পষ্ট অর্থ এই যে তৎসময়ে ক্রয় বিক্রয়োপযুক্ত কোন বস্তু সম্ভব ছিল"। ইহাতে বক্তব্য এই যে উক্ত মোকদ্দমায় যে চুক্তির উল্লেখ আছে তৎপ্রমাণ বস্তু বিশেষ বাস্তবিক আছে এমত জ্ঞান করা হইয়াছিল কিন্তু আমরা এক্ষণে যে চুক্তির বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়াছি তাহার অবস্থা কোন বস্তু বাস্তবিক থাকা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত চুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণে স্পষ্ট কহে যে কোন ডিক্রী জারির বিক্রয়ে ঐ ডিক্রির দেনদারের স্বত্বাধিকার ব্যতীত অন্য কোন স্বত্বাধিকার নিলাম খরিদারেরা দাবি করিতে পারিবে না। শস্য বিক্রয়ের চুক্তির সর্ত্ত এই ছিল যে বস্তু বিশেষ বাস্তবিক আছে, কিন্তু এ স্থলে যদিও বস্তু বিশেষের স্থায়িত্ব বিলক্ষণ সম্ভব বটে তথাপি তাহা যে বাস্তবিক আছে এতদর্থে কোন নিশ্চিত জওয়াবদিহী করা হইতেছে না। ফলতঃ ডিক্রীজারির বিক্রয়ে বস্তু বিশেষ যে বাস্তবিক আছে এরূপ সর্ত্ত কোন মতেই থাকিতে পারে না। মৌজা মুনিয়ারপুর ও অন্য তিন গ্রামের ৶৫ রকম অংশে আনন্দ রায়ের যে স্বত্বাধিকার ছিল তাহা যেপ্রকার হউক কেবল তাহাই বাদী খরিদ করে। পরে প্রকাশ হয় যে উক্ত গ্রামচায়ে আনন্দ রায়ের কোন স্বত্বাধিকার নাই। কিন্তু এরূপ ঘটনাধীন বাদী আপনই এইয়াছিল, কারণ বিক্রয় করণে তাহাকে এমত নিশ্চিত কহা যায় নাই যে কোন সম্পত্তি বাস্তবিক আছে, বরং তদ্বিপরীতে ঐ বিষয়ে উচিত তদন্ত করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল এবং সে মতে এক্ষণে বিক্রয় অস্বীকার করণের তাহার কোন সিদ্ধ হেতু নাই। এবম্ভূত হেতুতে আমাদিগের বিবেচনায় অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা পূর্ব্বক বাদির নালিশ ডিস্মিস্ করা আবশ্যক।

খরচা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বাদীগণ আপন নালিশে পরাজিত হইলে উভয় পক্ষের সমুদয় খরচার দায়ী হওনের যে সাধারণ বিধি আছে এমোকদ্দমায় ঐ বিধির অন্যমত করণের আমরা কোন হেতু দেখিতেছি না; যে হেতুক এস্থলে আমাদিগের মতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাদী আইন অসঙ্গত এক নালিশ উপস্থিত করিয়া যে ব্যক্তিদিগের সে আদালতে আনিয়াছে তাহাদিগের খরচা সুতরাং তাহাকেই দিতে অবশ্য হইবেক; অতএব এই সকল আপীলের খরচা তাহার শিরে নিক্ষিপ্ত হইল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব	
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব	একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব	

১৮৫৬ সালের ২১৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি মাদার গঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিঙ্কর রায়ের ১৮৫৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ডিক্রী বাহালে জেলা ময়মন সিংহের জজ্‌ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, টুটর সাহেবের ১৮৫৪ সালের ১৩ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

গোপীনাথ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী (এক জন প্রতিবাদী)—আপেলাণ্ট।
কমললোচন আইচ প্রভৃতি (বাদীগণ) ও রাম ⎫ রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
কৃষ্ণ শর্ম্মা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———————⎭
মেং আর, টি, এলান———————————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোরঘোষ———————————রেস্পাণ্ডেণ্ট ত্রিলোচন আইচের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুসারে ১৮৫৬ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"বাদিনীর পিতা কোন তালুকের জমীর যে ৮৫ গণ্ডা রকম অংশ ক্রয় করিয়াছিল বাদিনী সেই জমীর খাজানা প্রজার নিকট আদায় করিয়া পশ্চাৎ ঐ ভূমি হইতে বেদখল হওয়ায় তাহার পুনর্দ্দখল পাইবার প্রার্থনায় নালিশ বন্দ হয়। ঐ নালিশের প্রতি তামাদী আইন বাধাজনক বিবেচনায় মুনসেফ মোসুফ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করেন। প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীল হওয়ায় তিনি ঐ মোকদ্দমা শ্রবণের পক্ষে তামাদির যে আপত্তি হইয়াছিল তাহা অন্যথা করিয়া ঐ নালিশের দোষ গুণ সম্বন্ধে পুনর্বিচার হইবার জন্য মুনসেফের নিকট মিছিল ফেরৎ পাঠান তাহাতে বাদিনীর পক্ষে ফয়সলা হয়। প্রতিবাদীগণ দ্বিতীয় আপীলে জজ সাহেবের সমক্ষে ঐ তামাদী আইন ঘটিত আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি এই অভিপ্রায় করেন যে মুনসেফের প্রথম ফয়সলার অসম্মতিতে আপীল হওয়ায় তাহাতে যে পূর্ব্বে হুকুম হইয়াছিল সেই সাবেক হুকুম সম্বন্ধে তিনি ঐ আপত্তি মীমাংসা করিতে অশক্ত। খাস আপীলের দরখাস্তকারী কহে যে অত্রআদালতে বামনসিংহের আপীলে ১৮৫০ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে যে নিয়ম অবধারিত হয়, জজ্‌ সাহেবের এই সকল হুকুম সেই নির্দ্ধারিত নিয়মের বিপরীত। যেহেতু উপরোক্ত বিচার দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা দ্বিতীয় আপীলে জজ সাহেবের সমক্ষে যে রূপ অবস্থায় উপস্থিত ছিল তাহাতে এই নিয়মানুসারে তিনি তামাদির বিষয়ে তদন্ত করিতে সমর্থ ছিলেন, অতএব আমরা ঐ বিষয় বিচার জন্য খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

দৃষ্ট হইতেছে যে মুনসেফ তামাদির হেতুতে এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করেন। তাহাতে বাদী প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীল করিলে ইহাতে তামাদী ঘটিয়াছে কি না এই

মুনসেফ তামাদী হেতু মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। আপীলে প্রধান সদর আমীন ঐ ওজর অন্যথা করিয়া মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করণের জন্য মিছিল ফেরৎ দেওয়ায় তাহারতদনুযায়ী বিচার হয়; পরে জজ সাহেবের নিকট আপীল হইলে ঐ তামাদী সংক্রান্ত প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করণের চেষ্টা করায় তিনি তাহা গ্রাহ্য করণে অসম্মত

হয়েন। এই বিষয়ে খাস আপীলে এই অবধারিত হই য়া যে জজ সা হেব ন্যায় ক রিয়াছেন ও যে স্থলে আ পীল আদাল তের প্রকাশি ত অভিপ্রায় সকল কোন নির্দিষ্ট আদে শের বুনিয়াদ নহে কেবল সেই স্থলেই মিছিল ফেরৎ আসিলে ঐ সমুদয় মোকদ্দ মা পুনর্বিচার যোগ্য হয়।

অপর ইহা-ও স্থির হইল যে যে স্থলে এক উপযুক্ত আদালতের বিচারে কোন এক আইন ঘ টিত প্রশ্নের মী মাংসা হইয়া থাকে ও সেই বিচারের অস ম্মতিতে আ পীল করণের নির্দ্ধারিত মে য়াদ ইচ্ছা পূ র্ব্বক উত্তীর্ণ হ ইতে দিয়া থা কে সেস্থলে সদর আদাল ত ঐ আইন ঘটিত প্রশ্ন পু নরুত্থাপন ক রিতে অনুমতি দিবেন না।

প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় ঐ প্রশ্ন রীতিমত সাক্ষির সমক্ষে নিষ্পত্তি হয়। প্রতিবাদী (খাস আপেলাণ্ট)এই হুকুমের অসম্মতিতে আপীল কি বিচার পুনর্দৃষ্টি হওনের প্রার্থনায় দর খাস্ত করে নাই সুতরাং আইনানুযায়ী ঐ হুকুম চূড়ান্ত হয়। প্রধান সদর আমীনের সমক্ষে উত্থাপিত বিরোধীয় বিষয় এই রূপ নিষ্পত্তি হইলে ঐ মোকদ্দমা দোষগুণ স-ম্বন্ধে নিষ্পত্তি হইবার আদেশে মুনসেফের নিকট পুনঃপ্রেরণ হওয়ায় তাহা তদনুসারে বিচার হয়, তাহাতে প্রতিবাদী পুনরায় তামাদির ওজর উত্থাপন করায় মুনসেফ ঐ বিষয় পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হওয়া হেতু তাহার বিবেচনা করণে অস্বীকার হয়েন। এক্ষণে খাস আ-পেলাণ্টের পক্ষ উকীল এই বাদানুবাদ করে যে ইহা অন্যায় হইয়াছে ও মিছিল পুনঃ প্রেরণ হওয়াতে ঐ সমুদয় মোকদ্দমা আপীল আদালতের ডিক্রির হুকুম সমেত আমা-দিগের আদালতের চলিত প্রথানুযায়ী পুনর্বিচারের স্থলে আসিয়াছে। যদি এই বিষয় ঐ রূপ হইত, তবে মুনসেফ ক্রমশঃ ঐ তামাদির আপত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক মোকদ্দমা ডিসমিস্ করিলেও আপীলে প্রধান সদর আমীন ঐ ওজর অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করণের জন্য মিছিল ফেরৎ পাঠাইলে যে পর্য্যন্ত ঐ দুই আদা-লত প্রচলিত থাকিত সেই পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আদালতে বিরোধ চলিতে পারিত। আপীল আদালতের ক্ষমতার প্রতি যে এতদ্রূপ তাচ্ছল্য করা হইতে পারে না ও যেস্থলে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণের হুকুম সাধারণ কিন্তু কোন বিশেষ সীমাবদ্ধ নহে ও দেওয়ানী আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের পদ্ধতি বিষয়ে মেকফারসন সাহেবের কৃত মাতবর গ্রন্থের উক্তি অনুযায়ী যে স্থলে আপীল আদালতের প্রকাশিত অভিপ্রায় সকল "কোন নির্দ্দিষ্ট আদেশের বুনিয়াদ নহে" কেবল সেই স্থলেই মিছিল পুনঃপ্রেরণ হইলে যে সমুদয় মোকদ্দমা অধীন আদালতের পুনর্বিচারের যোগ্য তাহা ব্যক্ত করাই প্রায় বাহুল্য। এআদালত কর্ত্তৃক ইহাই বারম্বার অবধারিত হইয়াছে ও আমাদিগের বিবে-চনায় এই বিষয়ে কোন সন্দেহের স্থল নাই। আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমায়, প্রধান সদর আমীনের হুকুম মুনসেফকে শুদ্ধ ঐ মোকদ্দমার দোষগুণ বিচার কর-ণের আদেশ দেয় ও মোকদ্দমার প্রতি বাধার যে ওজর আপীল আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই ওজরের পুনর্বিবেচনা করিতে নিষেধ করে।

কিন্তু কথিত হইয়াছে যে এই বিষয় সত্য স্বীকার করিলেও জেলার জজ সাহেবের প্রধান সদর আমীনের সহিত সমতুল্য এলাকা বিশিষ্ট আদালতের কর্ত্তৃত্ব থাকায় জজ সাহেব ঐ প্রশ্নের* বিষয়ে বিবেচনা করিতে পারিতেন ও তাহার যে ঐরূপ করণের ক্ষমতা ছিল তাহা প্রমাণ জন্য সর্টিফিকেটের উল্লেখিত মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদি-গের দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ মোকদ্দমা এস্থলে সংলগ্ন নহে। সেই মোকদ্দমায় এ আদালত ১৮৪৮ সালের ৬ আপ্রিল তারিখে এই সাধারণ আদেশ সম্বলিত মিছিল ফেরৎ পাঠান যে জজ সাহেব "মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তদন্ত করিয়া যে রূপ নিষ্পত্তি করা ন্যায় ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন সেই রূপ ফয়সলা করেন"। বাধা সম্বন্ধীয় কোন ওজরের বাদানুবাদ কি নিষ্পত্তি হয় নাই; জজ সাহেব এ আদালতের যে ডিক্রির উপর নির্ভর করিয়া বাদির দাবি ডিস্মিস্ করিয়াছিলেন কেবল সেই ডিক্রী পুনর্দৃষ্টে উক্ত ডিস-মিসের পূর্ব্বে অন্যথা হওয়ায় জজ সাহেবের হুকুম অন্যথা হয়। জজ সাহেবের ঐ মোক-দ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধীয় ফয়সলার অসম্মতিতে অত্র আদালতে দ্বিতীয়বার অপীল হও-য়ায় সেই মোকদ্দমা যে রূপ নিয়মানুযায়ী সংস্থাপন হইয়াছিল তাহা তদনুসারে গ্রহ-

* ১০১৩ নম্বরী কনেষ্ট্ কসন, শ্রীমত বেগমের মোকদ্দমা, ১৮৪০ সাল তারিখ ১২ সেপ্তেম্বর জগৎ দাস বাদী কানাই প্রতিবাদী, ১৮৫২ সাল তারিখ ৬ সেপ্তেম্বর।

দীর না থাকা হেতু ডিস্মিস্ হয় ও সাবেক আপীলের সময় আদালত যে ঐ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না ও যদি তাঁহারা ঐ বিষয়ে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে সে কেবল আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। এরূপ গতিকে আদালত এই স্থির করেন যে তাহাদিগের সমক্ষে তৎকালে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হওন বিষয়ক প্রশ্ন যে এই প্রথমবার উত্থাপন হইয়াছে তাঁহাদিগের তদ্বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করণের পক্ষে আদালতের সাবেক কার্য্য সকল প্রতিবন্ধক দেয় নাই। ইহাতে প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক যে বিষয় রীতিমত নিষ্পত্তি হইয়া সেই হাকীমের ফয়সলার অসম্মতিতে জজ্ সাহেবের নিকট ঐ বিষয়ের আপীল হয় নাই, জজ্ সাহেবের সেই বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতা আছে কি না, এই প্রশ্ন বর্ত্তমান বাদানুবাদে উত্থাপিত হওয়ায় ঐ মোকদ্দমার এই বাদানুবাদের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

সদর আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রিপোর্ট বহির পঞ্চম বালমের ১৬৮ পৃষ্ঠায় যে রূপচাঁদ সাহুর অন্য এক মোকদ্দমা আছে তাহা এই বিষয়ে প্রকৃত রূপে সংলগ্ন ও দৃষ্ট হইবেক যে খাস আপেলান্টের উকীল এই প্রশ্নের যে ভাবের জন্য বাদানুবাদ করে সদর আদালত সেই মোকদ্দমায় তদ্বিষয়ে ইহা হইতে এক বিলক্ষণ ভিন্ন ভাব গ্রহণ করেন। সদর আদালত এক সাবেক আপীলে যে সেই মোকদ্দমায় তামাদী আইন খাটিতে পারে না ইহা স্থির করিয়া দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করণের জন্য ঐ মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান। পরে যৎকালে ঐ মোকদ্দমা দ্বিতীয়বার ঐ আদালতে উপস্থিত হয়, তখন ঐ তামাদির আপত্তি পুনর্ব্বার উত্থাপন করায় এজলাসের উপস্থিত জজ্ এই স্থির করেন যে "অধীন আদালত ও কি আপীলে সদর আদালত ঐ তামাদির প্রশ্নের পুনর্বিচার করিতে সমর্থ নহে"। ঐ সকল রিপোর্ট বহিতে আমাদিগের এমত কোন মোকদ্দমা দৃষ্ট হয় না যে তাহাতে কার্য্য করণের ইহার বিপরীত পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সকল মোকদ্দমায় অধীন আদালত তামাদির ওজরের উপর নির্ভর করেন সেই তামাদির আপত্তি অন্যথা হইয়া তদ্রূপ মোকদ্দমা সকল প্রতি বৎসরেই এ আদালত হইতে পুনঃপ্রেরণ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধে বিচার হইলে তাহা সর্ব্বদাই পুনর্ব্বার অত্র আদালতে উপস্থিত হয়; কিন্তু যে বুনিয়াদে আদালত পূর্ব্বে তামাদির আপত্তি অগ্রাহ্য করেন প্রতিবাদীকে সেই বুনিয়াদে ঐ তামাদির আপত্তি যে পুনর্ব্বার উত্থাপন করিতে দেওয়া হইয়াছে এমত কোন দৃষ্টান্ত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর নাই। কিংষ্টনের ডচেসের মোকদ্দমায় লর্ড চিফ জষ্টিস ডিগ্রে সাহেব এই ব্যক্ত করেন যে "কোন এক আদালতে কোন পক্ষ দিগের মধ্যে কোন বিষয়ের এক প্রশ্ন উপস্থিত থাকিলে সেই সটীক বিষয়ে যদি ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে ঐ আদালতের এলাকার সমতুল্য এলাকা বিশিষ্ট অন্য কোন আদালতে এক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে ঐ নিষ্পত্তি ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত আদালতে উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কি ওজর কি প্রতিবন্ধক কি প্রমাণ, স্বরূপ চূড়ান্ত গণ্য হয়"। আমরা বিবেচনা করি যে এই পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত নিয়মানুযায়ী আমাদিগের আদালত সকল আবহমান কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ফলে যে স্থলে প্রতিবাদির তামাদির ওজর এক উপযুক্ত আদালতে নিষ্পত্তি হইয়াছে ও সেই ফয়সলার বিরুদ্ধে কোন আপীল হয় নাই ও বাদীকে আপন মোকদ্দমার দোষ গুণ প্রমাণ করণের জন্য কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করণে প্রবর্ত্ত করা হইয়াছে সে স্থলে প্রতিবাদীকে তাহার বাধা বিষয়ক সাবেক আপত্তি পুনরুত্থাপন করিতে দিলে তাহা নালিশবন্দ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কেবল যে অসহ্য কষ্টদায়ক হইবেক এমত নহে বরং আপীল সংক্রান্ত আইনে যে সকল বিধান আছে তাহারও আইন সম্বন্ধীয় যে বিখ্যাত বিধান যে এক ব্যক্তিকে এক হেতু উপলক্ষে দুইবার বিরক্ত করা হইবেক না, তাহাতে সেই বিধানের প্রকৃত তাৎপর্য্যের স্পষ্টই বিপরীত কার্য্য হইবেক।

আপেলান্টের পক্ষে এলান সাহেব এই তর্ক করেন যে তামাদির বিষয় আইনান্তর্গত প্রশ্ন তাহাতে এক্ষণে ঐ মোকদ্দমা সদর আদালতের সমক্ষে হকিয়তের বিচার যোগ্য মতে উপস্থিত থাকায় সদর আদালত অধীন আদালতের কার্য্য সকলের শুদ্ধতা কি [illegible] না রাখিয়া ঐ তামাদির বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় যে স্থলে আইনান্তর্গত কোন প্রশ্ন সকল এক উপযুক্ত আদালতের বিচারে নিষ্পত্তি হইয়াছে ও সেই বিচারের অসম্মতিতে আপীল করণের কাল উল্লা পূর্ব্বক বহির্ভূত হইতে দিয়াছে, সে স্থলে সদর আদালত ঐ আইনান্তর্গত প্রশ্নের বিষয়ও পুনর্বিবেচনা করিবেন না, ও এই তামাদির বিষয় যে রূপ আইনান্তর্গত প্রশ্ন তাহা তদ্রূপ বৃত্তান্ত ঘটিত প্রশ্ন বটে। প্রধান সদর আমীন কর্তৃক নিষ্পত্তি তামাদির প্রশ্ন পুনস্তদন্ত করণে জজ সাহেব যে অস্বীকার করেন কেবল তাহার শুদ্ধতা কি অশুদ্ধতা উপলক্ষে এই মোকদ্দমা খাস আপীলে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি মুন্‌সেফ আপীল আদালতের হুকুম অবজ্ঞা করণে অস্বীকার হওয়ায় তাহার যথার্থ মত কার্য্য হইয়াছে এমত স্বীকার করিতে হয় ও আমাদিগের বিবেচনায় ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, তবে জজ সাহেবের নিকট ঐ বিষয়ের আপীল হওয়ায় তাঁহার তাহা ডিস্‌মিস্ করায় অবশ্যই যথার্থ হইয়াছে, ও সুতরাং ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে জজ সাহেবের ফয়সলায় এমত কোন অশুদ্ধতা নাই যে তদুপলক্ষে আমরা খাস আপীল সংক্রান্ত আইন প্রমাণ তাহার বিচার অন্যথা করিতে পারি।

অপর প্রধান সদর আমীনের বিচার সম্বন্ধে আমরা কিছুই বিবেচনা করিতে পারি না কারণ তাঁহার ফয়সলার অসম্মতিতে অত্র আদালতে আপীল করণের মেয়াদ অনেক কালগত হইয়াছে ও আপেলাণ্ট উচিত সময়ের মধ্যে আপীল না করণের কোন কারণ দর্শায় নাই। এস্থলে যে তামাদির ওজরের উপর খাস আপীল নির্ভর করে সেই ওজরের প্রতি অনুধাবন করণের আমাদিগের আইনানুযায়ী কি নজীর প্রমাণ কোন বিধি নাই। অতএব আমরা খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৩৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখরগঞ্জের প্রধান সদর আমীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৪ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখের ডিক্রির অন্যথায় ঐ জেলার জজ শ্রীযুক্ত সি, ষ্টিয়ার সাহেবের ১৮৫৪ সালের ১২ জুন তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

মোনা উল্লা ও মহম্মদ আসগর (বাদীগণ) —— আপেলাণ্টগণ।
রাণী রাজেশ্বরী প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) —— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় —— —— —— আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ —— —— —— { রেস্পাণ্ডেণ্ট রাণী রাজেশ্বরীর পক্ষ উকীল।

কোন অধীন হকুকের যে — শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ৭ মে তারিখে এমোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত এ, জোন্স সাহেবের সর্টিফিকেট। "এই দরখাস্তকারীগণের মধ্যে এক জন অর্থাৎ সোণা উল্লা মালিকানা ১৭৫ টাকা খাজানা ধার্য্যে যে এক কবুলতি লিখিয়া দেয় সেই কবুলতি সূত্রে ঐ সোণা উল্লার বিরুদ্ধে খাজনা বাবুদী এক সরাসরী মোকদ্দমা ডিক্রী হওয়ায় ঐ ডিক্রী জারীতে ঐ হাওয়ালা বিক্রয় হয়। এক্ষণে ঐ হাওয়ালার একত্রে দখলী কারিগণ ঐ সোণা উল্লা ও আসগর উভয়ে এই সকল কার্য্য অন্যথা করিবার প্রার্থনায় এই বুনিয়াদে নালিশ করে যে ঐ সোণা উল্লা কখনই ঐ ১৭৫ টাকার কবুলতি লিখিয়া দেয় নাই ও যে ঐ হাওয়ালায় আসগরেরও যে এক স্বত্ব আছে তাহার সেই স্বত্ব সোণা উল্লার বিরুদ্ধে সরাসরী যে সকল ব্যাপার হইয়াছে তদুপলক্ষে নষ্ট হইবেক না।

"ঐ সোণা উল্লা যে ১৭৫ টাকার ঐ কবুলতি লিখিয়া দেয় তাহা জজ্ সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সরাসরী কার্য্য সকলে আসগরের অবস্থার প্রতি যে পরিমাণ হানি হইয়াছে জজ্ সাহেব সেই পরিমাণ যে এই মোকদ্দমার কোন বিচার করেন নাই ইহাই এ দরখাস্তের হেতু। আমার বিবেচনায় ইহা এক মাতবর আপত্তি বটে ও অধীন আপীল আদালত তাহার সম্পূর্ণ তদন্ত করেন নাই। আসগর আদালতে আপনাকে এক জন এজমালের হাওয়ালাদার বলিয়া স্পষ্টই আপন অবস্থা প্রকাশ করে এবং আমার বিবেচনায় ঐ বিষয়ের প্রশ্নের প্রতি তাচ্ছল্য রূপে দৃষ্টি পাত করা অকর্ত্তব্য। দৃষ্ট হইতেছে যে আসগর সোণা উল্লার সহিত যে একত্রে একাবস্থায় ছিল তাহা প্রধান সদর আমীন ১৮৩২ সালের এক ডিক্রী ও তাহাদিগের দাখিলী দাখিলা সকল দৃষ্টে সত্য নির্ণয় করেন। ফলে নালিশের আরজীতে ঐ জমীর সহিত আসগরের সম্বন্ধ ও তাহাতে তাহার দখল থাকার প্রসঙ্গ করে, ও যে বিষয়ের কোন মীমাংসা হয় নাই ও যাহার আমি এক্ষণে মীমাংসা হওনের অভিপ্রায় করি তাহা এই যে বাদী আপনার আরজির বিবরণ প্রমাণ কি পর্য্যন্ত আপনার নালিশ সাব্যস্ত করিয়াছে ও জমীদার কেবল সোণা উল্লার বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিয়া এক জনার নিকট প্রাপ্য এজহারী বাকির জন্য দুই জনার হাওয়ালা বিক্রয় করায় ঐ আসগরের প্রতি হানি করিয়াছে কি না।

"অতএব ঐ বিষয় বিবেচনা ও নির্ণয় না করায় জজ্ সাহেবের ডিক্রী অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না ও ঐ সরাসরী কার্য্যে আসগরের হাওয়ালার দখলের প্রতি কি হানি হইয়াছে তাহার তদন্ত হেতু আমি এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের সর্টিফিকেট। "আমি উপস্থিত দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলাম না; কেবল যে পক্ষের নাম জমীদারী কাছারীতে দাখিল ছিল ও ঐ অবস্থা প্রযুক্ত কেবল যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ হাওয়ালার খাজানা জন্য নালিশ হইতে পারিত সেই পক্ষের অর্থাৎ সোণাউল্লার দত্ত এক কবুলতির উপর ঐ সরাসরী ডিক্রী নির্ভর করে।

"ঐ সরাসরী ডিক্রী ও সেই ডিক্রী জারী সূত্রে যে এ হাওয়ালা বিক্রয় হয় তাহা অন্যথা করণের অভিপ্রায়ে সোণা উল্লা ও মহম্মদ আসগর নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপস্থিত নালিশ উত্থাপিত হইয়াছে।

"যে কবুলতির বুনিয়াদে ঐ সরাসরী মোকদ্দমা হয় প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় সেই কবুলতি এক কৃত্রিম দলীল বোধ হওয়ায় ও তাহার খাতিজর্জমা মতে ঐ হাওয়ালার কেবল ১২৮ টাকা জমা প্রমাণ হওয়ায় তিনি ঐ সরাসরী মোকদ্দমা ও নিলাম অন্যথা করেন। পরে আপীলে সোণাউল্লার এ যে কবুলতি উপলক্ষে ঐ সরাসরী ডিক্রী হয় জজ্ সাহেবের বিবেচনায় সেই কবুলতি সপ্রমাণ স্থির হওয়ায় ও সেই দলীলানুসারে খাজানা দেওয়ার ও প্রমাণ হওয়াতে তিনি প্রধান সদর আমীনের হুকুম অন্যথা করেন।

সকল অংশীদারেরা কবুলতি লিখিয়া দেয় নাই কি যাহাদিগের নাম জমীদারী সেরেস্তায় দাখিল নাই, জমীদার কোন খাজানা বাবদী মোকদ্দমায় সেই সকল ব্যক্তিদিগকে নালিশ ভুক্ত করিতে আবদ্ধ নহে; কারণ যে সকল অংশীদার আপনারা পশ্চাতে থাকিয়া আপনাদিগের সমতুল্য শরীকানের নামে পাট্টা লইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগের জমীদারের সহিত কোন চুক্তি নাই, তাহাদিগের যে চুক্তি তাহা কেবল তাহাদিগের শরীকানের সহিত আছে ও তাহাদিগের ঐ হকুকে যে স্বত্ব তাহা জমীদার জ্ঞাত না থাকিতে পারেন।

"একণে অধীন আদালতের বাদী আসগর এই হেতুতে খাস আপীল করে যে জজ সাহেব মুদ্দা সোণাউল্লার সহ এক কবুলতির মাতবরির উপলক্ষে তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করায় তাহার ঐ সম্পত্তির যে স্বত্বের বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল সেই স্বত্বের প্রতি আপত্তি হইয়াছে।

আমার অভিপ্রায় এই যে যে হাওলাদারের নাম দাখিল ছিল, জমীদার আইনানুযায়ী কেবল সেই ব্যক্তির নিকট খাজানার দাওয়া করিতে পারিত ও তজ্জন্য সুদ্ধ ঐ চিহ্নিত প্রজার প্রত্যর্থি যোগ্য কার্য্যের বুনিয়াদে যে সরাসরী মোকদ্দমা ও জজ সাহেবের ফয়সলা হয় তাহা ঠিক হইয়াছে। যদি সোণাউল্লার কার্য্য বশতঃ বাদী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে তবে তাহার বিরুদ্ধে বাদির নালিশ করণের উপায় আছে কিন্তু সে যেস্থলে নিজ শৈথিল্য হেতু আপনার নাম জারী না করাইয়া একক আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইয়াছে সে স্থলে ঐ সোণাউল্লার বিরুদ্ধে যে এক হকিয়তের ডিক্রী হইয়াছে তাহা সে ঐ সোণাউল্লার সহিত এক এজমালির স্বত্ব সূত্রে এক্ষণে অন্যথা করিতে পারে না"।

বিচার।

আমাদিগের দৃষ্ট হইতেছে যে আসগর কালেক্টর সাহেবের সমীপে উপস্থিত হয় নাই ও যে সে ও সোণাউল্লা কালেক্টর সাহেবের ভিক্রী অন্যথা হওনের প্রার্থনায় উভয়ে একত্র হইয়া এই হেতুতে বর্ত্তমান নালিশ উত্থাপন করে যে আসগর সোণাউল্লার সহিত একত্রে দখলীকার থাকায় যদিও কেবল ঐ শেষোক্ত ব্যক্তির নাম কবুলতি ও জমীদারের রেজেষ্টরে লিখিত ছিল, তথাপি কেবল সোণাউল্লার বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করা কর্ত্তব্য ছিল।

অধীন আদালতের যে ফয়সলায় এই ওজর অন্যথা হয় তাহা আমাদিগের অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ। খাজানা বাবদী নালিশ সম্বন্ধে এক আবশ্যক নিয়ম এই যে জমীদারকে আপনার নিকট দায়ী ব্যক্তিগণের নির্ণয় করণ জন্য নিজ কবুলতি কি রেজেষ্টরী অতিরিক্ত অন্য কিছু অনুসন্ধান করণে আবদ্ধ করা হইতে পারিবেক না।

যদি কোন অধীন হকুকের এজমালের শরীকান জমীদারের নিকট হইতে পাট্টা লইবার মানস পূর্ব্বক কেবল এক জন অংশীদারের নামে ঐ পাট্টা লেখাইয়া আপনাদিগের অন্য সকলে পশ্চাতে অপ্রকাশ থাকে, তবে ঐ রূপ বন্দোবস্ত সূত্রে যে কোন অসুবিধা হয় তাহা তাহাদিগের অবশ্যই সহ্য করিতে হইবেক। তাহাদিগের জমীদারের সহিত কোন চুক্তি নাই ও তাহাদিগের জমীদারের উপর কোন দাবি নাই। তাহাদিগের কেবল নিজ তুল্য অংশীদারের সহিত চুক্তি। জমীদার তাহাদিগেব ঐ হকুকে স্বত্ব থাকার বিষয় জ্ঞাত কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে, এবং ঐ প্রজার নিকট হইতে তাহার দখলী জায়দাদে যে সকল লোক এক২ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাদিগের প্রত্যেককে নালিশ ভুক্ত না করিলে যদি জমীদারের খাজানার ডিক্রী সকল অন্যথা হইবার যোগ্য হইত তবে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে এই সকল ডিক্রী অকার্য্যকারক হইত, কারণ পেটাও দখলীকার আপন হকুকের কতকাংশ নিজ কর্ত্তৃক হস্তান্তর হওয়ার এক নিদর্শন দাখিল করিয়া সর্ব্বদাই ঐ সকল ডিক্রী নিষ্ফল করিতে পারিত।

রেস্পাণ্ডেণ্ট অত্র মোকদ্দমায় আপন অভিলাষ সিদ্ধ হওনের কোন প্রত্যাশা রাখিয়া দরখাস্তকারী আসগরের বিরুদ্ধে নালিশবন্দ হইতে পারিত না, কারণ সে ঐ ব্যক্তির-সহ এমত কোন একরার রাখে না যে তদুপলক্ষে নালিশ উত্থাপন করিতে সক্ষম ও সে যে তাহার নিকট হইতে কখন খাজানা পাইয়াছিল তাহাও প্রমাণ করিতে পারিত না। ঐ কবুলতি দৃষ্টে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ যে ঐ জমা সোণা উল্লার ও তাহা কেবল তাহারি জমা। জমীদারির বহি সকলে দরখাস্ত কারির তালুকের পশ্চাৎ সোণা উল্লার নাম ব্যতীত

অন্য তাহার নাম লিখিত নাই ও খাজানার চালান সকলে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির নাম থাকিবেক। যে রূপ বাদানুবাদ করে, তদ্রূপ যদি জমীদার আসগর ও মোশাউল্লার বিরুদ্ধে একত্রে নালিশ করিত তবে আসগরের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহাকে কেবল এই সকল বিবরণ উপলক্ষে আপত্তি করিতে হইত এতদবস্থায় তথাপিও জমীদারের ঐ ব্যক্তিকে নালিশ ভুক্ত করা যে কর্ত্তব্য ছিল এমত কোন মতেই বলা হইতে পারে না। আমরা অধীন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩০ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব, } একটিং জজ্‌।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২৭০ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ময়মন সিংহের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈএদ আহম্মদ বকস খাঁর ১৮৫৪ সালের ২৩ আগস্ট তারিখের ডিক্রী বাহালে ঐ জেলার জজ্‌ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, ট্রেবর সাহেবের ১৮৫৫ সালের ৮ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল।

চন্দ্রাবলী দেবী (এক জন প্রতিবাদিনী)——————আপেলান্ট।

বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ী (বাদী) ও ভুবনময়ী দেবী চৌধুরিণী (প্রতিবাদিনী)——————} রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————————আপেলান্টের পক্ষ উকীল।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়——————————} রেস্পাণ্ডেণ্ট বেণীপ্রসাদ বাজপেয়ির স্ত্রী অন্নদা দেবীর পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্‌স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২১ মে তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"খতী কর্জ্জার আসল ও সুদ বাবদী ২৪৮০ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য ভুবনময়ী চন্দ্রাবলীর বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত করে। উভয় অধীন আদালতে এই স্থির হইয়াছে যে বাদী ভুবনময়ীর বিরুদ্ধে নিজ দাবি প্রমাণ করিতে পারে নাই কিন্তু চন্দ্রাবলী তমসুক যে লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা স্বীকার করায় তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া ন্যায় হইয়াছে। পরে চন্দ্রাবলী যে এক জওয়াব দাখিল করে ও যে জওয়াব অতি বিলম্বে দাখিল হওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য হয় সেই জওয়াব দৃষ্টে প্রকাশ যে চন্দ্রাবলী ঐ তমসুক যে লিখিয়া দেয় তাহা স্বীকার করে কিন্তু ঐ কর্জ্জার টাকার কোন অংশই নিজে প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে।

একজন প্রতিবাদিনীর জওয়াব নিয়মিত কালের মধ্যে দাখিল না হওয়ায় অধীন আদালত তাহা গ্রাহ্য করণে অস্বীকার হইয়া তথাপি ঐ দলীল

[illegible] সকল বি[illegible] কবুল [illegible] সেই কবু[illegible] হুত্রে ঐ প্র[illegible]তিবাদিনীর বি[illegible]দ্ধে নিষ্পত্তি করেন স্থির হই ল যে এই বিষয় [illegible]ই অনিয়মিত হইয়াছে ও মোকদ্দমা এই হেতুতে পুনঃ প্রেরণ হইল যে প্রতিবাদিনীর জওয়াব রীতিমত দাখিল করিয়া লওয়া হয় ও তাহাকে ঐ জওয়াবের লিখিত সকল ওজরের পোষকতায় প্রমাণ দাখিল করিবার সাবকাশ দেওয়া হয়।

"এই সকল অবস্থানুসারে অত্র দরখাস্তে এই ওজর করে যে চন্দ্রাবলীর জওয়াব অগ্রাহ্য হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে ঐ মোকদ্দার এক তরফা বিচার ও ঐ প্রস্তাবিত জওয়াব দাখিল না হওয়ার তুল্য হইয়াছে, এবিধায়ে এই তর্ক করে যে বাদির নালিশ তাহার নিজ প্রমাণের উপর নির্ভর করায় ও ঐ প্রমাণ অপ্রচুর স্থির হওয়াতে ঐ দাবি ডিস্‌মিস্ করা কর্ত্তব্য ছিল।

"দ্বিতীয়তঃ এই আপত্তি করে যে ঐ তমসুক লিখিয়া দেওয়ার বিষয়ে কবূলে ঐ তমসুকের করারী টাকা প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় স্বীকার করে নাই তাহাতে বাদির উপরেই প্রমাণ দেওনের ভার ছিল।

অতএব জজ্ সাহেবের রায় বজায় রাখিবার যোগ্য কি না তাহা বিচার করণের জন্য আমরা খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

অধীন আদালতের সকল কার্য্যেই প্রত্যক্ষ অনিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্রাবলীর যে জওয়াব কাল গতে দাখিল হওয়ায় অগ্রাহ্য হইয়াছিল সেই জওয়াব যে গ্রাহ্য হয় ও তল্লিখিত ওজর সমূহের যে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি হয় এমত মানসে যে জজ্ সাহেব মোকদ্দমা ফেরৎ দিয়াছিলেন তাহা সম্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার পুনঃপ্রেরণের হুকুমে ঐ জওয়াব নথির শামিল করণের স্পষ্ট আদেশ ছিলনা ও তাহাতে দরখাস্ত কারির জওয়াবে যে সকল কবুল ছিল সেই সকল কবুলের যে কি ফল সুদ্ধ তাহাই বিবেচনা করণের জন্য প্রধান সদর আমীনের প্রতি আদেশ ছিল; সুতরাং প্রধান সদর আমীন ও জজ্ সাহেবের সমক্ষে আইনানুযায়ী যে দলীল উপস্থিত ছিল না তাঁহারা উভয়ে সেই দলীলের লিখিত কবুল অনুসারে দরখাস্ত কারির বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এতদবস্থায় আমরা জজ্ সাহেবের হুকুম অন্যথা করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা এই আদেশে ফেরৎ পাঠাই যে তিনি দরখাস্তকারির জওয়াব মিছিলে রীতিমত দাখিল করিয়া লয়েন ও দরখাস্তকারী সেই জওয়াবের লিখিত সকল ওজরের পোষকতায় যে কোন প্রমাণ দিতে চাহে সেই প্রমাণ দাখিল করিবার জন্য তাহাকে সাবকাশ দেন ও পরে ঐ তমসুক সম্বন্ধে তাহার জওয়াব দিহির বিষয়ে যে রূপ হুকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহাই দেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

জেলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু রামমোচন ঘোষের ১৮৫৩ সাল ৩১ জানুয়ারি তারিখের ফয়সলা দ্বয়ের অসম্মতিতে দুইটা জাবেতা আপীল।

১৮৫৩ সালের ৮৭ নম্বরী মোকদ্দমা।

নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)——আপেলাণ্টগণ।
সুখময়ী দেবী প্রভৃতি (বাদীগণ)————রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—আপেলাণ্টগণের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়———— } রেস্পাণ্ডেণ্টগণেরপক্ষউকীলগণ।

১৮৫৩ সালের ৯৬ নম্বরী মোকদ্দমা।

মৃত হারাধন মুখোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী সুখময়ী দেবী (বাদিনী)———— } আপেলাণ্ট।
নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)—রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
ভগবতী দাসীর পক্ষে মোক্তার হরচন্দ্র বিশ্বাস—দরখাস্তকারী।
বাবু শ্রীনাথ সেন ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ————রেস্পাণ্ডেণ্টগণের পক্ষ উকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

কো। ১৫৭৩৪৫৮৬।৶ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

মৃত ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় ও প্রতিবাদীগণের এজমালী সম্পত্তি বিশেষ সকলে ঐ মৃত ব্যক্তির যে অংশ আছে ও ঐ ব্যক্তির একা স্বোপার্জ্জিত তালুক ডিহী বলহর এবং তাহার যে অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ আছে, এতাবতের দখল পাইবার নিমিত্ত ঐ মৃত ব্যক্তির নাবালগ পোষ্যপুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায়ের স্বাপক্ষ তাহার রক্ষকগণ জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাদীগণ.১৮৫৩ সাল

২৭ আক্টোবর তারিখে গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রসানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অনুপ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে নালিশ করে।

বাদী কহে যে ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের গোবিন্দরাম মুখোপাধ্যায়, গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রসানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অনুপ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামক চারি সহোদর ও বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামক এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল; যে ঘনশ্যামের দুই বিবাহ হয় কিন্তু উভয় স্ত্রীর মধ্যে কাহারো সন্তান না হওয়ায় ও তাহার নিজ বার্দ্ধক্য দশা ও স্ত্রীদিগের অধিক বয়ঃক্রম হওয়াতে তাহার ঐ স্ত্রীদিগের গর্ব্ভজ সন্তান হওনের অসম্ভবতা হেতু সে এই মোকদ্দমার এক জন প্রতিবাদী আপন ভ্রাতা গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে; যে পরে বেণীমাধবের মৃত্যু হওয়ায় ঘনশ্যাম আপন ভ্রাতা রসানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায়কে পোষ্যপুত্র লইবার মানস করে, যে তৎপরে ঘনশ্যাম অত্যন্ত পীড়া বশতঃ আপন দ্বিতীয় স্ত্রী লালমণিকে পোষ্যপুত্র লওনের জন্য ১২৩১ সালের আষাঢ় মাহ অর্থাৎ ইং ১৮২৪ সালে এক অনুমতি পত্র লিখিয়া দেয় ও পশ্চাৎ ঐ পীড়া হইতে আরোগ্য হওয়ায় সে ঐ হারাধন নামক বালককে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া অবশেষে এক উইলের দ্বারা বাদীগণকে আপন পোষ্যপুত্রের অছি মোকরর করিয়া ১২৩১ সালের ১৯ মাঘ অর্থাৎ ১৮২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে পরলোক প্রাপ্ত হয়; পরে বাদীগণ ঐ উইলের অভিপ্রায় সকল আমলে আনিবার চেষ্টা করায় প্রতিবাদী গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিবন্ধক হয়, তাহাতে বিবাদ উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে উপস্থিত করায় তিনি ঘনশ্যাম ও গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একান্নে ও বিষয় সম্পত্তির এজমালে দখলীকার থাকার বুনিয়াদে ১৮২৮ সালের ২৩ মে তারিখে এই হুকুম দেন যে ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার বিষয় দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত গোলোকচন্দ্র, ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ের দখলীকার থাকিবেক; যে ঘনশ্যামের স্ত্রীগণ আপনাদিগের স্বামির সহিত সহগমন করায় ও ঘনশ্যামের জীবদ্দশায় তাহার প্রথম পোষ্যপুত্র বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওন জন্য ঐ বেণীমাধবের বিধবা ভার্য্যা ভরণ পোষণ পাইবার অধিকারিণী থাকায় দ্বিতীয় পোষ্যপুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায় মৃত ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একক উত্তরাধিকারী। অতএব বাদীগণের প্রার্থনা এই যে বাদির পোষ্য পুত্র গ্রহণ হওনের বিষয় প্রমাণ দর্শাইয়া তাহারা ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয়ের দখল পায়।

প্রতিবাদী গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপন জওয়াবে ঐ নাবালগ হারাধনকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ ও ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের ঐ উইল করার বিষয় অস্বীকার করিয়া ঘনশ্যামের ১৮২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখের তাহার পক্ষে লিখিয়া দেওয়া এক দানপত্র উপলক্ষে এবং তাহারা উভয়ে একত্রে ও একান্নে বসবাস করিয়া আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তির লাভালাভের এজমালে দখলীকার থাকা হেতু ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তিতে দখলের দাওয়া করে। অধিকন্তু সে তাহার সহকারী প্রতিবাদীগণ রসানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অনুপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ঐ মৃত ব্যক্তির বিষয়ের অংশ পাইবার কোন হক থাকার প্রতি অস্বীকার করিয়া কহে যে ঐ ব্যক্তিদিগকে অন্যায়মত মোকদ্দমা ভুক্ত করা হইয়াছে।

। আছো কহে যে বাঙ্গালা ১১৯৯ অর্থাৎ ইং ১৭৯২ সালে ঐ বংশের সমুদয় এজমা-র বিষয় ছয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভাগ হয় ও পশ্চাৎ বাঙ্গালা ১২২৩ অর্থাৎ ১৮১৭ লে ঐ সকলের পরস্পরের স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের বণ্টন হয়; এই সকল অংশ দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, যে এই রূপ বিভাগ হওয়াতেও ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় অন্যান্য তৃগণের সহিত পৃথক হইয়া তাহার সহিত একমালে দখলীকার ও একান্নে ছিল ও যে হার নিজ ভ্রাতার সহিত তাহার অত্যন্ত প্রণয় থাকায় তাহাকে ঐ দান পত্র লিখিয়া ওয়া হয়। অতএব প্রতিবাদির প্রার্থনা যে বাদির দাবি এক কথিত পোষ্যপুত্র লও-র উপর নির্ভর করায় তাহা ডিস্মিস্ হয় ও তাহার পক্ষে ঐ দানপত্র বজায় থাকে। অন্য কএক জন প্রতিবাদী হাজির হয় নাই ও গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হও-য় তাহার পুত্র ও ওয়ারিসগণ অর্থাৎ মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই মোকদ্দমায় জওয়াব দেওন জন্য প্রতিবাদির স্থলে গ্রাহ্য রা তাহাদিগের পিতা নিজ জওয়াবে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিল তাহার তিরিক্ত আপনাদিগের বন্দ জওয়াবে এই ব্যক্ত করে যে তাহাদিগের সাধারণ বিষয়ে লোকচন্দ্রের ।।৶৹আনা রকম ও ঘনশ্যামের ৶৹ আনা রকম অংশ ছিল।

দাবিকৃত বিষয় সকল নদীয়া, যশোহর, বর্দ্ধমান ও চব্বিশপরগণার মধ্যে থাকায় তাহা শিদাবাদের প্রোবিনসিএল কোর্টের এলাকার অধীন হেতু ঐ আদালতে মোকদ্দমা নী হওয়ায় বাদীগণ আপেলান্টের পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওয়া ও পোষ্যপুত্র লওনের মতি পত্র ও তাহাদিগের নিজ প্রকাশিত উইল সম্বন্ধে যে মোকদ্দমা উত্থাপন করে, দালত তাহা অপ্রত্যয় যোগ্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে খরচা সমেত মোকদ্দমা ৩১ সাল ১৭ ফিব্রুয়ারি তারিখে ডিস্মিস্ করেন। পরে অত্র আদালতে আপীল য়ায় যে সকল হাকীমানের নিকট ঐ মিছিল পেশ হয় তাহারা প্রোবিনসিএল কোর্টের বিতর্কে ঐক্য হইয়া ঐ ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাবালগ হারাধন মুখোপাধ্যায়ের ন পোষ্যপুত্রের স্বরূপ গ্রহণ হওয়া প্রমাণ না হওয়াই স্থির করেন। কিন্তু ঘনশ্যাম খোপাধ্যায়ের লোকান্তর গমন করিবার অত্যল্প কাল পূর্ব্বে গোলোকচন্দ্র মুখোপা-য়কে যে দানপত্র লিখিয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে তাহা ঐ হাকীমদিগের বিবে-য় খাতির্জমা মত সাব্যস্ত না হওয়ায় তাঁহারা তদনুসারে এই ব্যক্ত করেন যে ঐ ডিক্রী-এই অবধারিত থাকা উচিত যে ঐ ফয়সলা ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের অন্য কোন চার দাওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ পরিমাণে প্রোবিনসিএল কোর্টের সলা পরিবর্ত্তন করেন।

রে ঐ পোষ্যপুত্র হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রিবীকৌনসেলে আপীল করে। ১৮৪১ সা-র ১৩, ১৪ ও ১৫ ফিব্রুয়ারি তারিখে ঐ মোকদ্দমা শুননী হইয়া ঐ সনের ২৫ জুন রিখে ঐ কৌনসেলের হাকীমান এই রায় * দেন যে যে বিচারের এই আপীল হই-ছেসেই বিচার অন্যথা পূর্ব্বক এই ব্যক্ত করা যায় যে আপেলান্ট ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যা- পোষ্যপুত্র স্বরূপ আপন হক সাব্যস্ত করিয়াছে ও এই প্রকাশিত অভিপ্রায় সম্বলিত

লিত না থাকায় সদর আদালত ঐ মিছিল ফেরত পৌছিলে তাহা নদীয়ার প্রধান সদর আমীনের নিকট প্রেরণ করাতে তিনি ঐ মোকদ্দমায় এক চূড়ান্ত হুকুম দেন।

ইহাতে আপীলে এই স্থির হইল যে যদিও নালিশী বিষয় সকলকার ভিন্ন২ জেলাতে স্থিত ও এই আদালত ঐ বিষয়ে কোন বিশেষ উপদেশ দেন নাই তথাপি যখন এ আদালত কর্ত্তৃক জেলা নদীয়ার প্রধান সদর আমীনকে এই মোকদ্দমা শুনিবার কারণ আদেশ দেওয়া হয় তখন ঐ মিছিলে যে বিষয় প্রকাশ ছিল তাহা এ আদালতের

* মুর সাহেবের ইণ্ডিয়ান আপীল বহির ২ বালমের ৩৭১ ও ৪৩০ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

ও তৎসূত্রে এই মোকদ্দমার আপেলাণ্টের দাবি যে রূপে আমলে আনা আবশ্যক তাহা তদনুসারে আমলে আনিবার আদেশ যুক্তে অধীন আদালতে মোকদ্দমা প্রেরণ করাযায়।

মিছিলের কাগজাৎ অত্র আদালতে ফেরৎ আসায় তাহা নদীয়ার জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ হয় এবং আপেলাণ্ট ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র থাকায় সে যে সকল সম্পত্তি পাইবার অধিকারী সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের তদন্ত ও মীমাংসা হইবার জন্য জজ সাহেব এ আদালতের অনুমতি লইয়া ঐ মিছিল ঐ জেলার প্রধান সদর আমীনের নিকট পাঠান।

প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমার কাগজাৎ ও প্রমাণের প্রতি প্রণিধান করিয়া ১৮৫৩ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখে এই অভিপ্রায় করেন যে গোলোকচন্দ্র ও ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের যে বিষয় স্পষ্টই এজমালের দখলে ছিল প্রতিবাদী সেই বিষয়ে গোলোকচন্দ্রের ।।৶০ আনা ও ঘনশ্যামের ।৶ আনা রকম অংশ থাকা প্রমাণ করে নাই; যে তজ্জন্য বাদী হারাধন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাহার স্ত্রী যে আপন মৃত স্বামির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে সে হিন্দুদিগের আইনানুযায়ী আপন স্বামির অংশ অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২২৩ সালের অংশনামার লিখিত সমুদয় বিষয়ের এক অর্দ্ধাংশ পাইবার অধিকারিণী; যে ডিহি বলহর যে ষোল আনা রূপে ঘনশ্যামের স্বোপার্জ্জিত বিষয় ছিল তাহা বাদী তাঁহার প্রত্যয় যোগ্য রূপে সাব্যস্ত করে নাই এবং প্রমাণ দৃষ্টে নিতান্তই এই সিদ্ধান্ত হয় যে ঐ দুই ভ্রাতা সমতুল্য অংশে ঐ বিষয় এজমালে দখল করিত। অপর অবশিষ্ট যে সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয় নাই তাহা প্রধান সদর আমীন আরজির লিখিত দাবি প্রমাণ বাদির পক্ষে ডিক্রী করেন। আর নীল ও ধান্যের মূল্য সম্বন্ধে বাদী ঐ মূল্য প্রমাণ করিতে সম্যক রূপে অপারক হওয়ায় এই বিষয়ে কোন ডিক্রী হয় নাই। যে সকল বিষয় ডিক্রী হয় দখলীকার প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে নালিশের তারিখ হইতে সেই সকল বিষয়ের ওয়াসিলাৎ আদায়ের হুকুম হয় ও বাদীকে ডিক্রী পরিমাণ মোকদ্দমার খরচা দিবার আদেশ হয়।

বিচার।

প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার অসম্মতিতে অত্র আদালতে দুই আপীল হইয়াছে তন্মধ্যে অধীন আদালতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক এক আপীল ও অন্য আপীল বাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত। অধীন আদালতের বিচারের প্রতি(প্রতিবাদীগণ)আপেলাণ্টগণ যে সকল আপত্তি করে তাহা এই যে প্রথমতঃ বিরোধীয় বিষয় সকল চারি জেলায় থাকায়ও ঐ গতিকে ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ করণের ক্ষমতা অর্পণ করিবার হেতু সদর আদালত ঐ বিষয়ে প্রধান সদর আমীনকে কোন বিশেষ আদেশ না দেওয়ায় ঐ বিচার এলাকার বহির্ভূত হইয়াছে ও তজ্জন্য ঐ ফয়সলা বাতিল; দ্বিতীয়তঃ যে বিষয় ঐ পোষ্য পুত্রের ছিল তাহা ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করণের বিশেষ সর্ত্তাধীন অনুমতি অনুসারে তাহার বিধবা স্ত্রীর ভোগ দখল করিবার কোন স্বত্ব নাই কিন্তু ঐ পোষ্যপুত্রের নিঃসন্তান হইয়া মৃত্যু হওয়ায় হিন্দুদিগের আইন মত ঐ বিষয় সাধারণ উত্তরাধিকারীদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছে; তৃতীয়তঃ প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা নানা প্রকার বৃত্তান্ত সংক্রান্ত প্রমাণের বিপরীত ও চতুর্থতঃ যে সকল বিষয়

জেলাতে থাকাই আদালত হইতে হইবেক; যে এ আদালতের ঐ জেলা নদীয়ার কি জজ সাহেব বা কি প্রধান সদর আমীনকে এই মোকদ্দমা শ্রবণ করণের অনুমতি দিবার সম্যক ক্ষমতা ছিল এবং ঐ দুই জেলার মধ্যে কোন এক হাকীমের দ্বারা এই মোকদ্দমার বিচার হওয়াতে তাহাদিগের এলাকার বহির্ভূত বুঝিয়াছে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

অপর ইহা তে স্থির হইল যে যেহেতু ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় স্বয়ং যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে তদ্বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য মীমাংসার প্রিবি কৌন্সেলের ফয়সলা হয় এ বিধায়ে ঐ ঘনশ্যাম পোষ্যপুত্র লইবার জ

তাহাদিগের দখলে নাই তাহাদিগের বিরুদ্ধে সেই সকল বিষয়ের ওয়াসিলাৎ ও মালিশের আরজীতে প্রার্থনা না থাকাতেও মালিশের তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের ডিক্রী দেওয়ায় প্রধান সদর আমীন আদালতের চলিত প্রথার বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন। অপর (বাদীগণ) আপেলান্টের পক্ষে আপত্তি এই যে প্রধান সদর আমীন আপন ফয়সলায় তাহাকে ডিহি বলহরের কেবল ।৶০ রকম অংশের ডিক্রী দেওয়ায় ঐ ফয়সলা অশুদ্ধ হইয়াছে; যে ঐ বিষয় ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি যে সে ঐ বিষয়ের একক মালিক ছিল ও যে সে কেবল তাহার ।০ আনা রকম অংশ হস্তান্তর করায় ঐ বিষয়ের অবশিষ্ট ৸০ আনা তাহাকে অর্থাৎ আপেলান্টকে ডিক্রী দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

আমাদিগের সপষ্ট অভিপ্রায় হইতেছে যে (প্রতিবাদীগণ) আপেলান্টগণের প্রথম আপত্তি কোন কার্য্যকারক নহে। মিছিল দৃষ্টে প্রকাশ যে ঐ মোকদ্দমা সর্ব্বাগ্রে প্রোবিনসিএল কোর্টে বিচার হয় ও তাহা চারি জেলার অন্তর্গত বিষয় ঘটিত উত্থাপিত হয়। প্রিবীকৌন্সেলের ফয়সলা প্রাপ্তে তৎকালে প্রোবিনসিএল কোর্ট চলিত না থাকায় ঐ মোকদ্দমা কোন এক জেলা আদালতে পাঠান আবশ্যক হয় ও তাহাতে ঐ মিছিল নদীয়া জেলায় ফেরৎ পাঠান যায়। ঐ বিষয়ে যে কোন বিশেষ আদেশ দেওয়া হয় নাই তাহা সত্য বটে কিন্তু আদালতের সমক্ষে উপস্থিত মিছিলে যে বিষয় সপষ্ট প্রকাশ ছিল আদালতের সেই বিষয় জ্ঞাত থাকাই স্বীকার করিতে হইবেক এবং ঐ স্বীকার সূত্রে আদালত ঐ সম্পত্তি চারি জেলায় থাকাও জ্ঞাত ছিলেন; এই রূপ হইলে আদালত নদীয়ার জজ্ সাহেব কি প্রধান সদর আমীনকে এই মোকদ্দমার বিচার করণের অনুমতি দেওনে সম্যক রূপে সমর্থ ছিলেন এবং দুই জনের মধ্যে কোন এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ এই মোকদ্দমায় বিচার করায় তাহাদিগের এলাকা না থাকা বুনিয়াদে কোন মাতবর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

আমাদিগের বোধ হইতেছে যে প্রিবীকৌন্সেলের ফয়সলায় প্রকৃতার্থের বিপরীত ভাব বুঝিয়া এই দ্বিতীয় আপত্তি উপস্থিত করিয়াছে; ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় পোষ্য পুত্র লইবার জন্য আপন দ্বিতীয় ভার্য্যা লালমণিকে যে অনুমতি দেয়; ঐ ফয়সলা সেই অনুমতি সূত্রে হারাধন মুখোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওয়া সিদ্ধ উল্লেখ করে না কিন্তু ঘনশ্যাম স্বয়ং যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিল সেই কার্য্যানুসারে ঐ বিষয় সিদ্ধ কহে। প্রিবী কৌন্সেল আপনাদিগের বিচারে প্রকাশ করেন যে “ কোন ব্যক্তি আপন জীবদ্দশায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারে কিম্বা তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে যে কেহ আপন স্বামির নিকট হইতে ঐ বিষয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে সে পোষ্য পুত্র লইতে পারে ; আপেলান্টের মোকদ্দমার অবস্থা এই যে ঘনশ্যাম প্রথমতঃ পীড়িতাবস্থায় ঐ শেষ পদ্ধতি মতে পোষ্যপুত্র লইবার বন্দোবস্ত করে; কিন্তু পশ্চাৎ আরোগ্য হইয়া সে স্বয়ং ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। যে সকল বৃত্তান্ত দ্বারা এই সকল বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে সেই সকল বৃত্তান্ত সত্য থাকার বিষয়ে অনেকানেক সাক্ষীগণ শপথ করে ও তাহাদিগের এজহার সাব্যস্ত কর দলীল সকল দাখিল হইয়াছে ও তাহার মধ্যে একটি ভিন্ন ও যে বিষয়ে আমরা এক্ষণেই অনুধাবন করিব, অর্থাৎ হিন্দুদিগের সমুদয় প্রমাণের উপর সহজে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া ও কৃত্রিম দলীল প্রস্তুত করায় যে সাধারণ অপবাদ ঘটিতে পারে সেই অপবাদ ব্যতীত এই সাক্ষীগণ কি দলীল সকল অন্য কোন দোষাশ্রিত দৃষ্ট হয় না” মোকদ্দমার এই অবস্থা থাকায় ও হিন্দুদিগের আইনানুসারে ঐ পোষ্যপুত্রের

ম্য আপনার স্ত্রীকে যে অনুমতি দেন ও যে অনুমতিপত্রানুসারে ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ হয় নাই সেই অনুমতিপত্রের ব্যক্ত কোন সীমাবন্ধকর শব্দ পলক্ষে যে সকল তর্ক উত্থাপন করে তাহার আদালতের সমক্ষে উপস্থিত প্রশ্নের সহিত কোন সংস্রব নাই।

স্থির হইল যে মালিশী সম্পত্তি সকল সমতুল্যাংশে ঘনশ্যাম ও গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এজমালের দখলে ছিল ও যে বাদী ৬০ বৎসরকাল অন্যায় রূপে ও প্রতারণার দ্বারা আপন বিষয় হইতে বর্জ্জিত থাকায় সে মালিশের তারিখ হইতে দখলকারী পক্ষদিগের স্থানে ওয়াসিলাৎ পাইবার যথার্থই অধিকারী। হিসাবের

জিলা বর্দ্ধমান প্রধান সদর আমীনের হুকুমে যে এক, সামান্য সংশোধন করিতে হইল তাহা ছাড়া ঐ সমুদয় হুকুম খরচা সমেত বাহাল রহিল।

পিতা সচরাচর মত স্বয়ং পোষ্যপুত্রগ্রহণ করায় তাহাতে যদি ঐ পিতার পোষ্যপুত্র লওনের জন্য আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি কোন অনুমতি থাকিত ও তদনুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ হইত তবে ঐ অনুমতিতে সীমাবদ্ধকর কোন শব্দের ব্যবহার থাকিলে তাহা ঐ পোষ্যপুত্রের বিধবা স্ত্রীর স্বত্বের পক্ষে বাধাজনক হইত কি না আমাদিগের তাহার কোন তদন্ত করা অনাবশ্যক কারণ ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে ঐরূপ সীমাবদ্ধকর শব্দ সকল বাধাজনক হউক বা না হউক কিন্তু তাহাতে প্রিবীকৌন্‌সেল যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ সিদ্ধ স্থির করিয়াছেন সেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ সূত্রে ঐ বিধবার যে স্বত্ব তাহার প্রতি কোন হানি হইতে পারে না।

অপর (প্রতিবাদী) আপেলাণ্টের তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের যে অভিপ্রায় যে প্রতিবাদীগণ নিজ এজহার মত প্রত্যেক সম্পত্তির ।৵০ আনা ও ।৵০ আনা রকম অংশ সংক্রান্ত আপনাদিগের বিশেষ ওজর প্রমাণ করণে অসমর্থ হইয়াছে তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইতেছি ও আমাদিগের সমক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত তদৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে ঘনশ্যাম ও গোলোকচন্দ্রের এজমালের দখলী বিষয়ে তাহাদিগের উভয়ের সমতুল্য অংশে দখল ছিল; অপর (বাদী) আপেলাণ্ট অধীন আদালতের বিচারের প্রতি যে আপত্তি করে তদৃষ্টে আমাদিগের এই বিবেচনা হইতেছে যে ডিহি বলহার যে ষোলআনা রূপে ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের স্বোপার্জ্জিত বিষয় ও যে তাহ ঐ ব্যক্তির একক দখলে ছিল তাহা প্রমাণ করণে (বাদী) আপেলাণ্ট সম্যক রূপে অপারক হইয়াছে এবং আমাদিগের অভিপ্রায়ে ঐ বিষয় অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় সমতুল্য অংশানুসারে এজমালের দখলে ছিল, অতএব ইহাতে (বাদী) আপেলাণ্ট ঐ বিষয়ের ।।০ আনা অংশের অধিকারী কিন্তু সে ।০ আনা রকম অংশ বিক্রয় হওয়া স্বীকার করায় প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী অনুসারে তাহার ।৵০ আনা অংশ প্রাপ্য না হইয়া ।০ আনা অংশ ন্যায্য হইতেছে।

চতুর্থ আপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের বিবেচনায় (প্রতিবাদীগণ) আপেলাণ্টগণের ওজর করিবার কোন প্রকৃত হেতু নাই, প্রিবীকৌনসেল যে দান পত্র "এককৃত্রিমতা" ও এক "সূক্ষ্ম কল্পনা" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহারা সেই দানপত্রের উল্লেখ করে ও ঐ দলীলের ছলে আদি প্রতিবাদী গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাহার উত্তরাধিকারীগণ অর্থাৎ বর্ত্তমান (প্রতিবাদীগণ) আপেলাণ্টগণের ঐ পোষ্যপুত্র ও তাহার বিধবা স্ত্রীকে তাহাদিগের স্বত্বাধিকার হইতে ৩০ বৎসরকাল বেদখল করিয়া রাখার উপায় করিয়াছে। এই সকল গতিকে আমরা বিবেচনা করি যে মোকদ্দমার বাদীকে যে ব্যক্তি পোষ্যপুত্র নয় সে সেই পিতার বিষয় সম্পত্তির তাহার পক্ষে আদি অত্যাচারকারির উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে আদায় করিবার ডিক্রী পাইলে সে প্রকাশ্য রূপে ওয়াসিলাতের প্রার্থনা করুক বা না করুক কিন্তু সে নালিশের তারিখ হইতে ঐ ব্যক্তিদিগের স্থানে ওয়াসিলাৎ পাইবার অধিকারী ও প্রধান সদর আমীন দখিলীকার প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে ওয়াসিলাৎ আদায়ের হুকুম দিয়া আপনার রায়ে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যদিও যে সকল অন্যান্য পক্ষ যাহারা এই মোকদ্দমা উত্থাপনের পর ঐ বিষয়ের কোন অংশের দখলীকার হইয়া থাকে তাহাদিগের প্রতি হানিকর ও যদিও ফলে ঐ সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন আপীল হয় নাই কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগের আপীল করণের এক হেতু হইয়াছে তথাপি ঐ সকল শব্দ (প্রতিবাদীগণ) আপেলাণ্টগণের পক্ষে বিলক্ষণ লভ্যদায়ক ও তাহাতে তাহাদিগের আপত্তি করিবার কোন মাতবর কারণ নাই।

উপরের প্রকাশিত ভাবে মোকদ্দমা দৃষ্টি করিয়া ডিক্রির যে অংশে বাদীকে উচিত মত ডিহি বলহারের ।০ আনা অংশের অধিকারী নির্দ্ধার্য্য না করিয়া ঐ বিষয়ের ।৵০ আনা রকম অংশ পাইবার অধিকারী থাকা প্রকাশ করে আমরা বিবেচনা করি যে ডিক্রির সেই অংশ ব্যতীত প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ হইয়াছে,

অতএব আমরা এই সামান্য সংশোধন পূর্ব্বক অধীন আদালতের ফয়সলা বাহাল রাখিলাম। দাবি যেং পরিমাণে ডিক্রী ও ডিস্‌মিস্ হয়, অধীন আদালতের খরচা সেইং পরিমাণে উভয় পক্ষের জিম্মা। উপরোল্লেখিত সামান্য সংশোধন হইয়া উভয় আপীলে যে ডিস্‌মিস্ হইল তাহার খরচা আপেলান্টগণের জিম্মা। ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মনি সাহেব

১৮৫৪ সালের ২৩৪ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী গোযাজম আলী খাঁ বাহাদুরের ১৮৫১ সালের ৯ সেপ্তেম্বর তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

মির খয়রাৎ আলী ও সৈএদ মনওয়ার আলী পাঁপর (বাদীগণ) ——— } আপেলান্টগণ।
গোহরন্নিসা প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ) ——— রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মৌলবী মহম্মৎ হোসেন ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ-আপেলান্টের পক্ষ উকীলগণ।
মুন্সী আমীর আলী ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ——— রেস্পাণ্ডেণ্টগণেরপক্ষউকীলগণ।

কোং ৫২৮১৫৩৷৮ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থাপিত হয়।

প্রতিবাদী সৈএদ ইনাএৎ আলির নিকট বন্ধকী ৩৫/ বিঘা লাখেরাজ জমীর দখল পাইবার জন্য ও ঐ ব্যক্তি ১২৩৮ সাল হইতে ১২৫৬ সাল পর্য্যন্ত বন্ধকী ভূমি নিজ দখলে থাকার সময় সুদ সমেত আসল দেনার অতিরিক্ত যে বেশী সিক্কা ২৪১৯ টাকা উপস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই টাকা পাইবার প্রার্থনায় বাদীগণ মির খয়রাৎ আলী ও সৈএদ মনওয়ার আলী তাহার নামে নালিশবন্দ হয়।

বাদীগণ কহে যে তাহাদিগের পিতা মির হোসেন আলী তাহাদিগকে ও তাহাদিগের মাতা মোসম্মাৎ বিবী মোহনকে আপন উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তর গমন করে; যে তাহারা ঐ জায়দাদের দখলীকার ছিল ও মির খয়রাৎ আলির উপর সকল বিষয়ের বন্দোবস্তের ভার থাকাতে সে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় সিক্কা ৬৫০ টাকা কর্জ্জ লইয়া বাঙ্গালা ১২৩৮ সালের ৩ মাঘ তারিখে সৈএদ ইনাএৎ আলীকে ৩৫/ বিঘা ভূমির এক কটকওয়ালা লিখিয়া দেয় ও ঐ ইনাএৎ আলী ঐ তারিখেই বাদী খয়রাৎ আলীকে সাক্ষীদিগের দস্তখত ও কাজির মোহর সংযুক্ত যে এক কেতা একরারনামা দেয় তাহার মর্ম্ম এই; যে বাঙ্গালা ১২৪৪ সালের শেষ নাগাএদ যদি বাদী কি তাহার উত্তরাধিকারীগণ

বাদী ঐ ৩ৃ জ্ঞ
ক আপ
দিগের বি
"নিষ্পত্তি
আ জাবেজা
নালিশ করি
বরাবর,এ
অতিরিক্ত যে
নের বৎসর
গত হইয়াছে,
প্রতিবাদীগণ
দখলীকায় থা
কায় তাহাবা
আপনাদিগে
দখল বাকা-
লের প্রার্থনা।
কোন না-
লিশ করে না
কিন্তু বাদী
গণ ঐ বিষয়ে
এক হিসাব
লওয়া হইনা
প্রার্থনাও
ঐ বিষয়ের উ
হইতে
অতিরিক্ত
লেনাদেনর বৎ
গত হইবা
পূর্ব্বে দেনা
আসল ওস্থ
পরিশোধ
হওয়াতে তা-
হারা ঐ বিষ
দখল পাই
বার জন্য বর্ত্ত
মান নালিশউ
পস্থিত করে।
প্রধান সদর
আমীন কোন
না করি
য়া বাদীগণের
দাবি ডিসমিস
করেন।
স্থির হইল
যে এই মোক
দ্দমায় অবস্থা
বাদী বাদীগ
ণের নিজয় উ
দ্ধার জন্য এক
জাবেজানালি
শে ১১৯৮ সা-
লের ১ আই
নের ২ ধারা-
নুসারে হিসাব
নিষ্পত্তি ও
বিষয় পুনঃপ্রা

আমাকে কি আমার উত্তরাধিকারীগণকে কটকওয়ালার লিখিত মেয়াদে আসল টা পরিশোধ করে তবে আমি কি আমার উত্তরাধিকারীগণ কোন ওজর ও আপত্তি বিনা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত দলীল ফেরৎ দিব কি দিবে; যে প্রতিবাদী ঐ দলীলের সর্ত্তানুয ১২৩৮ সাল হইতে ঐ বিষয় দখল পূর্ব্বক তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ঐ জেলা জজ সাহেবের নিকট বয়বাৎ জারির প্রার্থনায় এক দরখাস্ত দাখিল করে; যে ঐ দরখাস্ত নিষ্পত্তি কারণ প্রধান সদর আমীনের নিকট প্রেরণ হওয়ায় তিনি ঐ মোকদ্দমা ন খারিজ করিবা যে পক্ষের কোন দাবি থাকে তাহাকে জাবেজা নালিশ করণের আদেশ দেন; যে তাহাদিগের অর্থাৎ বাদীগণের মাতা বাদীগণকে আপন উত্তরাধিকারী রাখি পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহারা প্রতিবাদির প্রাপ্য আসল ও সুদ বাদে তাহাদিগে প্রাপ্য ৯৯১।।৵৬ টাকা পাইবার প্রার্থনায় জেলা মুঙ্গেরের সদর আমীনের নিকট নালিশ করে কিন্তু তাহারা দখলের নিমিত্ত নালিশবন্দ না হওয়ায় ঐ হাকীম ১৮৪৩ সালে ২৫ আগষ্ট তারিখে তাহাদিগের দাবি মনজুর করেন; যে তাহারা অর্থাৎ বাদীগণ বন্ধকী ভূমির দখল জন্য ও প্রতিবাদী আসল ও আইনানুযায়ী সুদ অতিরিক্ত যে বেশী টাকা পাইয়াছিল সেই বেশী টাকা তাহার নিকট হইতে পুনঃপ্রাপ্ত হেতু পাঁপরে নালিশ করিবার প্রার্থনায় ১৮৪০ সালের ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ভাগলপুরের জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে; যে পশ্চাৎ অনেক নৈরাশের পর ২১ ফিব্রুয়ারি তারিখে তাহাদিগের দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় অতএব উল্লেখিত কওবালা অন্যথা হইয়া ওয়াসিলাৎ সমেত পূর্ব্বোক্ত ভূমির দখল পাইবার প্রার্থনায় বাদী নালিশ করিতেছে।

প্রতিবাদী আপন জওয়াবে বন্ধক সম্বন্ধীয় বাদির উল্লেখিত বিবরণ কবুল করে কি কহে যে বাদী নির্দ্ধারিত কাল মধ্যে সমুদয় বন্ধকী দেনা পরিশোধ করে নাই; যে তজ্জন্য সে অর্থাৎ প্রতিবাদী ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধানানুযায়ী বয়বাতের প্রার্থনায় ১৮৪১ সালের ৬ জানুয়ারি তারিখে এক দরখাস্ত দাখিল করে. যে তাহাতে বাদী ঐ বন্ধকী মূল্যের টাকা আমানৎ না করিয়া কেবল আসল ও সুদ এ ন্যায়দাদ হইতে আদায় হইয়াছে বলিয়া এক ওজরের দরখাস্ত দাখিল করে; যে ঐ কারণ বশতঃ বয়বাৎ সিদ্ধ হইয়াছে এবং বাদির উপস্থিত মোকদ্দমা বজায় থাকিতে পারে না।

প্রধান সদর আমীন অভিপ্রায় করেন যে বন্ধক গ্রহীতারা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুযায়ী বয়বাতের নোটিস জারী করাতে ও দেনা পরিশোধের করারী তারিখের পর যে অনুগ্রহ স্বরূপ এক বৎসর অতিরিক্ত মেয়াদ দেওনের প্রথা আছে সেই এক বৎসর মেয়াদ গত হওয়ায় ও বাদীগণের ঐ মেয়াদি বৎসরের মধ্যে ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারানুযায়ী আসল দেনার টাকা যে রূপ আমানৎ করা কর্ত্তব্য ছিল তাহারা তাহা না করাতে ও বন্ধক গ্রহীতা দখলীকার থাকায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এবং উপস্থিত মোকদ্দমা কাল বহির্ভূত হইলে উপস্থাপিত হইয়াছে ও তাহা রুজু হইতে পারে না; ঐ কারণ বশতঃ বাদির দাবি ডিসমিস্ হয়।

বিচার।

অত্র মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনের ফয়সলার অসম্মতিতে ঐ ফয়সলা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া অধীন আদালতের বাদীগণ আপীল করে।

মোকদ্দমার বিবরণ সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। দৃষ্ট হইতেছে যে ভূতপূর্ব প্রতিবাদী ... গণের ময়ূরস বাদীগণকে সিক্কা ৩৫০ টাকা কর্জ্জ দেয় এবং বাদীগণ প্রতিবাদীকে ... ভূমির কিয়ৎকাল উপস্বত্ব ভোগ করণের শর্ত্তে লিখিত এক কটকোবালা লিখিয়া দেয়। ... বন্ধকী দেনা পরিশোধ করণের কওয়ালার লিখিত কাল গতে প্রতিবাদী ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুযায়ী বাদীগণের উপর, বয়বাতের নোটিস জারী করার বাদী ঐ দেনার আসল ও সুদ ভূমির উপস্বত্ব হইতে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক আদায় হইয়াছে বলিয়া ঐ বৎসরের মধ্যে এক দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু সে কোন আমানৎ করে নাই, প্রধান সদর আমীন উভয় পক্ষকে আপনাদিগের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আবেত। নালিশ করণের আদেশ দেন, দেনা পরিশোধ জন্য যে অনুগ্রহের স্বরূপ এক বৎসর অতিরিক্ত মেয়াদ দেওয়ার নিয়ম আছে তাহা গত হইয়াছে, প্রতিবাদীগণ দখলীকার থাকায় তাহারা আপনাদিগের সিদ্ধ বয়বাৎ অনুসারে বন্ধকী বিষয় দখলের নালিশ করে নাই। কিন্তু বাদীগণ ঐ বন্ধকী বিষয় দখলের জন্য ও প্রতিবাদীগণ ঐ বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে আদি বন্ধকী দেনার আসল ও সুদ অতিরিক্ত যে বেশী টাকা পাইয়াছে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় একণে এই উপস্থিত নালিশ উত্থাপন করে।

এই সকল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপেলান্টগণের পক্ষ উকীলগণ কহে যে তাহাদিগের মওক্কেল দখলীকার বন্ধক গ্রহীতার হিসাব সকল পরীক্ষা হওনের দাবি করিতে পারে; যে অতিরিক্ত মেয়াদ মধ্যে তাহাদিগের বন্ধকী দেনার আসল টাকা আমানৎ না করা বিশেষ হানিকর নহে ও ঐ রূপ আমানৎ আইনানুযায়ী আবশ্যক নহে, যে তাহারা একণেও এই উক্তির উপর নির্ভর করে যে ঐ মেয়াদ বহির্ভূত হওনের সময় কিছুই দেনা ছিল না; যে তাহারা যে ব্যবহার করিয়াছে তাহার দায় তাহারা আপনাদিগের উপর লইতেছে অর্থাৎ যদি তাহাদিগের এই উক্তি অযথার্থ প্রমাণ হয় তবে তাহারা ঐ ব্যবহার বশতঃ এক কালেই মোকদ্দমায় পরাস্তব হওনের যোগ্য হইবেক; যে সকল বিষয়ে কিছু দেনা বাকী থাকে সেই সকল বিষয়ের সহিত ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ১ ধারা ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু দেনা থাকা বা না থাকাতেও ঐ দুই ধারা যে সকল বন্ধকদাতার উপর অবশ্যই খাটিবেক এমত নহে; যে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩ ধারানুযায়ী বাদীগণের হিসাব নিকাশের প্রার্থনা করণের অধিকার আছে, কারণ তাহারা কহে যে ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে দেনার আসল ও সুদ ঐ বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে আদায় হইয়াছে; যে যদি প্রতিবাদীগণ বয়বাৎ জারির পর দখলের জন্য নালিশ রুজু হইত তবে তাহারা অর্থাৎ বাদীগণ আপনাদিগের জওয়াবে এই বস্তু উত্থাপন করিতে পারিত ও যে প্রতিবাদী দখলীকার থাকায় তাহার দখলের জন্য নালিশ করা অনাবশ্যক হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি তাহাতে এই মোকদ্দমার অবস্থানুযায়ী বন্ধকী বিষয় উদ্ধার জন্য বাদীগণের নালিশ করণের স্বত্ব রহিত হয় নাই; ও যে এই জন্য এই মোকদ্দমা পুনর্বিচার হেতু প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ পাঠান কর্ত্তব্য।

অপর (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষ এই জওয়াব দেন যে কোন টাকা দেনা থাকুক বা না থাকুক তথাপি প্রধান সদর আমীনের ফয়সলায় উল্লেখিত আইনানুযায়ী বন্ধক

দাতা বাদীগণের বন্ধকী দেনার আসল টাকা অবশ্যই আমানৎ করা কর্ত্তব্য ছিল, ও যে তাহা না করাতে ও বয়বাতের নোটিস জারী ও ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হওয়ায় ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে ও বাদীগণের আদালতে উপস্থিত হইবার কাল নাই।

আমাদিগের অভিপ্রায়ে যদিও বন্ধকী কওয়ালার নির্দ্ধারিত কাল বহির্ভূত ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুযায়ী বয়বাতের নোটিস জারী ও ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইয়াছে ও বাদীগণ কোন আমানৎ করে নাই তথাপি তাহাদিগের এই মোকদ্দমার অবস্থানুযায়ী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৩ ধারানুসারে হিসাব নিষ্পত্তি ও বিষয় খালাসের আবেতা নালিশে বিষয় পুনঃপ্রাপ্তের দাবি করণের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে; ইহাতে যদি অনুসন্ধানে এমত প্রকাশ হয় যে ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হওনের তারিখে ও ঐ বন্ধকী দেনার কিছু বাকী ছিল সে বাকী অত্যল্প হউক না কেন, তথাপি বাদীগণের বিষয় উদ্ধার করণের হক স্পষ্টই নষ্ট হইয়া থাকিবেক ও ঐ মোকদ্দমা অবশ্যই ডিস্‌মিস্ হইবেক, কিন্তু দখলীকার বন্ধক গ্রহীতাদিগকে অবশ্যই যে সকল হিসাব দাখিল করিতে হইবেক যদি সেই সকল হিসাবে এমত প্রকাশ হয় যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নির্দ্ধারিত ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে বন্ধকগ্রহীতারা সমুদয় আসল ও সুদ আদায় করিয়াছে, তবে বাদীগণের আপনাদিগের বিষয় পুনরুদ্ধার করণের ও প্রতিবাদীগণ বন্ধকী কওয়ালা সূত্রে যে উপস্বত্ব পাইবার অধিকারী তদতিরিক্তে সে যে উপস্বত্ব পাইয়াছে সেই উদ্ধৃত ওয়াসিলাৎ পুনঃপ্রাপ্ত হওনের অধিকার থাকিবেক। অপর কিছু দেনা থাকুক বা না থাকুক তথাপি উপস্থিত নালিশের তুল্য মোকদ্দমায় সকল গতিকেই বন্ধকদাতার নিজ বিষয় উদ্ধার করণের হক রক্ষার নিমিত্ত বয়বাতের নোটিস জারী হইলেই বন্ধকী দেনার আসল টাকা আমানৎ করা আবশ্যক বলিয়া যে তর্ক উপস্থিত করে তাহা আমাদিগের বিবেচনায় বজায় থাকিতে পারে না; ১৮০৬ সালের ১৭ আইন বন্ধকদাতাগণের রক্ষা ও কষ্ট শান্তির নিমিত্ত প্রচলিত হয়, ঐ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সাবেক যে সকল আইন আছে, পূর্ব্বোক্ত আইন সেই সকল সাবেক আইন রদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জারী হয় নাই বরং তাহা ঐ সকল আইনের অতিরিক্তে চলিত হয়, তাহাতে যে সকল মোকদ্দমায় ঐ আইন বিশেষ রূপে খাটে অর্থাৎ যে সকল মোকদ্দমায় বন্ধকগ্রহীতা কর্ত্তৃক বয়বাতের নোটিস জারী হইয়াও আদি দেনার কতক অংশ বাকী থাকে যদিও সেই সকল মোকদ্দমায় ঐ রূপ আমানৎ না করা সাংঘাতিক ও তাহাতে পূর্ব্ব কথিত মত বন্ধকদাতার আপন বিষয় উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত হইবেক তথাপি কোন বন্ধকদাতার ঐ আইনানুসারে কার্য্য না করায় সাবেক আইনানুযায়ী তাহার যে উপায় থাকে তাহার প্রতি কোন হানি হয় না।

অধিকন্তু আমাদিগের অভিপ্রায়ে এক সাধারণ নিয়ম এই যে দখলের প্রার্থনায় বন্ধক গ্রহীতার উত্থাপিত কোন নালিশে বন্ধকদাতা আপন জওয়াবে যে বিষয়ের আপত্তি করিতে পারে সে অর্থাৎ বন্ধকদাতা ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হওয়ার পর নিজ উত্থাপিত নালিশেও সেই আপত্তির বিষয় উত্থাপন করণে সমর্থ; অতএব সে যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতার উত্থাপিত কোন দখল প্রার্থনায় মোকদ্দমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে বন্ধকী দেনা পরিশোধ হওয়ার স্পষ্টই আপত্তি করিতে পারিত সে স্থলে আমাদিগের বিবেচনায় সে উপস্থিত নালিশে স্বয়ং ঐ আপত্তি উত্থাপন করণের ও তদ্বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের স্পষ্ট ও নির্দ্ধারিত নিষ্পত্তি পাইবার অধিকারী। এই মোকদ্দমায় উপরের প্রকাশিত ভাবানুসারে আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা করিয়া এই আদেশে মোকদ্দমা তাহার নিকট ফেরৎ পাঠাই যে তিনি বন্ধকগ্রহীতাকে ঐ বিষয় হইতে

[illegible] থাকিবে [illegible] অপরন্তু যথা [illegible] রূপে ইহা ও অবধারিত হইল যে বন্ধক গ্রহীতার উত্থাপিত কোন দখলের নালিশে বন্ধকদাতা সেই প্রাবিয়জওয়াবে যেআপত্তি করিতে পারে সে তাহা ঐ বন্ধক দাতা ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হওয়ার পর নিজ উত্থাপিত নালিশেও এ আপত্তির বিষয় উত্থাপন করিতে সমর্থ। অধীন আদালতের ফয়সলা অন্যথা হইল ঐ প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা এইতাদেশে ফেরৎ দেওয়া গেল যে তিনি বন্ধক গ্রহীতাকে ঐ বিষয়ের আদায় ও খরচের হিসাব দাখিল করিবার জন্য তলব করেন ও ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি হইতে প্রতিবাদির প্রাপ্য সুদ ও খেত সমুদয় দেনা আদায় হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করিয়া তাঁহার

যে [illegible] আমার ও সেই বিষয় রক্ষা ও তাহার আদায় ইত্যাদির কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য [illegible] যে খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব দাখিল করিতে তলব করেন ও বন্ধগ্রহীতাদিগের [illegible] বিক্রের উপস্বত্ত্ব হইতে ঐ অতিরিক্ত মেয়াদের বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে [illegible] দেনা সুদ সমেত পরিশোধ হইয়াছে কি না তাহার নির্ণয় করিয়া তাহার সম্বন্ধে যে প্রমাণ দাখিল হয় সেই প্রমাণানুযায়ী ও ঐ আইনের আদালত উপরে যে ভাব প্রকাশ করিলেন সেই ভাবানুসারে অবশেষ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন ইতি।

[illegible] উপস্থি[illegible] [illegible] ও ঐ [illegible] আ- [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত [illegible] বাক্যনাকে [illegible] করেন।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ স্যামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৪ সালের ২৪৩ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা বাখর গঞ্জের প্রধান সদর আমীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশের ১৮৫৪ সালের ২২ মার্চ তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে জাবেতা আপীল।

নাবালগ প্রসন্ন কুমার সেনের ইষ্টেটের সরবরাহ
কার মেং আর, ডবলিউ, স্কট সাহেব (প্রতিবাদী) } আপেলাণ্ট।
চন্দ্রকুমার সেন (বাদী)———— ————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মেং আর, টি, এলান—আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

কোং ৯৮৭৫০/২,১৩ টাকার দাবিতে নালিশ উপস্থিত হয়।

অত্র মোকদ্দমায় উভয় পক্ষদিগের সাধারণ মুরস রাজারাম সেনের নবকৃষ্ণ সেন ও কালাচাঁদ সেন নামক দুই পুত্র ছিল। ঐ শেষোক্ত পুত্র আপন স্ত্রী তারিণীকে পোষ্যপুত্র লইবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ১২২৮ সালে লোকান্তর গমন করিলে সেই বিধবা স্ত্রী ঐ ক্ষমতানুসারে ১২২৯ সালের ২ আষাঢ় অর্থাৎ ইং ১৮২২ সালে বাদীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। পরে কালাচাঁদের মৃত্যুর পর নবকৃষ্ণ নিজ পৈতৃক সম্পত্তির রকম ।৵০ আনা অংশের আপনি ওয়ারিস বলিয়া সেই অংশ ও তদ্ভিন্ন কালাচাঁদের পৈতৃক অধিকার অবশিষ্ট ।৵০ আনার মধ্যে রকম ৵১০ আনা ঐ কালাচাঁদ কর্ত্তৃক তাহার অর্থাৎ নবকুমারের পুত্র কালীকুমারকে দত্ত বলিয়া সেই ৵১০ আনা অংশের দাওয়া করায় কালাচাঁদের বিধবা স্ত্রীর সহিত নবকুমারের নানা বিবাদ হয়। পরে ১২২৯ সাল অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ১৩ ফিব্রুয়ারি ও ১২৩১ সাল অর্থাৎ ১৮২৪ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখের দুই কেতা মোক্তেনামার দ্বারা এই সকল বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া তদনুসারে ঐ সম্পত্তির ।৵০ আনা রকম নবকৃষ্ণের নির্দ্ধার্য্য হয় ও ।৵০ আনা রকম অংশ তারিণী বাদির মাতা ও অছি থাকায়

এক ব্যক্তি[illegible] র সাক্ষিদের কারণ উৎপত্তি[illegible] র কাল হইতে যে সম্পত্তি[illegible] মণঃ তিন পুরু[illegible] র কর্ত্তৃক [illegible] দখল [illegible] আসিয়াছেন সেই সম্পত্তির উপর দাবি[illegible] রিয়া [illegible] বালগী [illegible] মবিলেন [illegible]

তাহার দখলে থাকে। ১২৩৩ সালে নবকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র কালীকৃষ্ণ সেন আপন পৈতৃকাধিকারানুসারে উত্তরাধিকারী হইয়া ১২৩৫ সালে পরলোক প্রা হওয়ায় তাহার পোষ্যপুত্র রাজকুমার সেন ঐ পৈতৃক বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত তাহাতে এই মোকদ্দমার মূল প্রতিবাদী প্রসন্নকুমার সেন ঐ রাজকুমার সেনের পু বিধায়ে সে নবকৃষ্ণ সেনের প্রপৌত্র হইতেছে। পরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ, সূত্রে বাদি মাতা তারিণীর ১২৫০ সালে মৃত্যু হইলে বাদী ১৮২৩ ও ১৮২৪ সালের সোলেনা সকল অন্যথা করিবার জন্য ও যে ৵০ আনা রকম সম্পত্তি তাহার আছি তারি কর্তৃক হস্তান্তর হইয়াছিল তাহা তাহার পৈতৃক বিষয় ও তাহা হস্তান্তর করা আইন বিরু বলিয়া সেই অংশ বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত পুনঃপ্রাপ্ত হইবা প্রার্থনায় ১২৫৪ সালের ১৯ আশ্বিন অর্থাৎ ১৮৪৭ সালের ৪ আক্টোবর তারিখে এ নালিশ উপস্থাপন করে। প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় এই নালিশ নিয়মিত কালে মধ্যে সংস্থাপিত হওয়া স্থির হওয়াতে সে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অত্র আদালতে আপী হইলে কোন এক রীতি বিরুদ্ধ দোষোপলক্ষে মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহাতে প্রধান সদর আমীন আপনার সাবেক বিচার বজায় রাখায় এই মোকদ্দমা আপীল সূত্রে দ্বিতীয় বার আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে।

অত্র আদালতে সূক্ষ্ম এক তামাদির বিষয়ে বাদানুবাদ হওয়ায় মোকদ্দমার দোষ গু সম্বন্ধে উভয় পক্ষের বাদানুবাদের প্রতি অনুধাবন করা অনাবশ্যক। প্রতিবাদীগ অর্থাৎ আপেলাণ্টগণের পক্ষে এই বাদানুবাদ করে যে ১২২৯ সালে বাদী পোষ্যপু গ্রহণ হইবার সময় তাহার ৫ বৎসরাতীত বয়ঃক্রম হইয়াছিল; যে শাস্ত্র মতে হিন্দু জাতি কোন ব্যক্তির ১৫ বৎসর সম্পূর্ণ হইলে তাহার সম্প্রাপ্ত বয়স হয়; ও যে সেই কার বশতঃ বাদী ১২৩৮ সালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল ও ১২২৯ ও ১২৩১ সালে নালিশের কার উৎপত্তি হওয়ায় তাহার ১২৫০ সালে এই নালিশ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু ১২৫৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নালিশবন্দ হয় নাই। সে যাহাহউক বাদী গবর্ণমেণ্টের খেরাজী সম্পত্তির মালিক থাকায় ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনের বিধানানুসারে তাহার ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত যে তাহার নাবালগী অবস্থা থাকিবেক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; প্রতিবাদী ১২২৯ সালে বাদির যে বয়স থাকা হিসাব করে তথাপি তাহাতেও বাদির আদালতে উপস্থিত হইবার কাল বহির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাতে বাদির মোকদ্দমার প্রতি যে তামাদির আইন বাধাজনক নহে তাহাই বাদির প্রমা করা আবশ্যক। ঐ বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য বাদী এক খান জন্ম পত্রিকা অর্থাৎ ঠিকুজী দাখিল করে ও ঐ ঠিকুজী যদি অকৃত্রিম হয় তবে তদ্দ্বারা ১২২৭ সালের ২১ অগ্রহায় তারিখ বাদির জন্ম দিন স্থির হয়। সে মতে যে ঐ হেতু ১২৪৫ সালের ২১ অগ্রহায় পর্য্যন্ত তাহার নাবালগী অবস্থা ছিল ও ঐ তারিখ হইতে ৯* বৎসর কাল মধ্যে তাহার নালিশ উপস্থাপিত হইয়াছে। অতএব এই জন্ম পত্রিকার অকৃত্রিমতা ও তাহাতে যে তারিখ বাদির জন্মদিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই তারিখ যথার্থ জন্মদিন সাব্যস্ত জন্য বাদী ঐ দলীল দেওয়ার অন্য যে কোন প্রমাণ দাখিল করিতে সমর্থ সেই প্রমা ণের উপর এই সমুদয় মোকদ্দমা নির্ভর হইতেছে। ঐ জন্মপত্রিকার প্রতিপোষক কোন সাক্ষ্য প্রমাণ তাহা কেবল বাদির প্রকৃত পিতা রামলোচন সেন কর্তৃক দেওয়া হই য়াছে, ঐ ব্যক্তি যে নিজ জীবনধারণ জন্য আপন পুত্রের দাতৃত্বের উপর নির্ভর করে তাহা সে স্বীকার করিয়াছে ও সে আদালতে যে বিষয় সাব্যস্ত করিতে উদ্যত তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার স্মরণ শক্তির অত্যন্ত হীনতা দৃষ্ট হইয়াছে। যদিও তাহ

পুত্রের আদালতে [illegible] ছিদ্রান্বেষিত না হইবার চেষ্টা করিলে তাহাতে অবশ্যই জন্ম তামাদির সাধারণ আইন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার হক থাকায় বিলক্ষণ স্পষ্ট ও চূড়ান্ত প্রমাণ দাখিল করিতে হইবেক। এই বিষয়ে বাদির প্রমাণ সমূহ সন্দেহযুক্ত ও অপ্রত্যয় যোগ্য হওয়াতে তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইল জন্ম পত্রিকার লিখিত তারিখের সহিত সদর আদালতের পঞ্জিকার ঐক্য অনৈক্যতা হেতু আপত্তি করাতে ঐ ওজর এই কারণে অগ্রাহ্য হইল যে জ্যোতিষের গণনায় যে পঞ্জিকা সর্ব্বদা ব্যবহার হয় তাহা অনেক সময়ই ব্যবহৃত পঞ্জিকার সহিত দুই এক দিবসের অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া থাকে ও বাদ্য

* ৮ বৎসর ৩ মাস ২৮ দিন।

প্রমাণ গ্রাহ্য হইলে তাহা নিঃসন্দেহই মাতবর বলিয়া গণ্য হইতে পারে তথাপি তাহার অন্য কোন পোষকতা অভাবে সেই প্রমাণ বাদির পক্ষে কোন বিশেষ উপকার দায়ক নহে। ঐ জন্মপত্রিকাতে ২১ অগ্রহায়ণ তারিখের যে সকল বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে তাহার এ আদালতের পণ্ডিতদিগের প্রকাশিত ১২২৭ সালের পঞ্জিকা সকলের বৃত্তান্তের সহিত অনৈক্যতা জন্য প্রতিবাদির উকীল ঐ জন্মপত্রিকার উপর দোষারোপ করিয়াছে। ঐ জন্মপত্রিকায় প্রকাশ যে বাদী শকাব্দ * ১৭৪২ অর্থাৎ ১২২৭ সালের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখের সোমবার কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী বিশাখা নক্ষত্রে ভূমিষ্ট হয় কিন্তু ঐ পঞ্জিকাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে মঙ্গলবার শুক্লপক্ষ প্রতিপদ অনুরাধা নক্ষত্র ছিল। এই আপত্তি অধিক মাতবর নহে কারণ শকাব্দা সন মতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রায় যে রূপ গণনা হইয়া থাকে তাহাতে সেই সন অনুসারে এই জন্মপত্রিকার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হওনায় যে দুই এক দিবসের অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে, করনেল ওয়ারেন সাহেবের "কাল সঙ্কলিত" নামক পাণ্ডিত্য বিশিষ্ট গ্রন্থ দৃষ্টে প্রকাশ যে শকাব্দা অনুসারে গণনা ব্যবহৃত কালের সহিত প্রায় ঐ রূপ দুই এক দিবসের অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। অপর বাঙ্গালা দেশে তিন প্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত ও তাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বৎসরের গণনায় পরস্পর অনৈক্যতা আছে বলিয়া বাদীগণ যে কৈফিয়ৎ দেয় তাহা তাহাদিগের দাখিলী শকাব্দা ১৭৭৬ অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৬১ সালের একখানি পঞ্জিকা দৃষ্টে যথার্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু ঐ জন্মপত্রিকা অকৃত্রিম দলীল স্বরূপ জ্ঞান করিবার পক্ষে অন্যান্য ও আরও অধিক সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক হইতেছে। নালিশী আরজীতে ঐ জন্মপত্রিকার নিশ্চয় তারিখ দেয় নাই ও এই দোষ ১৮৫৪ সালের ৭ ফিব্রুয়ারি তারিখের পূর্ব্বে সংশোধন হয় নাই অর্থাৎ এ আদালত হইতে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ হওনের পর ঐ তারিখে এক তিতিম্মা দরখাস্ত দাখিল করিয়া ঐ দোষ সংশোধন করে। এই ত্রুটি দৃষ্টে প্রতিবাদীগণ যে ন্যায়মত সিদ্ধান্ত করে মোকদ্দমা উত্থাপিত কালে ঐ দলীল ছিল না। অপর বিষয় হীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে রূপ সামান্য ঠিকুজী রাখা প্রচলিত ঐ জন্মপত্রিকা সেই রূপ এক ঠিকুজী মাত্র ও তাহাতে বাদির কেবল ভূমিষ্ট হওনের কাল নির্দ্দিষ্ট ব্যতীত আর কিছুই লিখিত নাই।

বাদির পিতা যোত্রহীন ব্যক্তি ছিল তাহাতে সে যে আপন পুত্রের ঐ রূপ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইবেক তাহা সম্ভব বটে কিন্তু বাদী এক্ষণে যে প্রকার ধনবান সংসারে অবস্থিত তাহাকে সেই সংসারে পোষ্যপুত্রের ন্যায় গ্রহণ করণের কল্পনা স্থির হইবার অগ্রে তারিণী যে হিন্দুদিগের বিশ্বাস মত ঐ বালকের ভাবি ভাগ্য নিরাকরণ জন্য ও তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা যুক্তি সিদ্ধ কি না তাহা নির্ণয়ার্থে যে পূর্ব্বাক্তে তাহার ঠিকুজী হইতে বিস্তারিত কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইত তাহাতে আমারদিগের বিবেচনায় কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই দলীলের অভাব থাকায় কোন কারণ দর্শায় নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ জন্মপত্রিকা কখন কোন প্রকাশ্য স্থলে দাখিল হয় নাই ও আমাদিগে কেবল যে এক দলীলে বাদির বয়ঃক্রম সঠীক রূপে নির্দ্দিষ্ট থাকা দৃষ্ট হইতেছে তাহা বাদির ফৌজদারী সংক্রান্ত কোন অপরাধের বিচার কালীন জেলা যাশর গঞ্জের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে ১৮৪৫ সালের ১৮ জুলাই তারিখে তাহার দাখিলী এক কেফি-

বাঙ্গালা দেশে যে তিন প্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত তাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বৎসরের গণনার [illegible] অনৈক্য [illegible]

---

* পুরাণ সম্বন্ধীয় শালিবাহন নামক এক জন দক্ষিণের রাজা যে ইং ৭৮ সালে জন্ম গ্রহণ করে তাহার জন্ম বৎসর হইতে শকাব্দা সনের গণনা হইয়া থাকে। জ্যোতিঃ শাস্ত্রের গণনায় এই সন সচরাচর হইয়া থাকে।

হওয়ার মাত্র; সেই সমরীতে যে আপনার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর বলিয়া প্রকাশ করে। এক্ষণে বাদির তরফ ব্যক্ত করিতেছে যে ঐ কথা কেবল মিথ্যা ও যে সময় সে ঐ অপরাধ করে সেই সময় তাহার নাবালগী অবস্থা থাকা সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ মিথ্যা কথার উল্লেখ হইয়াছিল। ফলে এই রূপ বৃত্তান্ত যথার্থ হওয়াও সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তত্রাপি তাহার পক্ষে এক বিলক্ষণ হানিকর বিবরণ রহিতেছে যে বাদীকে যুক্ত যে এক সময়ে প্রকাশ্য রূপে আপন বয়ঃক্রম ব্যক্ত করিতে তলব হইয়াছিল তাহার সেই সময়ের এজহার তাহার এক্ষণের উত্থাপিত মোকদ্দমার সহিত সম্যক রূপে অনৈক্য অপর বাদী যে তারিখে আপন বিষয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে তাহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধীয় কোন সন্ধান উপেক্ষায় সেই তারিখের প্রতি অনুধাবন করিলে আমাদিগের আরও এই দুষ্করত্ব দৃষ্ট হইতেছে যে সে আপনি নিজ পৈতৃক জমীদারির মালিকের ন্যায় গণ্য হইবার জন্য আপন মাতার মৃত্যুর তারিখে অর্থাৎ ১৮৪৪ সালের পূর্ব্বে দরখাস্ত করে নাই তাহাতে ঐ বিষয়ের উপর কিছুই নির্ভর হইতে পারে না। বাদির নিজ পিতার প্রমাণ দেওয়ায় তাহার পক্ষে অন্যান্য সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যতা কেবল তাহারা ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় যাহা শুনিয়াছিল ও সেই কালে তাহারা ঐ বালকের যে বয়স থাক অনুমান করিয়াছিল সুদ্ধ সেই পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রমাণের বিপক্ষে প্রতিবাদীগণের দখলী বিরুদ্ধকর প্রমাণ আছে তাহাতে আমরা ঐ প্রমাণের উপর কিছুই নির্ভর করিতে পারি না। ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করণের দলীলেও আমরা কোন সহায়তা প্রাপ্ত হই না, কারণ যদিও প্রতিবাদীগণ তন্নির্দ্ধারিত তারিখে ঐ পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওয়া স্বীকার করে তথাপি যে দলীল দাখিল হইয়াছে সেই দলীল তাহারা কৃত্রিম বলিয়া ব্যক্ত করে ও ঐ রূপ দলীলে ঐ বালকের বয়ঃক্রমের উল্লেখ থাকা অবশ্যই অপ্রথানুযায়ী ও তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদীগণ যে ঐ পোষ্যপুত্রের ৫ বৎসর ৬ মাস কাল বয়ঃক্রম থাকার উল্লেখে বাদানুবাদ করে তদ্বিষয়ে বাদির পক্ষে এই ব্যক্ত করিয়াছে যে ঐ রূপ বয়স্ক বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করণের ব্যবহার নাই কিন্তু এই বিষয়ের প্রত্যুত্তরে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ যে রূপ ব্যক্ত করেন তদনুসারে এই বাদী যে প্রকার পোষ্যপুত্র অর্থাৎ সে যে বংশে পোষ্যপুত্র হয় সেই বংশের তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকাতে ও তাহাকে দেশের দূরান্তর হইতে আনয়ন করায় তাহার পক্ষে ঐ রূপ বয়স্ক থাকা কোন ক্রমেই অসচরাচর নহে। ফলে প্রতিবাদীগণের উল্লেখিত বৃত্তান্তে এমত কোন অন্তর্জাত অসম্ভবতা নাই যে তদ্দৃষ্টে আমরা বাদির এজহার যে নিশ্চয় রূপে যথার্থ স্থির করিতে পারি।

বাদির নালিশের কারণ উৎপত্তির কাল হইতে যে সম্পত্তি ক্রমশঃ তিন পুরুষের ভোগদখলে থাকিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান দখলীকারের হস্তে আসিয়াছে বাদী সেই সম্পত্তির উপর দাবি করিয়া ও তাহার নিজ ব্যাখ্যামত সে বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের পর নয় বৎসর পর্য্যন্ত আপন অধিক কার্য্যের প্রতি কোন আপত্তি করে নাই এক্ষণে সেই কার্য্যের উপর দোষারোপ করিয়া আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। সে এই কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবার জন্য নাবালগী অবস্থার বুনিয়াদে তামাদী আইন হইতে বিশেষ অব্যাহতি পাইবার দাওয়া করে। উপস্থিত মোকদ্দমা এ প্রকার যে ইহাতে বাদির নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত ঐ রূপ অব্যাহতি পাইবার হক থাকার অপ্রবল ও সন্দেহ যুক্ত প্রমাণ কার্য্যকারক হইবেক না। বাদী এই বিষয়ে যে প্রমাণ দেয় তাহা অবশ্যই স্পষ্ট ও চূড়ান্ত হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে এই রূপ হওয়া দূরে থাকুক বরং বাদির প্রমাণ সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহ বিশিষ্ট ও অপ্রত্যয় যোগ্য। বাদির যথার্থ কি বয়ঃক্রম ও সে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের তারিখের পর ৩ বৎসরের মধ্যে নালিশ উত্থাপন করিয়াছে তাহা সে আমাদিগের প্রত্যয় যোগ্য রূপে সাব্যস্ত করিতে পারে নাই। অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা করিয়া খরচা সমেত আপীল ডিক্রী করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, টেবর সাহেব } একটিং জজ।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব }

১৮৫৫ সালের ১১০৩ নম্বরী দরখাস্ত।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে গদাধর তেওয়ারি প্রভৃতি বাদীগণের মোকদ্দমায় চৌকি ক্ষীরপাথির মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মদনগোপাল মোষের ১৮৫৫ সাল ১৫ আপ্রিল তারিখের ফয়সলার অন্যথায় জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্রের ঐ সনের ২ জুন তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ১৮৫৫ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

মুনসী আমীর আলী ও বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ—দরখাকারীগণের পক্ষউকীলগণ।
সৈএদ মহম্মদ হোসেন ——————— প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

এক জলকরের দখলের নিমিত্ত নালিশ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদীগণ এই আপত্তি করে যে তাহারা বাদীগণের নামে এক নালিশ উপস্থাপন করিয়া ঐ মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রী অনুসারে যে কতক গুলিন জমীতে দখল পাইয়াছিল, ঐ জলকর সেই সকল ভূমির সরহদ্দের শামিল। মুনসেফ সরেজমীনে একজন আমীন পাঠাইয়া তাহার জরীপ ও রিপোর্ট অনুসারে ঐ জলকর ডিক্রির জমীর সরহদ্দের শামিল স্থির করিয়া ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার বিধান নালিশের প্রতি বাধাজনক বিবেচনায় মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদীগণ এই ফয়সলার অসম্মতিতে প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীল করিয়া এই ওজর করে যে সাবেক মোকদ্দমায় প্রতিবাদীগণের পক্ষে যে জমীর ডিক্রী হয় তাহা কেবল ডাঙ্গা ভূমি বলিয়া ব্যক্ত আছে কিন্তু কোন জলকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নাই।

সাবেক মোকদ্দমা জমীর নিমিত্ত ও বর্ত্তমান মোকদ্দমা এক জলকরের জন্য উপস্থিত হওয়ায় প্রধান সদর আমীন সাবেক মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা হইতে পৃথক বিবেচনায় এ আদালতের ১৮৫৩ সালের ২১ মার্চ তারিখের আপেলাণ্ট রাজা রাজনারায়ণ রায়ের মোকদ্দমার নজীরের উল্লেখ করিয়া সেই নজীরানুসারে মুনসেফের ফয়সলা অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা দোষগুণ দৃষ্টে পুনর্বিচার জন্য মুনসেফের নিকট মিছিল ফেরৎ পাঠান।

দরখাস্ত কারীগণ খাস আপীলে এই আপত্তি করে যে বিরোধীয় উপস্থিত বিষয় মোকদ্দমার উভয় পক্ষদিগের মধ্যে সাবেক মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি হওয়ায় এই নালিশের পক্ষে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার বিধান বাধা জনক ও প্রধান সদর আমীন দুই মোকদ্দমার মধ্যে যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন তাহা তাহার ভ্রান্তি মাত্র।

বাদীগণ এক জলকর দখলের নিমিত্ত নালিশ করে ও প্রতিবাদীগণ তাহাতে এই আপত্তি করে যে তাহারা ইতিপূর্ব্বে বাদীগণের বিরুদ্ধে এক নালিশ উপস্থাপন করিয়া আদালতের ডিক্রী অনুসারে যে কতক গুলিন জমী দখল পাইয়াছিল ঐ জলকর সেই সকল জমীর সরহদ্দের শামিল।

মুনসেফ এক জন আমীনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ঐ জলকর প্রতিবাদির পক্ষে দত্ত সাবেক ডিক্রির জমী সকলের সরহদ্দের শামিল থাকা স্থির করেন ও তজ্জন্য বাদীগণের দাবির প্রতি ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারা বাধা জনক বিবেচনায় ঐ দাবি ডিসমিস করেন।

সাবেক মোকদ্দমা জমীর নিমিত্ত ও বর্ত্তমান মোকদ্দমা এক জলকরের জন্য উপস্থিত হওয়ায় প্রধান সদর আমীন সাবেক মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া তদনুসারে পুনর

র্বিচার জন্য মুনসেফের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান। আদালত অবধারিত করিলেন যে উভয় পক্ষের মধ্যে মূল বিরোধীয় বিষয় এই যে ঐ জলকর প্রতিবাদী গণের পক্ষে সাবেক ডিক্রির জমীর শামিল কি না; যে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় উভয় পক্ষই জমীদার থাকা দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বিরোধীয় জমী সাবেক ডিক্রির ভূমি সকলের সরহদ্দের শামিল থাকা প্রকাশ হইলে ঐ জমী তক্ত হউক কি তাহা জলাভূমি থাকায় কোন ক্ষতি নাই; এ জন্য মোকদ্দমা পুনর্বিচারক জন্য প্রধান সদর আমীনের নিকট ফেরৎ দেওয়া গেল।

আমাদিগের স্পষ্ট এই অভিপ্রায় হইতেছে যে প্রধান সদর আমীনের উচিত পা মধ্যে, এই মূল বিষয় নিষ্পত্তি ক।। কর্ত্তব্য ছিল যে প্রতিবাদীগণের পক্ষে সাবেক ডি জমীর সরহদ্দের মধ্যে ঐ জলকর ছিল কি না। উভয় পক্ষই জমীদার তাহাতে যে প ঐ স্থান সাবেক ডিক্রির জমীর সরহদ্দের শামিল থাকে সে পর্যন্ত ঐ স্থান জলাচ্ছে কিম্বা তাহা শুষ্ক ভূমী থাকুক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। তিনি অর্থাৎ প্রধান আমীন যে নজীরের প্রসঙ্গ করিয়াছেন তাহা অসংলগ্ন। যদিও ঐ নজীরের মোক ও সাবেক নালিশ প্রমাণ স্থলে একই প্রকার বেওয়া ও একই প্রকার হকের উপর ছি ছিল তথাপি ঐ নজীরের মোকদ্দমার পক্ষগণ সাবেক মোকদ্দমার পক্ষগণ হইতে স রূপে স্বতন্ত্র প্রকার লোক। আমরা প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা অন্যথা কা পুনর্ব্বিচার জন্য তাহার নিকট মোকদ্দমা এই আদেশে ফেরৎ পাঠাই যে তিনি যে বিষ কোন মীমাংসা করেন নাই তাহা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করেন অর্থাৎ ঐ কর সাবেক ডিক্রির জমীর সরহদ্দের শামিল কি না, ও যদি তাহা শামিল হয় তবে বি ধীন ব্যক্তিদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধা বিধান খাটিতে পারে কি না তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যে হুকম দেওয়া আবশ্যক তাহাই দেন। প্রধান সদর আমীন নথির দাখিলী নম্বর সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এই মোকদ্দমা বিচার করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব }

১৮৫৫ সালের ১৩১৫ নম্বরী দরখাস্ত।

অসম্পূর্ণ তদন্ত হেতু মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া গেল।

গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী শুভানি মল্লিকের মোকদ্দ চৌকি শ্রীরামপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত এইচ, এস, বেল সাহেবের ১৮৫৪ সালের ২ তারিখের ফয়সলার অন্যথায় জেলা হুগলির প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু কার্ণ মিত্রের ১৮৫৫ সালের ২১ জুন তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল করনের প্রার্থনায় শুভানি মল্লিক ১৮৫৫ সালের ১১ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদা দরখাস্ত দাখিল করে।

মুনশী আব্বাস আলী খাঁ।———————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় ———————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারী (বাদী) ১৮১২ সালের ৫ আইনানুযায়ী এক বেআইনী ক্রোক ও বিক্র ন্যথা করিবার জন্য ও সে ঐ ক্রোকের ছলে তাহার যে বিষয় লুট হইয়াছে বলে এই ক্তারে সেই লুট পরিমাণ ক্ষতি পূরণ পাইবার প্রার্থনায় ও এক নালিশ উপস্থিত ক মুনসেফের নিকট ডিক্রী প্রাপ্ত হয়। প্রধান সদর আমীন তাহার বিষয় লুট হও বিষয়ে তাহার সাক্ষীদিগের প্রমাণ অপ্রত্যয় করিয়া ঐ ক্রোক সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তদ

ন অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক বলিয়া মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন। বাদির ওজর এই প্রধান সদর আমীন যে বিষয়ের তদন্ত করিতে অস্বীকার সেই বিষয় জন্যই তাহার লশ করার বিশেষ তাৎপর্য্য ও যে সে ঐ বিষয়ের তদারক হইয়া তাহার নিষ্পত্তি ইবার অধিকারী। অত্র বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের বিচার সপষ্টই দোষাশ্রিত াছে। ইহাতে এই আদেশে মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া গেল যে তিনি পুনর্ব্বার মিছিল র ভুক্ত করিয়া বাদির দাখিলী প্রমাণ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ ক্রোক ও বিক্রয় সিদ্ধ কি দ্ধ তদ্বিষয়ে সপষ্ট অভিপ্রায় দেন ও পরে যে সকল বেওরা সাব্যস্ত হয় তদনুসারে ত পূরণ দেওয়া না দেওয়ার যে রূপ আবশ্যক বোধ করেন সেই রূপ হুকুম দেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব }
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।

১৮৫৫ সালের ১৩২৭ নম্বরী দরখাস্ত।

গবর্ণমেণ্ট ও নীলরতন বসু প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে কাশীনাথ ঘটক প্রভৃতি ীগণের মোকদ্দমায় চৌকি আউষ গ্রামের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু সীতাকান্ত সিংহের ৫৪ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখের ফয়সলা বাহালে জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের প্রধান র আমীন শ্রীযুক্ত সৈএদ ফজল রবি খাঁর ১৮৫৫ সালের ২৬ জুলাই তারিখের ফয়- ার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় কাশীনাথ ঘটক প্রভৃতি ১৮৫৫ লের ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

অধীন আদালত এক অংশের নজীরের উপমা দেওয়াতে পুন বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া গেল।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় } দরখাস্তকারীগণের পক্ষ উকীলগণ।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও বাবু বংশীবদন মিত্র } প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

াল সংক্রান্ত কার্য্যকারকদিগের জরীপী কতকগুলিন দাগের মধ্যস্থিত ৩১০।১৮বিঘা জমী- বাদির অধিকার সাব্যস্ত জন্য পশ্চাল্লিখিত কএক কারণ বশতঃ এ মোকদ্দমা উপস্থিত । বাজেআপ্ত সংক্রান্ত তদারকের কালীন ডিপুটী কালেক্টর তিন প্রকার জমীর রীপ করেন তন্মধ্যে কতক গুলিন জমী উপস্থিত মোকদ্দমার প্রতিবাদীগণের আয়মা কতক গুলিন তাহাদিগের দখলী খারিজা আয়মা ও কতক গুলিন প্রতিবাদির দখলী খেরাজ বলিয়া জরীপ হয়। অবশেষে ঐ সকল ভূমি বাজেআপ্তের কার্য্য হইতে লাস পায় আর বর্ত্তমান মোকদ্দমার বাদী নিজ দাখিলী এক বিবরণ পত্রানুসারে াপন জমী সুদ্ধ ২৪।০ বিঘা বলিয়া সেই পরিমাণে জরীপ করিতে দেয়। উপস্থিত

নালিশে সে কহে যে তাহার জোতার জুম বশতঃ ঐ জমী সকলের ঐ বিস্তারিত লিখিত বেওরা দাখিল করিয়াছিল ও যে ঐ ২৪।০ বিঘা জমী অতিরিক্তে একলের দাবিকৃত বেশী জমী যাহা ডিপুটী কালেক্টর প্রতিবাদীগণের নামে জরীপ করিয়াছেন সে সেই জমীরও দখলীকার আছে।

অত্র আদালতে ১৮৫৪ সালের ৪ মে তারিখে যে এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া এই অবধারিত হয় যে কোন পক্ষ চট্টগ্রামের বাসিন্দা থাকিয়া মাল সংক্রান্ত কর্ম্মকর্ত্তা-দিগের নিকট হইতে যে জমী প্রাপ্ত হওয়ার রসিদ কি আয়দাদ দেয়, সে তদ্বিপরীত কোন দাবি উপলক্ষে নালিশ করিতে পারিবেক না, অধীন আদালতদ্বয় এই নালিশ সেই মোকদ্দমার তুল্য বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা নামঞ্জুর করেন।

এ মোকদ্দমার অবস্থা চট্টগ্রামের মোকদ্দমার ফয়সলার লিখিত অবস্থার সহিত ঐক্য না থাকা বুনিয়াদে বর্ত্তমান দরখাস্ত দাখিল করে। ঐ উভয় মোকদ্দমার মধ্যে যে ঐক্যতা নাই তাহা আমাদিগের স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, বাদী যে বিবরণপত্র দেয় তাহা তাহার দাবির প্রমাণের পক্ষে যে রূপ বিরুদ্ধকর হউক কি তাহাতে সে যে হক বাহালের নিমিত্ত বর্ত্তমান নালিশ করে, ঐ নালিশ করণের জন্য তাহার যোগ্য দখল না থাকা সাব্যস্ত হউক তথাপি সুদ্ধ তাহার সেই বিবরণ পত্র দেওয়াই তাহার নালিশের পক্ষে বাধা জনক নহে। উপরোক্ত অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও যদি এজ্হার মত দখল থাকা সত্য হয় তবে ডিপুটী কালেক্টরের সুদ্ধ জরীপে বাদির প্রতি কোন যথার্থ হানি হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে কোন আশঙ্কা আছে কি না তাহা উপরোক্ত কথা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া পুনর্বিচার করিবার কারণ অধীন আদালতদ্বয়ে মোকদ্দমা ফেরৎ দেওয়া গেল ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স সাহেব } একটিং জজ
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্স সাহেব }

১৮৫৫ সালের ১৩৩৩ নম্বরী দরখাস্ত।

সাধারণ নিয়ম এই যে নালিশের তারিখ হইতে ওয়াশিলাতের ডিক্রী হইবেক, কিন্তু নালিশের তারিখের পূর্ব্বের কোন কাল সংক্রান্ত ঐ প্রকার উপস্বত্বের টাকা।

দুন্দ রায় ও অন্য এক জন্য প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদী টাঘো রায়ের মোকদ্দমায় চৌকি কোলির মুনসেফ প্রযুক্ত মুনসী মহম্মদ তালব করিমের ১৮৫৪ সালের ২৯ মে তারিখের ফয়সলা বাহালে জেলা ত্রিহুতের প্রথম প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডিক্সী সাহেবের ১৮৫৫ সালের ১১ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় দুন্দরায় ১৮৫৫ সালের ১২ সেপ্তেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——————প্রতিপক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

কোন বিক্রয় কওয়ালানুসারে কতক গুলিন জমী দখলের প্রার্থনায় নালিশ উপস্থিত হয়। প্রধান সদর আমীন বিক্রয় কওয়ালার তারিখ হইতে বাদির দখল প্রাপ্ত হওনের তারিখ

পর্য্যন্ত সুদসমেত ওয়াসিলাতের ডিক্রী দেন; তাহাতে দরখাস্তকারী কেবল নালিশের তারিখ হইতে ওয়াসিলাতের সুদের ডিক্রী দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া ঐ ফয়সলার অসম্মতিতে আপীল করে। ইহাই যে সাধারণ নিয়ম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ও ১৮৫০ সালের ১ আক্টোবর তারিখে এ আদালতের কামাল এজলাসে রূপওরাম চৌধুরিয়ানের সরাসরী মোকদ্দমার বিচার হইয়া এই আদেশ হয় যে যৎকালে অধীন আদালত নালিশের তারিখের পূর্ব্ব কোন কাল সম্পর্কীয় ওয়াসিলাতের সুদ ডিক্রী করেন তৎকালে যে বিশেষ কারণ বশতঃ ঐ হুকুম দেওয়া হয় অধীন আদালতকে সেই কারণ স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবেক। অতএব আমরা প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা এই নিমিত্ত ফেরৎ পাঠাই যে তিনি আপন বিচারের এই অংশ পুনর্ব্বিবেচনা করিয়াও যদি বিক্রয় কওয়ালার তারিখ হইতে সুদ দেওয়ান কর্ত্তব্য অনুমান করেন তবে তাহার ঐ রূপ কার্য্য করণের বিশেষ হেতু লেখেন ইতি। ডিক্রী হইতে ঐরূপ ডিক্রী দেওনের বিশেষ কারণ অবশ্যই স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস সাহেব }

১৮৫৫ সালের ১৩৩৪ নম্বরী দরখাস্ত।

প্রতিবাদীগণ ভগবান রায় ও অন্য এক জনার বিরুদ্ধে বাদী টাঘো রায়ের মোকদ্দমায় চৌকি কোলির মুনসেফ শ্রীযুক্ত মুনসী মহম্মদ তাহের করিমের ১৮৫৪ সালের ২৯ মে তারিখের ফয়সলা বাহালে জেলা ত্রিহুতের প্রথম প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত ই, ডেকষ্টা সাহেবের ১৮৫৫ সালের ১১ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় এক জন প্রতিবাদী ভগবান রায় ১৮৫৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে। ১৩৩৩ নম্বর দৃষ্টি কর।

মেৎ আর, ই, টোইডেল সাহেব——————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——————প্রতি পক্ষের উকীল।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত কএক হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

অদ্য ১৩৩৩ নম্বরী যে দরখাস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে অত্র মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী সেই দরখাস্তকারির সহকারি প্রতিবাদী। সেই মোকদ্দমায় সুদ ও ওয়াসিলাৎ সম্বন্ধে যে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেই হুকুম সম্বলিত এ মোকদ্দমাও ফেরৎ পাঠাইতে হইবেক। এতদ্ব্যতীত দরখাস্তকারী যে তাহার অনুমতি না লইয়া তাহার সহকারি প্রতিবাদী কর্ত্তৃক ঐ বিক্রয় কওয়ালায় তাহার অর্থাৎ দরখাস্তকারির নাম দস্তখত হওয়ার যে আপত্তি করে ও যে আপত্তি প্রধান সদর আমীনের নিকট উপস্থাপিত হওয়ায় দৃষ্ট হইতেছে যে তিনি তাহাতে মনোযোগ করেন নাই, প্রধান সদর আমীন সেই আপত্তি বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএলস্ সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২২১ নম্বরী মোকদ্দমা।

চৌকি ফরিদপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু রামবেহারী ঘোষের ১৮৫৩ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখের ডিক্রির অন্যথায়, জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত সি, মেকে সাহেবের ১৮৫৪ সালের ৩১ জুলাই তারিখের ফয়সলার অসম্মতিতে খাস্ আপীল।

চন্দ্রমণি দেবী (বাদিনী)——————আপেলাণ্ট।
কীর্ত্তিচন্দ্র রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীগণ)———রেস্পাণ্ডেণ্টগণ।
মেৎ আর, টি, এলান সাহেব—————আপেলাণ্টের পক্ষ উকীল।
বাবু ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়————রেস্পাণ্ডেণ্ট কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের পক্ষ উকীল।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেনস্ ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের নীচের লিখিত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সালের ২৪ আপ্রিল তারিখে এ মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"খাস আপেলাণ্ট চন্দ্রমণি দেবী কহে যে সে গুরুপ্রসাদ রায়ের বিধবা স্ত্রী; যে ঐ ব্যক্তি, চারি নাবালগ পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়; যে উহাদিগের মধ্যে তিন জনার নাবালগী অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহাদিগের পৈতৃক বিষয়ের অংশে তাহার অর্থাৎ আপেলাণ্টের অধিকার হয়; যে ঐ চতুর্থ পুত্রেরও নাবালগী অবস্থায় মৃত্যু হয়; যে তাহার চতুর্থ পুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক মৌরসী পাট্টার উপলক্ষে কীর্ত্তিচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রতিবাদীগণ তাহাকে তাহার বিষয় হইতে বেদখল করে; যে তাহাতে সে ঐ বিষয়ের দখলের জন্য নালিশ করিয়া আপন স্বত্ব বুনিয়াদে মুনসেফের নিকট হইতে এক ফয়সলা প্রাপ্ত হয়; যে তাহার মৃত নিজ নাবালগ পুত্রগণের বিষয়ে উত্তরাধিকারিত্ব যে স্বত্ব ছিল ও প্রতিবাদীগণ যে রূপ পাট্টার উল্লেখ করে জগচ্চন্দ্রের তদ্রূপ পাট্টা দিবার ক্ষমতা না থাকার জন্য সে অর্থাৎ আপেলাণ্ট যে আপত্তি করে, প্রধান সদর আমীন তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাহার বেদখল হওয়া প্রমাণ করিতে না পারায় তাহার দাবি ডিস্‌মিস্ করেন।

"পূর্ব্বোক্ত গতিকে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা আবশ্যক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না তাহা বিচার জন্য আমরা খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবের রায়। এ মোকদ্দমার আরজী জওয়াব ইত্যাদি কাগজের প্রতি অনুধাবন করিয়া সকল অনৈক্য বিবরণ বাদে আমার এই দৃষ্ট হইতেছে

বাদিনী কহে যে পরগণা জলালপুরে সিক্কা ১৪৪।৪ টাকা জমার মহল জাকুন্দ নামক এক খারিজা তালুকের ।।৹ আনা রকম অংশ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রতিবাদীগণের বিষয় ও তাহারা বাটওয়ারার চিঠা অনুযায়ী স্ব২ অংশের দখলীকার আছে; যে অবশিষ্ট ।।৹ আনাকে ষোল আনার মত বিবেচনা করিলে তাহার ।৷৹ আন রকম অংশের মধ্যে ।১৹ আনা রকম অংশ প্রতিবাদির দখলে আছে ও অবশিষ্ট ৷৶৹ আনার মধ্যে ৶১৹ আনা রকম অংশ দরখাস্তকারিণীর মৃত স্বামী গুরুপ্রসাদ রায়ের পৈতৃক বিষয় স্বরূপ ঐ ব্যক্তির দখলে ও তাহার মৃত্যুর পর বাদিনীর গর্ব্ভে তাহার যে সকল পুত্র হইয়াছিল সেই সকল পুত্রের দখলে ও তাহাদিগের মৃত্যু হওয়ায় বাদিনীর উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে উল্লেখিত অংশে অধিকার থাকাতে ঐ অংশ তাহার অর্থাৎ বাদিনীর দখলে ছিল; যে কতক গুলিন জমী যাহার মোট পরিমাণ ১/২৶ ও যাহা দরখাস্তকারিণীর স্বত্বের শামিল তাহা তাহার দখলে ছিল কিন্তু ১২৫২ সালের ফাল্গুণ মাহা হইতে প্রতিবাদীগণ বাদিনীকে বেদখল করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূমি সকল আপনারা দখল করিয়াছে, অতএব সে ঐ বিষয়ের আপন অংশের শামিল যে ভূমি হইতে বেদখল হইয়াছে সেই সকল ভূমির ওয়াসিলাৎ সমেত পুনর্দখল পাইবার প্রার্থনায় ও প্রতিবাদীগণ যে কএকটা বৃক্ষ ছেদন করিয়াছে সেই সকল বৃক্ষের মূল্যের জন্য বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদীগণ জওয়াব দেয় যে বাদিনী যে সীমাবন্দী দেয় তম্মধ্যে ১৷৷২ বিঘা ভূমি আছে ও তাহা ১/২ বিঘা নহে; যে তাহারা ঐ ১৷৷২(১৮ বিঘা জমীর মধ্যে ৸৩ কাঠা ভূমি ঐ বিষয়ের এক অংশের মালিক আনন্দমোহন ও মদনমোহন রায়ের নিকট হইতে ইজারা লয় ও বাদিনীর পুত্র জগচ্চন্দ্রের অন্য তিন ভ্রাতার তাহাদিগের পিতার জীবিতাবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় সে একক আপন পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিল তাহারই নিকট হইতে ৷৷৪ কাঠা ভূমির ইজারা লয়; ও যে তাহারা বাদিনীকে তাহার কহতমত ১২৫২ সালের ফাল্গুণ মাহায় বলপূর্ব্বক বেদখল করে নাই কিন্তু তাহারা বাদিনীর পুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে যে ইজারা পাইয়াছিল তদনুসারে চৈত্র মাহায় বিনা বিবাদে দখল পায়।

পরে বাদিনী আপন জওয়াবল জওয়াবে প্রতিবাদির উক্তি সকলের সত্যতা অস্বীকার করিয়া নালিশী সমুদয় ভূমিতে আপন স্বত্বের দাবির পুনরুল্লেখ করে; অপর প্রতিবাদীগণ যে তাহার পুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে বাঙ্গালা ১২৫২ সালের ২৭ চৈত্র তারিখে ৷৷৪ কাঠা ভূমির এক পাট্টা লওয়ার প্রসঙ্গ করে বাদিনী কহে ঐ বিবরণ মিথ্যা ও ঐ পাট্টা কৃত্রিম ও তাহা রেজেষ্টরী হয় নাই ও যে স্থলে প্রতিবাদীগণের নিজ কহত প্রমাণ ১২৫২ সালের পূর্ব্বে ঐ পরিবারের মধ্যে শত্রুতা থাকা প্রকাশ সে স্থলে যে এক জন শত্রুকে পাট্টা দেওয়া হইয়াছে এমত সম্ভব নহে; অধিকন্তু বাদিনীর স্বামী মৃত গুরুপ্রসাদ রায় জগচ্চন্দ্র, মহিমাচন্দ্র, কৈলাশচন্দ্র, ও রামচন্দ্র নামক চারি পুত্রকে আপন উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তর গমন করে; যে মহিমাচন্দ্র ও দুই সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাদিনী ও জগচ্চন্দ্রকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয়; যে বাদিনী ঐ কারণ বশতঃ আপন মৃত পুত্রগণের উত্তরাধিকারিণী ছিল ও জগচ্চন্দ্রের একক কাহাকেও মৌরসি পাট্টা দিবার ক্ষমতা ছিল না; ও প্রতিবাদী যে কহে যে বাদিনীর তিন পুত্রের তাহাদিগের পিতার পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে ও যে জগচ্চন্দ্র আপন পিতার একক উত্তরাধিকারী থাকায় তাহার ঐ পাট্টা দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, তাহা মিথ্যা, অতএব বাদিনীর প্রার্থনা যে তাহার পক্ষে যথার্থ বিচার হয়।

প্রতিবাদীগণ বিরোধীয় সীমাবন্দির মধ্যে ৸৩ কাঠা ভূমি ঐ বিষয়ের যে দুই অংশিদার আনন্দমোহন ও মদনমোহন রায়ের নিকট হইতে ইজারা সূত্রে প্রাপ্ত উল্লেখ করে;

সেই দুই ব্যক্তি ঐ ব্যাপার অস্বীকার করিয়া কহে যে ঐ ৮৩ কাঠা ভূমি তাহাদিগের বিষয় ও তাহা বাদিনীর নহে ও যে তাহারা ঐ বিষয় জন্য প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই সকল বিবরণ অনুযায়ী আমার দৃষ্ট হইতেছে যে বাদিনী আপন মৃত পুত্রগণের উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ অধিকার সূত্রে ও ঐ জমীতে আপন দখল ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার উপলক্ষে বিরোধীয় ভূমির জন্য নালিশবন্দ, প্রতিবাদীগণ তাহাদিগের বাদিনীর বিরুদ্ধকর নিজের কোন মালিকী স্বত্ত্ব থাকার প্রসঙ্গ করেনা, কিন্তু তাহারা কহে যে তাহারা ইজারা সূত্রে ঐ নালিশী ভূমির কতকাংশ কোন পক্ষ দিগের নিকট প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই পক্ষরা ঐ ব্যাপার অস্বীকার করে ও অবশিষ্টাংশ বাদিনীর পুত্রের নিকট প্রাপ্ত হয় ও যে তাহারা ঐ ইজারা সূত্রে দখলীকার আছে।

প্রতিবাদীগণ যে বাদিনীকে বাঙ্গালা ১২৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাহায় বেদখল করিয়াছিল, বাদিনী সুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিতে না পারায় প্রধান সদর আমীন তাহার দাবি ডিস্‌মিস্ করেন।

এ মোকদ্দমার উভয় পক্ষের বাদানুবাদ সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা আসল বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না তাহা মীমাংসা কারণ উপস্থিত খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে।

এ আদালত পশ্চাল্লিখিত তিন বিষয় বিলক্ষণ সপষ্টরূপে অবধারিত করিয়াছেন :—

প্রথমতঃ, যদি কোন পক্ষ দখলীকার থাকিয়া পশ্চাৎ তাহার দখলের প্রতি প্রকৃত রূপে ব্যাঘাত কিম্বা কোন কর্ম্মের সহিতে ঐ রূপ ব্যাঘাতের সূত্র হওনায় কি তাহার বেদখল হওনের আশঙ্কা হেতু সে ঐ রূপ দখলীকার থাকার বুনিয়াদে নিজ দখলের স্বত্ত্ব আদালত কর্ত্তৃক ব্যক্ত করাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করে তবে ঐ রূপ মোকদ্দমায় সে যে দখলের স্বত্ত্ব ব্যক্ত করাইবার জন্য নালিশবন্দ তাহা তাহার দখলের বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করায় ঐ দখল যথার্থ থাকার প্রমাণই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ যে মোকদ্দমায় কোন এক পক্ষ কোন এক অধিকারের কথা উত্থাপন করিয়া সেই অধিকারানুসারে যথার্থ দখলীকার থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার প্রসঙ্গে নালিশবন্দ হয় ও প্রতিবাদী বাদির বিপরীত এক অধিকারের উল্লেখ করিয়া তদনুসারে ক্রমশঃ প্রকৃত ও বাদির বিরুদ্ধকর দখল রাখার ওজর করে সে স্থলে কথিত বেদখল বাদির নালিশের সূত্র হেতু ও তজ্জন্য তাহাই মূল ব্যাপার বশতঃ বাদীকে ঐ বেদখল হওয়ার বিষয় অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ যে স্থলে এক পক্ষে কোন এক অধিকার ও তদনুসারে যথার্থ দখল থাকা ও পশ্চাৎ বেদখল হওয়ার কথার উল্লেখ হয় ও পক্ষান্তরে প্রতিবাদী বাদির বর্ত্তমান অধিকার অস্বীকার কি বাদির বিপরীত কোন দখলের প্রসঙ্গ করে না ও যে স্থলে ঐ কারণ বশতঃ তামাদির আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে না সে স্থলে যদিও নালিশী আরজীতে অধিকার সম্বন্ধ সাধারণ হেতুর সহিত দখল ও বেদখলের কথার উল্লেখ করে তথাপি ঐ দখল ও বেদখলের বৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে ও তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

তিলকধারী সাহু প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাবু জগৎপতি সিংহের মোকদ্দমায় এ আদালত ১৮৫১ সালের ১০ মার্চ তারিখে যে ফয়সলা করেন তাহাতে ঐ প্রথম বিষয়ের সপষ্ট ১৮৫১ সালের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও ঐ বিষয়ের কোন নজীর না থাকিবহির ১৩১ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি কর। লেও ঐ নিয়ম ন্যায় থাকা হেতু তাহা স্বভাবতই সকলের গ্রহণীয় হইত।

...তথাপি
...দখল ও বে
...দখলের বৃত্তা
...বিশেষ প্র
...য়োজনীয় বি
...ষয় নহে ও ত
...দ্বিষয়ে কোন
অনুসন্ধান ক
রা অনাবশ্যক
এ মোকদ্দমা
র বিবরণ সক
লের কতকাং
শ উপরের নি
র্দ্ধারিত প্রথম
নিয়ম ও কত
কাংশ দ্বিতীয়
নিয়ম অনুযা
য়ী থাকাতে
মোকদ্দমা এই
কারণ জন্য
ফেরৎ পাঠান
যাইতেছে যে প্রধা
ন সদর আমী
ন উচিত হইত
স্থির করিয়া
আদালতেরউ
পরের অবধা
রিত নিয়ম স
কল যে পর্য্যন্ত
এই মোকদ্দমা
র সংলগ্ন হয়
তাহা বিবেচ
না পূর্ব্বক তৎ
সম্বন্ধে মোক
দ্দমার পুনস্ত
জবিজ করেন।

উপরের অবধারিত দ্বিতীয় নিয়ম এ আদালতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তি জমীদারদিগের সীমা সরহদ্দের বিবাদ ও পেটাও দখলীকারদিগের ঐ রূপ বিবাদ সকল ঐ নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি হয়। ঐ প্রকৃত বেদখলের বৃত্তান্ত ও ঐ সাবেক দখলের ব্যাপার যাহা অধিকারের কিম্বা দখল করিবার স্বত্বের প্রথম প্রমাণ, ও তৎপরে ঐ পক্ষের অধিকার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে কোন দলীল তাহারা দাখিল করিতে পারে সে তাবৎ প্রত্যেকেই এই রূপ মোকদ্দমা সকলের প্রতিপোষক প্রমাণের বিষয়; আর অধিকার সংক্রান্ত দলীল সকল যে রূপ মাতবর কি প্রত্যয়যোগ্য হউক না কেন তথাপি ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় প্রমাণ না হইলে তাহা সাংঘাতিক হইবেক।

জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক প্রভৃতি রেস্পাণ্ডেণ্টগণের বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ রায়ের যে মোকদ্দমা ১৮৫১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমায় আদালত ঐ তৃতীয় বিষয় অবধারিত করেন। আদালত সেই মোকদ্দমায় ব্যক্ত করেন যে "বাদির দখল থাকুক বা না থাকুক কিন্তু সে এক্ষণে বেদখল হইয়া আছে ও সে নিয়মিত কালের মধ্যে নালিশবন্দ হইয়া আপন স্বত্বের প্রমাণ সূত্রে দখল পাইবার দাবি করে, এই রূপ হওয়ায় আমরা বিবেচনা করি যে যদিও বাদী নিজ ব্যক্ত দখল ও বেদখল হওয়ার বৃত্তান্ত সাব্যস্ত করিতে অপারক হয় তথাপি স্বত্বের বুনিয়াদে তাহার মোকদ্দমা গ্রহণীয় হইবেক"।

১৮৫১ সালের ফয়সলা বহির ১১৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর।

আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত মোকদ্দমায় এই সকল নিয়ম যে পর্য্যন্ত খাটিতে পারে তাহা সেই পর্য্যন্ত খাটাইয়া আমার বিবেচনা হইতেছে যে বাদিনীর দাবির যে অংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীগণ আনন্দমোহন ও মদনমোহন রায়ের নিকট হইতে এক ইজারার পাট্টা-প্রাপ্ত হওয়ার আপত্তি করে ও ঐ আনন্দমোহন ও মদনমোহন প্রতিবাদী স্বরূপ ঐ ভূমির মালিকত্ব দাওয়া করিয়া ঐ ইজারা অস্বীকার হয় বাদিনীর দাবির সেই অংশ সম্বন্ধে সামান্য ইশু এই যে বিরোধীয় ভূমিতে বাদিনী কি আনন্দমোহন ও মদনমোহন রায়ের অধিকার। যদি শেষোক্ত ব্যক্তিগণ দখলীকার থাকিত কি তাহারা যদি প্রতিবাদীগণের নিকট তাহাদিগের প্রাপ্ত এক প্রকৃত ইজারা সূত্রে ঐ জমীর পেটাও দখলীকার থাকা স্বীকার করিত তবে সেস্থলে উপরোল্লেখিত আদালতের অবধারিত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে বাদিনীকে ঐ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ স্বরূপ নিজ বেদখল হওয়া ও পূর্ব্বে দখলীকার থাকার বিষয় প্রমাণ করিতে হইত; কিন্তু মোকদ্দমার উপস্থিত অবস্থানুসারে ইহা উভয় পক্ষের মধ্যে এক সামান্য অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বোধ হইতেছে; যদি বাদিনীর অধিকার প্রমাণ হয়, তবে সে দখল পাইবেক; যদি আনন্দমোহন ও মদনমোহন আপনাদিগের অধিকার প্রমাণ করে তবে এই ভূমি সম্বন্ধে বাদিনীর দাবি ডিস্মিস্ ও প্রতিবাদীগণ আনন্দমোহন ও মদনমোহনকে ইজারাদারের বিরুদ্ধে দখলের জন্য অবশ্যই এক পৃথক নালিশ করিতে হইবেক; অপর ঐ দাবির যে অংশের প্রতি প্রতিবাদীগণ এই জওয়াব দেয় যে তাহারা জগচ্চন্দ্রের দত্ত পাট্টানুযায়ী দখলীকার আছে, উপরোল্লেখিত তৃতীয় নিয়মানুসারে সেই অংশ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন বিচার্য্য যে তাহারা অর্থাৎ প্রতিবাদীগণ যে পাট্টা সূত্রে দখলীকার জগচ্চন্দ্রের সেই পাট্টা দিবার ক্ষমতা ছিল কি না অর্থাৎ বাদিনীর স্বামির তিন পুত্র কি তাহাদিগের পিতার জীবিতাবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয় ও ঐ ব্যক্তি কেবল জগচ্চন্দ্রকে আপনার একক উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তর গমন করে কি ঐ পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণের মৃত্যু হয় অর্থাৎ তাহা হইলে ঐ মাতাই তাহাদিগের উত্তরাধিকারিণী হইবেক ও জগচ্চন্দ্রের যে ক্ষমতার প্রসঙ্গ হইয়াছে সেই ক্ষমতা না থাকাই সাব্যস্ত হইবেক।

মোকদ্দমার কাগজাতের লিখিত বিবরণ এই ভাবে দৃষ্টি করিয়া আমার বিবেচ হইতেছে যে প্রধান সদর আমীনের ফয়সলা সুদ্ধ অসম্পূর্ণ নহে কিন্তু তাহা অশুদ্ধ হইয়াছে। এ বিধায়ে আমার অভিপ্রায়ে প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা এ আদেশ সম্বলিত ফেরৎ পাঠান যায় যে তিনি নুতন করিয়া আমার উপরের লিখি অভিপ্রায়ানুসারে মোকদ্দমার দোষ গুণ বিচার করেন।

শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেবের রায়। বাদিনী ওয়াসিলাৎ সমেত ১/২।১৫ বি ভূমি দখলের জন্য নালিশবন্দ হইয়া এই ব্যক্ত করে যে সে ঐ জমী উত্তরাধিকারিত্ব সূ প্রাপ্ত ও যে তাহা এক খারিজা তালুকে তাহার অংশের শামিল ও যে প্রতিবাদী তাহা ঐ বিষয় হইতে বেদখল করিয়াছে।

প্রতিবাদী আপন জওয়াবে উল্লেখিত তারিখে বাদিনীকে বেদখল করা অস্বীকা করিয়া কহে যে বিরোধীয় ভূমির একাংশ বাদিনীর অন্যান্য সমতুল্য শরীকানের বিষ ও যে তাহারা প্রতিবাদীকে ঐ জমী ইজারা দিয়াছে ও যে বাদিনী যে মাহায় বেদখ হওয়ার কথা ব্যক্ত করে তাহার পর মাহায় সে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদিনীর পুত্র জগচ্চ ন্দ্রের স্থানে ইজারা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে ঐ অবশিষ্ট ।।৪ কাঠা ভূমিতে দখল পায়।

যদিও বাদিনীর নালিশের আরজী কি জওয়াবল জওয়াবে তাহার পুত্রদিগের নাবা লগী অবস্থা থাকার কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না তথাপি বাদিনী আপন স্বামী ও চারি পু গণের মৃত্যু হওয়ায় ঐ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আপন আরজীতে স্পষ্ট উত্তরাধিকা রিত্ব স্বত্ত্ব উপলক্ষে ঐ বিষয়ের উপর দাবি করে।

যদি আমি এ মোকদ্দমা এক ৪ আক্টের নালিশ স্বরূপ কেবল দখল কি বেদখলে বৃত্তান্ত মীমাংসা জন্য উত্থাপিত জ্ঞান করিতাম তবে বাদিনীর সাবেক দখল তাহা দাওয়া করণের পক্ষে যথেষ্ট অধিকার হইত ও তাহার উল্লেখিত তারিখের বেদখলে ব্যাপার তাহার নালিশ উৎপত্তির কারণ বিধায়ে তাহাকে ঐ বিষয় প্রমাণ করিতে হই ও সে তাহা প্রমাণ করিতে অপারক হইলে তাহার মোকদ্দমা অবশ্যই ডিস্মিস্ হইত।

কিন্তু আমার বিবেচনায় ইংরাজদিগের মধ্যে কোন অন্যায় দখল রহিত করিবা জন্য যে রূপ নালিশ হইয়া থাকে অত্র মোকদ্দমায় সেই রূপ নালিশের ন্যায় বেদখলের ব্যাপার কেবল দখলের স্বত্ত্ব মীমাংসা হেতু উপায় স্বরূপ অবলম্বন করাতে আমার অভিপ্রায়ে বাদিনী আপন স্বামী ও পুত্রগণের উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ত্ব সূত্রে যে দাবি করে তাহাই এস্থলে যথার্থ বিবেচ্য বিষয়।

অধিকন্তু যে স্থলে প্রতিবাদী আপন জওয়াবে বাদিনীর উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ত্বের প্রতি অস্বীকার না হইয়া বরং তাহা স্বীকার করত তাহার এক পুত্র জগচ্চন্দ্রের নিকট হইতে ইজারা প্রাপ্ত হওনের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক ঐ স্বত্ত্বের নিষ্ফলতা দর্শাইয়াছে ও যে হেতু বাদিনী আপন জওয়াবল জওয়াবে প্রকাশ করে যে ঐ সম্পত্তিতে ১/২।৩। বিঘা তাহার ও তাহার পুত্র জগচ্চন্দ্রের অংশ ছিল ও তাহার অন্য তিন পুত্র অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় সে অর্থাৎ বাদিনী তাহাদিগের উত্তরাধিকারিণী ও যে স্থলে জগচ্চন্দ্রের ঐ ইজারা দেওনের ক্ষমতা কি স্বত্ত্ব থাকার বিষয়ে বাদিনী অস্বীকার সে স্থলে প্রতিবা দির ঐ জওয়াবল জওয়াব ঘটিত বিষয়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল কারণ ঐ জওয়া বুল জওয়াবেই আসল ইস্তুর উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিবাদী কোন রদ্দ জওয়াব দাখিল করে নাই। উভয় পক্ষের আরজী জওয়াব ইত্যাদি কাগজাতের লিখিত বিবরণে প্রতিবাদী যে বাদিনীকে বেদখল করিয়াছিল কি না কেবল সেই ইস্তু উদ্ভব হয় নাই বরং প্রতিবাদী ইজারা উপলক্ষে বাদিনীর বিরুদ্ধে দখল করিতে পারে কি না এই ইস্তুরও উৎপত্তি হয়।

অপর জগচ্চন্দ্র নামক পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত থাকা বা না থাকার উপর ঐ ইজারার সিদ্ধতা কি অসিদ্ধতা নির্ভর হইবেক, কিন্তু ঐ ইজারা সিদ্ধ হউক বা না হউক তাহা বাদিনীর সম্মতি ব্যতীত হইয়া থাকিলে তাহার সুদ্ধ জগচ্চন্দ্রের অংশের সহিত সম্বন্ধ থাকিবেক।

এমতাবস্থায় আমার বিবেচনায় যদিও স্পষ্ট বেদখলের বুনিয়াদে নালিশ উপস্থাপিত হইয়াছে তথাপি সুদ্ধ ঐ বেদখলের বিষয় তদন্ত করায় উভয় পক্ষের মধ্যে মূল বিরোধীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে পারে না ও যে মোকদ্দমায় ঐ রূপ অজুহাত সম্বন্ধে অন্যায় দখল বিষয়ক আপত্তির যে মীমাংসা তাহা কেবল দখলের স্বত্ত্ব কি অধিকারের মীমাংসার সহায়কর মাত্র।

আমার বিবেচনায় নালিশের আরজী ও জওয়াবল জওয়াবের মধ্যে এমত কোন অনৈক্যতা নাই যে তজ্জন্য বাদিনীর দখলের স্বত্ত্বের বিচার হওনের প্রতি ব্যাঘাত হয়। প্রতিবাদী যে ইজারা উপলক্ষে দখল রাখার দাবি করে, বোধ হয় যে বাদিনী তাহা জ্ঞাত ছিল না ও যখন প্রতিবাদী আপন জওয়াবে জগচ্চন্দ্রের দত্ত ইজারা সম্বন্ধীয় আপত্তির নূতন বিবরণ উত্থাপন করে তখন বাদিনী ঐ নূতন বিষয়ের এই জওয়াব দেয় যে তাহা সত্য হইলেও তাহাতে তাহার দাবি নষ্ট হয় না। এই বিবরণ পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সহিত অনৈক্য নহে কারণ বাদির দাখিলী আরজী ও জওয়াবল জওয়াবে কোন বিবরণের ভিন্নতা থাকিলেই তাহাই যথার্থ অনৈক্যতা কিন্তু প্রতিবাদির উত্থাপিত কোন নূতন কথার সুদ্ধ জওয়াব মাত্র ঐ অনৈক্যতা বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে না।

এরূপ মোকদ্দমা অর্থাৎ যাহাতে বেদখল ও স্বত্ত্ব এই উভয় বিষয়ের বিরোধ হইতেছে ও মোকদ্দমা প্রকাশ্য রূপে ঐ বেদখলের বুনিয়াদে উত্থাপিত তাহা বিচার করণের জন্য এক পৃথক রীতি অবধারিত করা যে সহজ নহে তাহা আমি স্বীকার করি কিন্তু যে মোকদ্দমার যে রূপ বিশেষ অবস্থা ও যাহাতে যে রূপ বিষয় ঘটিত বাদনুবাদ উপস্থিত হয় তাহার তদনুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।

আপেলাণ্ট রাজা রাজনারায়ণের মোকদ্দমায় এ আদালত ১৮৫১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে যে নিয়ম অবধারিত করেন, তদনুসারে এই মোকদ্দমার বিবরণানুযায়ী যে সকল ইশু উত্থাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার জন্য আমি প্রধান সদর আমীনের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইবার অভিপ্রায় করি।

শ্রীযুক্ত ই, এ, স্যামুএল্‌স্ সাহেবের রায়। যে সকল জজ সাহেব কর্ত্তৃক এই খাস আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে ও যাহাদিগের এই মিছিলের কাগজাৎ দৃষ্টি করণের উপায় ছিল না তাঁহারা সর্টিফিকেটে যে বিবরণ প্রকাশ করেন তাহার সহিত এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত আসলেই অনৈক্য হইতেছে।

বাদিনী আপন নালিশি আরজীতে সামান্য রূপে এই ব্যক্ত করে যে তাহার চারি পুত্রের ক্রমে২ মৃত্যু হওয়ায় সে তাহাদিগের কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ১২৫২ সালের ফাল্গুণ মাহা পর্য্যন্ত (নিশ্চয় তারিখ দেয় নাই) ঐ বিষয়ের অবিবাদে দখলীকার ছিল, পরে ঐ মাহায় প্রতিবাদীগণ তাহাকে ১/২(১৫ বিঘা ভূমি হইতে বল পূর্ব্বক বেদখল করিয়া ঐ জমীতে যে কতক গুলিন বৃক্ষাদি ছিল তাহা ছেদন করিয়া উঠাইয়া লইয়া যায়, অতএব সে ঐ বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত ভূমি সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার ও তাহার যে সকল বৃক্ষ নষ্ট হয় তাহার ক্ষতি পূরণ পাইবার প্রার্থনা করে। নালিশি আরজীতে প্রতিবাদীগণের উত্থাপিত কোন বিপরীত অধিকারের কথার কোন প্রসঙ্গ নাই ও বাদিনী উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ত্ব কি অন্য কোন কারণ উপলক্ষে আপন অধিকার সাব্যস্ত জন্য নালিশবন্দ নহে। বাদিনী যে রূপে ঐ বিষয়ের দখল প্রাপ্ত হয় সে তৎসম্বন্ধে যে সকল কথা ব্যক্ত করে তাহা আসল বিবরণের উপক্রমণিকার ন্যায় ও তাহা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ যুক্ত শব্দে বর্ণিত ও তাহাতে বাদিনী আপন প্রত্যেক পুত্রের স্বত্ত্বে যে২ তারিখে অধিকারিণী হয় তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই ও তাহাদিগের কি প্রকার বা স্বত্ত্ব ছিল তাহারও কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নাই। সে কহে যে বলপূর্ব্বক বেদখল করাই নালিশের বিশেষ সূত্র ও তাহার এই মাত্র প্রার্থনা

যে সে ঐ বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াসিলাৎ সমেত পুনর্দখল ও প্রতিবাদীগণের অন্যায় কার্য্যে তাহার যে হানি হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষতি পূরণ প্রাপ্ত হয়।

বাদিনী বেদখল হওনের নিম্ন উল্লেখিত তারিখের পূর্ব্বে যে নালিশি সম্পত্তির দখলীকার ছিল কি যে সে কখনই বেদখল হইয়াছিল তাহা প্রতিবাদীগণ অস্বীকার করে। তাহারা কহে যে তাহারা নালিশি ভূমির মধ্যে ৫৩ কাঠা জমী বাদিনীর সমতুল্য শরীকান আনন্দমোহন ও মদনমোহন রায়ের নিকটহইতে সন ১২৫২ শাল ফাল্গুণ মাহায় পাট্টা করিয়া লয় ও যে তাহারা বাদিনীর পুত্র জগচ্চন্দ্র যে পশ্চাৎ লোকান্তর গমন করে তাহার নিকটহইতে ঐ সনের চৈত্র মাহায় এক পাট্টা লইয়া তদনুসারে ঐ অবশিষ্ট ॥৪ কাঠা ভূমি দখল করে। ইহাতে বাদিনী জওয়াবল জওয়াবে এই ব্যক্ত করে যে প্রতিবাদীগণ মদনমোহন রায়ের নিকট প্রাপ্ত পাট্টানুযায়ী দখলীকার ও যে তাহার অর্থাৎ বাদিনীর তিন জন পুত্রের জগচ্চন্দ্রের পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়ায় সে তাহাদিগের অংশের অধিকারিণী হইয়া ঐ জগচ্চন্দ্রের সহিত একত্রে দখলীকার ছিল ও যে তজ্জন্য ঐ জগচ্চন্দ্রের আপন নামে পাট্টা দেওনের ক্ষমতা ছিলনা ও বাদিনী ঐ পাট্টা জাল বলিয়া তহমত দেয়। ইহাতে দৃষ্ট হইবেক যে বাদিনী আপন নালিশি আরজীতে মোকদ্দমার যে রূপ বিবরণ দেয় তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনৈক্য বিবরণযুক্ত অন্য এক মোকদ্দমার কথা জওয়াবল জওয়াবে উত্থাপন করে। সে ঐ নালিশি আরজীতে আপনাকে জগচ্চন্দ্রের উত্তরাধিকারিণী ও একক দখলীকারিণী বলিয়া জানায়। পরে জওয়াবল জওয়াবে সে তাহার উল্লেখিত বেদখলের সময় জগচ্চন্দ্রের জীবদ্দশায় ও তাহার সহিত একত্রে দখলীকার থাকা কবুল করে।

মুনসেফ বাদিনীর দখল থাকা ও পশ্চাৎ প্রতিবাদী কর্ত্তৃক বেদখল হওয়ার বিষয় তাহার তরফ সাক্ষীগণের প্রমাণ ও তাহার দাখিলী এক কেতা জরীপের চিঠার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ও প্রতিবাদীগণের দাখিলি পাট্টা ও জবানী প্রমাণ অপ্রত্যয় করত মোকদ্দমা বাদিনীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

প্রধান সদর আমীন এতদ্বিপরীতে বাদিনী আপন কহতমত বেদখল হইলে তাহার ও জগচ্চন্দ্রের ঐ অত্যাচার সহ্য করিয়া এতাধিক বৎসর নিশ্চিন্ত থাকা অত্যন্ত অসম্ভব বিবেচনায় বাদিনীর [illegible]কে অপ্রত্যয় করিয়া বেদখলের বিষয় প্রমাণ না হওয়াতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদিনী দখল প্রমাণ জন্য যে কএকজন সাক্ষী আনাইয়া ছিল ও যাহাদিগের সাক্ষ্যতে প্রধান সদর আমীন অবিশ্বাস করেন ঐ সাক্ষী দ্বারা বাদিনী কর্ত্তৃক অধিকারের বিষয়ে কোন প্রমাণ দাখিল হওয়া দৃষ্ট হয়না। উভয় পক্ষেরা প্রধান সদর আমীনের সমীপে দুই বিষয় সম্বন্ধে ইস্থ উত্থাপন করে; প্রথমতঃ বাদিনীর উল্লেখিত বেদখল ও তাহার সাবেক দখল অবশ্যই উহারই শামিল হইতেছে; ও দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাদীগণের পাট্টার সিদ্ধতা। বাদিনীর আরজির লিখিত সমুদয় মোকদ্দমা ঐ প্রথম বিষয়েরই শামিল ও ঐ দ্বিতীয় বিষয় কেবল প্রতিবাদীগণের মোকদ্দমা ও যদি বাদিনী আপন এজহার সকল সাব্যস্ত করিত তবে ঐ দ্বিতীয় বিষয়ের তদন্ত করা আবশ্যক হইত। ইহাতে বাদিনী আপন মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে না পারায় প্রধান সদর আমীন প্রতিবাদীগণের মোকদ্দমার বিষয়ে কোন তদন্ত করা আনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

খাস আপীলে এই বাদানুবাদ করে যে ইহা প্রধান সদর আমীনের পক্ষে ভ্রম হইয়াছে ও যদিও বাদির দখল ও বেদখলের বৃত্তান্ত সাব্যস্ত হয় নাই সে তথাপি প্রতিবাদির উত্থাপিত আপত্তির বিরুদ্ধে আপন উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ দাওয়া সম্বন্ধে

সম্পত্তি পাইবার অধিকারিণী। এই কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় প্রধান সদর আমীনের কার্য্য সকল আইন ও এ আদালতের সকল নজীর অনুযায়ী হইয়াছে। ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারানুসারে বাদিনীর আরজীতে আপন নালিশের রেওয়া ও তাহার নালিশের কারণ উৎপত্তির কাল নিশ্চয় পূর্ব্বক লেখা আবশ্যক। এক্ষণে বাদিনীর নালিশি আরজীতে তাহার কেবল এই মাত্র নালিশের বিষয় যে সে বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে ও তজ্জন্য তাহার বিষম ক্ষতক্ষুপাত হইয়াছে। সে ঐ হানির প্রতীকার প্রার্থনা করে ও সে যে সময় বেদখল হয় সেই সময় হইতেই স্পষ্টই তাহার নালিশের কারণ উৎপত্তি হওয়া উল্লেখ করে। অন্য কোন কালের প্রতি লক্ষ করে না। এক্ষণে বাদিনীর বেদখল ও সে তাহার পক্ষে যে হানি হওয়ার উল্লেখ করে তাহা প্রমাণ হয় নাই ও তাহাতে যদি আমরা ঐ মোকদ্দমা বেদখলের বিষয় ছাড়া উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য মিছিল ফেরৎ পাঠাই তবে যে মোকদ্দমায় কোন নালিশি বিষয়ের উল্লেখ নাই ও নালিশের কারণ উৎপত্তির কাল নির্দ্দিষ্ট নাই আমাদিগের এমত এক মোকদ্দমা চলিতে অনুমতি দেওয়া হইবেক; এতদ্ব্যতীত ইহাও অবশ্য দৃষ্ট হইবেক যে উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন অন্য যে সকল পক্ষরা আদালতে উপস্থিত নাই তাহাদিগের ও স্বত্ত্বের সহিত সংশ্রব রাখে ও যে প্রতিবাদীগণ বাদিনীর জগচ্চন্দ্রের বিষয়ে সাধারণরূপে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ত্ব থাকার বিষয় অস্বীকার করে না কিন্তু তাহারা সুদ্ধ ইহাই কহে যে তাহাদিগের পাট্টা লওনের সময় বাদিনীর ঐ স্বত্ত্ব অর্শে নাই ও তাহা বাদিনীও আপন জওয়াবল জওয়াবে কবুল স্বীকার করে। উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিরোধীয় বিষয় নাই এবং এই বিষয়ে বাদিনীর আরজী ও জওয়াবল জওয়াবের লিখিত বিবরণ সকল পরস্পর অনৈক্য থাকায় এই মোকদ্দমা যে কোন্ প্রকার বিবরণ সম্বন্ধে বিচার হইবেক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

অত্র আদালতে বারম্বার এই অবধারিত হইয়াছে যে কোন বাদী আপন নালিশি আরজির মূল বিবরণ সকল প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহার পক্ষে কোন ডিক্রী হইতে পারে না * "যে" নালিশের কারণ উৎপত্তির তারিখ নির্ণয় জন্য কোন কোন নিশ্চয় সূত্র না দিলে দাবি ডিস্‌মিস্ হইবেক, † "যে" যে বুনিয়াদে নালিশি আরজী প্রস্তুত হয় বাদী আপন জওয়াবল জওয়াবে সেই বুনিয়াদ ছাড়া নালিশের অন্য হেতু নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেক না, ‡ ও যে স্থলে বাদী পোষ্যপুত্র গ্রহণ হওয়া কি দান ইত্যাদি এমত কোন স্পষ্ট হেতু উপলক্ষে আদালতে উপস্থিত হয়, সে স্থলে সে যদিও আরজীতে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ত্ব সূত্রে আপন সাধারণ অধিকার থাকার উল্লেখ করে তথাপি তাহার নালিশের বিশেষ হেতু প্রমাণ না হইলে সে আপনার যে সাধারণ অধিকারের বুনিয়াদে নালিশ করে নাই সেই অধিকারের উপর নির্ভর করিতে পারিবেক না §।

অত্র মোকদ্দমার যে বিশেষ প্রশ্ন রহিয়াছে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক বেদখল হওনের স্পষ্ট হেতুতে পুনর্দ্দখল প্রাপ্ত হইবার জন্য যে সকল নালিশ উত্থাপিত হয় সেই সকল নালিশে ঐ বেদখল হওয়ার বিষয় যে প্রমাণ করা আবশ্যক আমি তৎসম্বন্ধে সম্প্রতিকার কএকটা

---

* উইলিয়ম ষ্টালকার্টের মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫১ সাল ১৪ জানুয়ারি জগৎপতি সিংহের মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫১ সাল ১০ মার্চ।

† রামকৃষ্ণ রায়ের মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫০ সাল ১৪ আগষ্ট।

‡ আমাতুল হোসেন বেগমের মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫২ সাল ২৫ মার্চ রাধিকা চৌধুরিণীর মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫৫ সাল ১১ জানুয়ারি।

§ জগদীশ্বরীর মোকদ্দমা তারিখ ১৮৪৯ সাল ২৪ ডিসেম্বর পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫০ সাল ২০ মে ওয়াকি দেওয়ার মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫১ সাল ২৫ মে।

মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত দিব তন্মধ্যে উইলিয়ম ষ্টালকার্টের মোকদ্দমা প্রথম উদাহরণ তাহা আমি উপরেই উল্লেখ করিয়াছি, ঐ মোকদ্দমায় সপষ্টই এই প্রশ্নের উত্থাপি হওয়ায়, অর্থাৎ বেদখলের বিষয় প্রমাণ না হওয়ায় মোকদ্দমা চলিতে পারে কি না তাহাতে জজ্ শ্রীযুক্ত সর, আর, বারলো ও শ্রীযুক্ত জে, আর, কলবিন সাহেবান ঐ মোকদ্দমা না চলিবার পক্ষেই নিষ্পত্তি করেন। এই মোকদ্দমায় আদালত এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে "মোকদ্দমা যে রূপে উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে আমরা বিবেচনা করি যে বাদী আপনার উক্তি সকল অর্থাৎ যে সে জমীদারের নিকট প্রাপ্ত পাট্টানুসারে দখলীকার থাকিয়া পশ্চাৎ নালিশি /৩ কাঠা জমী হইতে যে প্রতিবাদী কর্তৃক বেদখল হয়, ইত্যাদি বিবরণ সকল প্রমাণ করিতে আবদ্ধ। দ্বিতীয় উদাহরণ রাজা মহেশ্বর সিংহের মোকদ্দমার তারিখ ১৮৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি ও তৃতীয় উদাহরণ নন্দদয়াল সিংহের মোকদ্দমা তারিখ ১৮৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি এ উভয় মোকদ্দমাই বলপূর্ব্বক বেদখলের বিবরণে ও নালিশি বিষয়ে স্বত্ব থাকার সামান্য প্রসঙ্গ পূর্ব্বক পুনর্দখল পাইবার প্রার্থনায় উত্থাপিত হয়। দখল ও বেদখলের বিষয় প্রমাণ করিতে না পারায় ঐ দুই মোকদ্দমায় দাবি ডিসমিস্ হয়। অপর প্রিয়নাথ মল্লিকের মোকদ্দমাতেও তারিখ ১৮৫৬ সাল ১৯ নবেম্বর স্বত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নে এক জন অনুপস্থিত পক্ষের সম্বন্ধ থাকাতে আদালত সেই প্রশ্নের বিষয় কোন মীমাংসা করিতে অস্বীকার করিয়া বাদী নিজ উল্লেখিত দখল সাব্যস্ত করিতে না পারায় মোকদ্দমা ডিসমিস্ করেন। এমত কোন মোকদ্দমা যে তাহাতে বাদী দখল ও তচ্ছরূপাত বিশিষ্ট বেদখলের বিশেষ হেতু উপলক্ষে নালিশবন্দ হইয়া কি দখল কি বেদখলের ব্যাপার প্রমাণ করিতে না পারাতেও সে যে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব সম্বন্ধে কোন নালিশ করে নাই ও নালিশের কারণ কি কারণ নির্দ্দিষ্ট করে নাই সেই উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বের সাধারণ হেতু উপলক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি পাইয়াছিল তাহা আমার জ্ঞাতসার নহে। অতএব আমার বিবেচনায় এ আদালতের যে সকল নজীর আছে আমি তদনুসারে প্রধান সদর আমীনের রায় বাহাল রাখিয়া খরচা সমেত আপীল ডিস্মিস্ করণের অভিপ্রায় করি ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৩১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেব
শ্রীযুক্ত ই, এ, সামুএল্‌স সাহেব } একটিং জজ্।
শ্রীযুক্ত ডি, আই, মণি সাহেব

১৮৫৬ সালের ২২৮ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা ত্রিহুতের একটিং সদর আমীন শ্রীযুক্ত মৌলবী ফরহৎ খাঁর ১৮৫৩ সাল ২২ জুলাই তারিখের এক ডিক্রী অন্যথা পূর্ব্বক ঐ জেলার একটিং এডিসনেল জজ শ্রীযুক্ত জি, ডি, উইলকিন্স সাহেব ১৮৫৪ সাল ১৪ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে খাস আপীল।

সাহা মোসম আলী (বাদী)——————————আপেলাণ্ট।
নেক নাম সিংহ (প্রতিবাদী)——————————রেস্পাণ্ডেণ্ট।
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও মুনসী আমীর আলী——আপেলাণ্টের পক্ষ উকীলগণ।
বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মৌলবী মহম্মদ হোসেন-রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষ উকীলগণ।

শ্রীযুক্ত জে, এস, টরেন্স ও শ্রীযুক্ত সি, বি, ট্রেবর সাহেবানের ১৮৫৬ সাল ২৮ আপ্রিল তারিখের লিখিত পশ্চাদুক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণ এই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"যে নিষ্পত্তি মূলে এই দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে তাহা জেলা ত্রিহুতের ১৮৫৪ সাল জুলাই মাহার রিপোর্ট বহির ৩২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ আছে। প্রতিবাদির দাবি কৃত এক মহলের ।/০ আনা রকম অংশে আপন হকসফার স্বত্ত্ব স্থাপন করণার্থ বাদী দরখাস্তকারী নালিশ করিলে প্রতিবাদী এই ওজর করে যে যে সম্পত্তি মূলে হকসফার স্বত্ত্ব দাবি করা হইয়াছে তাহাতে বাদির কিম্বা যে ব্যক্তি তাহাকে বিক্রয় করে তাহার কোন প্রকার স্বত্ত্বাধিকার বা দখল নাই; কিন্তু প্রথম আদালতের বিবেচনায় উক্ত স্বত্ত্বাধিকার ও দখল উভয়ই সপ্রমাণ হয়। পরে প্রতিবাদী আপীল করিলে জজ্ সাহেব স্বত্ত্বাধিকার তদন্তে প্রবর্ত্ত না হইয়া এই নিষ্পত্তি করেন যে সম্পত্তি মজকুরের অন্য অংশে বাদির দখল থাকা পক্ষে কোন প্রমাণ নাই; বরং তদ্বিপরীতে সাহেব মৌসুফের বিবেচনায় তাহার দখল না থাকা সাব্যস্ত হয় এবং আদৌ ঐ রূপ দখল থাকা নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করিয়া তিনি নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন। এক্ষণে খাস আপীলের অজুহাত এই যে স্বত্ত্বাধিকার সাব্যস্ত হইলে জজ্ সাহেবের উল্লেখিত দখল থাকা মহম্মদীয় সরা প্রমাণ নিতান্ত আবশ্যক নহে।

"উক্ত আইন সম্বন্ধে জজ্ সাহেবের নিষ্পত্তি যথার্থ হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার নিমিত্ত আমরা এই খাস আপীল গ্রাহ্য করিলাম"।

বিচার।

স্বত্ব বিচা
রণে আ
গকে অব
সুন্ধ মহম্ম
সরা প্রমা
ণাদি করি
হইবে, কি
ন্তু কি প্রকা
রে ও কোন
সময়ে ঐ স্বত্ব
দাবি ও জারী
করা হইবে
তৎসম্বন্ধীয় প্র
শ্ন বিচার কর
ণে মোকদ্দমার
কার্য্য করণের
নিয়ম সম্বন্ধে
যে আইন আ
ছে আদালত
কে তদনুগামী
হইতে হইবে,
এবং যে মূল
স্বত্ব হইতে অ
ন্য কোন স্বত্বা
ধিকার উৎপ
ন্ন হয় সেই মূ
ল স্বত্ব স্বয়ং
স্পষ্ট ও বিরো
ধ বিহীন না
হইলে ঐ উৎ
পন্ন স্বত্বাধিকা
র উক্ত আইন
প্রমাণ দাবি ও
জারী করা যা
ইতে পারে
না।
… সমেত
খাস আপীল
ডিসমিস হইল।

আমরা বিবেচনা করি যে কোন সম্পত্তির অংশে কোন পক্ষের স্বত্ব থাকিলে যদ্যপি
ও ঐ স্বত্ব বাদির বাস্তবিক দখলে না থাকে তথাপি সুদ্ধ অংশিত্ব হেতুকে হকসফার
প্রতি তাহার অধিকার সংস্থাপিত হয় এবং বিচার আদালতে ঐ স্বত্ব সপ্রমাণ করণা
পূর্ব্ব নিয়ম স্বরূপ যে সকল কার্য্যের আবশ্যক তাহা মহাম্মদীয় সরানুযায়ী সে করিতে
পারে; কিন্তু যে আসল স্বত্ব মূলে তাহার হকসফার দাবি উৎপত্তি হয় সেই স্বত্ব যে
পর্য্যন্ত বিরোধ রহিত না হয় ও ঐ স্বত্বের বিরুদ্ধ দখল দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী
দ্বারা অন্যথা না হয় সে পর্য্যন্ত আমাদিগের বিবেচনায় সে উক্ত হকসফার স্বত্বাধিক
জারী করণ জন্য নালিশ করিতে পারে না।

স্বয়ং হকসফার স্বত্ব বিচার করণে আমাদিগকে অবশ্য সুদ্ধ মহম্মদীয় সরা প্রমা
কার্য্য করিতে হইবে বটে; কিন্তু কি প্রকারে ও কোন্ সময়ে ঐ স্বত্ব দাবি ও জারী ক
হইবে তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিচার করণে মোকদ্দমার কার্য্যকরণে নিয়ম সম্বন্ধে যে আইন আ
আমাদিগকে তদনুগামী হইতে হইবে এবং আমাদিগের মতে যে মূল স্বত্ব হইতে অ
কোন স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হয় সেই মূল স্বত্ব স্বয়ং স্পষ্ট ও বিরোধ বিহীন না হইলে
উৎপন্ন স্বত্বাধিকার উক্ত আইন প্রমাণ দাবি করা যাইতে পারে না।

উপস্থিত মোকদ্দমার এতদ্ভূত ভাবগ্রহণ করত আমরা দেখিতেছি যে তৎসম্বন্ধে
সাহেব যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে সটীক হইয়াছে এবং সে মতে খ
সমেত আমরা খাস আপীল ডিস্মিস্ করিলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ্।

১৮৫৭ সালের ২৩ নম্বরী দরখাস্ত।

শম্ভুচন্দ্র ঘোষ প্রতিবাদির বিরুদ্ধে মহেশচন্দ্র মিত্র বাদির মোকদ্দমায় জেলা চব্বিশ পরগণার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত জে, এস, হেল সাহেবের ১৮৫৫ সাল ৪ ডিসেম্বর তারিখের ফয়সলা অন্যথায় ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত ই, লাটোর সাহেব ১৮৫৬ সাল ১৩ জানুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে এক সরাসরী খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় উক্ত মহেশচন্দ্র মিত্র ১৮৫৭ সাল ২২ জানুয়ারি তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——————————দরখাস্তকারির পক্ষ উকীল।
বাবু বেণীমাধব ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে পশ্চাদুক্ত হেতু সকলে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

দরখাস্তকারী বাদী স্বরূপ অসাধারণ প্রকৃতির এক নালিশ করিয়া কহে যে সে এক মফঃসলী তালুক বন্ধক রাখনানন্তর বয়বাতের নিরমিত দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু ইতি মধ্যে বাকী খাজানার নিমিত্ত এক ডিক্রী প্রমাণ তালুক মজকুর বিক্রয় হইবায় পরিশেষে আপন হক রক্ষার নিমিত্ত সে এতদর্থ দরখাস্ত করে যে তাহার বন্ধকের বয়বাৎ বাস্তবিক জারী হওয়া পর্য্যন্ত নিলামে উৎপন্ন অবশিষ্ট টাকা ক্রোক থাকে। নালিশ রুজু হওনের পর দরখাস্তকারী সাবেক তালুকদার আমানতী উদ্বর্ত্ত টাকা বাহির করিয়া না লইতে পারে এতদর্থে উক্ত ক্রোক সমাধা হইবার পূর্ব্বেই ঐ রূপ লওন পক্ষে এক নিষেধ সূচক আজ্ঞার জন্য প্রধান সদর আমীনের নিকট দরখাস্ত করিলে প্রধান সদর আমীন ঐ রূপ আজ্ঞা প্রদান করেন; কিন্তু আপীলে জজ্ সাহেব ঐ আজ্ঞা অন্যথা করাতে বর্ত্তমান দরখাস্তের উৎপত্তি হইয়াছে।

দরখাস্তকারির প্রথম ওজর এই যে উক্ত প্রকার আজ্ঞার বিরুদ্ধে জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইতে পারে না; কিন্তু কোন বাদী প্রতিবাদির মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালে বাদী যদি এমত কহে যে প্রতিবাদী বিরোধীয় স্বত্বের হানি করণে উদ্যত হইয়াছে তবে ঐ স্বত্বের রক্ষার উপায় সুদ্ধ ১৮০৬ সালের ২ আইন প্রমাণেই হইতে পারে এ বিধায়ে আমাদিগের এবিষয়ে কোন সন্দেহ হইতেছে না যে উক্ত আইন প্রমাণ প্রথম আদালত যে সকল কার্য্য করেন তাহার আপীল হইতে পারে।

দরখাস্তকারির দ্বিতীয় ওজর এই যে জজ্ সাহেব উপস্থিত হুকুম দেওনে নালিশ বা তৎসম্বন্ধে কাবেজা আপীল তাঁহার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই গুণাগুণ সম্পর্কে নালিশের মূল বিষয়ের বিচার বাস্তব করা হইয়াছে। জজ সাহেবের হুকুমের হেতু এই যে বাদির

[illegible]ের ২ আ[illegible] [illegible] বিধান [illegible]ভিই ভুক্তি [illegible]খা জজ [illegible]হেবের ক[illegible] [illegible]ত্য।

স্বত্বাধিকার তালুকের প্রতিই রহিতেছে এবং বিক্রয়ের পরেও তাহা ঐ তালুকের উপর রহিয়াছে আর বস্তুতঃ দাবি কৃত রক্তকাহীন থাকিয়া তালুক মজকুর বিক্রয় হইয়াছে। বাদির মোকদ্দমার ভাব যথার্থ ঐ রূপ হউক বা না হউক কিন্তু ফলতঃ আমাদিগের বোধে মোকদ্দমার বর্ত্তমান অবস্থায় তদ্বিষয়ে একণে কোন মত প্রদান করিলে তাহা উচিত সময়ের অগ্রে প্রদান করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় জজ সাহেবের উচিত যে তিনি সূক্ষ্ম শ্লোকের পূর্ব্ব উক্ত নিষেধ সূচক আজ্ঞার বিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া ১৮০৬ সালের ২ আইনের বিধি প্রমাণ প্রধান সদর আমীনের ঐ আজ্ঞা আইন সঙ্গত হইয়াছে কি না তাহার তদন্ত করেন। অতএব আমরা এই আদেশে মোকদ্দমা জজ সাহেবের নিকট ফেরৎ পাঠাই যে আমাদিগের উপরোক্ত কথা সকল সম্বন্ধে তিনি আপীলের পুনর্বিচার করেন ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ্।

১৮৫৭ সালের ৩৬ নম্বরী দরখাস্ত।

[illegible] জমা [illegible]তহশীল [illegible] [illegible] মোট [illegible]দায় হইতে [illegible] দেওয়া [illegible]যুক্ত এক ও [illegible]য়াসিলাতের হিসাব সম্বন্ধে [illegible] আপত্তি [illegible] হইয়াছি[illegible] [illegible]বিবে[illegible] [illegible] না হই[illegible] [illegible] মোকদ্দমা [illegible] পাঠান [illegible]।

নফীজা খাতুন বনামে শ্যামচাঁদ বশাক প্রতিবাদির মোকদ্দমায় জেলা ঢাকার প্রধান সদর আমীন মৌলবী মহম্মদ নাজীমের ১৮৫৫ সাল ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের ফয়সলা বাহালে ঐ জেলার একটিং জজ্ শ্রীযুক্ত ই, এস, পেয়ারসন সাহেব ১৮৫৬ সাল ৫ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে এক সরাসরী খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় ঐ নফীজা খাতুন ১৮৫৭ সাল ২৮ জানুয়ারি তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত————————————দরখাস্তকারিরপক্ষউকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে পশ্চাদুক্ত হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

আমাদিগের সম্মুখোপস্থিত মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী ডিক্রির দেনদার থাকিয়া একণে তাহার দেয় ওয়াসিলাতের সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে।

প্রথম ওজর এই যে দাখিলা না দেখিয়া সূক্ষ্ম রাইয়তদিগের কথা প্রমাণ একজন আমীন যে সংখ্যা নির্ণয় করে জজ সাহেব ভ্রম বশতঃ তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছেন। এবিষয়ে জজ সাহেবের টিপ্পনী এই, "স্পষ্ট প্রকাশ যে রাইয়তেরা দাখিলা দাখিল না করাতে আদায় নির্ণয় করণে আমীনকে সুতরাং ঐরূপ হিসাব করিতে হইয়াছিল; আর ঐ হিসাবের সংখ্যা যে অপ্রকৃত, কিম্বা তাহা যে তাহার স্থিতের সহিত ঐক্য হয় না, অথবা আমীনের নিকট সে যে স্থিতের এক হিসাব দাখিল করিয়াছিল; এরূপ কোন কথা আপেলাণ্ট কহে না"। এরূপ বাক্য ব্যবহার করাতে আমাদিগের বিবেচনায় জজ্ সাহেব আপন সম্মুখোপস্থিত ব্যাপারের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক অন্য এক কথা সম্বন্ধে আমাদিগের বিবেচনায় ওয়াসিলাতের সংখ্যা পুনর্ব্বিচার করা জজ্ সাহেবের কর্ত্তব্য। আপীলে সাহেব মৌসুফের নিকট এই ওজর উত্থাপিত হয় যে মোট ওয়াসিলাৎ হইতে দুই বিষয়ে দরখাস্তকারী মিনাহ পাইতে পারে, অর্থাৎ প্রথমতঃ সে যে সদর জমা দিয়াছে ও দ্বিতীয়তঃ তহসীলের যে খরচা হইয়াছে এতদুভয় জন্য বাদ পড়া কর্ত্তব্য। ফলতঃ উপস্থিত হিসাবে যদ্যপি মোট ওয়াসিলাৎ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তবে ঐ রূপ মিনাহ দাবিবার বিশেষ হেতু অবশ্যই দর্শান আবশ্যক। অতএব মোকদ্দমার এই কথা পুনর্ব্বিবেচিত হইবার নিমিত্ত আমরা জজ্ সাহেবের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২১ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব }
শ্রীযুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব } জজ্।

১৮৫৭ সালের ৮০ নম্বরী দরখাস্ত।

এক ওয়াসিলাতের হিসাবে কি হারে তহসীল খরচা বাদ পড়িবেক তাহা অধীন আদালতের হুকুমে স্পষ্টরূপে প্রকাশ না থাকায় মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইল।

জগদীশ্বরী দেবী বাদিনী বনামে তারানাথ চৌধুরী প্রতিবাদির মোকদ্দমায় জেলা চব্বিশ পরগণার প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত মেং জে, এস, বেল সাহেবের ১৮৫৬ সাল ১০ আগষ্ট তারিখের ফয়সলা সংশোধন করত ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত এইচ, বি, বেলী সাহেব ১৮৫৬ সাল ২০ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে এক সরাসরী খাস আপীল গ্রাহ্য হওন প্রার্থনায় উক্ত জগদীশ্বরী দেবী ১৮৫৭ সাল ১৩ ফিব্রুয়ারি তারিখে অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত——————————দরখাস্তকারিণীরপক্ষউকীল।
বাবু বংশীবদন মিত্র ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—প্রতিপক্ষের উকীলগণ।

জানান যাইতেছে যে পশ্চাদুক্ত হেতুতে উক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল।

উপস্থিত মোকদ্দমায় দরখাস্তকারিণী ডিক্রীদার হইতেছে এবং যে ভূমি তাহার স্বাপক্ষে ডিক্রী হয় তাহার ওয়াসিলাৎ পাইবার সে হকদার হইবায় বর্ত্তমান দরখাস্তে কেবল এই কথা উত্থাপিত হইয়াছে যে কি হারে তহসীল খরচা বাদ পড়িবেক। ডিক্রির জমী অসিদ্ধ লাখেরাজ স্বরূপ পূর্ব্বে বাজেআপ্ত হইয়া তাহাতে কর নির্দ্ধার্য্য হয় এবং নিস্ফী অর্থাৎ অর্দ্ধেক হারে যে সরকারী খাজানা তদুপরি স্থির হইয়াছে তৎপ্রমাণ অর্থাৎ সালিয়ানা ১০২ টাকার হিসাবে ওয়াসিলাৎ ধরা হইয়াছে। জজ্ সাহেবের যে হুকুম এক্ষণে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত তাহাতে ১২।।০ টাকা হিসাবে তহসীল খরচা বাদ দিবার আদেশ আছে কিন্তু ঐ হার বার্ষিক ওয়াসিলাতের উপর শত করা হিসাবে হইবে কিম্বা বেলমোক্তা সালিয়ানা ঐ টাকা দিতে হইবে তাহা সাহেব মৌসুফ নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। অতএব তহসীল খরচার বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা পূর্ব্বক প্রাপ্য হইলে কত টাকা তজ্জন্য মোট ওয়াসিলাৎ হইতে বাদ দেওয়া ন্যায্য ইহা নির্দ্ধার্য্য করণ হেতু আমরা জজ্ সাহেবের নিকট মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম ইতি।

ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ২৩ মার্চ।

এজলাসে উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ সাহেব
শ্রীযুক্ত জে, এইচ, প্যাটন্ সাহেব } জজ্।
শ্রী যুক্ত এ, স্কোন্স সাহেব

১৮৫৬ সালের ৪৯ নম্বরী মোকদ্দমা।

জেলা কটকের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত বাবু তারাকান্ত বিদ্যাসাগরের ১৮৫৫ সাল ১৩ সেপ্তেম্বর তারিখের ফয়সলা রূপান্তর করতঃ ঐ জেলার জজ্ শ্রীযুক্ত এম, এস, গিলমোর সাহেব ১৮৫৫ সাল ২৪ নবেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার অসম্মতিতে সরাসরী খাস আপীল।

রামনাথ রায় চৌধুরী——————————দরখাস্তকারী।
সার্থক পাণ্ডা প্রভৃতি——————————প্রতিপক্ষ।
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়——————————দরখাস্তকারির পক্ষউকীল।

প্রতিপক্ষের কেহ উকীল নাই।

[illegible] এক ডিক্রি [illegible] টাকার উপর [illegible] সুদ দেওনে [illegible] ক হুকুম ঐ ডিক্রীতে প্রকাশ থাকা প্রযুক্ত [illegible] হেতুতে ডিক্রী জারী [illegible] তে ঐ সুদ দেওন পক্ষে অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত এইচ, টি, রেকস্ ও শ্রীযুক্ত বি, জে, কলবিন সাহেবানের পশ্চাদুক্ত সর্টিফিকেটানুযায়ী ১৮৫৬ সাল ৭ মে তারিখে এই মোকদ্দমার সরাসরী খাস আপীল গ্রাহ্য হয়।

"ডিক্রী জারী করণে বিলম্ব হওয়া হেতু দরখাস্তকারির স্বাপক্ষে যে টাকা ডিক্রী হয় তাহার উপর সুদের হুকুম দিতে জজ্ সাহেব অস্বীকার করিয়াছেন।

"ডিক্রির টাকা যে পর্য্যন্ত দেওয়া না হয় তদবধি তাহার উপর সুদ দেওন পক্ষে ঐ ডিক্রির বিধান উক্ত প্রকার হেতুতে পরিবর্ত্তন করণে জজ্ সাহেব সক্ষম না হইবায় তাঁহার ঐ হুকুম অন্যায় হইয়াছে; এবং যেমতে রামরতন রায় প্রভৃতি আপেলাণ্টগণের মোকদ্দমায় ১৮৫৫ সাল ৫ ডিসেম্বর তারিখে অত্র আদালতে যে নজীর স্থাপিত হয় তৎপ্রমাণ এই দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল"।

বিচার।

ডিক্রির হুকুম প্রমাণ ডিক্রির টাকার উপর সুদ দেয় হইবায় ঐ হুকুম সফল করিতে অস্বীকার করণে জজ্ সাহেব অন্যায় করিয়াছেন এবং সে নিমিত্ত তাঁহার নিষ্পত্তি সংশোধন পূর্ব্বক আমরা এই আদেশ করি যে মোট সুদ সুদ্ধা ডিক্রী জারী করণ জন্য ডিক্রীদার অনুমতি পাইবেক।

এই আপীলের খরচা রেস্পাণ্ডেণ্টের জিম্মা হইল ইতি।